HIT PROBHAKUR.

BY THE LATE.

Baboo Issurchunder Goopto.

হিত-প্রভাকর

সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক
শ্রীরামচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক
প্রকাশিত হইয়া

কলিকাতা।

প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হোগলকুঁড়িয়ার দুর্গাচরণ
মিত্রের ষ্ট্রীট ৪২ নং ভবনে।

১১ চৈত্র ১২৬৭।

আমার অগ্রজ মহাকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় প্রণীত হিতপ্রভাকর মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। এই অতি চমৎকার রসভাবপূর্ণ গদ্যপদ্যময় চম্পূকাব্য বঙ্গীয় নব্য কবিগণের কণ্ঠভূষণ স্বরূপ, বিদ্যার্থিগণের উপদেশ স্বরূপ এবং বাঙ্গলাপুস্তকালয়ের অলঙ্কার স্বরূপ। হিতপ্রভাকর পাঠ করিলে সহৃদয় কাব্যরসজ্ঞেরা বুঝিতে পারিবেন কবিবর এই কাব্য মধ্যে কি চমৎকার অলৌকিক কবিত্ব শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, এই চমৎকার চম্পূ কাব্য মধ্যে কবির সহজ শব্দচাতুর্য্য, অলঙ্কৃত রচনা মাধুর্য্য এবং সরস ভাব গাম্ভীর্য্য পদে পদেই পাঠকগণের মনোহরণ করিবে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

কালে সকলেই হয়, এক্ষণে সেই মহাকবির এই অদ্ভুত কাব্য মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইল কিন্তু তিনি এই সম্ভাবিত লৌকিক সুখকে সামান্য জ্ঞান করিয়া পুণ্য লোকে অবস্থান করিতেছেন। দাদা মহাশয় অসময়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন বলিতে হইবে, যে বয়সে কবিগণ যথার্থ শক্তি সম্পন্ন হইয়া নিজ নিজ কাব্য প্রচার করেন, যে বয়সে কবিগণ সম্ভ্রমের সিংহাসনে আরোহণ করিবার যোগ্য হন, যে বয়সে কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন, ইনি সেই বয়সেই নিজ কবিত্বশক্তিবলে স্বদেশের প্রধান কবি, প্রধান সম্ভ্রান্ত, এবং প্রধান কাব্যকর্ত্তা রূপে পরিচিত ও বিখ্যাত হইয়া সংসারলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। বঙ্গভাষায় এতবড় মহাকবি কি আর এদেশে জন্মগ্রহণ করিবেন!!!

সকল দেশেই মহাকবিদিগের মহাকাব্য আদরপূর্ব্বক পরিগৃহীত ও অনুশীলিত হইয়া থাকে, বঙ্গদেশের মহাকবির কাব্যকদম্বও কি সেইরূপ পরিগ্রহণের ও অনুশীলনের যোগ্য হইবে না? তাহা না হইলে বরং স্বদেশের অত্যন্তলজ্জার বিষয় হয়। দেশীয় কবি ও পণ্ডিতেরা যদি দেশীয় কবির কাব্যের প্রচারণবিষয়ে যথাশক্তি মনোযোগ না করেন, তবে তাঁহাদের কর্ত্তব্য কার্য্যের প্রতি অবহেলন করা হয়। এক্ষণে বঙ্গদেশীয় কোন বিদ্যালয়েই বাঙ্গালাকাব্য পাঠনীয় রীতি নাই, এরীতি কেন নাই? পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধ হইবে, বাঙ্গালা সৎকাব্যের অন্যথা ভাবই এই কদর্য্য রীতির মূলকারণ। বঙ্গীয় কোন কবির বিশুদ্ধ রসভাব পূরিত কাব্য নাই, তাহাতেই বিদ্যালয়ে কাব্য বা কবিতা পাঠনার রীতি দেখাযায় না। এক্ষণে দেশীয় সকল সামাজিকগণের এই মহাকবির কাব্য কদম্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত। তাহা হইলেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, এক্ষণে বাঙ্গালা সৎকাব্যের অসদ্ভাব দূরীভূত হইয়াছে। এই মহাকবি হিতপ্রভাকর প্রভৃতি বিদ্যালয়ের পাঠযোগ্য চারি পাঁচখানি কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। বিদ্যালয় ও স্ত্রীবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা যদি এই কাব্য স্বস্ব বিদ্যালয়ে পরিগৃহীত ও প্রবর্ত্তিত করেন, তবে অবশ্যই নির্দ্দোষরূপে বালক বালিকাবৃন্দের কাব্য শিক্ষার উপায় বিধান হইতে পারে।

মহাকবি দাদামহাশয়ের খ্যাতি বিষয়িণী চেষ্টা ছিলনা। এ নিমিত্ত তিনি জীবিতকালে একটি প্রধান সুযোগ নষ্ট করিয়াছেন। প্রভূত ক্ষমতাবান্ বিদ্যোৎসাহী বীটন সাহেব তাঁহাকে বঙ্গদেশের প্রধান কবি জানিয়া ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা বিদ্যালয়সমূহের পাঠোপযোগি কয়েক খানি কাব্য রচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার শরীরে খ্যাতিবিষয়িণী প্রবৃত্তি তাদৃশী বলবতী না থাকাতে তখন তিনি তদ্বিষয়ে তাদৃশ যত্ন বা উদ্যোগ করেন নাই। তৎকালে কেবল প্রভাকরের নিত্য পাঠকগণের মনোরঞ্জন ও চিত্তবিনোদনেই কালযাপন করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ তিনি তৎকালে না করুন, ক্রমে ক্রমে বিশুদ্ধ কাব্য কদম্ব লিখিয়া মহাত্মা বীটন

সাহেবের মহান উদ্দেশ্য ও অনুরোধ পালন—বঙ্গদেশের মলিন মুখ উজ্জ্বল—এবং কবিত্বের অসীম কৌশল প্রকাশ করিয়া পরম সুখে পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। আহা অদ্য তিনি বর্ত্তমান থাকিলে কি অনির্ব্বচনীয় সুখের—নির্ম্মল প্রীতির--বিশুদ্ধ আনন্দের বিষয় হইত তাহা বলিতে পারি না।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ৭ জুলাই দিবসে অনরেবল বীটন সাহেব প্রভাকর যন্ত্রালয়েদাদা মহাশয়ের নিকট ইংরাজী ভাষায় স্বহস্তে যে একখানি পত্র লেখেন, আমরা নিম্নভাগে সেই পত্র অবিকল উদ্ধৃত করিয়া তন্মর্ম্মানুবাদ করিলাম।—

বিদেশীয় বিদ্যোৎসাহিরা যে কিরূপ কবিমর্য্যাদক ও কাব্যপ্রিয়, পাঠকবর্গ বীটন সাহেবের পত্র পাঠ করিয়া তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। এইক্ষণে যে সকল মহাশয়েরা বীটন সাহেবের বা অন্যকোন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, এই কাব্য সমুদায় বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি না তাঁহারাই বিবেচনা করুন।

আমি সংকল্প করিয়াছি, এক্ষণ অবধি এইরূপে অগ্রজ মহাশয়ের যাবতীয় পুস্তক ও রচনাদি সংগ্রহ করিয়া তাঁহার জীবনী সহিত ক্রমে ক্রমে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিব।

শ্রীরামচন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্র
১২৬৭, ১ ফাল্গুণ

---

7 th July. 18[illegible]

Sir.

I receive many complaints from the conductors of female schools that there is no simple Bengali poetry fit for their use.

There is no doubt that much Knowledge, both in the way of moral precept and of general description, can be given in verse, in a form which is both more attractive to Children to learn, and more easy for them to remember, than in prose.

I have heard from many persons that you are one of the best living writers of Bengali poetry, and you could not well be more usefully employed than in preparing a few poems for this express purpose. In England, many distinguished writers, have not thought it beneath them to compile works for the use of the young: indeed it is a far more difficult task than to write for those of full age, as will be readily acknowledged by any who have tried it, the object being to convey sound sterling sense, or else beautiful and poetical ideas in simple language, suited to the comprehension of the young minds for whom they are intended. If you will devote some time to this task, and succeed in producing such a book as is wanted, your Countrymen will have much reason to be obliged to you, and to their gratitude I shall readily add mine. If you will call on me, I will shew you some specimens of English poems written for children, which might be of use to you: I need hardly remark on the necessity of excluding rigorously every loose or impure thought, or indecent word from such a collection, I mention this, however because it is a fault from which I understand some of your most admired writers are not wholly free.

Yr. Sincy:
J. D. W. Bethune:

Baboo:
Issurchunder Goopto.

৭ জুলাই ১৮৫১ ইংরেজী পত্রের অনুবাদ নিম্নে সঙ্কলিত হইল মহাশয়।

স্ত্রী বিদ্যালয় সকলের অধ্যক্ষগণ সর্ব্বদাই আমার নিকটে এই অভিযোগ করিয়া থাকেন, তাঁহারদিগের অধীনস্থ বিদ্যালয় সকলের ব্যবহারার্থ সরল বঙ্গভাষায় এপর্য্যন্ত একখানিও কবিতাপুস্তক প্রকাশিত হয় নাই।—

নীতিশিক্ষা ও অন্যান্য সাধারণ বিষয়ের পরিজ্ঞান শিক্ষা কবিতার বা[illegible]র বালক বালিকাদিগকে অনায়াসে প্রদান করা যায়, গদ্য অপেক্ষা পদ্যচ্ছন্দে তত্তাবৎ পাঠ করণেও তাহারদিগের লালসা বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এবং তাহারা তাহা অনায়াসে পাঠ করিতে ও স্মরণ রাখিতে পারে।

ভূমিকা।

আমি অনেক লোকের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি, বাঙ্গালা বর্ত্তমান কবিতালেখকদিগের মধ্যে আপনিই একজন প্রধান ও সুকবি, আপনি যদ্যপি উক্ত অভাবমোচন নিমিত্ত কবিতাবলী প্রস্তুত করেন তবে আপনার সেই শ্রমদ্বারা বিশেষ উপকার করা হয়।

বিলাতের সুবিখ্যাত মূলেখকগণ বালক বালিকাগণের শিক্ষোপযোগী পুস্তকাদি প্রস্তুত করণের কার্য্যকে আপনাপন প্রভুত মহিমার হানিজনক বোধ করেন না। ফলতঃ ইহা যথার্থ বটে, যাঁহারা এই প্রকার লেখার চালনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, বয়োধিক্য লোকদিগের অনুশীলনোপযোগী পুস্তক বিরচনাপেক্ষাও সরল ভাষায় সদুপদেশ ব্যবহারোপযোগী সদভিপ্রায় এবং সুন্দর পরিজ্ঞান পুরিত পুস্তক যাহা বালক বালিকাগণের অনায়াসে বোধগম্য হইয়া থাকে, তাহা রচনা করা অতি কঠিন। আপনি যদ্যপি এই সৎকার্য্য সম্পাদন নিমিত্ত আপনার সময়ের কিঞ্চিদংশ ক্ষেপণ করিয়া উল্লেখিত প্রকার এক খানি পুস্তক রচনা করেন, তবে আপনার দেশীয় ব্যক্তিগণ আপনার দ্বারা বিশেষোপকৃত হইয়া কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ হইবেক এবং সেই কৃতজ্ঞতার সহিত আমি আমার কৃতজ্ঞতার সংযোগ করণে আনন্দিত হইব।

আপনি যদ্যপি আমার সহিত একবার সাক্ষাত করেন তবে ইংরাজী ভাষায় বালক বালিকাগণের শিক্ষোপযোগী কতকগুলীন কবিতা দেখাই যাহা উদ্দেশ্য কার্য্য সম্পাদন জন্য আপনার পক্ষে উপকারজনক হইবেক, যে কবিতা পুস্তক বিরচিত হইবেক, তাহাতে কোন অসৎ অভিপ্রায় নীতিজ্ঞান বিরুদ্ধভাব এবং অশ্লীনবাক্য লিখিত হইবেক না, একথা আমার পক্ষে বলা বাহুল্য, কিন্তু এইস্থলে উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য এই যে বঙ্গ ভাষায় উত্তমোত্তম কবিতা লিখিয়া যাঁহারা বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহার দিগের মধ্যে কেহ২ ঐ দোষকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

আপনার

ডবলিউ জে, ডি, বিটন।

হিতপ্রভাকর

পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণন।

হে নিত্য সত্য সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বময় সর্ব্বজ্ঞ!—হে পরমপিতঃ পরমাত্মন্ পরমেশ্বর!—তুমি নিষ্ক্রিয় নির্লেপ, নির্গুণ নিরাকার, পূর্ব্বতন জ্ঞানগুরু আচার্য্যগণ এরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।—হে নাথ! তুমি, যে, এক কি পদার্থ, নিশ্চিতরূপে তাহা নিরূপণ করেন এমত ব্যক্তি এই মানবমণ্ডলে কাহাকেই দেখিতে পাইনা। —তুমি অরূপ,স্বরূপ, কিরূপ? আমি জ্ঞানবিশেষ কিরূপে জানিতে পারিব?—তোমাকে তুমি আপনিই জান কি,না,তাহাও কেহ জানিতে পারেন না।—কারণ কোনোমতেই তুমি জানিবার বিষয় নহে।—তোমাকে তুমি,, এই বচন ভিন্ন আর কি বচনে ডাকিব? আর কি বলিব?—তোমাকে নির্গুণ বলিব? কি সগুণ বলিব? তোমাকে নিষ্ক্রিয় কহিব? কি সক্রিয় কহিব?—তোমাকে অকর্ত্তা কহিব? কি কর্ত্তা কহিব? তোমাকে বহুবিধ বিশেষণবিশিষ্ট কহিব? কি বিশেষণবিহীন কহিব? তোমাকে অসঙ্গ কহিব? কি সসঙ্গ কহিব?—কি কহিব? কি কহিব? তোমাকে কি কহিব?—ইহার সারকথাটি আমাকে কে কহিবে?—কি প্রকারেই বা নিশ্চিত নিদর্শন, প্রদর্শন হইবে? কেননা দর্শন তোমার দর্শন পান নাই. শাস্ত্র সকলের মধ্যে পরস্পর বিমতভেদ বিবাদ দেখিতেছি, এক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত একরূপ, অপর এক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত আর একরূপ। —কেহ কেহ কহেন "তুমি "প্রণব,, মন্ত্রময়, কর্ম্মস্বরূপ,,—কেহ কেহ কহেন " তুমি নির্গুণ-নির্ব্বিশেষ,,।—কেহ কেহ কহেন 'তুমি সগুণ সর্ব্বব্যাপক,.।—কেহ কহেন " তুমি প-

রূষ,, কেহ কহেন "তুমি প্রকৃতি,,। —কেহ বা কহেন "তুমি স্বভাব,,—কেহ কেহ কহেন "তুমি নিত্য-জগৎ অনিত্য,,—এবং কেহ কেহ কহেন "তুমিও নিত্য এবং এই সংসারো নিত্য,,—এইরূপ যাহার যতদূর পর্যান্ত জ্ঞানের সীমা, তিনি ততদূর পর্যান্তই নিরূপণ করিয়াছেন, কিন্তু তুমি, যে,কি এক অনির্ব্বচনীয় পদার্থ, তাহা কখনই বচনীয় হইবার নহে, এবং তুমি, যতদূর রহিয়াছ ততদূর পর্য্যন্ত কেহই বোধনেত্র বিস্তার করিতে পারেন না।

হে ব্রহ্ম!—এই, যে "আমি,, আমি আমি করিতেছি, এই "আমিটি,, কি? যখন তাহাই জানিতে পারিনাই, তখন আমি "নিজবোধনেত্র বিহীন, হইয়া তোমাকে জানিব ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?—এই "আমি,, কে?—আমি আমাকে কেনই বা আমি বলি?—এবং এই আমাকে এই "আমি কে বলায়?—আমি, যে "আমি,, বলি, এ বলের কি আমিই বলী?—না "তুমি,, বল? তুমিই "বলী,,?—বল বল, এই "আমি,, বলিবার বল, কাহার বল? —আমার বল? কি তোমার বল?—এ কথাটি কে বলে?—একথাটি কে বলে?—আমি বলি? কি তুমি বল? তাহাই বল।

আমার এই দেহ পরিগ্রহ কেন হইল?—আমিই কি এই দেহ?—না, আমার এই দেহ!—আমি দেহধর্ম্মে আক্রান্ত হইয়া কেন দেহী হইলাম?—এই দেহে আমার "আমিবোধইবা,, কেন হইল?—এই শরীরটিই বা কি?—এই শরীর মধ্যে শরীরিরূপে আমিই বা কি?—আমি এই শরীরে এই "আমি,, অধুনা যেরূপ আমিই রহিয়াছি, এই আমি কি এই "আমিত্ব,, প্রথম পাইলাম? যদিস্যাৎ আমি ইহার পূর্ব্বে শত-শতবার এইরূপে দেহধর্ম্মে আমি আমি করিয়া এইক্ষণে আবার বর্ত্তমান এই দেহে আমি আমি করিতেছি, তবে ইহার পরেই বা ভবিষ্যতে আর কতবার এবম্প্রকার "আমার আমার,,"আমি আমি,, করিতে হইবে?—আহা!—এই আমি কি এই ভাবেই আমি থাকিব?—আমার এই "আমিত্ব, আর কতকাল রাখিব? মোহ-জালে নিজবোধরূপ জ্যোতিঃ আর কতকাল ঢাকিব?—আর তোমাকে এই ভাবেই বা কতকাল ডা-

কিব ?—হে তুমি! তুমিই কি আমাকে এই "আমিত্ব,, প্রদান করিয়াছ? অথবা আমি স্বয়ং "আমিত্ব, পাইয়া আমি হইয়াছি?—যদি তুমিই আমাকে আমার "আমিত্ব,, প্রদান করিয়া থাক, তবে আমি কখনই আমি নহি, যেহেতু তোমার প্রদত্ত এতৎ "আমিত্ব-ধনে,, কিছুতেই আমার কর্তৃত্ব হইতে পারেনা, অপিচ যদিস্যাৎ আমিই আমার এই 'আমিত্ব,, স্বয়ং সঞ্চয় করিয়া থাকি, তথাচ আমি স্বয়ং শব্দের অভিমানে আমিত্বলাভে আমার কর্তৃত্ব দেখিতে পাইনা।—কারণ আমি আমার "আমিত্ব,, দানের কর্ত্তা হইতে পারিনা।—গৃহীতা হইলেও হইতে পারি।—তুমি দিয়াছ, আমি পাইয়াছি, কিন্তু হে প্রভো!—এ বিষয়ের কে দাতা? কে গৃহীতা? এই সংশয়চ্ছেদন কর।—তুমিই দাতা? তুমিই গৃহীতা? না, আমিই দাতা, আমিই গৃহীতা?—তুমি আদি? কি আমি আদি?—আগে আমি "তুমি,, বলিব? না, আগে আমি "আমি,, বলিব?—স্থিররূপে প্রণিধান করিলে যদিও তুমিই তুমি, আমিই আমি, এবং তুমিই আমি, আমিই তুমি, তথাচ তুমিই আদি, আমি কখনই আদি নহি।—তুমিই "আমি,, আমি কখনই "তুমি,, নহ।—তোমার "তুমিত্ব,, তোমাতেই আছে, তোমার দত্ত আমার "আমিত্ব,, আমাতেই রহিয়াছে। যদিও তোমার আমায় চৈতন্যরূপে অভেদ পদার্থ, তথাচ তোমার সম্বন্ধেই আমি হইব, আমার সম্বন্ধে তুমি হইবেনা, যেমত চন্দ্রের জ্যোৎস্না তাবতেই কহে, জ্যোৎস্নার চন্দ্র কেহই কহেনা, অনলের দাহিকা তাবতেই কহে, দাহিকার অনল কেহই কহেনা, জলের শীতলতা সকলেই কহে, শীতলতার জল কেহই কহেনা, এবং যেমন সমুদ্রের তরঙ্গ সকলেই কহে, তরঙ্গের সমুদ্র কেহই কহেনা, সেইরূপ তোমারি "আমি,, সকলেই কহিবে, আমার 'তুমি,, কেহই কহিবেনা।

হে নাথ! যদিও আমি, তোমারি অর্থাৎ "তুমিরূপ,, বিশুদ্ধ বিম্বের "প্রতিবিম্ব,, কিন্তু তুমি! আমাকে দেহেন্দ্রিয় সংসর্গে অধীন করিয়া এরূপ মলিন ও ক্ষীণ করিয়াছ যে, আমি "অহং অভিমানে,, অন্ধ হইয়া আপনাকেই আপনি দেখিতে পাইনা, আপনাকেই আপনি জানিতে

পারিনা, অতএব তোমাকে কি উপায়ে জানিতে পারিব? এবং কি উপায়ে দেখিতে পাইব? করুণাময়! তুমি করুণা করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আত্মতত্ত্বজ্ঞান বিতরণ কর, তাহা হইলেই আমি চরিতার্থ হইয়া আপনাকে জানিতে পারিব।-আমায় আমি জানিতে পারিলে তোমায় জানিবার আর অপেক্ষা থাকিবেনা। কিন্তু তোমার পরিপূর্ণ প্রসন্নতা ভিন্ন কিছুই হইতে পারেনা। যে পর্য্যন্ত আমি, আমি অভিমান করিব এবং অহঙ্কারের অধীন থাকিব, সে পর্য্যন্ত কিছুই হইবেনা, কেবল ঘোরতর অজ্ঞানময় অন্ধকারে আবৃত থাকিয়া অনবরতই হাহাকার করিব।

তুমি স্বরূপ-বিরূপ।-আমি সেই স্বরূপে-বিরূপে বিরূপ করত অজ্ঞানতা প্রযুক্ত এতকাল পর্য্যন্ত ভজনা সাধনা উপাসনা বিষয়ে তোমার নিকট যে সকল অপরাধ করিয়াছি, হে অপরাধ-ভঞ্জন ক্ষমাকর!—অনুকম্পা পূর্ব্বক আমার সেই সকল অপরাধ ক্ষমা কর।—যেরূপে তোমার আরাধনা করিতে হয়, আমি তাহার কিছুই করিনাই, একাগ্রচিত্তে তোমায় কখনই স্মরিনাই,—যথার্থরূপে তোমার ধ্যান ধারণা কখনই ধরিনাই। তোমার ভক্তিক্ষেত্রে কখনই চরিনাই,—বিষয়বাসনাবারিধি হইতে ক্ষণকালের জন্য কখনই তরিনাই। "অহং-ভ্রম" ভ্রমেও কখনই হরিনাই।—বৈরাগ্যের বস্ত্র কখনই পরি নাই।—যাহা করিতে হয়, তাহারতো কিছুই করা হয়নাই।—হে নাথ!—কিছুই করা হয়নাই।—হায় কি আশ্চর্য্য!—আশ্চর্য্যের পর আশ্চর্য্য! এই ভৌতিক-ভবরাজ্য-ঘটিত-কার্য্যতাৎপর্য্য মিথ্যারূপে অবধার্য্য হইতেছে, তথাচ মন তাহা গ্রাহ্যই করেনা।—আহা মায়ার প্রভাব কি অনিবার্য্য! —হে নাথ মায়ার প্রভাব কি অনিবার্য্য!—হে কান্ত!—অশান্তসান্ত্বনিতান্তই ভ্রান্ত।-এই সান্ত্ব ক্ষণ-কাল শান্ত হয়না।-ধ্বান্তময়-পাপপথের পান্থ হইয়া ভ্রমণে আর শ্রান্ত হয়না,—ক্লান্ত হয়না,—ক্ষান্ত হয়না। নিবৃত্তির-নিকেতনে আর ক্ষণকাল রয়না।—"বিরতি ,, বালাবধূর অঙ্গসঙ্গ আর লয়না।—সত্ত্বের ভার একবারো আর মস্তকে বয়না।—অবিনাশি নিত্যসুখ সঞ্চয় বিষয়ে আর কোনো কথাই কয়না। বারম্বার ত্রিতাপের যাতনা আর সয়না। হে নাথ যাতনা আর সয়না

রাগিণী সুহিনী বাহার। তাল মধ্যমান

হে নাথ! আমি আমি, আমি, কেন, কই হে?।
জেনেছি, জেনেছি, সখা, আমি, আমি, নই হে॥
আমি, কভু নই, আমি, এ আমির, তুমি স্বামী,
তবে কেন মিছে আমি, আমি হোয়ে রই হে?।
আমি আমি, এই ভাষ, এ, যে, আমি, চিদাভাস,
ভাসেতে মিশালে ভাস, আমি তবে কই হে?॥
না জেনে পড়েছি ফাঁদে, ছাঁদিয়াছে ঘোর-ছাঁদে,
যাতনায় প্রাণ কাঁদে, কিসে মুক্ত হই হে?
হোয়ে গেল, যা, হবার, উপায় ছিলনা তার,
বারবার কেন আর, করি হই হই হে?
লেগেছে বিষম ফাঁস, নিজ-অস্ত্রে কাটো পাশ,
আশাবাস, কর নাশ, বলি পাই পাই হে॥
এমন কে আর আছে, বলিব কাহার কাছে,
আপনি তুলিয়া গাছে, কেড়ে নিলে মই হে॥
তরঙ্গ প্রখর অতি, বেগবতী স্রোতস্বতী,
ত্রিবেণীতে তিনধার, জল থই থই হে।
হও হও অনুকূল, দেও দেও, দেও কূল,
অকূল-পাথারে পোড়ে, পাবনাকো থই হে॥
সকলিতো গেল বোঝা, থাকিতে সুপথ-সোজা,
এ পাপ ভূতের বোঝা, কেন আর বই হে?।
এদিগে হয়েছি দীন, খেটেছি অনেক দিন,
এখনিই দিন দিন, হোলো দিন-সই হে॥
মিটে গেল আশাবাই, থেকে আর কাজ নাই,
আপনার দেশে যাই, হোয়ে রিপুজই হে।
সমুদ্রের বিম্ব যাহা, সমুদ্রের বস্তু তাহা,
মাটির নির্ম্মিত ঘট, নহে মাটি বই হে॥
রাখিবনা "আমি নাম" ছেড়ে এই "পঞ্চগ্রাম,,
আমার, যে, "নিজধাম,, তাই আমি লই হে।,,
"তুমি বিম্ব,, প্রভাকর, প্রতিবিম্ব প্রভা হর,
তোমার "তোমাতে,, নাথ, লয় আমি হই হে॥

তুমি কেবা, আমি কেবা, না পাই সন্ধান।
তোমাছাড়া "আমি" হোয়ে "আমি" অভিমান
এই তুমি, এই আমি, এক যদি হয়।
তুমি তুমি, আমি আমি, ভেদ নাহি রয়॥
আমায় জানিলে আমি, আর নাহি দায়।
অহং-কার, বোধ হোলে, অহঙ্কার যায়॥
বল বল, তত্ত্ব কথা, শুনি সবিশেষ।
দেহ দেহ দেহ নাথ, দেহ উপদেশ
তুমি, আমি, এই যদি, হোলো নিরূপণ।
তুমি আমি, দুই ছাড়া, কারে বলি মন?॥
কে-মন?—কেমন সেই, সে মন কিরূপ?।
কেমনে জানিব সেই, মনের স্বরূপ?॥
হায় হায়, কারে আমি, সুধাইব আর?।
বুঝিতে না পারি কিছু, মনের ব্যাপার॥
তুমি, আমি, এক ঘরে, থাকি দুই জন।
কোথা হোতে এ আবার, আসিয়াছে মন?॥
এক ঘরে বাস বটে, কিন্তু একা একা।
গুপ্তভাবে থাক তুমি, নাহি দেও দেখা॥
তোমায় না দেখে একে, বিষম ব্যাকুল।
তাহাতে আবার মন, করিল আকুল॥
না দেখি, না দেখি, নাথ, না দেখি তোমায়
মনের না দেখা পেয়ে, ঘটিয়াছে দায়॥
কোনোমতে নাহি হয়, বাধ্য সে আমার।
এই দেখি, এই আছে, এই নাই আর॥
বায়ুবৎ গতি করি, কোথা যায় উড়ে?।
কার সাধ্য ধরে তারে, ত্রিভুবন ঢুঁড়ে।
কবে বা, এ মন হবে, মনের মতন?।
কেমনে মনের বেগ, করিব বারণ?॥

যতদিন এই মন, না হইবে বশ।
ততদিন পাইবনা, তত্ত্ব-সুধারস॥
মন যদি বশে আসে, তবে কারে ভয়।
একেবারে করি আমি, সমুদয় জয়॥
তখন এরূপভেদ, আর নাহি রবে।
দয়াময় নিজে তুমি, মনোময় হবে॥
কর কর কর প্রভু, কল্যাণ আমার।
হর হর হর সব, মনের বিকার॥
মনের ঘুচিলে রোগ, ভোগ হবে শেষ।
রহিবেনা, কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ, দ্বেষ।
দূর হবে অহঙ্কার, আত্ম-অভিমান।
বিবেক বৈরাগ্য দোঁহে, মনে পাবে স্থান॥
ভ্রম-তম নাশ কর, তাপন হইয়া।
রেখনা আপন ভাব, গোপন করিয়া॥

গীত।

রাগিণী সুহিনী বাহার। তাল মধ্যমান।

হে নাথ! মন্, আমার্, বশ্ কেন হয়না?।
এ মন্, কেন এমন্ হোলো হে?।
মন্, আমার্, বশ্ কেন হয়না?॥
চঞ্চল চপল প্রায়, কোথা থাকে কোথা যায়,
ক্ষণমাত্র স্থির হোয়ে, ঘরে কভু রয়না।
আমিই সর্ব্বস্ব হই, আমা ছাড়া বস্তু কই,
আমি আমি, "আমি" বই, কোনো কথা কয়না।
ভবভারে ভারি হোয়ে, মরিতেছে ভার বোয়ে,
একবার ভ্রমে কভু, তব-ভার বয়না।
স্বদেশে করিয়া দ্বেষ, ভ্রমিতেছে দেশ দেশ,
নিজ-হিত-উপদেশ, কখনই লয়না॥
মনের না পেয়ে দেখা, ঘরে পোড়ে কাঁদি একা,
বার বার, কারাগার, কষ্ট আর সয়না॥

হে ভক্তাধীন ভগবন্—শরণাগতবৎসল! আমি নিরতিশয়—আনন্দ লাভের সাধন—সামগ্রী কিছুই সঞ্চয় করিতে পারি নাই, সেই অমূল্য মহানিধি আমার নিকটেই রহিয়াছে, আমি দুর্ভাগ্য—বশতঃ তাহা দেখিতে পাইনা। হে নাথ! আমায় দেখাও দেখাও। আমি সেই ঘরের সঞ্চিত ধনে বঞ্চিত হইয়া পরের নিকট অন্বেষণ করিতেছি, হে নাথ! কৃপা পূর্ব্বক ঘরের কপাট খুলিয়া দেও, আমি প্রবেশ করিয়া মহারত্ন গ্রহণ করি,—গ্রহণ করি।—হে সর্ব্বকালেশ্বর-মহাকাল! আমার সেই শৈশবকাল এখন গত হইয়াছে, যে কালে, কাল কাহাকে বলে, তাহাই জানিতামনা।—তোমাকেও জানিতামনা,—কিছুই মানিতামনা।— মনের মধ্যে কোনো বিষয়ের চিন্তাই আনিতামনা।—বাসনার-রথ কখনই টানিতামনা।—অভিমানের বাণ কখনই হানিতামনা।—শঠতারূপ-শানে কখনই হিংসা-অস্ত্র শাণিতামনা।—হে নাথ! হিংসা-অস্ত্র শাণিতামঃনা।—তখন জলে ভয় করিনাই, অনলে ভয় করি নাই, সর্পে ভয় করি নাই, কিছুতেই ভয় করিনাই, যম-

কেও ভয় করিনাই, হে নাথ! তোমাকেও ভয় করিনাই।—সদা ধূলায় চরিতাম—কেবল খেলাই করিতাম,—পথের একটি ঢেলা ধরিতাম, তাহাই লইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডকে হেলা করিতাম।—ছাই ভস্ম উদরে ভরিতাম,—কটির কাপড় মাথায় পরিতাম,-কেবল ইচ্ছা-সুখেই কাল হরিতাম, হে নাথ কেবল ইচ্ছা-সুখেই কাল হরিতাম।—তখন কেবল মাত্র আহার চাইতাম,—যা পাইতাম, তাই খাইতাম,—যে স্নেহ করিত তাহারি কোলে যাইতাম,—কেবল স্নেহকারির গুণ-গাইতাম, হে নাথ! কেবল স্নেহকারির গুণ-গাইতাম।—চাঁদের উদয় দেখিয়া আহ্লাদে গলিতাম,—"আয় চাঁদ্, আয় চাঁদ্,, চি, দিয়ে, যারে,, এই কথা বলিতাম। মুখের সকল কথা ফুটিতনা,—মনের সকল ভাব ব্যক্ত হইয়া উঠিতনা। আমার মনে কি আছে?—কেহই তাহা বুঝিতনা,—আমি সেই মনের দুঃখে কেঁদে উঠিতাম,—ধূলায় লুটিতাম,—মাথা কুটিতাম, পথে ছুটিতাম।—আমার সেই সে কালের অজ্ঞাত-অভিমানে আপনিই ফাটিতাম।—দাতে করিয়া আপনার হাত আপনিই কাটিতাম।—হিতাহিত কিছুই বুঝিতামনা, হে নাথ! কিছুই বুঝিতামনা।

হে নাথ! এখন আমার সেই যৌবনকাল আর কি আছে? যে যৌবন মধ্যাহ্নকালের প্রভাকরের ন্যায় প্রভা-ধারণ করিয়াছিল,-যাহার অভিমানে আমি মরণকে স্মরণ করিনাই,-তোমার শরণ লই নাই,-আপনাকে আপনি অমর এবং এই ক্ষণবিধ্বংসি মল-মূত্র-মাংসময়-অনিত্য ভৌতিক-দেহকে নিত্য ভাবিয়া যথেচ্ছাচারে অশেষবিধ অপকৃষ্ট কর্ম্মে কেবল ইন্দ্রিয়গণকে চরিতার্থ করিয়াছি। না করিয়াছি, এমত কুকর্ম্মই নাই,-অসৎ সঙ্গে বসৎ করিয়া সাধু-সমাজের সমীপস্থ হই নাই, নিত্য-সুখের নিকেতনে এক দিনো রই নাই।—তোমার নাম কখনই লই নাই,—কোথা অধমতারণ-অনাথ-বন্ধো, এই মধুর "ধ্বনি,, একবারো কই নাই, হে নাথ! একবারো কই নাই।—আমার অজ্ঞান-মানস মদমত্ত মাতাল মাতঙ্গ-বৎ কেবল পরমার্থ পঙ্কজবন দলন করিয়াছে,—এই পদে কখনই সুপথে সুজন সমীপে গমন করিনাই। পাদ, শুদ্ধ বিপদ

এবং দুর্গতির পথেই গতি করিয়াছে।—এই কর কেবল অনর্থকর কুকার্য্যই করিয়াছে,—মহামঙ্গলকর, কোনো কর্ম্মই করে নাই। তোমার গুণ-সংগীত রচনা করে নাই, সে বিষয়ে লেখনী ধরে নাই।—এই নাসিকা সুগন্ধি-কুসুমের সুবাস লইয়া কেবল অশেষ-প্রকার অলীক আমোদেই আমোদ করিয়াছে, কিন্তু সেই আঘ্রাণ গ্রহণ-সময়ে মনকে এমন কথাটি একবারো বলে নাই—"রে মন! যে, পরম-প্রেমিক-পরমপূজ্য পরম-পুরুষ এই প্রফুল্ল-পুষ্পটিকে সুবাসে বাসিত করিয়া তোমাকে এতদ্রূপ আমোদ প্রদান করিতেছেন, এই আঘ্রাণের সঙ্গে সঙ্গেই সেই পরম-পুরুষের পরমপবিত্র-প্রেম-পুষ্পের আমোদের আঘ্রাণ একবার নে-রে—একবার নে-রে,,।—এই নেত্র-ক্ষেত্র নিরন্তর কেবল কুদৃষ্টিরূপ কুশস্য প্রসব করিয়াছে, তাহাতে কোনো সুফল ফলে নাই। জ্ঞান-গর্ভগ্রন্থে কখনই কটাক্ষ করে নাই, তোমার পরম-প্রসঙ্গে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করে নাই, এই নেত্র যখন কোনো বিচিত্র বিনোদ-ব্যাপার বিলোকনে আহ্লাদিত হইয়াছে তখন মনকে এমত উপদেশ কদাচই করে নাই, "ওরে মন! এই অনিত্য ভূতের ব্যাপারে জড়ীভূত হইয়া কেন অভিভূত হোস্? সেই নিত্য অতি অদ্ভুত ভূতাতীত ভূতের কর্ত্তা ভূতনাথকে একবার দেখ্-রে, একবার দেখ্-রে,, আমার এই শ্রবণ সতত শুদ্ধ অসাধু-শব্দই শ্রবণ করিয়াছে, তাহাতেই উৎসুক হইয়াছে। সুধাময়-সাধু-শব্দ বিষ-বোধ করিয়াছে,—যখন কোনো সাধু-ভক্ত অনুরক্ত-পুরুষ বাহ্যজ্ঞানবিহীন হইয়া প্রেমাশ্রু-পাত করিতে করিতে তোমার গুণ-সংকীর্ত্তন করিয়াছেন, তখন তচ্ছ্রবণে পুলকিত হইয়া এমত বলে নাই।—"মন্ রে, মন্ রে, শোন্ রে-শোন্ রে, এই সাধু কি মধুর গীত গাহিতেছেন?—ও মন! এই সাধক সাধুর সঙ্গি হইয়া ব্রহ্মকথা বল্-রে, বল্ রে। ও মন! ব্রহ্মরসে গল্ রে, গল্ রে, গল্ রে,,।—এই রসনা তোমার গুণ কখনই গান করে নাই, তোমার নামামৃত কখনই পান করে নাই। রসনা কখনই পীযূষ-বচন ঘোষণা করে নাই,-যখন কোনো সুমিষ্ট-মধুর-রসের আস্বাদনে তৃপ্ত হইয়াছে, তখন মনকে অনুরোধ করে নাই

"ও চিত্ত! এই লৌকিক সামান্য রস রাখ্‌রে, রাখ্‌-রে, রাখ্‌-রে: যিনি এই রসদাতা-রসাতীত সর্ব্বরসের রসিক রসময়, তাঁর প্রেমরস চাক্‌রে, চাক্‌রে, চাক্‌রে। তাঁর ভক্তিরস মাখ্‌রে, মাখ্‌রে, মাখ্‌রে। ও মন! তাঁরে ডাক্‌রে, ডাক্‌রে, ডাক্‌রে। ওরে কি খাস্‌রে।—ইথে কি তোর ক্ষুধা যাবে? রাম নামামৃত পান কর্‌রে। ওরে এমন সুধা হবেনা হবেনা,—একবার পান করিলে আর ভব-ক্ষুধা রবেনা রবেনা,,।—হে নাথ! যৌবন সময়ে মন আমার বশ হয় নাই, মন আপন-বশে ইন্দ্রিয় চালিয়াছে, এবং ইন্দ্রিয়-বশে আপনি চলিয়াছে।

হে প্রাণনাথ! অধুনা আমি বার্দ্ধক্যকূপে পতিত হইয়াছি, চরমকাল উপস্থিত। আমার সেই দেহ, এই দেহ,—কিন্তু, হে অশরীর!—জরা অরির হস্তে পড়িয়া প্রহারে শরীর শীর্ণ, জীর্ণ, চূর্ণ, হইতেছে।—আমার সেইপদ, এই পদ, কিন্তু, হে সর্ব্বপদ! এখন এই পদে দুই পদ গমন করিতে হইলেই বিষমতর বিপদ ঘটিয়া উঠে। আমার সেই কর, এই কর, কিন্তু, হে সর্ব্বকরকর! এই কর এখন আর কার্য্যকর নহে। অধুনা এই করে, এই করে,—কার্য্য সাধনে অশক্ত হইয়া কেবল কপালেই আঘাত করে।—আমার সেই নাসা, এই নাসা। কিন্তু, হে ঘ্রাণহীন-ঘ্রাণদাতা! এই নাসা এখন আর আঘ্রাণের বাসা নহে। কেবল আপনার গাত্র গলিত দুর্গন্ধের আমোদেই মত্ত হইয়া রহিয়াছে।—আমার সেই নয়ন, এই নয়ন, কিন্তু, হে নয়ন-নয়ন, সর্ব্বনয়ন! এই নয়ন, আর দৃষ্টি-বৃষ্টির সৃষ্টি করিতে পারেনা। লোচনের জ্যোতিঃ গিয়াছে, তথাচ বার্দ্ধক্যধর্ম্মে আর একখানি চমৎকার নূতন জ্যোতিঃ হইয়াছে। বস্তু কিছুইতো দেখিতে পায়না। কাহারো গুণ কিছুইতো দেখিতে পায়না। কিন্তু দৃষ্টিহীন হইয়াও লোকের দোষ-দর্শনে বিলক্ষণ পটু হইতেছে।—আমার সেই শ্রবণ, এই শ্রবণ, হে শ্রুতির শ্রুতি! এখন এই শ্রুতি, তোমার গুণ-সংকীর্ত্তন শুনিতে পায়না, বজ্রনাদ শুনিতে পায়না। কিন্তু পরনিন্দা ও পরকুৎসা শুনিবার জন্য বিলক্ষণরূপেই ব্যাকুল ও তৎপর হইতেছে। আমার সেই মুখ, এই মুখ, কিন্তু, হে সর্ব্বমুখ! মুখের সে শোভা নাই,

শ্রী নাই, দন্ত নাই, মুখে কথা স্বরে-না। আশ্চর্য্য এই, যে, মুখ বাক্য ব্যদনে বিমুখ হইয়াও দিন দিন কেবল দারুণতর দুর্মুখ হইতেছে। কর্ণ আর শব্দ শুনিতে পায়না। বৃদ্ধ হওয়াতে কেহই আর আদর পূর্ব্বক আমার কথা শুনিতে চাহেনা, এই দুঃখে আমার "মুখের বাক্য" কোথায় প্রবেশ করিবে, এই জন্য নিরন্তর কেবল ছিদ্রই অন্বেষণ করিতেছে।—হে নাথ! আমার স্বরূপ অবস্থা তোমার নিকট ব্যক্ত করিতেছি, এ অবস্থায় যাহা করিতে হয় তাহাই কর। আমার মরণের দিন যদি নিকট হইয়া না আসিত, তবে কদাচই তোমার নিকট এতদ্রূপ কাতরতা প্রকাশ করিতামনা. কি চমৎকার! এখনো আমার চৈতন্য হইলনা,--যতই মৃত্যুর সমীপবর্ত্তি হইতেছি, ততই আমাকে অধিক মোহে আচ্ছন্ন করিতেছে,-দেহের প্রতি এবং প্রাণের প্রতি ততই অধিক মায়া জন্মিতেছে। হে মায়াতীত মহাদেব! এই সময়ে আমার প্রতি মায়া করিয়া এই মায়ার গ্রন্থি ছেদন কর। এখন যেন আর অজ্ঞান না হই।—মরিলে পর কি হইব? একেবারেই কি শেষ হইব? না, আবার আর একটা নূতন দেহ ধারণ করিয়া কর্ম্মভোগ ভোগ করিব? হে নাথ কি করিব?।

সংগীত।

রাগিণী পরজ। তাল কাওয়ালি।

মোলে কি হে, সকলি ফুরায়?।
বল বল, নাথ।
মোলে কি হে, সকলি ফুরায়?।
এই জীব আর নাকি, আসে পুনরায়।

ধূয়া।

এই দেহ এপ্রকারে, নাহি হয় বারে বারে,
কর্ম্মভোগ একেবারে, সব ঘুচে যায়।
এই দেখি এই এই, দেখিতে দেখিতে নেই,
এই এই, সেই সেই, শুনি পরম্পরায়॥
এই সব, এই শব, এইরূপ এই ভব,
কে মরে, কে বেঁচে থাকে, বোঝা বড় দায়।
নাম মাত্র ঘটাকাশ, এই জীব চিদাভাস,
ঘটের হইলে নাশ. পাঁচ পাঁচ পায়॥
অবিনাশি চিদাভাস, তার কভু নাহি নাশ,
দেহ নাশে কেন লোক, করে হায় হায়?।
কে, মরে, কে পায় মুক্তি, বুঝিতে না পারি যুক্তি.
নানা জনে নানা উক্তি, শুনে হাসি পায়॥
এই বলে, হোলো হোলো, এই বলে মোলো মোলো,
কেবা হোলো, কেবা গোলো, সুধাইব কায়?।
যত নরে পরস্পরে, বিচার বিতর্ক করে,
ঠিক যেন সম্ভাষণ, কালায় কালায়।
কেহ কয়, এই হয়, কেহ কয়, নয় নয়,
রূপের প্রসঙ্গ যেন, কাণায় কাণায়।

সার কথা বলি যারে, সেই গালে চড় মারে,
বিচারেতে নাহি হারে, হাসিয়া উড়ায় ॥
ডাক্‌ছাড়ে চোটে চোটে,মুখে যেন খই ফোটে,
কার্‌ সাধ্য এঁটে ওঠে, কথার ছটায় ॥
কত ছাঁদে করি ছাঁদ, বাদি হোয়ে ভুলে বাদ,
যুক্তিহীন তর্কবাদ, কতই ঘটায়।
উপাসক এক দল, প্রকাশিয়া বুদ্ধি বল,
মোলে পর জন্ম নাই, বলিয়া বেড়ায়।
এই কথা ব্যক্ত করে, নরলোক যত মরে,
তাদের সকল আত্মা, ভোগ নাহি পায় ॥
আছে তোলা,গাছেঝোলা,বাতাসে খেতেছে
দোলা, গগণে ঘুরিয়া সব, এখন খেলায়।
ভবিষ্যতে একদিন, হবে তারা ভোগাধীন,
বিচার হইবে শেষ, বিভুর সভায় ॥
পুণ্যবান লোক যারা, চিরস্বর্গ পাবে তারা,
পাপি রবে চিরকাল, নরক বাসায় ॥
জন্ম এই হোলো সবে, পরে নাহি জন্ম হবে,
এ কথাটি স্থির কোরে, কে এসে শুনায় ?।
কবে কোন্‌ নরলোক, গিয়ে সেই পরলোক,
ফিরে আসিয়াছে পুন, পুরাতন কায় ?॥
পূর্ব্বজন্মে ছিল যাহা, প্রকাশ করিয়া তাহা,
কেবা সব হৃদয়ের, সংশয় কাটায় ?।
স্থির যার আছে মন, সেই করে নিরূপণ,
কিছু মাত্র প্রয়োজন, নাহি জিজ্ঞাসায় ॥
জন্ম আর স্থিতি, নাশ, স্বভাবেতে সুপ্রকাশ,
বারবার সাক্ষ্য দিয়ে, প্রমাণ দেখায়।
ভূতের না হয় ধ্বংস, ভূতে ভুক্ত ভূত-অংশ,
সমবেত হোয়ে ভূত, শরীর গড়ায় ॥
জড়দেহ ভূতময়, ভূতে হয় ভূতে লয়,
সকলেই অভিভূত, ভূতের খেলায়।
যদি বলি দেহ "জড়,, "চার্ব্বাকেতে মারে চড়,,
তখনি চেতন বোলে, লাঠি নিয়ে ধায় ॥

ভক্তি-রথ টানেনাকো, পরকাল মানেনাকো,
তব-তত্ত্ব জানেনাকো, আসিয়া ধরায়।
তত্ততত্ত্বি যারা হয়, তাদের পাগল কয়,
অনল নিবাতে চায়, তৃণের শাখায় ॥
তৃপ্ত নয় তত্ত্বরসে, রত সদা অপযশে,
নাস্তিক বলিয়া বসে, গায়ের জ্বালায়।
আত্মার শরীর ধরা, বস্ত্রছেড়ে বস্ত্র পরা,
জোঁক সব, তৃণে তৃণে, যেমন বেড়ায় ॥
প্রবৃত্তির বশ হোয়ে,প্রাক্তনের ক্রিয়া লোয়ে,
দেহ ঘরে ঢোকে জীব, তোমার ইচ্ছায় ॥
দেহ ঘটে আত্মা রন্, কিন্তু তিনি দেহ নন্,
সচেতন অচেতন, মায়ার মায়ায় ॥
স্থিতি নাশ, নাশ স্থিতি-সংসারের এই রীতি,
কেমনে কহিব তবে, মোলেই ফুরায়।
কেমনে ঘুচিবে রোগ, না হয় সুযোগ যোগ,
নাশিতে কর্ম্মের ভোগ, সম্ভোগ বাড়ায় ॥
ভোগেতে কি ভোগ যায়, কর্ম্মেতেই কর্ম্ম বাড়ে,
ঘুচাতে গায়ের ময়লা, ধুলা মাখে গায়।
ঔষধ না খেলে পরে, শরীরে কি রোগ মরে,
কুপথ্যে রোগের নাশ, হয়েছে কোথায় ?॥
বিনা আলোকের ভাস, কিসে হবে তম নাশ,
অন্ধকার, অন্ধকার, কেমনে ঘুচায় ?।
কাটিতে দড়ির ফাঁস, অস্ত্রের না করে আশ,
সুতা দিয়ে সেই "গেরো,, কেবল জড়ায় ॥
মিছে করি পরিক্রম, কিছুই হোলোনা ক্রম,
ঘোচেনা মনের ভ্রম, অজ্ঞান-দশায় ?॥
মিথ্যায় সত্যের ভান, মনে নাহি পায় স্থান,
তত্ত্ব-নিরূপণ হয়, জ্ঞান-অবস্থায়।
"আমি,,যদি"তুমি,,হই,আমার বিনাশ কই,
এ কথাটি কারে কই, কে বলে আমায় ?
ছিল শিব,হোলো জীব,আছি জীব,হব শিব,
এইরূপ জীব শিব, আমায় তোমায়।

পাশযুক্ত হোলে জীব,পাশমুক্ত হোলে শিব,
জীব ঘুচে শিব হব, কোথা সদুপায়॥
কখন কাটিব ডোর, ঘুচে যাবে কর্ম্মঘোর,
জীব ঘুচে শিব হব, সন্দেহ কি তায়।
যে জীবেতে দয়াময়, তোমার না দয়া হয়,
সেই জীব জীব রয়, শিবত্ব না পায়॥
তুমি কৃপা কর যারে, ত্রিতাপে তরাও তারে,
সেই জীব একেবারে, শিব হোয়ে যায়।
ফলত তোমার তাত, কিছুমাত্র নাহি হাত,
নিজ নিজ ভাগ্য ভোগ, করে সমুদায়॥
কর্ম্ম যার, যে প্রকার, তব ইচ্ছা সহকার,
সে প্রকার ভোগ তার, ঘটায় ঘটায়।
ক্রিয়াসাক্ষী-সচেতন, ফলদাতা-সনাতন,
অথচ নির্লেপ তুমি, আকাশের প্রায়॥
নিজকর্ম্ম উপসর্গ, তাতেই নরক স্বর্গ,
পুণ্য পাপে সুখ দুখ, ভোগায় ভোগায়।
তব তত্ত্বহত মত, প্রবৃত্তির পথে-রত,
দুখে সুখে অবিরত, দোষ গুণ গায়॥
মরি মরি,আহা আহা, তোমার বিচার যাহা,
কেহই জানেনা তাহা, হায় হায় হায়।
কিন্তু নাথ! স্থির জানি, ঘোরতর অভিমানি,
কেবল অধর্ম্ম করে, মানব সভায়॥
রিপু-পিশাচের মতে, পাপাচার নানামতে,
তোমার পবিত্রপথে, ভ্রমে নাহি ধায়।
এমন, যে, মূঢ় জন, যদি স্থির করি মন,
ক্ষণকাল চোখ্ বুজে, তোমা পানে চায়॥
মনে মুখে এই কয়, হর মম পাপ-চয়,
দীনদয়াময় তুমি, রয়েছ কোথায়?
কটাক্ষেতে একবার, সে পাপ থাকেনা আর,
কর্ম্মপাশ কাটে তার, তোমার কৃপায়॥
কিন্তু ওহে কৃপাময়, এ বড় সহজ নয়,
অকস্মাৎ এ প্রবৃত্তি, কেবা দেয় তায়?।

ভিতরের ভাব তার, সাধ্যকার, বুঝিবার,
তবেই বুঝিতে পারি, বুঝালে আমায়॥
এ বোঝাতো সোজা নয়,বক্তা হোয়ে কেবা কয়,
কে বোঝাবে, কে বুঝিবে, তব অভিপ্রায়।
বুঝিবার নাহি পুঁজি, কাজ নাই বোঝাবুজি,
এই বুঝি, সোজাসুজি, স্থান দেহ পায়॥
তুমি প্রভু, আমি দাস, পদ মাত্র অভিলাষ,
ফিরিনেকো আর কোনো, পদের আশায়।
এই ঘরে ঢুকাইয়া, আছ তুমি লুকাইয়া,
দেখা যদি নাহি দেও, কি কাজ দেখায়?॥
এখন রয়েছি একা, পাবই পাবই দেখা,
চাতকেরে জলধর, কদিন ভাঁড়ায়?।
পূর্ণিমার নিশি হোলে,আপনি টানিবে কোলে,
চকোর চাঁদের সুধা, প্রভাতে কি পায়?॥
যখন সময় হবে, আপনিই কোলে লবে,
আপনিই দেখাইবে, বিহিত উপায়।
অঙ্কুর হয়েছে যবে, সময়ে সুফল হবে,
অঙ্কুরে ফলের আশা, বৃথায় বৃথায়॥
শুন ওহে মম-মূল, হও হও অনুকূল,
যেন নাহি হয় ভুল, দশম দশায়।
ভাঙো ভাঙো হয় মেলা,এখন কোরোনা হেলা,
যায় যায় যায় বেলা, খেলা হোলো সায়॥
পার যেন হই অল্পে,আর যেন কোনো কল্পে,
মায়ার মাতালে-গল্পে, নাহি পাড়ি সায়।
পূজা,হোম,জপ,মন্ত্র, নাহি জানি, বেদ,তন্ত্র,
স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র পুঁথি, প্রকৃতি পড়ায়॥
কখনো পোড়িনি শ্রুতি, পেয়েছি যুগল শ্রুতি,
শ্রুতির অধীন স্মৃতি, স্মৃতি কেবা চায়?।
রসনা আচার্য্য হয়, শ্রুতিমূলে সদা কয়,
"জয় জগদীশ জয়,, মধুর ভাষায়॥
এই ধ্বনি-প্রতিক্ষণ, ধ্বনি ধনে ধনি মন,
আপনি আপন ভাবে, হাসায় কাঁদায়।

শুনেছি দর্শন ছয়, নয়ন দর্শন দ্বয়,
সমুদয় ব্রহ্মময়, নিয়ত দেখায়॥
কাজ-নাই দরশন, যাহা করি দরশন,
তাতেই মোহিত মন, তব মহিমায়।
ধরা,জল,বহ্নি, বাত, দিবা নিশি সন্ধ্যা,প্রাত,
সকলেই প্রতিভাত, তোমার প্রভায়॥
যত কিছু রমণীয়, যত কিছু কমনীয়,
সকলিই শোভনীয়, তোমার শোভায়।
প্রভাকর প্রভাকর, তুমি তার প্রভাকর,
নতুবা এ রবি ছবি, কোথায় লুকায়॥
এই ভব চরাচর, বটে বটে মনোহর,
কিন্তু নহে স্থিরতর, রচিত মায়ায়।
বিবেকী বিবেকে কয়, নিত্য নয়, নিত্য নয়,
সমুচয় ভূতময়, ভূতের মেলায়॥
ভূতাতীত নিরঞ্জন, তুমি মাত্র নিত্যধন,
এ ধনের মদে মত্ত, কর হে আমায়।
তোমায় চিনেছে যেই,তোমায় কিনেছে সেই,
না চায় কিছুই আর, তোমায় না চায়॥
একেবারে স্থির হয়, কোনো কথা নাহি কয়,
সে কি, আর ভবঘোরে, ঘুরিয়া বেড়ায়?।
কিছু আর নাহি চায়,কোনোখানে নাহি যায়,
বোসে থাকে, তত্বতত্ত্ব-তরুর ছায়ায়॥
সন্তোষের সরোবরে, মগ্ন হোয়ে স্নান করে,
নাহি থাকে তৃষ্ণা ক্ষুধা, শান্তিসুধা খায়।
সদানন্দ ভাব ধরে, নিত্যসুখে কাল হরে,
কর্ণপাত নাহি করে, কাহারো কথায়॥
নিজভাবে নিজে গলে,নিজবোধ-পথে চলে,
দেহ মাত্র গেহ তার, বাস করে যায়।
ভেদাভেদ কিছু নাই, সমভাব সব ঠাঁই,
সতত সমান সুখ, যথায় তথায়॥
বিকারবিহীন-মন, তৃণ দেখে ত্রিভুবন,
কোটি কোটি ইন্দ্র এলে, ফিরে নাহি চায়।
মুচি নাই, শুচি নাই,তুল্য দেখে সোণা ছাই,
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করে, পড়িয়া ধূলায়॥
সে সময়ে তুমি তার, দেহ কর অধিকার,
রাজা হোয়ে বোসো গিয়ে, মনের সভায়।
অন্তরে বিরাজ কর, ধীরাজের ধর্ম্ম ধর,
যত সব, দুষ্ট চোর, ভয়েতে পলায়॥
অভেদে হইয়া এক, কর আত্ম-অভিষেক,
উপসর্গ আদি ভেক, আসিতে না পায়।
বিষম বিপক্ষ যারা, কেমনে আসিবে তারা,
প্রবোধ প্রহরি হোয়ে, বোসে প্রহরায়॥

ত্রিপদী।

তুমি ধাতা,তুমি পাতা, ফলদাতা,তুমি ত্রাতা,
তুমি নাথ সর্ব্ব-মূলাধার।
সৃজিয়াছ শত শত, অচল সচল যত,
চলাচল অখিল-সংসার॥
তৃণ আদি ধরাধর, এই সব চরাচর,
অপরূপ শোভার ভাণ্ডার।
আহা, কিবা, মরি মরি, স্বভাব স্বভাব ধরি,
দেখাতেছে মহিমা তোমার॥
জলে, স্থলে, শূন্য পরে,পরস্পরে সুখে চরে,
সকলেরি সরস-অন্তর।
অহঙ্কার সুরাপানে, মেতে ঘোর অভিমানে,
কেবল অসুখি যত নর॥
বাসনার হোয়ে বশ, খেতেছে বিষয়-রস,
পেতেছে তাহাতে কত দুখ।
আশা নাহি হয় নাশ, ক্রমে বাড়ে অভিলাষ,
কেহ নাহি পায় সত্য-সুখ॥
যত ভোগ বাড়ে যার,তত রোগ বাড়ে তার,
কিছুতেই শেষ নাহি হয়।
কিবা দীন, কিবা ভূপ, সকলেরি একরূপ,
সব ঘরে হাহাকারময়॥

যার যত বাড়ে পদ. তার তত বাড়ে মদ,
মদে পদ স্থির রাখা দায়।
শত, লক্ষ. কোটীশ্বর, সম্রাট ভূপতিবর,
তার পর ব্রহ্মপদ চায়॥
কতই কল্পনা জ্ঞানে, ইন্দ্র, চন্দ্র. বেঁধে আনে,
শমনেরে করে ছত্রধারী।
স্বর্গ, মর্ত্ত্য আদি স্থল, সব দেয় রসাতল,
তোমারে করিয়া আজ্ঞাকারী॥
কখনো, এ. ভাব ধরে, তোমার "তুমিত্ব,,হরে,
একেবারে মানেনা তোমায়।
যে বলে"ঈশ্বরো নাস্তি,,কেবা তার দেয় শাস্তি
তুমি কিছু বলনাতো তায়॥
এখন্, না, বল বল, পরে দিবে প্রতিফল.
এ, কথাটি, বুঝাইব কারে?।
এই দেহ অন্তে তার, দণ্ড হবে কি প্রকার,
তথা তায় কে কহিতে পারে?॥
দুরাচার বলী যত, পরের পীড়নে রত,
প্রকাশিয়া প্রবল প্রতাপ।
নির্দ্দোষ অধীন যারা, তাদের করিছে সারা,
পদে পদে দিয়ে পরিতাপ॥
এমন্ নিদয় নর, তাদেরি উন্নত কর.
দণ্ড কিছু দেখিতে না পাই।
মনোদুঃখে তাই কই, দণ্ডদাতা কিছু কই,
নাই নাই নাই, "তুমি,, নাই॥
ক্ষণ পরে পুনর্ব্বার, করি এই সুবিচার,
তোমার কৃপার উপদেশে।
যুক্তি আছে স্থির করা, প্রবল পাপের "ভরা,,
ডোবেই ডোবেই, ডোবে, শেষে॥
দোষহীন দীনচয়, পীড়া পেয়ে এই কয়,
মুখফুটে কিছু কবনাকো।
"ব্যথা পাই যে প্রকার, কর তার প্রতীকার,
হে ঈশ্বর! যদি তুমি থাকো॥,,

আর্ত্তনাদ শুনে তার, না করিয়া সুবিচার,
তুমি আর, কিরূপেতে বাঁচো?।
সোয়ে সোয়ে বারে বারে,দণ্ড দেও একেবারে,
আছ আছ, আছ, তুমি, আছো॥
দণ্ডদাতা নাম ধর, দোষি-জনে দণ্ড কর,
হর হর, হর পাপভার।
ক্রিয়াসাক্ষী দয়াময়, বিচারে যেমন হয়,
সাধুজনে দেও পুরস্কার॥
"কর্ত্তা নাই কেহ আর, এইরূপ, এ সংসার,
নিজে হয়, নিজে পায় নাশ।"
এ কথা-তো, শুনিবনা,"যুক্তি,,বোলে গুণিবনা
এখনি করিব উপহাস॥
"স্বভাবে,,যদ্যপি হয়, সে "স্বভাব,, অন্য নয়,
সে "স্বভাব,, তুমিইতো হও।
স্ব-ভাবে স্বভাব লোয়ে, ধাতা, পাতা,ত্রাতা,
হোয়ে, "কারণ-রূপেতে,, সদা রও॥
তোমারে এ সব লোক, আস্তিক,নাস্তিক, কোক,
যে প্রকার ইচ্ছা যার হয়।
অস্তি, নাস্তি, নাহি জানি কেবল তোমায় মানি,
তোমাতেই মন যেন রয়॥
প্রাণাধিক, প্রিয়তম! হর হর হর ভ্রম,
কর কর কৃপা বিতরণ।
গুরু বোলে কারে ধরি,কার কাছে শিক্ষা করি,
মানবের ধর্ম্ম-আচরণ?॥
অনেকেরি কাছে যাই,গুরু না দেখিতে পাই,
মিছেমিছি, তর্কবাদ করা।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, কিন্তু একি বিপরীত,
ভিতরেতে অভিমান ভরা॥
বিদ্যার, যে, সার মর্ম্ম,নাহি দেখি তার মর্ম্ম,
কর্ম্মে নাই শর্ম্মের সঞ্চার।
আমি "স্বামি"বড়, কর্ত্ত, চলিবে আমার মত,
বিদ্বানের এই অহঙ্কার॥

পৃথিবীর সব ঠাঁই, সমান দেখিতে পাই,
অভিমানে সাধিতেছে ক্রিয়া।
দেখ দেখ দেখ, পিতে, ধর্ম্ম, মত, চালাইতে,
দলাদলি করে "তোমা" নিয়া॥
কত মতে চলিতেছে, কত কথা বলিতেছে,
কত ছলে ছলিতেছে কত।
এইরূপ দ্বেষাদ্বেষে, পরস্পর দেশে দেশে,
মতগর্ব্বে সবে অনুরত॥
একের সন্তান হোয়ে, একের "দোহাই" লোয়ে,
বিচারেতে বিবাদ বাড়ায়।
তত্ত্বতত্ত্ব ছোঁবেনাকো, ভিতরেতে ডোবেনাকো,
ভেসে ভেসে কেবল বেড়ায়॥
ধর্ম্মযুদ্ধে যুদ্ধ করি, পরস্পর অস্ত্র ধরি,
কাটাকাটি, এতে, ওতে, তোতে।
প্রকৃতিরে, হাসাতেছে, পৃথিবীরে ভাসাতেছে,
স্বজাতির শোণিতের স্রোতে॥
ধর্ম্মের আচার্য্য যারা, এইতো ধার্ম্মিক তারা,
বুঝিলাম ধর্ম্ম-আচরণে।
দেখে শুনে সাধু যত, বিরলে হাসিছে কত,
তুমিও হাসিছ মনে মনে॥
সর্ব্বধর্ম্ম ছাড়ে যেই, তোমারেই পায় সেই,
অনুকূল তুমি হও তায়।
[illegible]র-অভিমান, যতক্ষণ বলবান,
ততক্ষণ তোমায় কি পায়?॥
শিখে, "বিদ্যা অর্থকরী", গৃহস্থের ধর্ম্ম ধরি,
অর্থ এনে চালিব সংসার।
কিরূপেতে অর্থ পাই, বল বল কোথা যাই,
সেতো নয়, সহজ ব্যাপার?॥
জানে উপার্জ্জন ধারা, বিষয়ি-পুরুষ যারা,
"অর্থকরী" বিদ্যা শিখিয়াছে।
[illegible]ড় বোলে নিজে জানে, নিজে থাকে নিজমানে
কারে নাহি যেতে দেয় কাছে॥

সভ্য-অভিমানি যারা, মরি কিবে সভ্য তারা,
সভ্যতার কি কব ব্যাভার?।
কার্য্য কোরে দেখিয়াছি, পরীক্ষায় জানিয়াছি,
সভ্যতাই পাপের ভাণ্ডার॥
কত কাণ্ড ঘরে ঘরে, ভিতরে সকলি করে,
গোপনে পাপের নাহি ভয়।
চুপি চুপি ব্যবধান, সাবধান সাবধান,
দেখো যেন প্রকাশ না হয়॥
যাঁরা কিছু সভ্য হন, অনায়াসেই এই কন,
উহু উহু, বাপ্ বাপ্ বাপ্।
'আড়ালে যা কর ভাই, তাহে কোনো পাপ নাই,
প্রকাশ হোলেই বড় পাপ্॥
কোথা নাথ দয়াময়, দেখ দেখ সমুদয়,
মজিল মজিল সব দেশ।
পরস্পর পরস্পরে, পাপাচারে রত করে,
করিয়া মিথ্যার উপদেশ॥
দেখিতেছি এই "ধরা", ছলনা চাতুরি ভরা,
ন্যায়পথে ধন নাহি আসে।
ন্যায়েতে, যে, ধন হয়, সে কিছু অধিক নয়,
নির্ব্বাহ না হয় অনায়াসে॥
বিনা ধনে কি প্রকারে, উদর চলিতে পারে,
পরিবার কিসে থাকে বশ?
যাই আমি যার বাসে, দুখি বোলে সেই হাসে,
কয় কত বচন কর্কশ॥
কিঞ্চিৎ ধনের পতি, তারা নয় শান্তমতি,
মানমদে মেতে সদা রয়।
নম্র হোয়ে প্রতিক্ষণ, যতই যোগাই মন,
তথাপিও তুষ্ট নাহি হয়॥
কত উপাসনা করি, কতরূপ ভেক ধরি,
নর প্রভু না হন সদয়।
যে সময়ে চাই টাকা, তখনি বদন বাঁকা,
আর নাহি হেসে কথা কয়॥

ব্যবসা বাণিজ্য করি, যদ্যপি উদর ভরি,
বিঘ্ন কত, সহজ সে নয়।
ভেবে করিলাম স্থির, কোনোমতে সংসারির,
কিছুতেই সুখ নাহি হয়॥
পাইতে রাজার প্রীতি,যদি শিখি রাজনীতি,
রাজরীতি অতি সুকঠিন।
রাজা রন রাজপাটে, ফিরিতেছি হাটে ঘাটে,
আমি নিজে দীনহীন ক্ষীণ॥
তুমি অতি অপরূপ, সকল ভূপের ভূপ,
দেখিতেছ রাজ-আচরণ।
রাজাদের রাজ্য পাট, যেন নাটুয়ার নাট,
ব্যবহার বেশ্যার মতন॥
ভূপতির শুভদৃষ্টি, কাণামেঘে যেন বৃষ্টি,
রুষ্টি, তুষ্টি, পারিনে বুঝিতে।
তোষে কত পোরে আশ, রোষে হয় সর্ব্বনাশ,
নাহি দেয় দেখিতে শুনিতে॥
লোচন, যাঁহার কাণ,চোখে না দেখিতে পান,
শুনে শুধু করেন বিচার।
ইতে যত হোতে পারে, সে কথা কহিব কারে,
মন্ত্রির চরণে নমস্কার॥
বচনেতে কার্য্য নাই, রাজদ্বারে অর্থ চাই,
কিসে হয় সংঘটনা তার।
"মান,, আর "অপমান,, দ্বারি দুই বলবান,
রক্ষা করে ভূপতির দ্বার॥
এই কথা কহে "মান,,থাকে মান, পাবে মান,
এসো এসো, খোলা আছে পুর।
"অপমান,, ডেকে কয়, অপমানে থাকে ভয়,
এসোনারে দূর দূর দূর॥
মানবের অভিমান, কত তার, পরিমাণ,
অনুমান কিছুতে না হয়।
কিসেই, বা, বাড়ে মান, কিসে হয় অপমান,
ব্যবহারে মনে করি ভয়॥
ধনি আর রাজাগণ, কি বলিলে তুষ্ট হন,
নিরূপণ করিতেছি তাই।
মানময়-সম্ভাষণ, মহিমার সম্বোধন,
"বিশেষণ,, খুঁজে নাহি পাই॥
যখন যে ভাবে রই, তোমারে হে "সর্ব্বজ্ঞই,,
'তুমি' বোলে 'তুই' বোলে ডাকি।
যা বলি, তাতেই তুষ্ট, কিছুতে না হও রুষ্ট,
মনে কিছু ভয় নাহি রাখি॥
মানুষের সম্বোধনে, বড় ভয় হয় মনে,
তুমি "তুই,, সাধ্য কার কয়?।
"মহামান্য গুণমণি,, শিরোমণি, নৃপমণি,,
মহারাজ "বাবু,, মহাশয়॥
যত কর সম্বোধন, তবু নাহি উঠে মন,
কি বলিব, ভেবেমরি দুখে।
তোমারে-হে দয়াময়, যদি বলি "মহাশয়,,
বাধো বাধো যেন হয় মুখে॥
যেখানে দ্বিপদ যত, প্রায় সব এই মত,
দুই এক সাধু লোক যাঁরা।
স্বজাতির দেখে গতি, হোয়ে অতি শুদ্ধমতি,
লোকালয় ছেড়েছেন তাঁরা॥
বান্ধব, কুটুম্ব-গণ, আর আর নিজ জন,
সুখে রব সকলের সই।
নাহি সুখ একটুক, দিন দিন ঘটে দুখ,
বৃদ্ধি হয় কেবল কলহ॥
লোকাচারে দেশাচারে, জাতি-প্রথা-ব্যবহারে,
নাহি হয় সত্যের প্রকাশ।
সত্যের হইলে দাস, এ সকল হয় নাশ,
সমাজেতে করে উপহাস॥
সমাজেতে যদি রই, সত্য-সভা ছাড়া হই,
তোমা ছাড়া হোতে তবে হয়।
সত্য আর লোকাচার, আলো আর অন্ধকার,
একাধারে কেমনেতে রয়॥

যদ্যপি তোমায় [illegible] করি,
[illegible] কত।
অনাচারি [illegible] অনাচারি [illegible] তায়,
[illegible] ভেবে জ্ঞানহত ॥
স্বভাবে বিকার [illegible], হরি-বলে [illegible] ধরে,
মিথ্যাময় জগৎ-[illegible]।
আপনি অসৎ [illegible], [illegible] অসৎ কয়,
হায় হায় হায় রে, [illegible] ॥
জগতের এই গতি, নর নহে মহামতি,
সুখ নাহি হয় ধনে জনে।
পূর্ব্বতন সাধু যত, তপস্যায় হোয়ে রত,
সাধ কোরে গিয়াছেন বনে।
রাগ, দ্বেষ, অহঙ্কার, অভিমান, পাপাচার,
ধনের বিকার নাই যথা।
বনচর-সঙ্গি হোয়ে, কেবল সাধনা লোয়ে,
নিত্যসুখে রয়েছেন তথা ॥
সে সাধুর সঙ্গ-যোগ, কপালে হোলোনা ভোগ
মিছে কেন নরদেহ ধরি?
যথা যোগি যোগাসনে, মিছে আমি সেই বনে,
পশু কিম্বা পাখি হোয়ে চরি ॥
ওহে পশু, পক্ষিগণ! শুন মম নিবেদন,
যাতনা সহেনা প্রাণে আর।
মানবের দেহ নিয়া, তোদের শরীর দিয়া,
কর রে আমার উপকার ॥
সাধু-রে তোরাই সাধু, সাধু, সাধু, সাধু, সাধু,
বিষয়ে না হও কালাপালা।
যথা রুচি তথা যাও, যথা রুচি খাও দাও,
ভুগিতে না হয় কোনো জ্বালা ॥
কুল, মান, জাতি, ধর্ম্ম, নাহি জান কোনো কর্ম্ম,
নাহি থাক দলাদলি ঘোঁটে।
পরকাল নাহি মানো, রাজনীতি নাহি জানো

[illegible] খাও, যখন যা জোটে ॥
নাহি জান [illegible] খেলা, নাহি জান [illegible],
নাহি জান [illegible] পূজা, স্তব।
নাহি জান প্রবঞ্চনা, তোষামুদি, উপাসনা,
কেবল শিখেছ নিজ-রব ॥
অভিমান কিছু নাই, এক ভাব সর্ব্বদাই,
এক ভাবে থাক নিরবধি।
সদাই আনন্দময়, সুখময় সদা[illegible]
নাহি মানো মৌলিক কুলীন ॥
নাহি দেও রাজকর, রাজারে না কর [illegible]
ঠেকনিকো রাজনীতি-দায়।
দেও নি হাটের কড়ি, [illegible]
নাহি জান ব্যয় আর [illegible]।
নাহি চড় গাড়ী ঘোড়া, নাহি পর জামা জোড়া,
নাহি পর বস্ত্র, অলঙ্কার।
আপনি না বাবু হও, কাহারে না বাবু কও,
নাহি কও "যে আজ্ঞার" ভার ॥
কিছুই বালাই নাই, সর্ব্বসুখে আছ ভাই,
নাহি চাও বালিস, মাজুর।
স্বভাবে হয়েছ রাজা, নাহি আর রাজসাজা,
নাহি কর "হুজুর হুজুর ॥"
কেহ নও হাড়ি, মুচি, সবাই সমান শুচি,
কখনই না হও মলিন।
ধূলা, কাদা, কাঁটাবন, তাহাতে প্রফুল্ল মন,
নাহি করে গা [illegible] ঘিন্ ঘিন্ ॥
নাহি দান, প্রতিগ্রহ, তোমা কর অনুগ্রহ,
ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেয়ে।
[illegible] কি প্রকারে কি হতেছে এসংসারে,
একবার দেখনাকো চেয়ে ॥
নাহি চাও [illegible], [illegible] মনে নাই দেষাদেষ,
[illegible] করনা হরণ।

[illegible] পূর্ণ কর দেহ-ভার,
[illegible] সফল কেবল।
[illegible], নাহি কর, পরীবাদ নাহি ধর,
নাহি কর, লোকাচার ভয়।
ঋণের খাতক নও, আপনিই দাতা হও,
সদাকাল সরলহৃদয়॥
নির্মল সরলতায়, নাহি ছোঁও কুশি কোশা,
কুশো হাতে শ্রাদ্ধ নাহি কর।
নাহি লও কোনো দুখ, কেবলই করিছ সুখ,
বাপ মোলে, কাচা নাহি পর॥
তুমি আর ক্ষিতি, গোল, শাস্ত্রে শাস্ত্রে কত গোল,
সে গোলের গোলে নাহি থাকো।
কিছুর সংশয় নাই, মীমাংসার তরে তাই,
গুরু বোলে, কারে নাহি ডাকো॥
এলে মানবের কাছে, পাপতাপ ঘটে পাছে,
মনে মনে করি এই ত্রাস।
সিদ্ধ-সাধু, যোগি সহ, বিভু-ধ্যানে অহরহ,
বিমল-বিপিনে কর বাস॥
লোকালয়ে এসো নাই, ভাল করিয়াছ ভাই,
এলেপরে প্রমাদ ঘটিতো।
মানুষের ব্যবহারে, অভিমান, অহঙ্কারে,
হৃদয়ের ভাণ্ডার ভরিতো॥
কিন্তু ভাই, স্তুতি করি, সরল স্বভাব ধরি,
সরলতা দেখাও দেখাও।
স্বভাবের ভাব যাহা, বিশেষ করিয়া তাহা,
মানবেরে শেখাও শেখাও॥
[illegible]দের আচরণ, সদালাপ সুবচন,
জানেনা অজ্ঞান-নর যত।
হোয়ে ঘোর অভিমানি, তাই বলে নীচপ্রাণি,
হাসিব, কাঁদিব, আর কত?॥
[illegible] আর নাহি রয়, মহাপ্রাণি তারে কয়,
[illegible]
[illegible] এক রে।
[illegible] আপনারে [illegible]॥
তোমাদের জ্ঞান, করেছেন যাহা দান,
তাই নিয়া সুখেতে [illegible]।
তার সেই পদপ্রভু, শিখনা শিখনা কভু,
মানবের অভিমান-দোষ॥
দেখিয়া স্বভাব-ভাব, করিতেছি অনুভাব,
[illegible] ভাব ঘটে ঘটে
ওরে ভাই খেচর! যদিও না হও নর
মহৎ তোমরা বটে বটে॥
ঈশ্বরের আজ্ঞা যাহা, তোমরা পালিছ তাহা
কখনই করনা লঙ্ঘন।
যথাচারি নর যত, হিতাহিত জ্ঞানহত,
নাহি করে নিয়ম-পালন॥
স্বভাবে শোভিত রবে, স্বভাবেই সুখে রবে,
অভাব না হবে কোনদিন।
আমার এ কলেবর, অভাবে পূরিত-ঘর,
আমি নর চিরদিন দীন॥
নরদেহ, নেরে, নেরে, তোর দেহ দেরে দেরে,
নেরে, নেরে, ঘর, দ্বার, ছাপা।
বিনয় বচন ধর, দায় হোতে মুক্ত কর,
ক্ষীণ দেখে হোস্‌নে রে খাপা॥
ধোরে মানুষের দেহ, মানুষে করিয়া স্নেহ
মিছা কাল কাটিলাম বই।
স্বরূপে মানুষ কই, এমন মানুষ কই
জানিতো মানুষ নিজে নই॥
কোথা বিভু বিশ্বপতি, আমায় করিয়া নর
বেদনা দিতেছ কেন আর?॥
কব দেখি উপদেশ, কেন দিলে রাগদ্বেষ,
কেন দিলে দম্ভ, অহঙ্কার?॥

তুমি নাথ ইচ্ছাময়, [illegible] যাহা ইচ্ছা হয়,
[illegible] করিছ এ সংসার।
যে কলে চলাও তুমি, সে বলে বলাও বলি,
[illegible] আছে আমার॥
কিন্তু নাথ মনে আসি, নর বটে মহাপ্রাণি,
তাহাতে সংশয় কিবা আছে?
কাম, ক্রোধ, অহঙ্কারে, লোভে যায় ছারেখারে,
এই বড় দোষ ঘটিয়াছে॥
মানবীয় মানসীয়, শক্তি অতি রমণীয়,
হয় তার অভাব-মোচন।
নানারূপ যুক্তি ধরি, নানাবিধ গ্রন্থ করি,
বস্তুতত্ত্ব করে নিরূপণ॥
ব্যাকরণ, অলঙ্কার, জ্যোতিষাদি কাব্য, আর,
আয়ুর্বেদ, নীতি-উপদেশ।
অঙ্ক আদি [illegible] যত, বিষয়ের বিদ্যা যত,
জ্ঞান আর বিজ্ঞান বিশেষ॥
জ্ঞানেতে তোমারে জানে ভক্তি করি তাই মানে,
জ্ঞানে করে গ্রন্থের রচনা।
রাশি, পক্ষ, গ্রহ, বার স্থির করি বার বার,
গ্রহণাদি করিছে গণনা॥
কৃষিকার্য্যে দেয় ভোগ, চিকিৎসায় হরে রোগ,
শিল্পকার্য্যে হয় কত ক্রিয়া॥
পরস্পর সহকারে পরস্পর উপকারে,
যায় সব অভাব ঘুচিয়া॥

মানুষের বুদ্ধিবলে, কলে, [illegible] তরি চলে,
স্থলে কলে চলে বাষ্পরথ।
তাহাতে কল্যাণ কত, সুখি লোক শত শত,
দূর নহে, প্রবাসের পথ॥
বিলাতে হতেছে যাহা, এখনি এখানে আহা,
তারে তার আসে সমাচার।
ঘটিকাদি দ্রব্যাকল, সকলি বুদ্ধির কল,
বিশেষ কহিব কত আর॥
এত গুণে গুণি নর, হোয়ে এত কার্য্যকর,
এত সব করি প্রকরণ।
দ্বেষ, দম্ভ, কার্য্য-দোষে, নাহি থাকে পরিতোষে,
না পায় সুখের আস্বাদন॥
ভবসিন্ধু পার হেতু, জ্ঞানরূপ এক সেতু,
মানবে করেছ তুমি দান।
সংসারসাগর পার, কেহ নাহি হয় আর,
অকূলে পড়িয়া যায় প্রাণ॥
হায় হায়, হাহাকার, মুখে রব সবাকার,
জীবিকার অভাব কারণ।
সন্তোষের সমাচার, কেহ নাহি লয় আর,
বৃথা করে জীবন-যাপন॥
কৃপা কর কৃপাকর, মানবে মানব কর,
দূর হয় মনের বিকার।
আমিও, মানুষ হই, মানুষে মানুষ কই,
পরি মানুষের ব্যবহার॥

মিত্রলাভ

নীলাচলের অন্তঃপাতি নীলাচলে নীলরত্ন ভূপতি নিবসতি করেন। নৃপেন্দ্র, নরেন্দ্র, নগেন্দ্র এবং নবেন্দ্র, তাঁহার এই চারিপুত্র।—মহারাজ এক দিবস মনে মনে এরূপ বিবেচনা করিলেন, যে, আমার এই পুত্রদিগো বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত করা অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে। সন্তান বিদ্বান্ না হইলে কুকাল বৃথা। বিদ্যা ব্যতীত কখনই জ্ঞান-লাভ হয়না। এই জ্ঞান সমুদয় সংশয়সংছেদক এবং অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রত্যক্ষকারি শাস্ত্র সকলের নেত্র-স্বরূপ, যে ব্যক্তি জ্ঞানহীন, সেই ব্যক্তিই অন্ধ। যাহারা অজ্ঞাতশাস্ত্র, তাহারা মূর্খতা দোষে সর্ব্বদাই বিপথগামি হয়। কুসঙ্গে কুপথে ভ্রমণ করিয়া পুরুষার্থ নষ্ট করে। বিশেষতঃ আমার পুত্রেরা যদি এই সময়ে বিদ্যারূপ-ভূষণে বিভূষিত না হয়, তবে বাল্যকাল গত করিয়া "যৌবন-পথের" পথিক হইলে কতদুর-পর্য্যন্ত অনর্থ-উৎপাদন করিবে, তাহা কথনাতীত। একে ভয়ঙ্কর যৌবনকাল, তাহাতে এই সুদীর্ঘরাজ্য, কোষাদি সম্পত্তি, তাহার উপর পরিপূর্ণরূপ-প্রভুত্ব এবং সর্ব্বোপরি আবার অবিবেকতা, যখন ইহার একেকেই রক্ষা নাই, তখন একেবারে একাধারে চতুষ্টয়ের একত্র সংযোগ হইলে আর কি রক্ষা থাকিবে! যেমন কোনো এক নূতনপাত্রে কোনো প্রকার চিহ্ন প্রদান করিলে কখনই সেই চিহ্নের অন্যথা হয়না, সেইরূপ বাল্যকালে নীতিশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করি

লে সেই নীতি বলবতী ও ফলবতী হইয়া ফলপ্রদানে কদাচই বঞ্চনা করেনা।

অতএব এই সময়ে সন্তানদিগ্যে সংশয়-নাশক জ্ঞান-প্রকাশক কোনো এক সুপণ্ডিত আচার্য্যের নিকট বিদ্যানুশীলনে নিযুক্ত করি।

পদ্য।

সেই হয় পূজনীয়, বিদ্যা আছে যার।
বিদ্যাহীন নর যেই, বৃথা জন্ম তার॥
বিদ্বানের সমাদর, স্বদেশ, বিদেশে।
বিদ্যার নিকটে নাই, ইতর, বিশেষ॥
নীচ যদি জ্ঞানি হয়, পূজা করি তায়।
মন্ত্রী হোয়ে, বসে গিয়ে, রাজার সভায়॥
যেমন মানব করি, তরির উপায়।
নীচগা-নদীর জলে, রত্নাকর পায়॥
বিদ্যাবান সেইরূপ, বিদ্যাধন লোয়ে।
জীবন সফল করে, রাজপ্রিয় হোয়ে॥
বিদ্যা, করে, বিদ্যাবানে, বিনয়-বিধান।
বিনয়, বিধানে করে, ক্ষমতা প্রদান॥
ক্ষমতায় ধন হয়, নাহি রয় দুখ।
ধন হোলে, ধর্ম্ম হয়, ধর্ম্মে হয় সুখ॥
শাস্ত্রে হয়, সমুদয়, সংশয়-ছেদন।
বধিরের "কর্ণ,, ইনি, অন্ধের "নয়ন,,॥
যে, না করে, শিবকর, শাস্ত্র-আলোচন।
নয়ন থাকিতে হয়, অন্ধ সেই জন॥
পিতা হোয়ে, পুত্রে নাহি, বিদ্যা দেয় যেই।
সন্তানের শত্রু হয়, পিতা নয় সেই॥

পুত্র যদি মূর্খ হয়, সকলি বিফল।
কেমনে হইবে তায়, পিতার কুশল?॥
কুলাঙ্গার, বোলে তার, নাম হয় দেশে।
ধন যায়, মান যায়, কুল যায় শেষে॥
জ্যোতি-হীন আঁখি যথা দুখের কারণ।
ছাগলের গলে "বাঁট" বৃথায় যেমন॥
বিদ্যাহীন পুত্র হয়, সেরূপ প্রকার।
কেবল কুলেতে করে, কলঙ্ক প্রচার॥
সতত শরীর সুস্থ, সুখি সেই জীব।
সদাকাল সমভাবে, ভোগ করে শিব॥
প্রতিদিন অনায়াসে, অর্থ আসে যার।
তার চেয়ে ভাগ্যধর, কেহ নাহি আর॥
অর্থকরী "বিদ্যাবলে" বল যেই ধরে।
কোনোকালে কিছুতে কি, ক্ষুব্ধ তারে করে?॥
প্রিয়া আর মধুরভাষিণী, ভার্য্যা যার।
সংসারেতে সংসার, সার্থক হয় তার॥
বিনয়ী যাহার পুত্র, অথচ বিদ্বান।
তার চেয়ে কেহ আর, নহে ভাগ্যবান॥
সে, বরন্ ভাল, "দারা" বন্ধ্যা হোয়ে রয়।
কিছুমাত্র খেদ নাই, সন্তান না হয়॥
প্রসব না হয় যদি, হয় গর্ভস্রাব।
কিছুমাত্র নাহি তায়, সুখের অভাব॥
"ছেলে" হোয়ে মোরে যায়, তাহে নাহি দুখ।
দেখিতে না হয় যেন, কুপুত্রের মুখ॥
বরঞ্চ দুহিতা হয়, তাহে পাব সুখ।
দেখিতে না হয় যেন, কুপুত্রের মুখ॥
ঘরেতে সন্তান নাই, তাহে কি জঞ্জাল।
মূর্খ নিয়ে, দুঃখ কেন, পাব চিরকাল?
কুলের প্রদীপ-প্রভা, যাহাতে না রয়।
এমন সন্তান, যেন, কখনো না হয়॥

বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, ধর্ম্ম নাই যার।
আপনার হিতাহিত, না করে বিচার॥
কোনোরূপে নাহি ভাবে, মান, অপমান।
নাহি করে উপার্জ্জন, নাহি করে দান॥
গুণিগণ-গণনায়, নাহি উঠে "নাম,"।
দিনে ভ্রমেতে একবার, নাহি জপে "রাম,"॥
তাহার জননী যদি, পুত্রবতী হয়।
"বন্ধ্যা" বোলে তবে কারে, করি সম্বোধন?॥
ফলহীন-তরু আর, জলহীন-নদ।
বলহীন দেহ আর, মানহীন পদ॥
অস্ত্রহীন সেনাপতি, রাজ্যহীন ভূপ।
লজ্জাহীন কুলবধূ, শোভাহীন রূপ॥
গন্ধহীন-ফুল যথা, কেবা তারে চায়।
বিদ্যাহীন পুত্র তথা, শোভা নাহি পায়॥
মানুষের সহ তার, সব বিপরীত।
সমান তুলনা হয়, পশুর সহিত॥
রতিরসে রত সদা, ভয়েতে ব্যাকুল।
খায় আর নিদ্রা যায়, হোয়ে প্রেমাকুল॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ নাই, নাহি জানে বেদ।
পশুর সহিত তবে, কি আর প্রভেদ?॥
এক যদি বিদ্যাশীল, বংশধর হয়।
তার কাছে শতশত, মূর্খ কিছু নয়॥
পুত্র হোয়ে কুলরক্ষা, করিতে না পারে।
জননীর বিষ্ঠা বোলে, ঘৃণা করি তারে॥
ধনেতে "কুবের পুত্র," মূঢ় যদি হয়।
পুত্র নয়, নয়, সেতো, পুত্র কভু নয়॥
শূকরের শত সুতে, কিছু নাই ফল।
স্নান করি, অপবিত্র, গায়ে মাখে মল॥
পারীন্দ্রের এক পুত্র, প্রবল কেমন।
পশুপতি হোয়ে করে, কানন-শাসন॥
এক চাঁদে আলো করে, অখিল সংসার।
শোভাহীন, কোটি তারা, চারিদিগে তার॥
ধনে, জ্ঞানে, যশে পূর্ণ, বাপের কুমার।
তার চেয়ে পুণ্যশীল, কেহ নাহি আর॥
কোনো ধন, নাহি হয়, বিদ্যা সম-তুল।
প্রাণ দান, করিলেও, নাহি হয় মূল॥
কোনোকালে, কিছুতেই, নাহি পায় ক্ষয়।
যতই বয়স বাড়ে, বৃদ্ধি তত হয়॥
জ্ঞাতিরা পারেনা, কভু, বিভাগ করিতে।
তস্কর পারেনা কভু, এ ধন হরিতে॥
"শাস্ত্র" আর "শস্ত্র" এই, বিদ্যা দুইরূপ।
এর মাঝে "শাস্ত্রবিদ্যা" অতি অপরূপ॥
বুড়া হোলে "শস্ত্রবিদ্যা" হাস্যকরী হয়।
তখন তাহার আর, আদর না রয়॥
"শাস্ত্রবিদ্যা" সর্ব্বকাল, স্বভাবে সমান।
শুভকরী হোয়ে করে, চতুর্ব্বর্গ দান॥
বুদ্ধিশালি সুপণ্ডিত, যত যত নর।
আপনারে, জ্ঞান করি, অজর, অমর।
বিদ্যার প্রভাবে, পদে, প্রাপ্ত হোয়ে ধন।
কেবল করেন সুখে, কীর্ত্তির স্থাপন॥
কৃতান্ত ধরেছে কেশ, কর বিভাবিয়া।
এখনি মরিতে হবে, এরূপ ভাবিয়া।
পরিহরি বিষয়ের, বিষ-আলাপন।
নিয়ত করেন শুধু, ধর্ম্ম-আলোচন॥
বিদ্যা বিনা নাহি হয়, ধর্ম্মে অধিকার।
অতএব, এই বিদ্যা, সর্ব্ব-মূলাধার॥
বিনয় বচনে বলি, প্রিয়তম-গণ!
সাধ্যমত সুতে কর, বিদ্যা-বিতরণ॥
পড়াতে না পারো যদি, দোষ কিবা আছে।
নিয়ত নিয়োগ কর, পণ্ডিতের কাছে।

সমাজে থাকিলে ছেলে, সাধু-কথা কবে
সঙ্গগুণে কিছু ফল, হবে, হবে, হবে ॥

কূপজল, পূজ্য হয়, পোড়ে গঙ্গানীরে ।
পুষ্প সহ "সূত্র" উঠে, দেবতার শিরে ॥

নররূপে সকলেই, জন্মে, আর মরে ।
যতদিন বেঁচে থাকে, খায় আর পরে ॥

এপ্রকার যাতায়াতে, কিছু নাই ফল ।
মিছে দেহ মাংসময়, মূত্র আর মল ॥

যশরবি, করে, করে, ত্রিকুল
জনম সফল তার, জনম সফল ॥

পূর্ব্বজন্মে ঘোরতর, তপস্যা যে, করে ।
সেই তপস্যার বলে, পুণ্যরাশি ধরে ॥

পুণ্যবলে হয় তার, ধার্ম্মিক সন্তান ।
ধনবান, গুণবান, পণ্ডিত প্রধান ॥

জনম, মরণ, আর, আয়ু, কর্ম্ম, ধন ।
গর্ভেতেই হয় এই, পাঁচের সৃজন ॥

নহে অসম্ভব, এতো, নহে অসম্ভব ।
অবশ্যই "ভাবি ভোগ "স্বভাবে সম্ভব ॥

সাক্ষি তার, চিরকাল, "নগ্ন,, দেখ "হর,, ।
হরির "অনন্ত-শয্যা,, সর্প—বিষধর ॥

হইবার যোগ্য যাহা, অবশ্যই হয় ।
কখনো কি হয় তাহা, হবার, যা, নয় ॥

এরূপ ভাবনা করি, করেন সৃজন ।
চিন্তারূপ বিষহর, ঔষধসেবন ॥

কপালের ফল যাহা, তাই হবে পরে ।
এরূপ ভাবিয়া মনে, আলস্য, যে, করে ॥

তার মত মূঢ়জন,কেহ নাই আর ।
পুরুষার্থ লাভ কভু, নাহি হয় তার ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত, কর্ম্ম যাহা হয় ।
অদৃষ্ট , মানিয়া লোক, "দৈব,, তারে কয় ॥

অবশ্যই "দৈব ফল,, করিব স্বীকার ।
কিন্তু চাই, যত্ন, শ্রম,সহকার তার ॥

বিনা, শ্রমে, বিনা যত্নে, "দৈব,, সিদ্ধ হয়
তারে, কি, সুবোধ বলি,এ কথা, যে,কয় ?॥

শ্রম করে, যত্ন করে, তবে যায় দুখ ।
কখনই অলসের, নাহি হয় সুখ ॥

"একচক্র-রথে,, যথা গতি নাহি হয় ।
চেষ্টা বিনা সেইরূপ, "দৈব,, সিদ্ধ নয় ॥

চেষ্টাহীন হোয়েসিংহ."সুপ্ত,,হোলে পরে ।
অনাহারে নষ্ট হয়, কষ্ট পেয়ে মরে ॥

হরিণাদি পশু তার, দূরে যায় চোলে ।
যেচে নাহি মুখে আসে, খাও খাও বোলে ॥

উদ্যোগী পুরুষ হন, সিংহের সমান ।
আপনি কমলা তারে, দেন ধন, মান ।

দৈবেতে নির্ভর করি, যত্নহীন যেই ।
কাপুরুষ, কাপুরুষ, কাপুরুষ, সেই ॥

অতএব "দৈব,,প্রতি, করি উপহাস ।
সাধ্যমত পুরুষার্থ, করহ প্রকাশ ॥

যতনে রতন-লাভ, যদি নাহি হয় ।
নাহোলো,নাহোলো তাহে,দোষ কিছু নয় ॥

যে প্রকার "কুম্ভকার,, মৃত্তিকা লইয়া ।
ইচ্ছামত "ঘট" আদি, করে নানা ক্রিয়া ॥

সেইরূপ কৃতী নর,করিয়া উপায় ।
আপনার কৃত-কর্ম্মে,নানা ফল পায় ॥

সম্মুখে থাকিলে নিধি, বহু মূল্যবান ।
দৈব তারে, হাতে তুলে, নাহি করে দান ।

চেষ্টায় অসাধ্য আর, নাহি কোনো ক্রিয়া।
যেরূপ, নিতে হয়, যতন করিয়া॥
পরাধীন-কার্য্যে হয়,আশার কুসার।
আশামাত্রে, মনোরথ, পূর্ণ হয় কার?
অতএব সন্তানের, শিক্ষা চাই আগে।
বিদ্যায় মানুষ হবে,নিজ-অনুরাগে॥
গুরুর নিকটে নাহি, উপদেশ ধরে।
আপন পুস্তক পাঠ, যে জন না করে॥
জাবকের মত তার, হত হয় মুখ।
সভায় প্রবেশ করি, নাহি পায় সুখ॥
সময় বিলম্ব আর, না হয় বিহিত।
এখনি নিয়োগ করি, প্রবীণ পণ্ডিত॥
রীতমত প্রতিদিন নীতি শিক্ষা দানে।
করিবেন নীতিশীল, আমার সন্তানে।
উপদেশ প্রাপ্ত হোলে, ঘুচিবে সংশয়।
"সৎসঙ্গ ফল" কভু, বিফল না হয়॥
কাঞ্চনের সহযোগে, কাঁচ সেপ্রকার।
প্রাপ্ত হয়, মরকত-মণির আকার॥
সেইরূপ সাধু জনে, বন্ধু আছে গূঢ়
সাধু সহ, বাস করি, বিজ্ঞ হয় মূঢ়।

মহামতি মহীপতি এতদ্রূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষে সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ জ্ঞানগুরু "সিদ্ধান্তশেখর" ভট্টাচার্য্য-মহাশয়কে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহারি নিকট আপনার পুত্রগণকে অধ্যয়নার্থ নিযুক্ত করিলেন

আচার্য্য কহিতেছেন।

হে মহামহিমার্ণব মহারাজ!-- আপনি মহাবংশোদ্ভব মহাত্মাপুরুষ, আপনার বংশোদ্ভব সন্তানেরা কৃতকার্য্য হইয়া বংশ মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন.এ কোন বিচিত্র।—সুবর্ণখনিতে সুবর্ণই জন্মিয়াথাকে, সিংহের গর্ভে সন্তান সিংহই হয়। পদ্মরাগমণির আকরে কিছু কাচমণির জন্ম হয়না, অমৃতবৃক্ষে অমৃতফলই ফলিয়াই থাকে, অতএব চিন্তার বিষয় কি? ইহারা আমার নিকট নিয়োজিত হইলে অতি সংক্ষেপ সময়ের মধ্যেই নীতিশাস্ত্রে নিপুণ হইবেন, তাহাতে সংশয়মাত্রই নাই।

নরপতি পুনর্ব্বার কহিলেন।

পদ্য

উদয়-অচলে যত, বস্তু করে বাস।
সকলেই ধরে তারা, ভাস্করের ভাস॥
সাধুসঙ্গে, অসৎ, বসৎ, যদি করে।
সজ্জনের, সত্ত্বের, স্বভাব সেই ধরে॥
তৃণ,-কীট, বাস করি, ফুলে, গঙ্গানীরে।
আরোহণ করে গিয়া, দেবতার শিরে॥
সুজন যত্নপি করে, প্রস্তর স্থাপন।
ভক্তিভরে, পূজা করে, সকল ব্রাহ্মণ॥
নীতিশাস্ত্র শিক্ষা করি, তব সন্নিধান
বিদ্বান হইবে সব আমার সন্তান॥

করিলাম আপনার, স্মরণে অর্পণ।
করুন সুশিক্ষা-দান, উচিত যেমন ॥

তৎপরে সুপণ্ডিত ভট্টাচার্য্য প্রাসাদ-মধ্যে আসনোপরি পরমসুখে উপবিষ্ট হইয়া রাজপুত্রদিগ্যে উপদেশ প্রসঙ্গে কহিলেন।

ত্রিপদী।

শ্রীমান ধীমান যত, অবিরত অনুরত,
কাব্য-সুধারস আস্বাদনে।
বিদ্যাহীন মূঢ় যারা, হোয়ে নীতি জ্ঞানহারা,
কাল কাটে, কেবল ব্যসনে ॥
নিদ্রাযায় দিবাভাগে, নারী-সহ নিশি-জাগে,
মিছে-গান, মিছে-গল্প লোয়ে।
মৃগয়ায় মুগ্ধ-মন, করে মিছে পর্য্যটন,
কলহের কল্পতরু হোয়ে ॥
নৃপতিনন্দন-গণ, শুন শুন, দিয়ে মন,
উপদেশ, যাবেনা বিফলে।
সিদ্ধ হবে অভিলাষ, বলি আমি নীতিভাষ,
"কাক—কূর্ম্ম" ইতিহাস-ছলে ॥
বৃথা-কথা, পরিহর "অনুরাগ অস্ত্র,, ধর,
ভ্রমরূপ-পাশ কর নাশ।
গুরুদেব-ধ্যান করি, মিত্রলাভ আশে করি,
"মিত্রলাভ,, প্রস্তাব প্রকাশ ॥
মুষিক, হরিণ দ্বয়, স্থলচর জন্তু দ্বয়,
কাক, কূর্ম্ম, খচর, কচর।
এদের বিশেষ কথা, বিস্তারিত যথা যথা,
সমভাবে সবারি গোচর ॥
ক্রমাগত একমত, স্বভাবে উপায়-হত,
অথচ কাহারো নাই ধন।
কিন্তু বহু বুদ্ধি-ধরে, এই হেতু পরস্পরে
শীঘ্র করে কার্য্যের সাধন ॥

রাজপুত্রেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গুরো।—সে কি প্রকার? আমরা শ্রবণার্থ অত্যন্ত অনুরত হইয়াছি, অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া অস্মদাদির অন্তঃকরণে আনন্দ বিতরণ করুন।

আচার্য্য কহিতেছেন।

পদ্য।

"সুবর্ণরেখার" তট, বটবৃক্ষ পরে।
নিশাভাগে, নানাজাতি, পক্ষি বাস করে ॥
কোনো এক যামিনীতে, যামিনীর স্বামী।
হইলেন, শেষভাগে, অস্তাচল-গামী ॥
"চতুর,, নামেতে, কাক, জাগিয়া তখন।
চতুর্দ্দিগ্ করিতে করিতে, নিরীক্ষণ ॥
দেখিল লইয়া জাল, ব্যাধ একজন।
দ্বিতীয় যমের ন্যায়, করিছে ভ্রমণ ॥
"চতুর,, ভাবিছে মনে, হইয়া চঞ্চল।
অদ্যপ্রাতে হায় একি, দেখি অমঙ্গল! ॥
নির্দ্দয় নিষাদ, এই, শঠশিরোমণি।
না জানি কি, সর্ব্বনাশ, ঘটাবে এখনি ॥
দেখি দেখি, যদি পারি, করি প্রতীকার।
এত ভেবে পশ্চাতে, পশ্চাতে, যায় তার ॥

মুর্খ-জনেরাই শোকাকুল হইয়া দুঃখ ভোগ করে, যিনি পণ্ডিত, তিনি বিপদকালে ধৈর্য্য হইয়া সুখলাভ করিয়াথাকেন।

পদ্য।

ধরাতলে শোক-ছাড়া, লোক কেবা আছে ?॥
সে শোক, দুখের নয়, পণ্ডিতের কাছে॥
ধৈর্য্যগুণে, ধীমানের, সততই সুখ।
বোধহীন মূঢ় যারা, তারা পায় দুখ॥
ভয় পেয়ে ভীত হয়, বিপদের কালে।
অজ্ঞানে জড়িত হয়, যাতনার জালে॥
সুবোধ-সুধীর যেই, স্বভাবে সরল।
সম্পদ, বিপদ, তার, সমান সকল॥
বাস্তবিক, বিবরিয়, এ, হয়, উচিত।
সদাকাল দৃষ্টি করা, নিজ-হিতাহিত।
মৃত্যু আর রোগ আদি, শোকের যাতনা।
কি জানি কখন্ হয়, কিরূপ ঘটনা॥
আজ্ নাই, কাল্ নাই, নাই কালাকাল।
শরীরের শুভাশুভ, বিষম-বিশাল॥
যখন্ যেরূপ হয়, কলেবর-দেশে।
ধৈর্য্য হোয়ে, সহ্য কর, সুখ পাবে শেষে॥
ধনী, দুখী, ছোটো, বড়, ভেদ মাত্র নাই।
জীব মাত্রে অবস্থার, অধীন সবাই॥
যা, হবার, তাই হবে, স্থির রাখো মনে।
প্রেমেতে প্রণত হও, প্রভুর চরণে।

ত্রিপদী।

কিছু দূর গিয়া পরে, পাখি ধরিবার তরে,
তণ্ডুলের কণা ছড়াইয়া।
বিস্তার করিয়া জাল, কিরাৎ-কৃতান্ত-কাল,
আপনি রহিল লুকাইয়া॥
কপোতের অধিপতি, নাম তার "চারুমতি"
উড়ে যায় [illegible] নিয়া।
দর-হোতে দরশনে, [illegible] হইল মনে,

কহিতেছে দেখ সব, [illegible] একি অসম্ভব,
যুক্তি কর, বিচার করিয়া।
সম্ভাবনা যাহা নয়, কেমনে সম্ভব হয়,
বনে কেন তণ্ডুল পড়িয়া ?॥
কারণ ব্যতীত কার্য্য, কিরূপেতে হয় ধার্য্য,
অকারণে একপ কি হয় ?।
ইথে যদি করি লোভ, এখনিই পাব ক্ষোভ,
নাহি তায় কিছুই সংশয়॥
এই ক্ষুদ যদি খাই, তবে আর রক্ষা নাই,
সেইরূপ হইবে নিধন।
কঙ্কণ-লাভের আশে, পড়িয়া বাঘের গ্রাসে,
গেলো যথা পথিক-ব্রাহ্মণ॥

কপোতেরা কহিল, সে কিরূপ ?।

কপোত রাজ কহিতেছেন।

তবে শ্রবণ কর।

দক্ষিণ-অরণ্যে আমি, ছিলাম যখন।
একদিন দেখিলাম, করিয়া চরণ॥
সরোবরে বুড়া এক, বাঘ, স্নান করি।
পুলিনে রয়েছে খাড়া, কুশা হাতে ধরি॥
পথিক চোলেছে যত, তাদের দেখিয়া।
লোভ দিয়া ডাকিতেছে, আঙুল নাড়িয়া।
ওরে রে, পথিক কর, কোথায় গমন ?
নিয়ে যারে, নিয়ে যারে, সোনার কঙ্কণ॥

বাঘ দেখে সকলেই, হোতেছে বিস্ময়।
দূরে হোতে সোরে যায়, মনে পেয়ে ভয়॥
ধনলোভী কোনো দ্বিজ, করি দরশন।
মনে মনে করিল, এরূপ আন্দোলন॥
বিধির কৃপায় থাকে, ভাগ্যবল যার।
ধনলাভ হয় তার, এরূপ প্রকার॥
কিন্তু ইথে, কিছু এই, জীবন-সংশয়।
অতএব হেন লোভ, উচিত না হয়॥
অনিষ্ট হইতে ইষ্ট, ইষ্ট-লাভ নয়।
অমঙ্গল হয়, তার, অমঙ্গল হয়॥
সুধার হইলে সঙ্গ, বিষের সহিত।
মরণ নিশ্চিত, তায়, মরণ নিশ্চিত॥
কিন্তু হয়, সন্দেহেতে, ধনের প্রবৃত্তি।
বিনা ধনে, কিসে হবে, আশার নিবৃত্তি?॥
সংশয়েতে আরোহণ, না করিলে পর।
কুশল না হয়, কভু, জীবের গোচর॥
কিন্তু সেই সংশয়েতে, করি আরোহণ।
যদি তায়, রক্ষা পায়, জীবের জীবন॥
তবেই মঙ্গল হয়, তবেই মঙ্গল।
নতুবা বিফল, সব, নতুবা বিফল॥
এত ভাবি পথিক, জিজ্ঞাসা করে তায়।
কঙ্কণ কোথায় তোর, কঙ্কণ কোথায়?॥
হাত তুলে বাঘ বলে, "বিপ্রের কুমার"
দেখ দেখ, এই দেখ, কঙ্কণ আমার॥
ব্রাহ্মণ বলেন, বাঘ! কি বলিস্ ওরে।
বিশ্বাস কি, তোরে, বল, বিশ্বাস্ কি তোরে?
"বাঘ" বলে শুন দ্বিজ, কি কব তোমায়।
করিয়াছি, কত পাপ, যৌবন-দশায়॥

গোরুহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, হত্যা কত আর।
সংখ্যা নাই, তার, ভাই, সংখ্যা নাই তার॥
সেই পাপে দারা, পুত্র, মরেছে আমার।
ছারখার হইয়াছে, সোণার সংসার॥
প্রাণে মাত্র বেঁচে আছি, পাপভার বোয়ে।
শোকে তাপে জর জর, বংশহীন হোয়ে॥
ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ এক, আমায় দেখিয়া।
কহিলেন উপদেশ, করুণা করিয়া॥
"কর-গিয়ে" দান আদি, ধর্ম্ম আচরণ।
তবেই তোমার হবে, পাপের মোচন॥
পাপ গেলে তাপ যাবে, শাস্ত্রের বচন।
পরলোকে, নরলোকে, হবেনা গমন॥
সেই উপদেশে আমি, করিয়াছি স্নান।
ব্রাহ্মণে করিয়া পূজা, দিব আজ্ দান॥
নখ-দন্ত হীন ক্ষীণ বৃদ্ধ অতিশয়।
অবিশ্বাস কোরে তুমি, কেন কর ভয়?॥
অধ্যয়ন তপস্যা, ও, যজ্ঞ আর দান।
সত্য, ধৃতি, ক্ষমা, আর, লোভ-সমাধান॥
"ধর্ম্মধামে,, গমনের, পথ এই আট।
যার বলে মুক্ত হয়, মনের কপাট॥
এর মাঝে তপস্যাদি, পূর্ব্ব চতুষ্টয়।
দাম্ভিক জনের মনে, করেছে আশ্রয়॥
ক্ষমা আদি চতুষ্টয়, মহারত্ন-ধন।
রয়েছে আশ্রয় করি, মহাত্মার মন॥
বিকার নাহিক আর, আমার অন্তরে।
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, গিয়েছে অন্তরে
এই দেখ, করেতে, ভূষণ, লোয়ে আছি।
না সয়, বিলম্ব আর, দিলে পরে বাঁচি॥

হায় হায়, কার কাছে, ফেলিব নিশ্বাস ?।
"বাঘ" বোলে, তবু কেউ, করেনা বিশ্বাস ॥
বাহাবাহি-লোক যারা, তাদের এ ধারা।
অবিশ্বাসে বিশ্বাস, করেনা কভু তারা॥
যে নারীরে ব্যভিচারিণী বোলে লোক জানে।
তার, "ধর্ম্মকথা", কেহ, শুনেনাকো কাণে॥
যে, ব্রাহ্মণ পাপাচার, করে একবার।
তাহারে প্রত্যয় কেহ, নাহি করে আর॥
কলঙ্ক আমার আর, সে রোগ-তো নাই।
দোহাই, দোহাই, ভাই, ধর্ম্মের দোহাই॥

ওহে ব্রাহ্মণ! শ্রবণ কর।

যেমন আপন প্রাণ, প্রিয় আপনার।
সেরূপ সবার প্রাণ, প্রিয় সবাকার॥
আপন শরীরে যথা, আপনার স্নেহ।
সেইরূপ সবে দেখে, নিজ নিজ দেহ॥
অতএব উপদেশ, লহ জীবগণ।
আত্মবৎ কর সবে, দয়া-বিতরণ॥
পর-দুখে দুখি যারা, দুখি নিজ দুখে।
[illegible] তাদের নাম, এনোনাকো মুখে॥
[illegible] আপন ভাবে, করি প্রণিধান।
[illegible] দেখ ভবে, সকল সমান॥
[illegible] বিজ, নিজবৎ, দেখি সমুদয়।
[illegible] ভয়, তুমি, কেন কর ভয়?॥

[illegible] তাঁহারা জ্ঞানি পুরুষ, তাঁহারা [illegible] মাতৃবৎ জ্ঞান, পরদ্রব্যকে [illegible] জ্ঞান এবং সর্ব্বভুতে আত্ম-জ্ঞান করেন।

[illegible]

পরনারী জ্ঞান কর, [illegible]
মনের বিকার যেন, নাহি [illegible]।
লোভ যেন মনে, কভু, নাহি [illegible]।
পরধন জ্ঞান কর, ঢেলার সমান॥
সুজন হইতে যদি, থাকে অভিমত।
সমুদয় প্রাণি দেখ, আপনার মত॥
ধনিজনে ধন দিয়া, নাহি প্রয়োজন।
ধনহীনে সাধ্যমত, দান কর ধন॥
রোগিরে ঔষধ দান, সুবিহিত হয়।
অরোগিরে দিলে পরে, নাহি ফলোদয়॥
পণ্ডিতেরা করেছেন, এরূপ বিধান।
দানের প্রধান দান, সাত্বিক যে, দান॥
বিশেষত, উপকারী, যেজন না হয়।
তারেই করিবে দান, শাস্ত্রে এই কয়॥
দরিদ্র ব্রাহ্মণ তুমি, উপকারী নও।
তোমারেই করি "দান" লও লও লও।
প্রত্যয় তাহার বাক্যে, করিয়া তখন।
স্নানহেতু সরোবরে, নামিল যেমন॥
মহাপঙ্কে পোড়ে শেষ, করে হাহাকার।
উঠিবার, শক্তি তার, রহিলনা আর॥
"বাঘ" বলে, আহা, আহা, কি হইল হায়।
স্থির হও, আমি গিয়ে, উঠাই তোমায়॥
এত বলি কাছে গিয়ে, ধরিল যখন।
রোদন-বদনে দ্বিজ, কহিছে তখন॥
পরের অনিষ্টকারী, যেজন দুর্জ্জন।
কখনো কি ভাল হয়, তার আচরণ?॥
ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ তার, বেদ-অধ্যয়ন।

ধর্ম্মের কারণ, সব, [illegible] কারণ ॥
ধার্ম্মিকতা, [illegible], কেমনে সে পাবে ?।
স্বভাবের দোষ [illegible] কিরূপেতে যাবে ? ॥
স্বভাবে মধুর [illegible], গোরস ,, যেরূপ।
সকলের অতিরিক্ত, স্বভাব সেরূপ ॥
ইন্দ্রিয় সহিত মন, যেনা করে বশ।
কিসে হবে বশ, তার, কিসে হবে যশ ? ॥
করী যথা স্নান করি, উঠিয়া অমনি।
ধূলায় ধূসর হয়, তখনি তখনি ॥
দুষ্টের সেরূপ হয়, শিষ্ট ব্যবহার।
এই দেখি সাধুভাব, পরে নাই আর ॥
দুর্ভগা নারীর যথা, বস্ত্র অলঙ্কার।
ধর্ম্মহীনে, গুণ, জ্ঞান, সেরূপ প্রকার ॥
আপনার বুদ্ধিদোষে, না দেখি উপায়।
বাঘেরে বিশ্বাস কোরে, কি করেছি হায় ॥

পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, স্ত্রী, রাজকুল, নদী, নখী, শৃঙ্গী, এবং অস্ত্রধারী,-ব্যক্তিকে কোনোমতেই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য হয়না।

যথা।

পদ্য।

রমণীরে, বিশ্বাস, কোরোনা, কোনোমতে
তার চেয়ে অবিশ্বাসী, নাহি এ জগতে ॥
দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, নাই লজ্জা, ভয়।
সকলি করিতে পারে, ইচ্ছা যাহা হয় ॥
কোনোকালে বিশ্বাস, কোরোনা, রাজকুলে
যেওনা যেওনা, রাজ-বচনেতে ভুলে ॥
কাটাতরু ছায়াবৎ, রাজার প্রণয়।
অনুকূল, প্রতিকূল, সমান উভয় ॥
বিশ্বাস কোরোনা তারে, শিঙ আছে যার।
সাবধানে তার সহ, কর ব্যবহার ॥
বিশ্বাস কোরোনা তারে, অস্ত্র হাতে যার।
এখনি তোমারে পারে, করিতে সংহার ॥
নদীরে বিশ্বাস কভু, কোরোনারে ভাই।
কখন্ কি ভাব তার, স্থির কিছু নাই ॥
এই আছে, একরূপ, পরে আর ভাব।
পলকে প্রলয় করে, এমনি স্বভাব ॥
বিশ্বাস কোরোনা তারে, নখ আছে যার।
তার কাছে মানবের, কোথা উপকার ? ॥
গুণের পরীক্ষা করি, প্রয়োজন নাই।
স্বভাবের স্বভাব, পরীক্ষা কর ভাই ॥
সকল গুণের গুন, বিগুণ করিয়া।
স্বভাব রয়েছে গিয়া, মাথায় চড়িয়া ॥
জ্যোতিধারী-পাপহারী, গগনবিহারী।
কুমুদপ্রকাশকারী, সর্ব্বগুণধারী ॥
সেই সুধাকরে করে, রাহু এসে গ্রাস।
কপালে, যা, লেখা আছে, কে করিবে নাশ ? ॥
এরূপ করিয়া খেদ, ব্রাহ্মণকুমার।
শার্দ্দূলের গ্রাসে পোড়ে, হইল সংহার ॥
তাই বলি, শুন সবে, আমার বচন।
যেমন কঙ্কণলোভে, মরিল ব্রাহ্মণ ॥
এখানে তণ্ডুল দেখে, হোতেছে সংশয়।
আমাদের ভাগ্যে যেন, সেরূপ না হয় ॥

কপোতরাজ পুনর্ব্বার কহিতেছেন

পুরাতন অতি নষ্ট অন্ন ঘরে যার।
আহারে পেটের ভয়, কিছু নাহি তার॥
সুপণ্ডিত সন্তান, গৃহেতে যার ভাই।
ধরামাঝে তার চেয়ে, সুখী কেহ নাই॥
যার নারী অতি প্রিয়া, বশীভূতা হয়।
তার মত ভাগ্যবান, কেহ আর নয়॥
রাজা যারে, সমাদরে, সদা দেন মান
সর্ব্বমতে সুখী কেবা, তাহার সমান॥
সদা যেই কার্য্য করে, করিয়া বিচার।
তার কার্য্যে কোনোরূপ, বিঘ্ন নাই আর॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া কোনো-লোভী-কপোত দম্ভ পূর্ব্বক কহিতেছে।

আঃ—তুমি এ কি কথা কহিতেছ?

বিশেষ বিপদ হয়, ঘটনা যখন।
তখন শুনিতে হবে, বৃদ্ধের বচন॥
সময়েতে আর আর, যে কিছু ব্যাপার।
শুনিব বুড়ার কথা, করিয়া বিচার॥
ভোজনে বুড়ার কথা শুনিতে কি আছে?
আহারেতে, ভাল,মন্দ, বিচার কে বাছে?
অন্ন, জল, পরিপূর্ণ, এই দেখ ধরা।
ভক্ষ্য বস্তু হয়, সংশয়েতে ভরা॥
পদে পদে, যদি করি, সংশয় এমন।
কিরূপেতে হবে তবে, জীবন ধারণ?॥

শাস্ত্রের বচন শুন।

ঈর্ষান্বিত। ঘৃণাযুক্ত। ক্রোধি। ভয়াকুল। অসন্তুষ্টচিত্ত। এবং পরভাগ্যোপজীবি, ইহারা কখনই সুখি হইতে পারেনা।

পয়ার।

বুদ্ধিদোষে, যে পুরুষ, দ্বেষের অধীন।
ঘৃণায় সতত যার, মানস মলিন॥
কিছুতেই নহে তুষ্ট, রুষ্ট প্রতিক্ষণ।
সুখের আস্বাদ নাহি, পায় তার মন॥
নিয়ত ক্রোধের বশে, থাকে যেইজন।
বোধের সহিত তার, না হয় মিলন॥
মিছেমিছি ভয় পেয়ে, যে, হয়, আকুল।
পশুর সহিত তার, সদা সমতুল॥
পরভাগ্য-উপজীবী, যেইজন হয়।
চিরদুখী বলি তারে, সুখী সেই নয়॥

এই কথা শ্রবণ মাত্রেই সেই সকল কপোত ক্ষুদ্রভোজনার্থ সেই স্থানে উপবিষ্ট হইল।—"চারুমতির, নিষেধ-বাক্য কেহই শ্রবণ করিলনা, লোভাকুল হইলে অতি পণ্ডিত ব্যক্তিও বিপদের হস্তে পতিত হয়েন।

পয়ার।

সুশীল সুধীর অতি, ভাবের ভেদক।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সংশয়চ্ছেদক॥
লোভের অধীন হোলে, এমন সুজন।
কোনো দিন, নাহি হয়, সুখেতে মগন॥

সকলের কাছে হয়, উপহাস সার।
কেহ নাহি করে আর গুণের বিচার॥
গুণ, জ্ঞান, বড় বিদ্যা, মিছে সব হয়।
কেহ নাহি আর তার উপদেশ লয়॥
এত শিখে, এত দেখে, নাহি পায় সুখ।
যথা তথা অপমান, পদে পদে দুখ॥

লোভ হইতে ক্রোধ জন্মে, কাম-জন্মে, মোহ জন্মে। এই লোভেতেই মৃত্যু হয়, অতএব লোভ সকল পাপের ও সকল তাপের আকর হইয়াছে।

পদ্য।

লোভেতে ক্রোধের জন্ম, ক্রোধে বোধ যায়।
বোধহীন হোলে নর, কি রহিল তায়?॥
লোভ হোতে হয় সদা, কামের সঞ্চার।
এই কাম, নানারূপ, দোষের আধার॥
লোভেতে জন্মায় মোহ, নাহি থাকে শিব।
পড়িয়া মায়ার ঘোরে, মারা যায় জীব॥
পদেপদে, পরিতাপ, দিবানিশি শোক।
লোভের অধীন হোয়ে, মরে কত লোক॥
এই লোভ সমুদয়, পাপের আধার।
লোভের অধীন জীব, হোয়োনাকো আর॥

তারে সকলেই জালে বদ্ধ হইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইল এবং যাহার পরামর্শক্রমে এতদ্রূপ বিপদ ঘটনা হইল, তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল।

কোনো কার্য্যেই অগ্রে গমন করা উচিত হয়না।—কারণ যদি কার্য্যসিদ্ধ হয় তবে তারতেই সমানরূপে তাহার ফলভোগ করেন। কিন্তু বিড়ম্বনা-বশত বিঘ্ন হইলে প্রধান-ব্যক্তিই দোষভাগী হইয়াথাকেন

পদ্য।

আগেভাগে, কোনো কর্ম্মে, দিওনাকো হাত।
পদেপদে, ঘটে তায়, বিষম ব্যাঘাত॥
ছোটো, বড়, সকলের, অভিমত লও।
ভাল, মন্দ, যুক্তি করি, অগ্রসর হও॥
কার্য্য যদি সিদ্ধ হয়, কত উপকার।
সমভাগে ফলভোগ, হয় সবাকার॥
বিড়ম্বনা হোলে পরে, কত তায় ক্ষতি।
সব দোষ পড়ে এসে, প্রধানের প্রতি॥
সবে করে অপমান, অশেষ প্রকার।
পুরস্কার কোথা তার? তিরস্কার সার॥
অতএব শুন শুন, যুবক-সমাজ।
আগে করি বিবেচনা, পরে কর কাজ॥
দশে-মিলে যুক্তি করি, করিবে যে কাজ।
সে কাজ অসিদ্ধ হোলে, কিছু নাই লাজ॥
ইন্দ্রিয়দমন হয়, সম্পদের পথ।
যেপথে করিলে গতি, পূরে মনোরথ॥
ইন্দ্রিয়ের অশাসন, সুপথ-তো নয়।
সেপথে করিলে গতি, অধোগতি হয়॥
দুই পথ বর্ত্তমান, রয়েছে প্রকাশ।
সেই পথে গতি কর, যাহে অভিলাষ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া কপোতেশ্বর কহিলেন।—আহা! এ ব্যক্তির

কোনো অপরাধ নাই। কেন এত ভৎর্সনা কর? কেননা স্থল বিশেষে হিত বিষয়ও পতনশীল আপদের কারণ হইয়াথাকে, যেমন জননীর জঙ্ঘা বৎসের বন্ধনের নিমিত্ত স্তম্ভস্বরূপ হয়।

পদ্য।

আহা,আহা, কেন এরে, কটুকথা কও?।
নিজ নিজ কর্ম্মফল, অংশ কোরে লও॥
পতনের কাল এসে, হইলে উদয়।
হিত কর্ম্মে বিপরীত, ঘটে সে সময়॥
জননীর "জঙ্ঘা,, যথা, বিশেষ সময়।
পুত্রের বন্ধন-হেতু, স্তম্ভরূপ হয়॥

বিপদকালে যে ব্যক্তি বন্ধুর কর্ম্ম করিয়া বিপদ উদ্ধার-করণে যোগ্য হয়, সেই ব্যক্তিই যথার্থ পণ্ডিত। ভীতজনের পরিত্রাণের জন্য যে-ব্যক্তি ধন গ্রহণে পণ্ডিত, সে ব্যক্তি কখনই পণ্ডিত ও বন্ধু নহে।

পদ্য।

আপদ উদ্ধার হেতু, বন্ধু হয় যেই।
প্রাণাধিক, প্রিয়তম, বন্ধু হয় সেই॥
[illegible]র বন্ধু যিনি, বন্ধু বলি তাঁরে।
"[illegible]" বোলে, সম্বোধন, করি আর কারে?।
[illegible] মাচি, অনেকেই হয়
[illegible] কেহ তারা, নিকটে না রয়॥
ভয়াকুল, যেজন, [illegible] তার ভয়।
অর্থলোভে পণ্ডিত, [illegible] কেহ হয়॥
"বন্ধুতা,, তাহার [illegible] কি হয়?।
তারে কি পণ্ডিত ব[illegible], পণ্ডিত সে নয়?॥

এই বিপদকালে বিস্ময়াপন্ন হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ। অতএব পরিত্রাণের নিমিত্ত উপায় চিন্তা কর, কারণ বিপদে ধৈর্য্য, উন্নতি সময়ে ক্ষমা, সভায় বাক্‌পটুতা, যুদ্ধে পরাক্রম-প্রকাশ, যশে অভিরুচি এবং শাস্ত্র কথা শ্রবণে আসক্তি, এই সমুদয় উত্তম পুরুষের সুলক্ষণ ও স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার।

পদ্য।

ধৈর্য্যশীল নহে যেই, বিপদ সময়।
বোধহীন, কাপুরুষ, সবে তারে কয়॥
বিপদে যে ধৈর্য্য হয়, মুগ্ধ নয় শোকে।
সুধীর-সুবোধ তারে, বলে সব লোকে॥
সম্পদ সময়ে যেই, ক্ষমাশীল হয়।
জনমাঝে তার সম, সাধু কেহ নয়॥
সভায়, যে, জয়ী হয়, বক্তৃতার বলে।
সমাদরে, সবে তারে, সাধু সাধু, বলে॥
সমরে সাহসী হোয়ে, প্রকাশে, যে, কলা।
রণবিজয়ী সেই, জীবন সফলা॥
সতত সুখ্যাতি লাভে, রুচি আছে যার।
সুবোধ সুজন সেই, পুরুষের সার॥
শুনিতে শাস্ত্রের কথা, শ্রদ্ধা যার মনে।
ধার্ম্মিক পুরুষ তারে, কহে সর্ব্বজনে॥

সম্পদে আহ্লা[illegible] সুখ।
বিপদে বিষাদ নাহি, নাহি পায় দুখ॥
সম্পদ বিপদ, যার [illegible] সমান।
সমরে প্রভুত্ব কর, [illegible] প্রধান॥
এমন ত্রিলোক[illegible]।
যে জননী, জঠরেতে, [illegible] ধারণ॥
তাঁর পদে কোটি কোটি করি নমস্কার।
"ভগবতী,, বোলে সদা, পূজা করি তাঁর॥
নারী শিরোমণি সেই, রত্নগর্ভা সতী।
চরণে প্রণত হোয়ে করহ প্রণতি॥

যে পুরুষ ঐশ্বর্য্য, ও সুখ-লাভের প্রত্যাশা করেন, তিনি যেন নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য এবং দীর্ঘসূত্রতার অধীন না হন।

পদ্য।

ধন আর সুখ লাভে, আশা যদি হয়।
দীর্ঘসূত্রীভাব ধরা, সুবিহিত নয়॥
শ্রমজলে পূর্ণ কর, শরীর-কলস।
হোয়োনা হোয়োনা, ভবে, হোয়োনা অলস॥
নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, কর পরিহার।
শ্রম হর, শ্রম কর, সাধ্য, যে, প্রকার॥
দীর্ঘসূত্রী, ভীত, ক্রোধী, নিদ্রালু, অলস।
কখনো না পায় সুখ, নাহি পায় যশ॥
অসময়ে নিদ্রা গিয়া, যদি হর কাল।
কেমনে হইবে তবে, প্রসন্ন কপাল॥
বিফলে হরিলে কাল, অলস হইয়া।
স্বাধীনতা-সুখ পাবে, কেমন করিয়া॥
এই দণ্ডে, যে, কর্ম্ম, সম্পন্ন হোয়ে যায়।
কোনোমতে বিলম্ব, বিহিত নহে তায়॥
ভয় আর ক্রোধ হয়, বিষম বিশাল।
উভয়ের বশ হোয়ে, যদি হর কাল॥
পদেপদে হবে তবে, বিপদ তোমার।
সম্পদ নিকটে কভু, আসিবেনা আর॥
সমুচিত যত্ন কর, ধন আহরণে।
অবিরত হও রত, সুকার্য্য সাধনে॥
ন্যায়মত, পার যত, কর উপার্জ্জন।
[illegible]কর কার্য্যে তাহা, কর বিতরণ॥
প্রথমে আপনি কর, হিত আপনার।
পরে কর শক্তিসারে, পর উপকার॥
শ্রমার্জ্জিত-ধন ব্যয়, কুশল-কারণ।
সার্থক শরীর তায়, সার্থক জীবন॥
বিনাশ্রমে বিফলেতে, দিন যার যায়।
জনম বৃথায় তার, জনম বৃথায়॥
ভবে এসে নাম যার, না হয় প্রকাশ।
অদ্যাপি মায়ের গর্ভে, সে, করিছে বাস॥

অতএব আর ক্ষণকাল মাত্র বিলম্ব করা বিধেয় হয়না। এইক্ষণে সকলে ঐক্যমতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া জাল লইয়া শূন্যমার্গে উড্ডীয়মান হও। একতার অপেক্ষা মহদ্গুণ আর কিছুই নাই। তৃণ সকল একত্র সংযুক্ত হইলে মত্ত-মাতঙ্গকে অনায়াসেই বদ্ধ করে।—স্বজাতীয় অতি তুচ্ছ-বিষয়ের সংযোগও পুরুষের পক্ষে মহামঙ্গলদায়ক হয়।

পদ্য।

পরস্পর ঐক্য হোয়ে, থাকো পরস্পর।
সবাই নির্ভর কর, সবারি উপর॥

হীন বোলে কেহ কারে, না করিবে দ্বেষ।
জগতের মাঝে নাই, ইতর বিশেষ॥
তৃণ যদি পরস্পর, হইয়া মিলন।
রজ্জুর আকার করে, যদ্যপি ধারণ॥
তার কাছে কোথা আছে, দারুণ দাঁতাল।
অনায়াসে বাঁধা যায়, মাতঙ্গ-মাতাল॥
সেই সব তৃণ যদি, ভিন্ন হোয়ে রয়।
পীপিড়ারে, বদ্ধ কোরে সাধ্য নাহি হয়।
আর দেখ, অপরূপ, তণ্ডুলের ভাব।
স্বজাতীয় ধর্ম্মে ধরে, কেমন স্বভাব॥
অসার তুষের মাঝে, যতক্ষণ রয়।
"ধান্য" নামে ততক্ষণ, সার ভাব বয়॥
রোপণ করিলে কবে, অঙ্কুর ধারণ।
জীবের জীবিকা হোয়ে, বাঁচায় জীবন॥
তুষহীন হোলে পরে, সেভাব না রয়।
আর তাতে, কোনোমতে, অঙ্কুর না হয়॥
অসারের মাঝে সার, সারেতে অসার।
বুঝে দেখে, কর সবে, ফলের বিচার॥
অসার ভেবনা কিছু, আকার দেখিয়া।
দোষ-গুণ, স্থির কর, বিচার করিয়া॥
স্বজাতির, মাঝে নাই হেয়, উপাদেয়।
সকলেই শ্রেয় আর, সকলেই প্রেয়॥
অতএব জাল লোয়ে, উড়ে চল সবে।
উপায় করিয়া দেখি, যা, হবার হবে॥

এবম্প্রকার পরামর্শ করিয়া সকল পক্ষি জাল লইয়া উপরে উড়িল।—সেই ব্যাধ দূর হইতে জালহরণকারি কপোতকুলকে দৃষ্টি করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে করিতে এমত বিবেচনা করিল, যে, ইহারা এই-ক্ষণে উড়িতেছে, উড়ুক্। কিন্তু যখন পৃথিবীতে পুনর্ব্বার পতিত হইবে আমি তখন অনায়াসেই ধৃত করিব, অনন্তর বিহঙ্গমগণ কিয়ৎকালে তাহার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া প্রস্থান করিল, তৎকালে লুব্ধক নিরুপায় ও নিরাশ হইয়া নিরস্ত হইল।—নিষাদকে নিবৃত্ত দেখিয়া কপোতেরা কহিতেছে, এখনকার কর্ত্তব্য কি? মাতা-পিতা এবং মিত্র, এই তিন জন স্বভাবতই হিতকারি হইয়া থাকেন, অপরলোকেরা কার্য্য কারণের অনুরোধপরবশ হইয়া হিত-সাধন করে।

আমারদিগের মিত্র "সুহৃৎ" নামক মুষিকরাজ "বিমলা" নদীর তীরে "বিনোদবনে" বসতি করেন, অতএব চল তাঁহার নিকট গমন করি, সেই "সুহৃৎ" পরম সুহৃৎ, ও ধার্ম্মিক, তিনি দৃষ্টিমাত্রেই দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক এইদণ্ডেই বন্ধন-মোচন করিয়া দিবেন। এরূপ স্থির করিয়া পাশবদ্ধ কপোত সকল সেই ইন্দুর রাজার নিকট গমন করিল।—ইন্দুর প্রাণের ভয়ে সর্ব্বদাই শতদ্বার-গর্ত্ত মধ্যে বাস করেন, পক্ষিপুঞ্জের পতনে পক্ষের শব্দ শ্রবণে অত্যন্ত

ভীত হইয়া এক দ্বারের এক পাশে চুপ্ করিয়া রহিলেন।

কপোতরাজ কহিলেন।

হে সুহৃৎ! তুমি পরমবন্ধু, সুহৃৎ হইয়া আজ কেন বিমুখ হইতেছ? এই দেখ, আমরা অতিশয় বি[illegible]

ভঞ্জনের জন্য তোমার আশ্রয়ে আসিয়াছি, অতএব আমারদিগ্যে যথাযোগ্য সম্ভাষণ কর।

মূষিক সেই স্বরে মিত্রের আগমন নিরূপণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া কহিলেন, হায়!। আমি কি পুণ্যবান! অদ্য প্রাতে গৃহে বসিয়া পরম-বন্ধুর দর্শন পাইলাম।

পদ্য।

মিত্র-সহ একত্র, যে, গৃহে করে বাস।
পবিত্র তাহার সব, ধন্য তার বাস॥
উভয়ত পরস্পর, সুখের সম্ভাষ।
না বহে কাহারো মনে, দুখের বাতাস॥
সাধুভাবে সদাচার, সদা সদালাপ।
একেবারে দূর হয়, সকল বিলাপ॥
পরস্পর ভেঙে যায়, উভয়ের ভেদ।
কারো মনে, কিছুমাত্র, নাহি থাকে খেদ॥
উভয়ের একভাব, স্বভাবে সরল।
মনের মন্দিরে নাই, গরিমা গরল॥
এরূপ প্রণয়-ভাবে, কাল কাটে যারা।
সাধু সাধু, ধরাতলে, পুণ্যবান তারা॥
অদ্য কিবা, শুভদিন, সুখের ঘটন
ঘরে বোসে পাইলাম, মিত্র-দরশন॥
ত্রিজগতে কেহ নাই, বন্ধুর সমান।
হায়, হায়, হায় আমি, কিবা পুণ্যবান॥
বহুকাল দেখি নাই, আহা মরি মরি।
এসো এসো এসো ভাই, কোলাকুলি করি॥

তাহার পর কপোতরাজকে [illegible] দৃষ্টে বিস্ময়াপন্ন হইয়া ব্যাকুলচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, বন্ধু, একি! একি?

চারুমতি কহিলেন।

আর ভাই, দুঃখের কথা কি কহিব! এই দেখ, আমারদিগের পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফল,-- মনুষ্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে যে রূপ কর্ম্ম করে, পরজন্মে সেই সেই কর্ম্মানুরূপ শুভাশুভ ফলভোগ করিয়া থাকে,—ঈশ্বরেচ্ছায় তাহার অন্যথা কখনই হয়না।

পদ

নিজকৃত-কর্ম্মরূপ, অপরাধ-শাখি।
ফলবান হোতে আর, কিছু নাই বাকী॥
ব্যসন, বন্ধন, আর, শোক, তাপ, রোগ।
ফলেছে সকল ফল, তাই করি ভোগ॥

তখন ইন্দুররাজ কপোতরাজার বন্ধন-মোচনার্থ শীঘ্রই সমীপস্থ হইলেন "চারুমতি" কহিলেন, হে

ভাই সুহৃৎ! — আমার আশ্রিত এই সকল পক্ষির পাশ অগ্রে ছেদন কর — পরে আমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিও।

মূষিক কহিলেন।

ত্রিপদী।

স্বভাবে অবল, [illegible] হই সবল,
কোমল-দশন ধরি।
হোয়ে ক্ষীণজন, সবার বন্ধন,
কেমনে ছেদন করি?॥
যতক্ষণ বল, ততক্ষণ বল,
বল করা তারি সাজে।
বলগেলে পর, কিসে করি ভর,
কাতর হইব কাজে॥
নিজ-প্রাণ ভাই, আগে রাখা চাই,
মানা কর কেন তবে?।
[illegible] তোমার, করিব উদ্ধার
যা, হবার, শেষ হবে॥
তব অনুচর, এ সব খেচর,
বাঁচাতে পারিব যত।
করিবনা ত্রুটি, জাল কুটি কুটি,
কাটিতে হইব রত॥
নীতিশীল যারা, নিজ প্রাণ তারা,
আগে ভাগে রক্ষা করে।
আপনি বাঁচিয়া, উপায় করিয়া,
পরেরে, বাঁচায় পরে॥
[illegible] যেই রূপ, কর সেই রূপ,
বুধ গণ যাহা কহে।
দিয়ে নিজ [illegible], [illegible]রে বাঁচাবে,
বিধাতা [illegible] নহে॥
শুন [illegible] [illegible] প্রসিদ্ধ কথা।
"[illegible] [illegible] লোকের কর্ম।"
বিপদ রক্ষার্থ [illegible] ধন [illegible]।
সেই ধনে [illegible] [illegible] পালন॥
ধন দারা [illegible] নিজ রক্ষা করে।
সকলি সুলভ হয়, বেঁচে থেকে পরে॥

কপোতরাজ কহিলেন।

তোমার এই বাক্য নীতিশাস্ত্র-সম্মত বটে। — কিন্তু ভাই, ইহারা আমার নিতান্ত অধীন, ইহারদিগের দুঃখ কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিনা। অতএব আমার প্রাণনাশ হউক, তাহাতে হানিমাত্রই নাই, আমার আশ্রিত অনন্যগতি এই পক্ষিদিগে তুমি প্রাণদান কর।

তথা।

বহুগুণে বিভূষিত, পণ্ডিত যে জন।
স্বভাবত সর্ব্বমতে, সে হয় সুজন॥
হরিতে পরের দুখ, করিতে উদ্ধার।
মরিতে যদ্যপি হয়, সে করে স্বীকার॥
ধননাশ, প্রাণনাশ, সর্ব্বনাশ হোলে।
"উপকার-ধর্ম্ম" কভু ছাড়েনাকো [illegible]
আপনার অনুগত, আশ্রিত যে হয়।
তাহার "কুশল-পথে" মন যেন রয়॥
বিশেষত যিনি হন, সাধু সুজন।
যাতে হয়, কর তাঁর, বিপদ-ভঞ্জন॥

সাধুর উদ্ধারে যায়, যাক্ না জীবন।
সাধুবাদ দিবে তায় সকল সুজন ॥
ধন, জন, আদি সব, বিফল বিষয়।
মানবের পক্ষে কিছু, চিরকাল নয় ॥
জীবন ধরেছ এই শরীর আধারে।
কখন্ বিনাশ হবে, কে কহিতে পারে ! ॥
নিত্য নয় "মলময়" শরীর তোমার।
কালের প্রভাবে হবে, হবেই সংহার ॥
হবেনা সমান ভোগ, রবেনা জীবন।
অনুরাগে কর শুধু, কীর্ত্তির স্থাপন ॥
যতদিন না হবে, সে, কীর্ত্তির সংহার।
ততদিন রবে ভবে, সুযশ তোমার ॥
সাধ্যমতে না করিলে, কীর্ত্তির স্থাপন।
বৃথায় শরীর তবে, বৃথায় জীবন ॥
বিনয়েতে তাই ভাই, বলি বারেবারে।
ধর্ম্মের সঞ্চয় কর, শক্তি অনুসারে ॥
বিপদে আশ্রিত হোয়ে, যে লয় শরণ।
বাঁচাও বাঁচাও, তার, বাঁচাও জীবন ॥

এতচ্ছ্রবণে-মুষিকেশ্বর প্রফুল্লচিত্তে কহিলেন।

হে মিত্র, সাধু সাধু !—তোমার এই শরণাগতবাৎসল্যধর্ম্মে আমার অন্তঃকরণরূপ-সমুদ্র আনন্দ-তরঙ্গে প্লাবিত হইল। আহা! তোমাকে ত্রিলোকের প্রভুত্ব প্রদান করাই কর্ত্তব্য।

পরে একে একে সকলের বন্ধন মোচন করিয়া কহিলেন। হে সখে! এই বন্ধনদশায় পতিত হওয়াতে তুমি আপনার প্রতি আপনি অবজ্ঞা করিওনা। ইহাতে তোমাদের দোষ মাত্রই নাই।

পদ্য।

আকাশে যোজন-শত-দূরপথে থাকি।
আহার দেখিতে পায়, যে সকল পাখি ॥
পক্ষ সব পক্ষ করি, ইচ্ছাধীন চরে।
ঐক্য হোয়ে পরস্পর, কত লক্ষ্য করে ॥
শ্রেণী গাঁথা লক্ষ লক্ষ, লক্ষ্য করে সুখে
উপলক্ষ একমাত্র, খাদ্য দেবে মুখে ॥
এপ্রকার সুচতুর, বিহঙ্গম যত।
হইলে দশার দোষ, হয় জ্ঞানহত ॥
ভুলালে নিজ নিজ, মরণের কাল।
চোখে না দেখিতে পায়, নিষাদের জাল ॥
আহারের লোভে ভুলে, সন্ধান না জানে
পাশের বন্ধনে পোড়ে, মারা যায় প্রাণে ॥
গভীরসাগর-জলে, চরে যত মীন।
তাহারা হয়েছে সব, জালের অধীন ॥
আগেতে না জেনে মনে, বিপদের লেশ।
ধরাপোড়ে, ধরা দেখে, মারাপড়ে শেষ ॥
জ্যোতির্ম্ময় জগতের, প্রকাশক রবি।
প্রকাশে প্রকাশ করে, মনোহর ছবি ॥
শোভাকর নিশাকর, সুধার আধার।
চারুকরে, দূর করে, নিশির আঁধার ॥
হেন রবি, হেন শশী, কে বুঝিবে হেতু।
উভয়েরে পীড়া দেয়, রাহু আর কেতু ॥
ভয়ানক "ভয়ানক" নাম বিষধর।
মূর্ত্তিখানি মনেহোলে, কাঁপে কলেবর ॥

অধর্ম্ম অমৃতরস, যারে করে দান।
অমনি অস্থির করে, হরে তার প্রাণ॥
বায়ু খেয়ে, আয়ু রেখে, বিনা পদে চলে।
পাষাণেরে ভস্ম করে, নিশ্বাসের বলে॥
হেন সর্প দর্পহীন, "সাপুড়ের" হাতে।
বিষদাঁত ভেঙে দেয়, অস্ত্রের আঘাতে॥
করে ফোঁস্ ফাঁস্, ফুলাইয়া ছাতি।
তায় খেলায় তারে, বুকে মেরে লাতি॥
ভয়ঙ্কর কলেবর, দণ্ডধর-করী।
থর থর কাঁপে দেহ, যারে দৃষ্টি করি॥
এমন প্রকাণ্ড হাতী, বদ্ধ হোয়ে পাশে।
মানবের অধীনেতে, আসে অনায়াসে॥
নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, জ্ঞানবান যত।
দীন হোয়ে, দিন কাটে, দুঃখ পায় কত॥
বিধাতাই বলবান, সন্দেহ কি তায়।
যা, করেন, তাই হয়, কি আছে উপায়॥
বল, বল, বুদ্ধি, বল, কিছু কিছু নয়।
যা, হবার তাই হয়, হইলে সময়॥
এখান, সেখান, নাই নাই উঁচু, নীচ।
কালপেলে কাল আর, বাছেনাকো কিছু॥
প্রতিক্ষণ মুখ পেতে, রয়েছে শমন।
দূর হোতে সকলেরে, করিছে গ্রহণ॥

অনন্তর পক্ষি সকলকে যথাসাধ্য খাদ্যদ্রব্য প্রদান পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া সম্মান-সহকারে বিদায় করিলেন।

অতএব শত শত সংখ্যায় মিত্রবৃদ্ধি করা মনুষ্যের পক্ষে কর্ত্তব্য হইতেছে।—দেখ, ইন্দুরের সহিত মিত্রতা করাতেই কপোতেরা অনায়াসে বন্ধনদশা হইতে মুক্ত হইল।

"চতুর" নামক কাক তৎসমুদয় প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া মৃচৎকৃত হইল, এবং কহিল, হে মুষিকরাজ! তুমি ধন্য। তুমিই ধন্য।—হে ভদ্র! তোমার মিত্রতারূপ রত্নলাভের নিমিত্ত আমি অত্যন্ত লোলুপ হইয়াছি।—অনুকম্পা পুরঃসর আমাকে সেই পরমধন বিতরণ কর।

মুষিক, গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি, এখানে আগমন করিয়াছ?

কাক কহিল, আমি 'চতুর" নামক কাক, আপনার ধার্ম্মিকতা, বন্ধুতা এবং করুণা প্রভৃতি গুণে বদ্ধ হইয়া প্রণয়-করণার্থ নিতান্তই উৎসুক হইয়াছি।

ইন্দুর কহিলেন, তোমার সহিত আমার সখ্যভাব কিরূপে সম্ভবে? যেহেতু আমি ভক্ষ্য, তুমি ভক্ষক। অপিচ কুল এবং স্বভাব জ্ঞাত না হইয়া অকস্মাৎ আগন্তুকের প্রতি বিশ্বাস করা উচিত হয়না।

পদ্য।

হিংস্রকের সহ-বাস, না হয় উচিত।
ভক্ষকের প্রেম কোথা, ভক্ষ্যের সহিত॥

খলের প্রণয়ে কার, কবে হয় হিত।
হিত ভেবে প্রীতি কোরে, ঘটে বিপরীত॥
প্রেমভাবে থাকে কোথা, করী আর হরি?।
প্রেমভাবে থাকে কোথা, হরি আর হরি?॥
বাপ বল, কোন্‌কালে, মেষপালে পালে?।
কোন্‌কালে প্রেম হয়, ইঁদুর বিড়ালে?॥
কোন্‌কালে প্রেম হয়, পুণ্য আর পাপে
কোন্‌কালে প্রেম হয়, বেজী আর সাপে॥
কোন্‌কালে প্রেম হয়, আলো আর ঘোরে।
কোন্‌কালে প্রেম হয়, সাধু আর চোরে?॥
কোন্‌কালে কাঁচ সহ, তুল্য হয় হেম।
হীন-সহ, সবলের, কবে হয় প্রেম?॥
অমৃত অমৃত সহ, কথনো কি রয়?।
দুখের সহিত কোথা, সুখের প্রণয়?॥
এক ঠাঁই কোথা থাকে, সত্য আর ছল?।
সবলের প্রেমে প্রেমী, কবে হয় খল?॥
ব্যাধের নিকটে কোথা, প্রেম পায় পাখি।
কঠারের কাছে কোথা, প্রেম পায় শাখি?॥
কোন্‌কালে মিল হয়, অগ্নি আর জলে?।
কোন্‌কালে মিল হয়, শূন্য আর স্থলে?॥
সরল স্বভাবে হোলে, উভয় সমান।
পরস্পর প্রেমাঙ্কুর, বিহিত বিধান॥
কুল, শীল, স্বভাবের, নিয়ে পরিচয়।
সবিশেষ জ্ঞাত হবে, ভাব সমুদয়॥
অকস্মাৎ আগন্তুকে, করিয়া বিশ্বাস।
কানোমতে বিধি নয়, তার সহ বাস॥
স্বভাবে জানিব যারে, সুশীল সুজন।
মিত্রভাবে লব গিয়া, তাহার শরণ॥
তার সহ সদালাপে, দূর হবে দুখ।
স্থির প্রেমে চিরকাল, পাব কত সুখ॥
একে দ্বেষী, তাঁহাতে, অজ্ঞাতপরিচয়।
কেমনে তোমার সহ, করিব প্রণয়?॥
বিড়ালের বাক্যে ভুলে, করিয়া প্রণয়।
অবশেষে শকুনির দশা পাছে হয়॥
প্রাচীন শকুনি, এক শালবৃক্ষ পরে।
পাখিদের ছানাগুলি, সদা রক্ষা করে॥
বিড়াল, তপস্বীবেশ, করি দ্ধারণ।
কহিল কপট করি, ধর্ম্মের বচন॥
"রাম রাম" কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে হরে।
কেমন করিয়া লোক, জীবহত্যা করে?॥
অনায়াসে বাঁচে প্রাণ, ফল মূল খেয়ে।
ধর্ম্ম আর কিছু নাই, "অহিংসার চেয়ে॥
তরু আছে, শাক আছে, পাতা আছে ডালে।
পাপ কোরে কেন তবে, পোড়া-পেট পালে?॥
কত কষ্টে আহরণ, আমিষ-ভক্ষণ।
পরিণামে, পরিপাকে, মলের সৃজন॥
আহারেতে, এক জীব, কিছু সুখ পায়।
এক জীব একেবারে, যমালয়ে যায়॥
যাহারে ছেদন কর, লোভে করি ভর।
মৃত্যুকালে হয় সেই, কেমন কাতর?॥
দেখিয়া না হয় মনে, দয়ার উদয়।
হায় হায়, হায়, এরা, এমন নির্দয়?॥
প্রথমে করেছি কত, পাপ-আচরণ।
হয়েছি তপস্বী শেষ, কোরে চান্দ্রায়ণ॥
শরীরে ইন্দ্রিয় আর, নহে বলবান।
এখন কেবল করি, ধর্ম্ম অনুষ্ঠান
সমুদয় নাশ হয়, দেহের সহিত।
মোলে পরে আর কেহ, নাহি করে হিত
কেবল সঙ্গেতে যায়, এক মাত্র ধর্ম্ম।
সকল সময়ে করে, মিত্রতার কর্ম্ম॥
অতএব কর সবে, ধর্ম্মের সঞ্চয়।
পাপ যেন, মনের, নিকটে নাহি রয়॥

দ্বেষ, হিংসা পরিহরি, ক্ষমাগুণ ধর।
সাধ্যমতে, জগতের, উপকার কর॥
এ প্রকার সদ্গুণে, বিভূষিত যেই।
ইহলোকে স্বর্গসুখ, ভোগ করে সেই॥
তার সহ থাকে যেই, ধার্ম্মিক সে, হয়।
সাক্ষাৎ "দেবতা" তারে, সকলেই কয়॥
আর তার, পাপ, তাপ, কিছু নাহি রয়।
"সাধুসঙ্গে স্বর্গবাস" শাস্ত্রে তাই কয়॥
এরূপ কপট-ধর্ম্মে, ভেবে পুণ্যবান।
শকুনি বিশ্বাস করি, দিলে তারে স্থান॥
তাপসের বেশধারী, বিড়াল তখন।
পাখির শাবক সব, করিল ভোজন॥
শকুনি খেয়েছে "ছানা" ভেবে এ প্রকার।
সকল পাখিতে তারে, করিল সংহার॥
সহজে দুর্ব্বল আমি, কি জানি, কি, হয়।
তোমার প্রণয়ে ভাই, তাই করি ভয়॥

কাক কহিতেছেন।

ভাই, আমি প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, আশ্রিত, অতিথি।—তুমি মহৎ হইয়া আমাকে সুসম্ভাষণে কেন কৃপণ হইতেছ! অতি শত্রুব্যক্তি গৃহে আইলেও তাহাকে আদর করিতে হয়।

দীর্ঘ চৌপদী

কোনোরূপ অভিলাষে, শত্রু যদি কাছে আসে,
সুমধুর প্রিয়ভাষে, কর তার তোষণা।
প্রেমভাব মনে ধরি, পূর্ব্বভাব পরিহরি,
দ্বেষভাব দূর করি, স্বভাবেরে দোষনা॥
বাহিরের শত্রু যারা, কি করিতে পারে তারা,
ভিতরের শত্রুগণে, একেবারে রোষনা।
ভেদ নাই আত্ম পরে, থাকো নিজ ভাবভরে,
অনুরাগ রবিকরে, "জাতিনদী" শোষনা॥
আপনার কলেবরে, মানসের সরোবরে,
মোহন-মরাল চরে, সেই পাখি পোষনা।
নিজবোধ করে হবে, নিজভাব ভাব সবে,
এই ভবে, বিধিরবে, রবে স্তবে ঘোষনা॥

পয়ার।

অতিশয় নীচ লোক, বাসে যদি আসে।
প্রিয়ভাষে সাধু তারে, তখনি সম্ভাষে॥
সমাদর, সাধুভাব, সুজনের কাছে।
স্থল, জল, আকাশের অভাব কি আছে?।
মহতের মহিমায়, কি করিব ভেদ।
তার কাছে, ছোট, বড়, কিছু নাই ভেদ॥
কিছুতেই নাহি ভাবে, মান অপমান।
শত্রু আর মিত্র তার, উভয় সমান॥
দেখ দেখ, নিশাপতি, কিবা গুণ ধরে।
ইতর বিশেষ, কিছু, ভেদ নাহি করে॥
কোথাবা, চণ্ডাল নীচ, কোথা বিপ্রবর।
সমভাবে সকলের, ঘরে দেন কর॥
আপনি রাহুর মুখে, হইয়া পতন।
"মুক্তিস্নানে, নরে করে, মুক্তি বিতরণ॥
কুঠারে তরুর মূল, ছেদন, যে, করে।
ছায়াদানে তরু তবু, তাপ তার হরে॥
শূকরে আখের মূল, যে, করে ছেদন।
মধুর আস্বাদ তারে, করে বিতরণ॥
যতদিন রবে তুমি, আশ্রমের সুখ।
কেহ যেন আশ্রয়েতে, না হয় বিমুখ
ভবেই মহিমা বুঝি, ভ্রম যদি হর।
যে, যেমন পাত্র, তারে, সেইরূপ কর॥

'যথাসাধ্য সেবা কর, দিয়ে কিছু গ্রাস।
অতিথি কখনো যেন না হয় নিরাশ॥'
কিছু যদি নাহি জোড়ে হোয়ে নিরুপায়।
বিনয়েতে তুষ্ট করি, করিবে বিদায়॥
অথিতি যদ্যপি হয়, বিমুখে বিদায়।
আপনার, পাপ দিয়ে, পুণ্য লোয়ে যায়॥
রীতিমত, যদি তার, রাখ তুমি মান।
পাপ নিয়া, আপনার পুণ্য করে দান॥
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চতুষ্টয়।
ব্রাহ্মণ সবার গুরু, শাস্ত্রে এই কয়॥
রমণীর পতি গুরু, তাহে কি সংশয়।
সকল বর্ণের গুরু, অতিথি, যে, হয়॥
সর্ব্বদেব স্বরূপ, অতিথি, এই জেনে।
যথাশক্তি পূজা কর, নীতিশাস্ত্র মেনে॥
প্রেমের অতিথি আমি, অন্য নাহি চাই।
প্রেমধন আমায়, প্রদান, কর ভাই॥

ইন্দুর কহিলেন।

অতিথি সর্ব্বত্রই পূজ্য বটে, কিন্তু দুষ্টভার্য্যা, খল মিত্র, প্রত্যুত্তরদায়ক দাস এবং সর্পের সহিত বাস করা বিধেয় নহে।

পদ্য।

দারা যদি দুষ্টা হয়, দূর কর তারে।
সে যেন নিকটে আর, আসিতে না পারে॥
দাস হোয়ে করে যেই, সমান উত্তর।
তার চেয়ে নাহি আর, অধম কিঙ্কর॥
কখন কি রূপ কহে, সদা এই ভয়।
এ দাসের, প্রভু যেন, কেহ নাহি হয়॥

মিত্র যদি খল হয়, মিত্র সেই নয়।
তার চেয়ে শত্রু আর, জগতে কি হয়॥
গরল-মিশ্রিত সুধা, মন্দ অতিশয়।
সেইরূপ অবিকল, খলের প্রণয়॥
তার সহ, প্রেমালাপে, ঘটে বিপরীত।
খলের ছলের প্রেমে, নাহি হয় হিত॥
সর্প-সহ গৃহে বাস, না হয় বিধান।
কখন্ দংশন করি, বিনাশিবে প্রাণ॥
নষ্টানারী, খলমিত্র, অবিনয়ী দাস।
সমভাবে, সকলেই, করে সর্ব্বনাশ॥
সর্প সহ একঘরে, বাস যদি হয়।
তথাচ এদের সহ, বাস বিধি নয়॥
সাপের কামড়ে বটে, মরে জীবগণ।
এ তিনের কামড়েতে, জীয়ন্তে মরণ॥
প্রতীকার নাহি তার, ঘোর বিড়ম্বনা।
বেঁচে থেকে চিরকাল, সমান যাতনা॥

ভাই। "মিত্র" এই শব্দটি শুনিতে অতি সুমধুর বটে, কিন্তু সমূহ-সৌভাগ্য ব্যতীত কখনই মিত্রলাভ হয়না, এক হরিণের সহিত, এক কাকের যথার্থরূপ মিত্রতাই হইয়াছিল, এক বঞ্চক-বন্ধু বঞ্চক কপট-প্রণয়ে সেই কুরঙ্গকে পাশবদ্ধ করিয়াছিল, অকপট-সরল বন্ধু কাক তাহাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিল।

পদ্য।

"কাক" আর "মৃগ" এক, চম্পকনগরে।
অকপট-প্রেমে দোঁহে, সুখে বাস করে॥

বঞ্চক বঞ্চক এক, তথায় আসিয়া।
কহিল মৃগের প্রতি, বিনয় করিয়া॥
শুনেছি, ধার্ম্মিক তুমি, প্রেমিক পণ্ডিত।
প্রণয় করিতে চাই, তোমার সহিত॥
দুখে করি দিনপাত, এই বনে রোয়ে।
মৃতদেহ বোয়ে মরি, বন্ধুহীন হোয়ে॥
তোমায় প্রাণের প্রিয়, করি দরশন।
আজ্ আমি মৃতদেহে, পেলেম্ জীবন॥
তব অনুচর হোয়ে, থাকিব এ বনে।
"সাধু-সঙ্গ স্বর্গসুখ" পাব প্রতিক্ষণে॥
স্বভাবে সরল মৃগ, চাতুরী না জানে।
শৃগালে আদর করি, রাখিল সম্মানে॥
সন্ধ্যাকালে "কাক" কহে, মৃগ সন্নিধানে।
কোথা হোতে ধূর্ত্ত "শ্যাল" এসেছে এখানে?॥
"কুরঙ্গ" কহিল, ইনি, "জম্বুক" সুজন।
এসেছেন মিত্র-লাভ-সম্ভোগ কারণ॥
"কাক,, কহে, কেন এরে দিয়েছ আশ্বাস?।
অকস্মাৎ আগন্তুকে, কোরোনা বিশ্বাস॥
বিশেষত, স্বভাবত "শ্যাল" শঠ হয়।
মিত্রতার যোগ্য এরা, কখনই নয়॥
কোপে কাঁপে কলেবর, কদলির প্রায়।
"শ্যাল" বলে, "কাক" তুমি, কি বল আমায়?॥
আগন্তুক আমি বটে, তাহে কি সংশয়।
দৃষ্টি-মাত্রে শত্রু, মিত্র, ভেদ কিসে হয়?॥
যখন মৃগের সহ, প্রথম মিলন।
কিরূপে বিশ্বাসী তুমি, হইলে তখন?॥
নিজে "কাক" নষ্ট তুমি, নষ্টব্যবহার।
নষ্ট তাই, দেখিতেছ, অখিল সংসার॥
কুরঙ্গের নিকটে, মানুষ নাই আর।
বেড়েছে তোমার তাই, এত অহঙ্কার॥
শুক, পিক, হংস আদি, পক্ষি নাই যথা।
কটুভাষি কাকের, আদর হয় তথা॥
যে বনেতে সিংহ আদি, নাহি, মৃগপাল।
সে বনেতে রাজা হয়, চতুর শৃগাল॥
ভুজঙ্গের অবস্থান, যেখানে না রয়।
মহীলতা "কেঁচো,, তথা, বিষধর হয়॥
সে দেশেতে, নাহি থাকে সাধুর সমাজ।
সেদেশে প্রভুত্ব করে, ঘোর ধূর্ত্তরাজ॥
যেদেশেতে বিদ্যমান নাহি, বিজ্ঞবর।
সেদেশেতে হয় শুধু, মূর্খের আদর॥
যেদেশে উদয় নাই, চাঁদ সুধাকর।
সেদেশে প্রদীপ হয়, আলোর আকর॥
যেদেশেতে দাতা নাই, দাতা তথা "রেঁড়ো,,"
সেদেশেতে সতী নাহি, বেশ্যা, তথা, এয়ো॥
সুফলের তরু যথা, নহে ফলবান।
সেদেশে "ভেরেণ্ডা,, হয়, তরুর প্রধান॥
দ্বিতীয় সুহৃদ্ কেহ, নহে বিদ্যমান।
এখানে হয়েছ তাই, তুমিই প্রধান॥
একথা শুনিয়া বায়স নীরব হইল।
মিত্রতা করিয়া "মৃগ,, পাপেরে রাখিল॥
এক দিন, প্রভাতে, শৃগাল শঠ কয়।
আমার সহিত এসো, মিত্র মহাশয়॥
খেৎ-ভরা, ধান্য আছে, খাবে খুব সুখে।
কচি-কচি শিশ্-গুলী, আগে দেবে মুখে॥
সে কথায় লোভে মৃগ, করিয়া গমন।
নবনব শস্য করে, সুখেতে ভোজন॥
একদিন কৃষকেরা, পেতেছিল জাল।
মৃগ তাহে বদ্ধ হোলে, ঘটিল জঞ্জাল॥
হরিণ পড়িলা পাশে, কহিছে তখন।
ওহে বন্ধু, কর কর, বন্ধন-মোচন॥
তোমা বিনে এ সঙ্কটে, কে করে নিস্তার?।
এ বিপদে বন্ধু বিনা, গতি নাই আর॥

ছলহীন অকপট "বন্ধু,, যেই হয়।
তাহারে জানিতে পারি, বিপদ সময়॥
ধীর যোদ্ধা বীর যোদ্ধা, "শূর,, যেই হয়।
তাহারে জানিতে পারি, সংগ্রাম সময়॥
"শুচি,, বোলে, যাঁরে সবে, করে সম্বোধন।
ঋণেতে জানিতে পারি, তাঁর আচরণ॥
ধনহীন হোলে পরে, বন্ধু নাহি আর।
তখন জানিতে পারি, ভার্য্যার ব্যাভার।
বান্ধবের ব্যবহার, সেরূপ প্রকার।
ব্যসনের কালে হয়, বিশেষ প্রচার॥
ব্যসন, দুর্ভিক্ষ আর, দেশ উপদ্রব।
শ্মশান, নৃপতিদ্বার, মহা মহোৎসব॥
সুখে দুখে, সর্ব্বকালে, যে, হয়, সহায়।
বান্ধব বলিয়া আমি, পূজা করি তায়॥
খল শ্যাল হৃষ্টমনে, ভাবে এ প্রকার।
এতদিনে আশা পূর্ণ, হইল আমার॥
রক্তমাখা হাড়গুলা, অবশ্যই পাব।
মনে মত সাধ আছে, পেটভোরে খাব॥
শৃগাল কহিছে করি, "কাঁচুমাচু,, মুখ।
আহা! তব দশা দেখে, ফেটে যায় বুক॥
মাথায় আকাশ যেন, পড়িতেছে খসি।
একে আজ "রবিবার,, তাহে "একাদশী,,॥
উপায় না পেয়ে স্থির, ভেবে হই মাটি।
চামের নির্ম্মিত-পাশ, কেমনেতে কাটি?॥
দাঁতে করা দূরে থাক্, ছুঁলে হবে হানি।
... সদা, "ধর্ম্ম,, যাবে, যাবে "হিন্দুয়ানী,,॥
...হব নিকটে করি, নিশি জাগরণ।
...ন "পোয়াবে,, রাৎ, বাঁচাব তখন॥
সন্ধ্যাকালে "কাক,, এসে চাঁপার তলায়।
...য় মিত্র মৃগে, দেখিতে না পায়॥
...দিগ অন্বেষণ, করিতে করিতে।

বন্ধনদশায় তারে, পাইল দেখিতে।
"কাক,, কয়, কোথা সেই, নব-মিত্র খল?।
বটে এই, মিত্র-কথা, অবজ্ঞার ফল॥
মৃগ কয় ধূর্ত্ত শ্যাল, এখানেই আছে।
খাইবে আমার মাংস, মনে করিয়াছে॥
"বায়স, বিলাপ করি, ব্যথা পেয়ে কয়।
ওরে রে-পামর তুই, এমন নিদয়?।
প্রিয়বাদি ছলকারি, শত্রু খল নর।
মুখে এক, পেটে আর, অতি ভয়ঙ্কর॥
সংসারে জানায় যেন, কতই সুশীল।
মনের ভিতরে আঁটা, ছলনার খিল॥
বাহিরে আশ্রিত হোয়ে, ভক্তভাব ধরে।
অসাক্ষাতে সর্ব্বনাশ, প্রাণনাশ করে॥
এমন দুর্জ্জন জনে, নাহি দেবে স্থান।
তার হাতে মান যাবে, যেতে ধন প্রাণ॥
স্বভাব করিলে মন্দ, গুণ নাহি রাখে।
"অঙ্গার কি কোনোকালে, ভাল হোয়ে থাকে?॥
ছুঁইলে অঙ্গারে তপ্ত, ঘটায় ব্যাঘাত।
শীতল করিলে পর্শ, কালো হয় হাত।
দেখ দেখ, খল মশা, কিরূপ প্রকার।
প্রাণীর আশ্রিত হোয়ে, করে ব্যবহার॥
পায়ে পোড়ে শিরে চোড়ে, কাণে কোরে গান।
ক্রমে ক্রমে করে সব, ছিদ্রের সন্ধান।
এমন "মশক" লোকে, ঘরে রাখে পুষে।
লোম ফুঁড়ে, শুঁড় জুড়ে, রক্ত খায় শুষে॥
মশা হোতে নীচ দেখি, যত খল জনে।
শোণিত শুকায়ে যায়, তাদের স্মরণে॥
জগতের উপকারি, সদয়-হৃদয়।
সমভাবে সকলের, সহিত প্রণয়॥
সহজে সুধীর অতি, সাধু সদা...
সপনে কাহারে নাহি, কটু ক...

অহিত-ভূষিত মন, সর্ব্বগুণধর।
ইহলোকে সাধু আর, নাহি যার পর ॥
হেন জনে করে যেই, মন্দ ব্যবহার।
তার চেয়ে নরাধম নীচ নাহি আর ॥
শূকরের চেয়ে হয়, হীন সেই জন।
"মানব" বলিয়া তার, না হয় গণন ॥
ওগো মাতা, বসুমতি, স্থূল কথা কহ
কুজনের পাপভার, কেমনেতে বহ ? ॥
এতো কি কঠিন "মাগো" তোমার হৃদয় ?।
পাতকিগণের ভার, অনায়াসেই সয় ॥
ধারণ করিছ সব, হইয়া সদয়।
হৃদয়েতে কিছুমাত্র, বেদনা না হয় ॥
এত বলি, "কাক" করি, উপায় নির্ণয়।
হরিণের কাণেকাণে, চুপিচুপি কয় ॥
এরূপ ছলনা কর, শ্বাস করি রোধ।
যেন তুমি মরিয়াছ, হেরে হয় বোধ ॥
মরণ নিশ্চয় করি, এসে ক্ষেত্রপাল।
যখন গুটায়ে লবে, আপনার জাল ॥
যেমন ডাকিব আমি, অমনিই উঠে।
লাফ মেরে, একেবারে পলাইবে ছুটে ॥
আশাভরে, চাসা করে, শেষে এই "ধ্বনি"।
আঃ! তুই জালেতে পোড়ে, মরিলি আপনি" ॥
অন্য দিগে মন করি, জাল গুটাইল।
কাকের ডাকেতে মৃগ, ছুটে পলাইল ॥
গেল গেল, বোলে চাসা, লগুড় মারিল।
তাহার প্রহার পেয়ে, শৃগাল মরিল ॥
পণ্ডিতের মুখে শুনি, এরূপ বচন।
ঘোরতর পুণ্যপাপ, করে যত জন ॥
তিন-দিন, তিন-পক্ষ, আর তিন মাস।
কিম্বা তিন বর্ষে হয়, ফলের প্রকাশ ॥
পাপ কোরে পেলে খল, হাতে হাতে ফল
কাকের মিত্রতা-গুণে, বাঁচিল সরল ॥
পণ্ডিতে বিরক্তাচারী, আর শঠ জন।
কখনই নাহি হয়, বিশ্বাস-ভাজন ॥
এরূপের উপরেতে, বিশ্বাস, যে, করে।
আপনার কার্য্য-দোষে, আপনি, সে, মরে ॥
মার্জ্জার, মহিষ, মেষ, কাপুরুষ, কাকে।
বিশ্বাস করিলে কি হে, রক্ষা আর থাকে ! ॥
এই পাঁচ কখনো কি, শুভপথে যায় ?।
বিশ্বাসেতে প্রভু হোয়ে, প্রমাদ ঘটায় ॥
"চতুর", চপল তুমি, তাহে বলবান।
তোমার সহিত নয়, প্রণয়-বিধান

মুষিকের এই বচনে "চতুর" নামক কাক কহিলেন।

তোমাকে ভক্ষণ করিলে কি আমার আর চিরকালের জন্য ভোজন করিতে হইবেনা ? আমি তোমার সমস্ত কথাই শ্রবন করিলাম, কিন্তু তোমার ন্যায় এবং সেই "চারুমতি" কপোতরাজের ন্যায় আমি ধার্ম্মিক পুরুষ কুত্রাপিই দেখিতে পাইনা। অতএব তোমার সহিত অবশ্যই প্রণয় করিব, তুমি যদি নিতান্তই বিমুখ হইয়া আমাকে বন্ধুত্বরূপ বিত্ত-বিধানে বঞ্চিত কর, তবে এইখানেই অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব।

তৎপরে "সুহৃদ্" নামক মুষিকরাজ বিবর হইতে বহির্গত হইয়া কহিলেন,

আমি তোমার বচনে অমৃতাভিষিক্ত হইলাম।—হে ভাই! তুমিই যথার্থ মিত্রতার যোগ্যপাত্র।—নির্জ্জনে অভেদভাবে ব্যবহার, আর মঙ্গল-প্রার্থনা, ইহাই সাধু মিত্রের সুলক্ষণ, তাহা তোমাতেই দেখিতেছি, নিষ্ঠুরতা চিত্তচাঞ্চল্য, ক্রোধ, মিথ্যা-কথন এবং দ্যূতক্রীড়া,এই সকল দোষ যাঁহাতে বর্ত্তমান থাকে, তিনি কখনই মিত্র নহেন,তোমাতে ইহার একখানিও দোষ দেখিতে পাইনা। বাক্যের দ্বারাই পটুতা এবং সত্যবাদিত্ব প্রকাশ পায়।—আর চাঞ্চল্য ও অচাঞ্চল্য, ইহাও প্রত্যক্ষদ্বারা বুঝা যায়।—যাহারা কোমল অথচ নির্ম্মল-চিত্ত, তাহারদিগের মিত্রতা এক প্রকার,—এবং খলতাপূর্ণ-দুষ্ট-লোকেরদের প্রণয় অন্য প্রকার, তুমি সর্ব্বপ্রকারেই শ্রেষ্ঠ, মহাত্মা, অতএব তোমার সহিত প্রণয় করা অবশ্যই কর্ত্তব্য।

তদনন্তর উভয়েই ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞায় মিত্রতা স্থাপন করিল। তদবধি সেই ইন্দুর এবং কাক পরস্পর আহার, দান, মঙ্গলপ্রস্তাব এবং সদালাপ দ্বারা কালযাপন করিতে লাগিল।

এক দিবস "চতুর" ইন্দুর মূষিককে কহিলেন, এখানে আহারে অত্যন্ত কষ্ট, অনেক দুঃখে আহার করিয়াও উদর পূর্ণ হয়না। এজন্য আমি স্থানান্তরে গমনের প্রার্থনা করি।

ইন্দুর কহিলেন।

ভাই! তুমি কোন্ স্থানে গমনে অভিলাষ করিয়াছ?-যাঁহারা বুদ্ধিমান, তাঁহারা গমন সময়ে অগ্রে একপদ নিক্ষেপ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া পশ্চাতে অপর পদ চালনা করেন এবং উত্তমরূপ নূতন স্থান নিরূপণ না করিয়া আপনার পূর্ব্বস্থান কখনই পরিত্যাগ করেননা। যেদেশে বিদ্যা নাই, বিদ্বান্ নাই, বৃত্তি নাই, বান্ধব নাই, সম্মান নাই, সজলানদী নাই। চিকিৎসক নাই,ঋণদাতা নাই, পুরোহিত নাই,-লোকের গমনাগমন নাই,ভয় নাই, লজ্জা নাই, দাতা নাই, প্রণয়ী নাই,এবং নিপুণ-মনুষ্য নাই, সেদেশে বাস করা কখনই কর্ত্তব্য হয়না। কেননা তথায় মানব জন্মের সুখ ও মনুষ্যত্বলাভের কিঞ্চিৎমাত্রই সম্ভাবনা নাই।

পদ্য।

[illegible] গমনের কালে।
[illegible] আগে, ফেলে, অন্য পদ চালে॥
দেখিতে দেখিতে চলে, চালে পদদ্বয়।
যেতে যেতে পথে কোনো, বিপদ না হয়॥
নিবাস করিয়া যথা, কর অবস্থান।
ত্যাগ যদি নাহি হয়, তোমার সে স্থান॥
স্থানান্তরে যেতে লোক, করিলে বিধান।
করিবে বিশেষরূপে, তাহে প্রণিধান॥
আগেতে উত্তম স্থান, করি নিরূপণ।
পশ্চাতেতে তথায় তুমি, করহ গমন॥
বাসের বিহিত স্থান, না হোলো নির্ণয়।
কোনোমতে নিজ-স্থান, ত্যাগ করা নয়॥
মানুষের যাতায়াত, যে দেশেতে নাই।
ভয় আর লজ্জা, যথা, নাহি পায় ঠাঁই॥
বৃত্তি নাই, বিদ্যা নাই, নাহি বিদ্যাবান।
নাহি যথা ঋণদাতা, নাহি যথা দান॥
শান্তি নাই, দয়া নাই, নাই যথা মান।
নদী নাই, বৈদ্য নাই, নাই ধনবান॥
প্রণয়ীবান্ধব নাই, নাই পুরোহিত।
সে দেশেতে বাস করা, না হয় বিহিত॥
এমন অধমদেশে বাস করে যারা।
মানবদেহের সুখ, নাহি পায় তারা॥
ধর্ম্ম নাই, প্রেম নাই, নাই জ্ঞান-আলো।
তার চেয়ে বনে গিয়ে, বাস করা ভালো॥

কাক কহিলেন।

দণ্ডকারণ্যে কর্পূর সরোবরে "মোহন" নামক "কচ্ছপ" আমার বহুকালের বন্ধু, তিনি যেমন পণ্ডিত তেমনি ধার্ম্মিক, অনেকেই পরের উপদেশে পণ্ডিত, কিন্তু স্বয়ং ধর্ম্ম-আচরণে পণ্ডিত নহেন। উঁহার বাক্য যেরূপ, ব্যবহার এবং কার্য্যও সেইরূপ।

পদ্য।

অনেকেই বক্তা হয়, উপদেশ পেয়ে।
অনেকেই বক্তা হয়, উপদেশ পেয়ে॥
কেহ বা করিছে ব্যয়, মুখের বচন।
কেহ বা শ্রবণে তাহা, করিছে শ্রবণ॥
বলাবলি, শুনাশুনি, করে পরস্পর।
কেহ না প্রবেশ করে, ধর্ম্মের ভিতর॥
নানারূপ শাস্ত্রকথা, প্রকাশ করিয়া।
পরিচয় দেয় সবে, পণ্ডিত বলিয়া॥
বিদ্যার সাগর বটে, গুণের আধার।
ফলে দেখি, কারো নাই, ধর্ম্মে অধিকার॥
পরস্পর জয়লাভে, সবাই ব্যাকুল।
বিচার সাগরে ডুবে, নাহি পায় কূল॥
সে সাগরে, খেলিতেছে, "অভিমান-ঢেউ"।
ও পারে কি বস্তু আছে, নাহি জানে কেউ॥
তরঙ্গ-সময়ে সেই, তরঙ্গে পড়িয়া।
"হাবুডুবু" খায় শুধু, ভাসিয়া ভাসিয়া॥
সকলেই চলিতেছে, ভাসিতে ভাসিতে॥
নিজ নিজ "আত্মধন" নাশিতে নাশিতে।
বিচার বিচার করি, দন্ত-কোরে মরে॥
আপন বিচার আর, কেহ নাহি করে।
কতই কল্পনা করে, কথায় কথায়॥
কেবল কুতর্ক করি, কুপথ দেখায়।
"দর্শন" দর্শন করি, ঘুরিছে সবাই॥

সে দর্শন কোথা তার নিদর্শন নাই ॥
করিছে "বাদার্থ" কত, বিচারের বলে।
'ন্যায়' পোড়ে, ন্যায়কথা, কেহ নাহি বলে ॥
না করে, সিদ্ধান্ত কিছু "বেদান্ত" পড়িয়া।
অবিশ্রান্ত "ধ্বান্তকূপে" রয়েছে পড়িয়া ॥
শাস্ত্র পোড়ে, যিনি হন, ধর্ম্মপরায়ণ।
"প্রেম-ফুলে" আমি তাঁর, পুজিব চরণ ॥
শাস্ত্র পোড়ে, নিজতত্ত্ব, যে করে বিচার।
দূর করে, সকলের, মনের আঁধার ॥
মনের সন্তাপ যত, যে করে হরণ।
শিষ্য হোয়ে আমি তাঁর, পুজিব চরণ ॥

তাঁহার নিকট গমন করিলে সেই ধার্ম্মিক-বন্ধু প্রিয়বাক্যে, ধর্ম্মোপদেশে এবং উত্তমরূপ আহার দ্বারা তৃপ্ত করিবেন।

ইন্দুর কহিলেন, ভাই, তুমি আমার প্রাণের বন্ধু, তোমার সহিত বিচ্ছেদ হইলে আমি আর ক্ষণার্দ্ধকালো জীবিত থাকিবনা, অতএব চল, আমিও তোমার সঙ্গে সেই "মোহনের" নিকট গমন করি।

তাহার পর উভয়েই একত্র হইয়া কূর্ম্মের নিকট দণ্ডকারণ্যে গমন করিলেন।

কচ্ছপ দুর হইতে দৃষ্টি করিয়া কাক এবং ইন্দুরকে সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান করিলেন।

কাক কচ্ছপকে কহিলেন, হে বন্ধো! এই মুষিকরাজ সাক্ষাৎ ধর্ম্মপুত্র, অতএব অগ্রেই ইহার উচিতমত আতিথ্য কর, ইনি প্রধান পুণ্যবান এবং সমস্ত গুণের ভূষণেই ভূষিত, এই পূজ্যপাদের পূজার যেন ত্রুটি না হয়, এই প্রস্তাবের পরেই "কূর্ম্মরাজের" নিকট "চারুমতি কপোতরাজের" বন্ধন-বিমোচনের বৃত্তান্ত বাহ বিশেষরূপে বর্ণন করিলেন।

"মোহন" যথাসম্মানে "হিরণ্যকের" সেবা করিয়া বিনয় বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পূজ্যবর মহাত্মন্! তোমার এই বিরল বিপিনে আগমন করণের কারণ কি! শুনিতে অভিলাষ করি।

ইন্দুর কহিলেন।

পূর্ব্বে আমার অনেক ধনসম্পত্তি ছিল, সেই ধনেতেই স্বজাতি মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া সকলের উপর প্রভুত্ব করিতাম,—একজন সন্ন্যাসী সেই সমস্ত ধন-সংহরণ করাতেই নির্ধন হইয়া মনের দুঃখে বিজনবনে আগমন করিয়াছি।

পদ্য।

ধনবলে ধনিজন, সদাই স্বাধীন।
এ জগতে, সকলেই, ধনের অধীন॥
ধন না থাকিলে পর, মরে নর দুখে।
দীন হোলে, কবে কার, দিন যায় সুখে?॥
ধনেতেই পুজ্য হয়, ধনেই আদর।
বৃহস্পতি আদি সবে, ধনের কিঙ্কর॥
ধনহীন জন যেই, বৃথা জন্ম তার।
প্রতিকুল হয় তারে, দারা পরিবার॥
যেখানে সেখানে যায়, আদর না হয়।
"লক্ষ্মী ছাড়া" বোলে কেহ, কথা নাহি কয়॥
গুণ, জ্ঞান কিছু তার, না হয় প্রকাশ।
মনে মনে মোরে রয়, পেয়ে উপহাস॥
ধনি যদি মূর্খ হয়, দুঃখ কিবা তার।
"পণ্ডিত" বলিয়া সবে, করে নমস্কার॥
কুরূপ হইলে ধনী, ধনে রূপবান।
সকলে সুরূপ দেখে, কামের সমান॥
সবদিগে ধনিদের, সুখের সংযোগ।
দরিদ্রের চিরকাল, সব কষ্টভোগ॥
বিশেষত, ধনী হোয়ে, দীন যেই হয়।
মরণ মঙ্গল তার, বাঁচা বিধি নয়॥

হরি, করী, আদি মৃগ, থাকে যেই বনে।
তথা গিয়ে বাস কর, হরষিত মনে॥
তরুর তলেতে গিয়ে, সুখে কর বাস।
নিদ্রার ভাবনা কিবা, "শয্যা" আছে ঘাস॥
বৃক্ষের বাকল আছে, কর পরিধান।
বস্ত্রের ব্যাপার তায়, হবে সমাধান॥
পাড়িয়া গাছের ফল, করিয়া ভোজন।
[illegible] নদীনীর, করহ ভক্ষণ॥
তাতে কিছু খেদ নাই, নাই কিছু দুখ।
দেখিবেনা, কারো মুখ দেখাবেনা মুখ॥
ধনহীন হোলে পরে, মান নাহি রয়।
স্বজাতি-সমাজে থাকা, ভাল তাই নয়॥
যেখানে প্রতাপ ছিল, সিংহের সমান।
"ধনবান" বোলে সবে, করিত সম্মান॥
যায় যাবে, নিবে যাক, জীবনের আলো।
সেখানে শৃগাল হোয়ে, থাকা নয় ভালো॥

অনায়াসে জল খেতে, পায় যেইজন।
অভয়ে মধুর অন্ন, যে, করে ভোজন॥
সহজেতে, এরূপ, নির্ব্বাহ হয় যার।
মানবেতে তার চেয়ে, সুখী নাই আর॥
কাজ নাই, ক্ষীর, সর, নবনী, শর্কর?।
কাজ নাই, মেঠায়ারি, মণ্ডা মনোহর?॥
কাজ নাই, ঘৃত, দধি, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন?।
তার তার, গ্রহণেতে, নাহি প্রয়োজন॥
অধীন, না, হোয়ে, কারো, যথা কালে তা।
গৃহে বোসে, এক মুটো, অন্ন যদি পাই॥
কুবেরের ধন, আর, স্বর্গে কাজ নাই।
সেই সুখে, হাসি, খেলি, নাচি আর গাই

বরঞ্চ নীরব থাকা, সুবিধান হয়।
মিছে কথা, বলা তবু, ভাল নয় নয়॥
"নপুংসক" ভাল, তাহে, এক দোষ রয়।
"পরনারী ভোগ করা" ভাল তবু নয়॥
বরণ, মরণ ভাল, কি ফল জীবনে?।
রুচি যেন নাহি হয়, খলের বচনে॥
বরণ, ভিক্ষায় ভর, করা ভাল হয়।
পরধন আস্বাদন, ভাল তবু নয়॥

"গোশালা" থাকে শূন্য, তাহে কেবা দুখে।
কিছুমাত্র লাভ নাই, দুষ্ট-গোরু পুষে॥
"বেশ্যা,, যদি, "ভার্য্যা,,হয় তাহে নাই সুখ।
সদাকাল সমভাবে, প্রণয়ের সুখ॥
বিনয়বিহীনা হোলে, কুলবধূ দারা।
নিরত ফেলিতে হয়, নয়নের ধারা॥
না হোলো রমণী ভোগ, ক্ষতি তাহে নাই।
"মুখরা প্রখরা নারী,, ভোগে না চাই॥
যে রাজা অন্যায় করি, করে অবিচার।
যে রাজার অধিকারে, নাহি সুবিচার॥
বনে গিয়ে বাস করা বিধি যদি হয়।
তবু তার অধিকারে, থাকা ভাল নয়॥
অনাহারে, দেহে প্রাণ, না রয় না রয়।
অধমের উপাসনা, ভাল তবু নয়॥
"চন্দ্রিকা,, নিশিতে যথা, অন্ধকার হরে।
"জরা,, এসে, দেহে যথা, শোভা নষ্ট করে॥
[illegible]
[illegible]থা,, হরে যথা, সমুদয় পাপ॥
সে প্রকার, সেবায়, সম্ভ্রম, হয় নাশ।
"যাচ্ঞায়,, গুণরাশি, না হয় প্রকাশ॥
[illegible]পোড়ে, পল্লবগ্রাহি, পণ্ডিত, যে হয়।
তার চেয়ে লজ্জাহীন, কেহ আর নয়॥
[illegible]ন দিয়া "রতিসুখ,, ক্রয় যেই করে।
তার চেয়ে মূঢ় নাই, ভবের ভিতরে॥
পরাধীন হোয়ে নিত্য, যে করে ভোজন।
কখনে সুখের স্বাদ, পাবে তার মন?॥
চিররোগী, চিরদিন, পরান্ন-ভোজন।
[illegible]চন মরণ তার, মরণ বাঁচন॥
[illegible]অরূপ-পিপাসায়, কাতর যে, হয়।
[illegible]কোনোকালে, বুদ্ধি তার স্থির নাহি রয়॥

এতরূপ আন্দোলন, কোরে মনে মনে॥
জুড়াতে এসেছি তাই, জনহীন বনে।

একজনে ছেড়ে যদি, কুল রক্ষা পায়।
অনায়াসে রাখ কুল, দোষ নাহি তায়॥
গ্রাম যদি রক্ষা পায়, কুল ত্যাগ কোরে।
তখনি তেজিবে কুল, স্থির ভাব ধোরে॥
গ্রাম ত্যাগ করিলে, যদ্যপি, দেশ বাঁচে।
তখনি ছাড়িবে গ্রাম, যশ তায় আছে॥
আপনার কারণেতে, মনস্থ করিবে।
পৃথিবী ছাড়িতে হয়, তখনি ছাড়িবে॥

অপিনা [illegible]

সন্তোষচিত্ত জনেরাই সুখি।—অসন্তোষচিত্ত লোভি লোকেরা কখনই সুখি হইতে পারেনা।

পদ্য।

একে লোভী তাহে মন, পরিতুষ্ট নয়।
এ সংসারে, সুখ তার, কিছুতে না হয়॥
সদা যেই পরিতুষ্ট পুলকিত মন।
ঘরে বোসে পায় সেই, ত্রিলোকের ধন॥
ক্ষণমাত্র তার মনে, নাহি হয় দুখ।
সমভাবে কাটে কাল, সততই সুখ॥
চলে যেই, পায়ে দিয়ে, জুতো এক জোড়া।
ভাবে সেই, সকল-পৃথিবী, চামে মোড়া॥
যারা যায়, খালিপায়, তারা পায় কাদা।
কিরূপে তাদের হবে, পদতল শাদা?॥
কিছুতেই পরিতোষ, নহে যেই জনা।
তাহার সহিত এই, জুতার তুলনা॥

প্রতিক্ষণ পোড়ে মন, স্বভাবের দোষে।
সন্তোষ যাহার মনে, থাকে সেই তোষে॥
সুখে যেই পান করে, সন্তোষের সুধা।
তার মনে নাহি থাকে, লোভরূপ ক্ষুধা॥
যথাতথা ঘুরে মরে, লোভশীল যারা।
সন্তোষের সার সুখ কিসে পাবে তারা॥
সাধু সাধু, সাধু সেই, সাধু বলি তারে।
ধনলোভে যেতে যায়, ধনিদের দ্বারে॥
মরিমরি, মরি কিবা, সাধু সেই জন।
বিরহ-অনলে যার, নাহি পোড়ে মন॥
সাধু সাধু, সাধু সেই, সাধুবাদ তার।
"নপুংসক" বোলে খ্যাতি, নাহি হয় যার॥
ধনলোভ-পিপাসায়, যারে দেয় তাপ।
কতরূপে সেই পাপী, ভোগ করে পাপ॥
অনায়াসেই হাত দেয়, সাপের বদনে।
পর্ব্বতে প্রবেশ করি, ভ্রমে বনে বনে॥
প্রাণের উপরে মায়া, নাহি থাকে আর।
পাতালে প্রবেশ করে, সিন্ধু হয় পার॥
এইরূপে কত দূরে, করিয়া গমন
কোনোরূপে করে, কিছু অর্থ আহরণ॥
পরিতোষ নহে তায়, নাহি মিটে ক্ষোভ।
ক্রমেই অধিক আরো বেড়ে যায় লোভ॥
যাহার অন্তর থাকে, তুষ্ট নিরন্তর।
করস্থিত ধনে সেই, করেনা আদর॥
সে লোক, ত্রিলোকজয়ী, প্রিয় সবাকার
তার চেয়ে পুণ্যশীল, কেহ নাই আর॥
মানসিক বলে যেই, আশা করে নাশ।
নিরাশার নিকেতনে, নিত্য তার বাস
"নিরানন্দ" আর তার, নিকটে না যায়
জীব হোয়ে শিব হয়, শিবের কৃপায়॥

[illegible]।

হে ভাই, [illegible] [illegible] নিমিত্ত কেন এতই কাতর হইয়াছ! যদি আমার অভিমত জিজ্ঞাসা কর, তবে শান্তিরূপসুধা সেবন করিয়া ধনক্ষুধা নিবারণ কর, আর যদি ধনার্জ্জন দ্বারা সম্ভোগ সুখের নিতান্তই অভিলাষ থাকে, তবে তাহার নিমিত্ত এতই ভাবনার বিষয় কি? তুমি অতি সুপণ্ডিত, যোদ্ধা, উদ্যোগী-পুরুষসিংহ, শূর, অতএব তোমার অভাব কি? সর্ব্বত্রই তোমার প্রভুত্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে।

পদ্য।

বীর আর বিদ্বানের, স্বদেশ বিদেশ।
কিছুমাত্র ভেদ নাই, ইতর বিশেষ
যেখানে গমন করে, সেখানেই মান।
সব-ঠাঁই হোয়ে বসে, সবার প্রধান॥
করে বীর বাহুবলে, বশ সমুদয়।
বিদ্যাবলে বিদ্বান্, সকল করে জয়॥
সহজে ধরিলে পরে, নিজ নিজ ভাব।
কোনোখানে নাহি থাকে, কিছুর অভাব॥
ল্যাজ নখ আর "দন্ত", করিয়া ধারণ।
কেশরী যখন করে, যে বনে গমন॥
সেখানেই নিজ বলে, করী করি নাশ।
মাংস আর রক্ত খায়, বিস্তারিয়া গ্রাস॥
রাজা হোয়ে করে গিয়ে, প্রভুত্ব প্রকাশ
দাস হোয়ে সব পশু, ভয়ে করে বাস॥

প্রবল সবার [illegible], সে হয় প্রবল।
কোনো [illegible] নাই বল
প্রবল অনলে বায়ু, প্রভাব বাড়ায়।
প্রদীপ পাইলে পরে, অমনি নিভায়॥
যে পুরুষ শূর হয়, সদা তার সুখ
ধনাভাবে কোনোখানে, নাহি পায় দুখ॥
সমাদর করে সেই, যার কাছে যায়।
সকলেই নত হয়, অধীনের প্রায়॥
আপনার বলে গিয়া, উচ্চপদে বসে।
শাসন করিয়া সব রাখে নিজ-বশে॥
বহুধনে ধনী হোয়ে, যে হয় কৃপণ।
সদাকাল পরাজয়, হয় সেই জন॥
কোনোখানে মান নাই, বৃথায় বিভব।
কৃপণতা-দোষে নিজে, নষ্ট করে সব॥
স্বভাবে সুন্দর শোভা, সিংহের জটায়।
করে বন সুশোভন, রূপের ছটায়॥
কুকুর গলায় ধরি, কনকের হার।
কখনো কি শোভা পায়, সেরূপ প্রকার?॥

ভাই, তোমার কৃপণতা দোষেই এরূপ হইয়াছে, কারণ তুমি সদ্ব্যয় দ্বারা ধনের এবং দেহের সার্থকতা কর নাই।

দাতার অন্তরে নাহি, থাকে অভিমান।
প্রিয়বাক্যে দান করে,সেই দান দান॥
অহঙ্কার নাহি যার,জ্ঞানী বলি তারে।
অহঙ্কারে গুণ জ্ঞান,যায় ছারেখারে॥
বীর হোয়ে ক্ষমাশীল, সেই বীর বীর।
ধীর হোয়ে কার্য্য করে, সেই ধীর ধীর॥
নিয়ত নিযুক্ত দানে, সেই ধন, ধন।
সদা সুখে, পরিপূর্ণ, সেই মন,মন॥

ধন পেয়ে, দান নাই, কেবল সঞ্চয়।
সে ধন, কখনো তার,ভোগ নাহি হয়॥
কৃপণ, আপন ধনে, আপনি বঞ্চিত।
অথচ সে, ধন, তার, থাকেনা সঞ্চিত॥
পরিজন মধ্যে কারো, ভোগে নাহি আসে
ভূপতি, অনল, চোর, সেই ধন নাশে॥
আপনি পেয়েছ কষ্ট, না খেয়ে, না পোরে
সঞ্চয় করেছ ধন, কৃপণতা কোরে॥
তাহার উচিত ফল, ভোগ কর ভাই।
কৃপণতা হোতে আর, পাপ কিছু নাই॥
দূর কর সমুদয়,মনের বিকার।
এখন ধনের শোক, কোরোনাকো আর॥

ধন আর পদ, ভাব, ধূলার সমান।
ধনে আর পদে কেন কর অভিমান?॥
সব সুখে চিরদিন, যাপন না হয়।
বিষয় বিভব কভু, আপনার নয়॥
আপনি যখন তুমি, নহ আপনার।
তখন কি রূপে হবে, সম্পদ তোমার?॥
নগনিবাসিনী-নদী-নীর, যে প্রকার।
ক্ষণেকে প্রবল হয়, পরে নাই তার॥
যৌবন সঞ্চার দেহে, হয় সেইরূপ।
কিছুকাল, কমনীয়, পরেতে বিরূপ॥
অতএব শরীরের, ছাড়ো অহঙ্কার
চিরদিন রহিবেনা, যৌবন তোমার॥
"জলবিম্ব" যে প্রকার, স্বভাবে চঞ্চল।
নিয়ত লহরী লীলা, করে টলটল॥
গুণেতে চপলবৎ, অস্থির এ নীর।
কখন শুখায়ে যাবে, কিছু নাই স্থির॥
সেই রূপ আয়ু বায়ু, এই দেহ-বাসে।
কখন উড়িয়া যাবে, শেষের নিশ্বাসে॥

জীবনের [illegible], জীবের জীবন।
এখন তখন নাহি, কি হয় কখন॥
হায় হায়, কারে কব, মনের বচন?।
[illegible]ের একবার, না হয় চেতন!॥
[illegible] দেখিতেছে, এরূপ প্রকার।
দেখিতে দেখিতে এই, পরে নেই আর॥
এই এই, এই এই, এই এই, সেই।
সেই সেই, সেই সেই, এই এই, এই॥
সকলি "অসার" ভবে, কি ভেবেছ সার?।
স্বর্গের সোপান নাহি, করে পরিষ্কার॥
এখন না হয় যদি, স্বর্গে অধিকার।
চরমে করিতে হবে, শুধু হাহাকার॥
তখন না পাবে আর, শান্তিরূপ জল।
পোড়াবে প্রবল হোয়ে, শোকের অনল॥
অতএব জীবগণ 'উপদেশ' লহ।
সত্যের সাধনা করি, ধর্ম্মপথে রত॥
তাহে আর নাহি রবে, শোকের, সে, ভয়।
পাইবে পরম ধন, চরম সময়॥
ধন বল যারে সেতো চিরধন নয়।
ধন, ধন, ধর্ম্মধন, চিরকাল রয়॥
আগেতে সামান্য ধনে, ছিলে ভাই ধনী।
যেমন [illegible]বিধ, বিপদের খনি॥
ধর্ম্মধনে ধনী হও, ভাই এ সময়।
কোনোকালে, যে ধনের, হইবেনা ক্ষয়॥

ইন্দুর কহিলেন।

মহৎ ব্যক্তিই মহতের বিপদ উদ্ধার করেন, তুমি মহাত্মা, একা-[illegible] আমি তোমার আশ্রয় লইলাম।

পদ্য।

[illegible]তের যদি হয়, বিপদ সঞ্চার।
মহতেই করে [illegible] উদ্ধার॥
মহৎ যে হয় [illegible]।
মহতেই [illegible] করে, মহতের মান॥
যেজন মহৎ নয়, তাকে কেবা মানে।
অমহতে মহতের, মহিমা কি জানে?॥
"গুরু" হোলে, গুরুভার দান কর তারে।
লঘু হোয়ে গুরুভার, কে বহিতে পারে?॥
[illegible]বড়ে পড়িয়া হাতী, প্রাণে যদি মরে।
হাতি বিনা, সে, হাতিরে, উদ্ধার কে করে?॥
করি, করী শুঁড়-যোগ, করে প্রাণদান।
শৃগালের ল্যাজ্ ধোরে, নাহি পায় ত্রাণ॥
মহৎ হইতে মনে, সাধ যার আছে।
সে, গিয়ে, করুক বাস, মহতের কাছে॥
মহতের আশ্রয়, লইলে একবার।
হবেই হবেই তায়, কল্যাণ তোমার॥
সর্ব্বনাশ হয় যদি, যায় যাও প্রাণে।
[illegible] যেওনা কভু, নীচ-সন্নিধানে॥
সমানের সহবাসে, সমানে রহিবে।
উত্তমের কাছে গেলে, উত্তম হইবে॥
স্বভাবে অধম করে, অধম-ব্যাভার।
তুমিও অধম হবে, কাছে গেলে তার॥
[illegible] সাবধান, চতুরের শেষ।
কালির কুঠিরে যদি, করহ প্রবেশ॥
কোনোমতে চতুরতা, খাটেনাকো আর।
লাগেই লাগেই কালী, গায়ে [illegible] তার॥
পরশমণির কথা, কাণে আছে শোনা।
যে তারে পরশ করে, সেই হয় সোণা॥
বিশেষ উত্তম গুণ, উত্তমেই রয়।
অধমে উত্তম গুণ, কখনই নয়॥
এসেছি তোমার কাছে, মহৎ জানিয়া।
নিজগুণে লও তুমি, মহৎ করিয়া॥

চন্দনের ... কালো।
সাধু বলি ... ভালো।

হে মিত্র ! তুমি সর্ব্বাংশেই প্রধান।

সেজন, সুজন অতি, সাধুর প্রধান।
যে, করে, আশ্রিত জনে, আশ্রয় প্রদান॥
তারেই, সুজন, বলে, সকল সুজনে।
যে, করে অভয় দান, ভয়শীল জনে॥
মানী বোলে সেই জনে, সকলেই মানে।
যেজন, মানির মান, রাখে নিজ মানে॥
তারে বলি, সাধু সাধু, করুণানিধান।
ঔষধে বাঁচায় যেই, পীড়িতের প্রাণ॥
প্রিয় বোলে বাঁধি তারে, প্রণয়ের জালে।
যেজন, সহায় হয়, বিপদের কালে॥
ধনের সার্থক করি, সেই পায় সুখ।
যাচকে যাহার কাছে, না হয় বিমুখ॥
পতি সাধু ধর্ম্মশীল, গুরু বলি তারে।
সুনীতি শিখায় যেই, সাধু ব্যবহারে॥
সদা তার, অধ্যয়ন, পণ্ডিত সেজন।
উপদেশে করে যেই, সংশয়-ছেদন॥
তাহারে স্বভাবদাতা, বলে সর্ব্বজনে।
অনাথ দেখিলে যার, দয়া হয় মনে॥
কেবা আত্ম, কেবা পর, কে বুঝিতে পারে।
যে জন ব্যথার ব্যথী, আত্ম বলি তাঁরে॥
দেশের কুশলকারী, উত্তম সে জন।
যে জন, নিয়ত করে, বিদ্যাবিতরণ॥
তুলনা না হয় তার, কাহারো সহিত।
কখনো না করে যেই, পরের অহিত॥
সুশীল সুধীর সেই, পুরুষের সার।
আপনার নিন্দা শুনে ক্রোধ নাই যার॥
ক্ষমার ভূষণে সদা, বিভূষিত যেই।
শত্রুগণে হাতে পেয়ে, ক্ষমা করে সেই॥
যেজন "প্রথমরিপু" করেছে শাসন।
রূপসী দেখিলে যার, নাহি টলে মন॥
লোভ আর তার কাছে, নহে বলবান
পরধন দেখে যেই, তৃণের সমান॥
একেবারে মোহরিপু, সে করেছে ক্ষয়।
মমতা, মদের ঘোরে, মোহিত, সে নয়॥
সেজন "পঞ্চমরিপু" রেখেছে পীসিয়া।
যে জন, না, মত্ত হয়, বিষয় পাইয়া॥
অহঙ্কার পরাভব, সদা তার স্থানে।
আপনারে বড় বোলে যেজন না জানে॥
শ্রবণ পবিত্র হয়, তার নাম শুনে।
জগতে, যে তৃপ্ত করে, আপনার গুণে॥
একভাবে সবে তার, সদা গায় যশ।
যে করে, বিনয় বাক্যে, সকলেরে বশ॥
তার চেয়ে প্রেমী কেবা, এই ধরা-বাসে।
যেজন, জগৎ বাঁধে, প্রণয়ের পাশে॥

এতদ্রূপ কথোপকথনের "কাক" "কূর্ম্ম" এবং "মূষিক" প... স্পর অভেদপ্রণয়ে একত্রে আমে... প্রমোদে কাব্যাদি নানা শা... আলাপনে স্বচ্ছন্দে সানন্দে ... সম্বরণ করিতে লাগিলেন।

এক দিবস মধ্যাহ্ন সময়ে "... মী" নামক "হরিণ-রাজ" প্রচণ্ডমা... ণ্ড-তাপে তাপিত ও ব্যাধভয়ে ভী... হইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত

লেন. তাঁহাকে দেখিয়া "মোহন" মিষ্টবাক্যে কহিলেন। হে ভদ্র! আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এখানে আগমন করিয়াছেন, ইহাতে আমারদিগের পরম সৌভাগ্যই স্বীকার করিতে হইবেক, অতএব সুখে নব-নব দুর্ব্বাদল ও শীতল-সলিল আহার করুন। মৃগরাজ তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর ছিলেন, জলপান পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া কহিলেন, আমি নির্দ্দয়-নিষাদের পাশে নাশের গ্রাসে পতিত হওনের ত্রাসে আপনারদিগের বাসে আসিয়া আশ্রিত হইলাম, আপনারা প্রসন্ন হইয়া "মিত্রতা-রূপ মহৌষধ এবং "অভয়দানরূপ-সুপথ্য দ্বারা এই শরণাগত-জনের বনের ও মনের আশঙ্করূপ-রোগ নিবারণ করুন।

মোহন, চতুর এবং সুহৃদ্ কহিলেন, তোমার সহিত মিত্রতা করণ, ইহা আমারদিগের শুভাদৃষ্ট বলিতেই হইবে, কারণ আপনি অতি সাধু ব্যক্তি। হে ভাই! মিত্রতা চারি প্রকার।

যথা

ঔরস ১। কৃতসম্বন্ধ ২। বংশক্রমাগত ৩। এবং ব্যসন-রক্ষক ৪।

"ঔরস" পুত্রাদি। "কৃতসম্বন্ধ" সম্বন্ধ দ্বারা মিত্রতাকরণ, অর্থাৎ লেওয়াৎপাতায়ো এবং কুটুম্বিতা প্রভৃতি।

"বংশক্রমাগত" পুরুষানুক্রমের মিত্র এবং "ব্যসনরক্ষক" অর্থাৎ-বিপদের মিত্র।

এই স্থান তোমার আপনার স্থান, মনের আনন্দে আহার বিহার কর। কিন্তু ভাই! তুমি কি নিমিত্ত ভয় পাইয়াছ?।

হরিণ কহিল।

আমি শুনিলাম, ব্যাধেরা কহিতেছে, এক রাজা কটক সংগ্রহ পূর্ব্বক আগমন করিতেছেন, তিনি কল্য-প্রাতে এই বনে আসিয়া মৃগয়া করিবেন।

"মোহন" কহিলেন, তবেতো আর এস্থানে থাকা নয়, চল আমরা এখনিই স্থানান্তরে প্রস্থান করি, "চতুর, ও সুহৃৎ" কহিলেন, ভাই তুমি জলচর, তোমার স্থলে গমন কিরূপে সম্ভবে?।

"মোহন" সেই নিষেধ না শুনিয়া চঞ্চলচিত্তে জলাশয় পরিত্যাগ

পূর্ব্বক স্থলপথে, স্থানান্তরে চলিল। কাক, ইন্দুর, এবং হরিণ মিত্রতা-ধর্ম্মের প্রণয়প্রযুক্ত তাহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিল।—অতি অল্পদূর-মাত্রই গমন করাতে জনেক ব্যাধ আসিয়া সেই কচ্ছপকে ধরিল। "কূর্ম্ম" ধৃত হওয়াতে আপনার কার্য্য ও ভাগ্যদোষ মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল। বন্ধুর বন্ধনদশা-বিলোকনে পশ্চাদ্গামি বন্ধুত্রয় অত্যন্তই দুঃখিত হইল, এবং তাহার বন্ধন-মোচনার্থ বিবিধপ্রকার উপায় চিন্তা করিল। কাক যুক্তি করিয়া কহিল, "ওহে হরিণ! তুমি ব্যাধের অগ্রভাগে দূরে গিয়া মৃতদেহের ন্যায় জল-সন্নিধানে পথে পড়িয়া থাক, আমি ঠোঁট দিয়া তোমার অঙ্গে ঠোকোর মারিতে থাকি, তোমাকে দেখিবামাত্রই মৃত-জ্ঞানে ব্যাধ কচ্ছপকে ভূমে রাখিয়া ছেদনার্থ তোমার নিকটে আসিবে, তখন আমার ইঙ্গিতমাত্রেই তুমি অমনি উঠিয়া প্রস্থান করিবে। সেই অবসরে ইন্দুর গিয়া আপনার দন্তের দ্বারা কচ্ছপের বন্ধন ছেদন করিয়া দিবেন, মোহন তখনি অমনি ঝম্প-দিয়া জলে প্রবেশ পূর্ব্বক [illegible] পাইবেন।

পরে পরামর্শ পূর্ব্বক এইরূপ করাতে ব্যাধ তদ্দৃষ্টে হৃষ্টমনে কচ্ছপকে ভূমে রাখিয়া "কাতান" লইয়া যেমন মৃগ-সমীপে গমন করিবে, হরিণ অমনি কাকের ডাকে উঠিয়া ছুটিয়া পলায়ন করিল। কাক বৃক্ষশাখায় উড়িয়া বসিল, ইন্দুর কচ্ছপের জাল কাটিয়া দিল, কচ্ছপ ঝম্প দিয়া জলে গমন করিল, হরিণ পলায়ন করিলে ব্যাধ প্রত্যাগত হইয়া কূর্ম্মকে না দেখিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে এবম্প্রকার আক্ষেপ করিতে লাগিল

যথা পদ্য।

কিসে ভাল, কিসে মন্দ, না করি বিচার।
হঠাৎ, যে করে কোনো, কর্ম্মের সঞ্চার॥
সে কর্ম্মে কখনো তার, প্রতুল না হয়।
বহুবিধ বিঘ্ন ঘটে, জানিবে নিশ্চয়॥
নিশ্চিত বিষয়ে যার, তুষ্ট নহে মন।
লোভে ভুলে, নিতে চায়, অনিশ্চিত ধন॥
অনিশ্চিত, অনিশ্চিত কখনো না পায়।
লাভে হোতে নিশ্চিত-বিষয় তার যায়॥
অতএব প্রিয়গণ! লহ উপদেশ।
আগে করি বিবেচনা, কার্য্য কর শেষ॥
নিশ্চিত বিষয় যাহা, তাই কর ভোগ।
অনিশ্চিতে আশা করা, সে, যে, ঘোর রোগ

এবম্প্রকার আক্ষেপ করিতে ক-রিতে ব্যাধ আপন গৃহে গমন করিল।—কাক, কূর্ম্ম, মৃগ, মূষিক, সহুপায়ে রক্ষা পাইয়া পরমসুখে একত্রে বাস করিতে লাগিল

অতি নিবিড় দুর্গম বনের মধ্যেও প্রণয় স্থাপন করিবে, কেননা ব্যাধ-হস্তে পতিত কূর্ম্ম, প্রাণাধিক মিত্র মূষিককর্ত্তৃক অব্যাহতি প্রাপ্ত হইল।

রাজপুত্রেরা কহিলেন।

হে গুরো! আপনার অনুকম্পায় আমরা এই প্রস্তাবে অত্যন্ত সুখি হইলাম। যেহেতু আমারদের অ-ভিলষিতফল সুসিদ্ধ হইল।

সিদ্ধান্তশেখর ভট্টাচার্য্য কহিলেন।

পদ্য

তোমাদের মনোরথ, পুর্ণ যেন হয়।
আপদ বিপদ যেন, কিছু নাহি রয়॥
পরস্পর প্রজাপতি, যত্ন স্ব আপন।
করুন, প্রণয়-ভাবে, পৃথিবী-পালন॥
সন্ধি আর শান্তি সদা, থাকুক ধরায়।
বিবাদ না হয় যেন, রাজায় রাজায়॥
প্রজাদের ঘরে ঘরে মিত্রলাভ হোক্।
সকলেই ঐক্য হোয়ে, সমসুখে রোক্॥
ঈশ্বরের ইচ্ছায়, সবার হোক্ ভালো।
নাহি যেন জ্বলে আর, আক্ষেপের আলো॥
সদানন্দ-নদীস্রোত, বহিবে কেবল।
ধরাময়, যেন হয়, সবারি মঙ্গল॥

ইতি হিত-প্রভাকর পুস্তকে হিতহার অন্তর্গত "মিত্রলাভ" নামক প্রথম পরিচ্ছেদঃ।

সুহৃদ্ভেদ

নৃপতিনন্দন।

হে সংশয়চ্ছেদক শিষ্যবৎসল গুরো! আপনার অনুকম্পায় আমরা "মিত্রলাভ, কথাম্ভ অবগত হইয়া চরিতার্থ হইলাম; সংপ্রতি খলেরদিগের স্বভাব এবংব্যবহার শুনিতে অত্যন্ত অভিলাষ হইতেছে। তাহারা কিপ্রকার কৌশলে সুহৃদ্ভেদ করিয়া পরস্পর প্রমাদ ঘটনা করে? আর কি রূপ অবস্থায় বা অবস্থান করিয়া জীবনযাত্রা যাপন করে? তাহার বিস্তারিত বিবরণ ব্যক্ত করিয়া আনন্দ বিতরণ করুন। আমরা বিশিষ্টরূপে তদ্বিশেষ অবগত হইয়া এই অবধিই সাবধান হইব. কখনই খলের অধীন হইবনা, শঠের সহিত যদ্রূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহাই করিব।

অধ্যাপক।

সাধু সাধু! তোমারদিগের এই সৎপ্রসঙ্গে আমি পুনর্ব্বার অপর্য্যাপ্ত আহ্লাদ প্রাপ্ত হইলাম। খলের আচরণ দৃষ্টে ও ইতিহাস পাঠে যেরূপ অবগত হইয়াছি, তাহাই উল্লেখ করিতেছি, অভিনিবেশ পূর্ব্বক অবগত হও।

প্রথমত খলের ব্যবহার শ্রবণ করিলে তোমরা অত্যাশ্চর্য্যই জ্ঞান করিবে। খলচরিত্র অতি বিচিত্র। এই খল কিছুতেই সরল হইবার নহে। যেমন নদ-নদীর বক্রতার নিবারণ কখনই হয়না, সেইরূপ খলদিগের কুটিলতি রহিত করণের কিছুমাত্রই উপায় নির্ণয় হইতে পারেনা। এবিষয়ে জগদীশ্বর স্বয়ং অক্ষম। খলের সহিত কস্মিন্‌কালেই কাহারো মিত্রতা হয়না।

যথা খল চরিত্র

পদ্য।

নমস্কারকের সবে, খলের চরণে।
জননী না শোক পায়, যাহার মরণে॥
নরাধম কেহ নাই, খলের সমান।
ত্রিজগতে, নাহি তার, উপমার স্থান॥
বিষধর ধরে বিষ, বিষে হয় ভিত।
খলের তুলনা শুধু, খলের সহিত॥
সাপের কামোড়ে বটে, প্রাণে নাহি বাঁচে।
কিন্তু তায় বাঁচিবার, সম্ভাবনা আছে॥
দুর্বাগুণ, জলসার, ঝাড়ান ঝোড়ানে।
সর্প ঘাতে কেহ কেহ, বেঁচেথাকে প্রাণে॥
ভুজঙ্গ বাতাস খেয়ে, থাকে পরিতোষে;
জগতের প্রিয় নয়, খল তার দোষে॥
খলজন নাহি বধে, কামোড় মারিয়া।
সর্ব্বনাশ করে শুধু, পরশ করিয়া॥
খল গিয়া ছল করি, এক জনে ধরে।
সেই যোগে পরস্পর, কত লোক মরে॥
সঙ্গ আর পরশেতে, করে অপকার।
নাছোড়া, জোঁক তো নয়, সেরূপ প্রকার॥
চিত্রকরে, চিত্র করে, তুলী তুলি করে।
স্বরূপ, বিরূপ, রূপ, কত রূপ করে॥
চিত্রের কৌশল তার, অতি অপরূপ।
সমভূমি, উঁচু, নীচু দেখায় যেরূপ॥
সেইরূপ ভাব ধরে, খল জন যত।
অসত্যেরে, সত্য করি, জ্ঞান করে কত।
তাদের অসাধ্য তাই, আছে, আর কিব
দিবারে রজনী করে, রজনীরে দিব
লনার সুচনায়, সুন্দর সঙ্গতি
তীরে অসতী করে, অসতীরে স.

কেমন বিচিত্র ভাব, ধরিয়াছে খল।
জলেরে অনল করে, অনলেরে জল॥
কি ভাব খেলিছে তার, মনের ভিতরে।
বিধাতার অগোচর, কি জানিবে নরে?॥
খল কভু নাহি হয়, বিনয়ের বশ।
তার কাছে, কোথা আছে, সুজনের যশ॥
পূজা কর, স্তব কর, সেবা কর যত।
বিপরীত ফল জাত, হবে তায় তত॥
অকপট প্রেমভাবে, প্রেম নাহি পায়।
সমাদরে তুষ্ট নয়, ও, যে, বড় দায়॥
কুজন যদ্যপি হয়, পৃথিবীর পতি।
তথাচ হবেনা তার, সুপবিত্র-মতি॥
মিত্রভাব যত ধর, শত্রু তত হয়।
যে লয় শরণ, তার, মরণ নিশ্চয়॥
শঠ-সঙ্গ ভয়ানক, অনল সমান।
শঠের সহিত বাস, না হয় বিধান॥
ধূর্ত্ত লোক আপনার, কুশল কারণ।
অনায়াসে বধ করে, পরের জীবন॥
সমুদয় পাপ কর্ম্মে, পটু অতিশয়।
[illegible] নাই, নাই লজ্জা ভয়॥
আগুনের সঙ্গি হোলে, যেরূপ প্রকার।
একেবারে পোড়াইয়া, করে ছারখার॥
শঠ-সঙ্গ, অবিকল, সেরূপ প্রকার।
উভয়ে অধম করে, নাহি রাখে সার॥
বহুরূপী প্রায় খল, ঠাট করে কত।
আপনার কার্য্যকালে, ছলে হয় নত॥
এক ঠাঁই, একরূপ, ভাব নাহি ধরে।
যেখানে যেমন দেখে, সেইরূপ করে॥
স্তুতি, নতি, প্রিয়ভাষ, এমত প্রকার।
তার মত সাধু যেন, কেহ নাই আর॥
মুখে করে মধুবৃষ্টি, বাহিরে সরল।
অন্তরের ভিতরে ভরা, কেবল গরল॥
বাপু বোলে, সম্বোধন, মুখের উপরে।
কত কটু কহিতেছে, ভিতরে, ভিতরে॥
প্রকাশেতে, শিষ্টালাপ, কত তায় ভর।
গোপনে রোপণ করে, নাশের অঙ্কুর॥
সাক্ষাতে সম্মান করে, করিয়া চাতুরী।
অসাক্ষাতে ইচ্ছা করে, পেটে মারে ছুরী॥

অতিশয় মায়াপটু, অপরূপ ঠাট।
খলজনে শিখিয়াছে, কি আশ্চর্য্য নাট॥
বিষয়েতে তুষ্ট নয়, কেমন পাতক।
উপকার পেয়ে হয়, গুণের ঘাতক॥
বিস্ময় হোয়েছি দেখে, শঠের স্বভাব।
যাহার আশ্রয়ে থাকে, মন্দ করে তার॥
অনুগত হোয়ে যার, হিত ভিক্ষা মাগে।
তাহারি অনিষ্ট যেন, করিয়াছে আগে॥
মহৎ স্বভাব, তার, মহৎ যে, হয়।
আশ্রয়দাতার কাছে, নত হোয়ে রয়॥
কৃতজ্ঞতা ধর্ম্মে সেই, প্রফুল্ল অন্তরে।
আপনার সাধ্য মতে, উপকার করে॥
কমল আশ্রয় করি, অমল কমল।
মধুভরে টল টল, হাস্য খল খল॥
সৌরভে করিয়া কত, গৌরব বিস্তার।
আশ্রয় জলেরে করে, শোভার আধার॥
সেই জলে মকরাদি, করিয়া বিহার।
নিরন্তর করে শুধু, পাপের সঞ্চার॥
খল সাপ, বাস করে, চন্দনের মূলে।
উপকার, কভু তার, নাহি করে ভুলে॥
দশন প্রহারে করে, আশ্রয়ে আঘাত।
আশ্রয়েতে থেকে করে, মূলের ব্যাঘাত॥
চন্দনের তরু কত, সুখের নি[illegible]
কোন্ স্থান হিংসুকের, অধিকৃত না[illegible]
বিষধর থাকে মূলে, ফুলে মধুকর।
আগায় ভল্লুক উঠে, শাখায় বানর॥
আশ্রয় পাইয়া তার, গুণ নাহি ধরে।
পরস্পর সকলেই, অপকার করে॥
সার আছে, বস্তু আছে, ফল আছে যথা।
দুরাচার দুর্জ্জনের, সমাগম তথা॥
মহতের কাছে পেয়ে, মহৎ আশ্রয়।
স্বভাবের দোষে কভু, মহৎ না হয়॥
বিষবৃক্ষে দিলে পরে, অমৃতের জল।
প্রসব করেনা কভু, সুমধুর ফল॥
বেঁধে রেখে তাপ দেও, ঘৃত দিয়া ধুয়ে।
কুকুরের ল্যাজ তবু, থাকেনাকো নুয়ে॥
আপনার কিছু মাত্র, নাহি উপকার।
অকারণে করে শুধু, পর অপকার॥

মন্দ বিনা, ভাল কর্ম্ম, কভু নাহি জানে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম, পুণ্যপাপ, কিছু নাহি মানে॥
ধন নাই, বল নাই, এমন যে খল।
তার ভয়ে কাঁপে সদা, সুজন সকল॥
খল যদি ধনবান, বলবান, হয়।
কোনোমতে তবে আর, রক্ষা নাহি রয়॥
দেশের সকল লোকে, করিয়া অধীন।
বল পেয়ে, ছল পেয়ে, সে হয় স্বাধীন॥
কাজে কাজে তার কাছে, সবে পরাভব।
আপনার ইচ্ছামত, কর্ম্ম করে সব॥
কারে মারে, কারে কাটে, কারো লোটে পুর।
কারে কারে দেশ থেকে, কোরে দেয় দূর॥
এইরূপে তার ভয়ে, সবাই অস্থির।
কখন্ কি কোরে বসে, কিছু নাই স্থির॥
যে রাজার দেশে করে, বসৎ অসৎ।
সে দেশেতে মারাপড়ে, সমুদয় সৎ॥
বিশেষত শঠ যদি, রাজপ্রিয় হয়।
সে রাজার রাজ্যে আর, ধর্ম্ম নাহি রয়॥
সাধ-পূরে সেধে লয়, মানসিক-ক্রিয়া।
রাজ্য করে ছারখার, কুমন্ত্রণা দিয়া॥
করিয়া সুহৃদ্ ভেদ, প্রমাদ ঘটায়।
পরস্পর প্রেমভাব, নাহি থাকে তায়॥
কুমন্ত্রির মন্ত্র-দোষে, বুদ্ধির বিকার।
নৃপতিরে করে নানা, পাপের আধার॥
কেবা আত্ম, কেবা পর, থাকেনা বিচার।
বিপরীত, ভেবে হিত, একে করে আর॥
এরূপ শঠের কথা, কি বলিব আর।
শত শত ঠাঁই আছে, প্রমাণ তাহার॥

হে বন্ধু! তবে সুহৃদ্ভেদের বিবরণ
শ্রবণ কর।

পদ্য।

বৃন্দাবনে, "বংশীধর" বণিক কুমার।
নিয়ত বিদেশে করে, বাণিজ্য ব্যাপার॥
বহুবিধ দ্রব্য লোয়ে, লাভের আশায়।
শকটে চড়িয়া "বৈশ্য" বনপথে যায়॥
"সঞ্জীবক" নামে এক, "বলদ" তাহার।
যেতে যেতে, হোলো পথে, রোগের সঞ্চার॥
খোঁড়া হোলো এক পদ, চলিতে না পারে।
"অগ্রবনে" গিয়া সাধু, ছেড়ে দিল তারে॥
আহারের কিছু নাই, অভাব তথায়।
তিন পায়ে ভর কোরে, চোরে চোরে খায়॥
এইরূপে খেয়ে খেয়ে, সেরেগেল পদ।
বল পেয়ে হৃষ্ট পুষ্ট, সুখে গদগদ॥
একদিন ঘটনা, হইল, অপরূপ।
"সুবোধ" নামেতে সিংহ, কাননের ভূপ॥
"পশুপতি" পিপাসায়, পীড়া পেয়ে অতি
জল খেতে, নদীতটে, করিয়াছে গতি॥
হেন কালে "সঞ্জীবক" অতি বড় নাদে।
"হাঁম্বা রবে" ডাক ছাড়ে, মনের আহ্লাদে॥
ঘোরতর শব্দ শুনে, হইয়া বিস্ময়।
"হরি" পেলে মনমাঝে, মনোমাঝে ভয়॥
না করিয়া জলপান, ছুটে পলাইল।
স্বস্থানে প্রস্থান করি, নীরবে রহিল॥
স্থির হোয়ে, একা বোসে, ভাবিতেছে মনে।
বলবান কোনো পশু এসেছে এ বনে॥
সদ্যাপি ঘটনা হয়, এরূপ প্রকার।
আমার 'প্রভুত্ব' তবে, রহিবেনা আর॥
"দমনক" "করটক" শৃগাল দুজন।
উভয়েই মৃগেশের, মন্ত্রির নন্দন॥
দূর হোতে দুজনেই, দেখিতে পাইল।
ভয় পেয়ে ভীত হোয়ে, নৃপাল ভাগিল॥
"দমনক" বলে ওহে, "করটক" ভাই।
চল চল রাজার, নিকটে, দেখে যাই॥
কি কারণে, জলপান, হোলোনা রাজার।
মনে মনে কেন হেন, ভয়ের ব্যাপার?॥
[illegible]
জিজ্ঞাসা করিতে হবে, বিশেষ করিয়া॥
প্রভুভক্ত অনুরক্ত, সেবক যে জন।
সময়ে করিবে গিয়া, প্রভু দরশন॥
কাল বিবেচনা করি, গেলে পরে কাছে।
অবশ্যই তাহে কিছু, উপকার আছে॥
সুযোগের সময়ের, সন্ধান লইবে।
কখন্ কি প্রয়োজন, জানিতে হইবে॥
"দাঁতনের" প্রয়োজন, দন্ত পরিষ্কারে।
"খড়িকের" প্রয়োজন, এঁটো ছেড়াবারে।

চুলকুতে যেজে কাণ, "ভণ, তায় চাই।
কতরূপ, প্রয়োজন, দেখ দেখি ভাই ?॥
এসব যদ্যপি চাই, এসব ব্যভারে ?।
মানুষের প্রয়োজন, কত হোতে পারে ?॥
বিশেষত ভৃত্য হয়, নিত্য সেবা কর।
সুখের নির্ভর করে, তাহার উপর॥
করিবে স্বামির সেবা, হোয়ে সাবধান।
প্রভুর নিকটে নাই, মান অপমান॥
ডাক যদি কত ভালো, দাঁড়াইবে পথে।
না ডাকেতো, যেচে যাবে, বিবেচনা মতে॥
বুঝিবলে পারে যেই, নিয়মে চলিতে।
তারে আর নাহি হয়, অধিক বলিতে॥

করটক কহিল।

ভাই আমারদিগের অনধিকার চর্চার প্রয়োজন করেনা।—বিনা আহ্বানে গমন করিবেনা এবং জিজ্ঞাসিত না হইলেও কোনো প্রসঙ্গ করিবেনা।

দমনক কহিল।

প্রভুর কোনোরূপ বিপদ ঘটনা হইলে ও বিশেষ কোনো কার্য্য-কালের অতিক্রম হইলে এবং সুপথ পরিত্যাগ করিয়া কুপথে গমন করিলে হিতৈষি-দাসেরা জিজ্ঞাসিত না হইলেও জিজ্ঞাসা করিবে, সাবধান করিয়া দিবে, এবং ভ্রমভঞ্জন করিবে। যে দাস এমত সময় ও সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া উচিত কর্ম্মের অন্যথা করে তাহার অপেক্ষা অকৃতজ্ঞ এবং মূঢ় আর কে আছে ?।

পদ্য।

প্রভুর বিপদ যদি, হয় উপস্থিত।
দাস যারা হবে তারা, কাছে উপনীত।
মনে মনে স্থির করি, অন্তরের আশা॥
জিজ্ঞাসিত, না হোলেও, করিবে জিজ্ঞাসা॥
যুক্তি যোগে, জেনে নিয়ে, বিশেষ আভাব।
সাধ্যমত, সে বিপদ, করিবে বিনাশ॥
যদ্যপি জীবন যায়, তথাচ স্বীকার।
কৃতজ্ঞতা ধর্ম্ম তায়, হইবে প্রচার॥
বিহিত কার্য্যের কাল হোলে অতিক্রম।
গমনের কালে যদি, হয় পথভ্রম॥
হিতকারী কর্ম্মচারী, যেজন হইব।
সে সমস্ত সবিশেষ, তখনি কহিবে॥
কর্ম্মেতে যদ্যপি হয়, কাল অতিক্রম।
অবশ্য ঘটিতে পারে, বহু ব্যতিক্রম॥
পথ ভুলে অন্যপথে, করিলে গমন।
কত মত হোতে পারে, বিপদ ঘটন॥
নীতিমতে এই হয়, সত্ত্বের লক্ষণ।
অধীনের উচিত, এরূপ, আচরণ॥
সময়েতে, যে, না, করে, এরূপ আচার।
তার চেয়ে অকৃতজ্ঞ, মূঢ় নাই আর॥
জীবন হেতেছে রক্ষা, যার অন্ন খেয়ে।
"গুরুজন" কেবা আর, আছে তার চেয়ে ?॥
[illegible]র দানে প্রতিদিন, করিছ আহার।
প্রাণ-দিয়ে কর সবে, উপকার তার॥
কৃতজ্ঞতা রসে সদা, মন যাবে গোলে।
কেহ যেন নাহি হাসে, অকৃতজ্ঞ বোলে॥
কৃতকার্য্য হোলে পরে, পাইব প্রসাদ।
একেবারে দূর হবে- সকল বিষাদ॥
করিতে উচিত কর্ম্ম, নাহি হয় ভুল।
"ঠাকুরের", আকরের, তবে জানি মূল॥

করটক কহিল।

প্রভু এবং দাস, এই উভয়ের মধ্যে অনেক ভেদ আছে। যে ব্যক্তি কার্য্যে নিপুণ, সেই ব্যক্তিই প্রিয় হয়। অসমর্থ লোক কি প্রকারে রাজ প্রসাদ প্রাপ্ত হইবে ? দেহের বল বল নহে, কর্ম্মের বল বল।

রাজাজ্ঞা হেলন, পণ্ডিতের অ

নাদর, নারীর পৃথক-শয্যা এবং অ-বৈধ-হিংসা, কখনই কর্ত্তব্য হয়না। আমরা অক্ষম, কি উপায়ে রাজাজ্ঞা পালনে পটু হইব ?

পদ্য।

প্রভুভক্ত, অনুরক্ত, অসমর্থ যেই।
সেবকের যোগ্য আর, নাহি হয় সেই॥
তাহাতে প্রভুর আর, নাহি প্রয়োজন।
কিন্তু তার গুণ দেখে, করিবে পালন॥
শরীর সবল ঘটে, কর্ম্মে পটু নয়।
তাহাতে প্রভুর কিবা, প্রয়োজন হয় ?॥
তার বল ব্যাখ্যা করি, কর্ম্মে-বল ধরে।
কাজেতে অশক্ত হোলে, সবলে কি করে ?॥
কোনোমতে রাজআজ্ঞা, হেলা-করা-নয়।
যে জন হেলন করে, মন্দ তার হয়॥
পণ্ডিতের অনাদর, উচিত না হয়।
আদর না করে যেই, মানুষ সে নয়॥
নারী রপৃথক-শয্যা, অতি অনুচিত।
বিপরীত ঘটে তায়, নাহি হয় হিত॥
বিধিহীন হিংসা-করা, বিধি কভু নয়।
জ্ঞানিগণে, কভু তারে, বৈধ নাহি-কয়॥
যেজন আপন বল, না কোরে বিচার।
অভিলাষ করে মনে, রাজপুরস্কার॥
তিরস্কার হয় তায়, পুরস্কার নাই।
তাই বলি, বিধিমত, কর্ম্ম কর ভাই॥
যখন প্রভুর হবে, বিপদ ঘটনা।
মন্ত্রী তায়, করিবে, বিশেষ বিবেচনা॥
করিলে এরূপ কর্ম্ম, প্রতীকার হয়।
এইরূপে, প্রতীকার, যোগ্য কভু নয়॥
সুবিহিত সদুপায়, করি প্রণিধান।
করিবে ভয়ের কালে, অভয় প্রদান॥
উপায় না কোরে স্থির, যে দেয় সাহস।
তিরস্কারে হয় তার, মলিন মানস॥
উপকার না করিয়া, পুরস্কার চায়।
তার মত হীন আর, কে আছে কোথায় ?॥
আপনার কার্য্যবলে, না করিয়া হিত।
প্রথমে প্রসাদ লেয়া, না-হয় উচিত॥
বিশেষত রাজদ্বারে, উচিত-তো-নয়
করিলে এরূপ কর্ম্ম, অমঙ্গল হয়॥

দমনক কহিতেছে।

বিপদ, হয়েছে. কষ্টীপাতরের মত।
ব্যবহারে তাহাতে, পরীক্ষা হয় কত ?॥
সময়ের আঁচড়েতে, সব যায় আঁচা।
সহজে জানিতে পারি, ঝুঁটো আর সাঁচা॥
মিত্রের আচার তায়, প্রকাশিত হয়।
বনিতার ব্যবহার, গোপন না রয়॥
বেতনের বশ-যারা, যত আছে দাস।
পায় তায় সকলের, স্বভাব প্রকাশ॥
বল, বুদ্ধি, যত কিছু, শরীরের সার।
বিপদে অনায়াসে হয়, সকল প্রচার॥

পাছে কোনো দোষ হয়, এরূপ ভাবিয়া কর্ম্মারম্ভ না করা "কাপুরুষের কর্ম্ম", কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অজীর্ণ ভয়ে উপস্থিত অন্ন পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ?।

পদ্য

পাছে কোনো দোষ হয়, এরূপ ভাবিয়া।
সদাকাল, সশঙ্কিত, সন্দেহ করিয়া॥
নাহি করে, কোনোরূপ, কর্ম্মের সঞ্চার।
তার চেয়ে "কাপুরুষ", কেবা আছে আর ?॥
পাছে নাহি পাকপায়, এইরূপ ভয়ে।
উপস্থিত অন্ন কেবা, পরিত্যাগ করে ?॥
সকল কর্ম্মের আগে, বিবেচনা চাই।
বিচারে করিলে কর্ম্ম, কোনো দোষ নাই॥

অপায় দর্শনে যে আপদ জন্মে এবং উপায় দর্শনে যে সম্পদের সঞ্চার হয়, মেধাবি-জনেরা নীতিশাস্ত্রের নিপুণতাদ্বারা অগ্রেই তাহা প্রকাশমানের ন্যায় দেখিতে পান।

পদ্য।

অপায়ে আপদ ঘটে, অশেষ প্রকার।
উপায়েতে, হয় কত, সম্পদ সঞ্চার॥

বোধ নাহি করে বাস, যাহার আধারে।
ভদ্রাভদ্র কিছু নাহি, বুঝিতে সে পারে ॥
নীতিশাস্ত্রে সুনিপুণ, সেধারী যে, হয়।
প্রকাশমানের ন্যায়, দেখে সমুদয় ॥
তাই বলি, ওহে ভাই, নীতি অনুরাগে।
কি করিলে কি হইবে, স্থির কর আগে ॥
ধীর হোয়ে স্থির জ্ঞানে, চালো মনোরথ।
ছেড়োনা, ছেড়োনা, কেহ, উপায়ের পথ ॥
বিহিত না করে যেই, উপায় থাকিতে।
যশ, মান, পদ, সেই, পারেনা রাখিতে ॥
বিফলেতে ব্যয় করে, সুযোগের যোগ।
কখনো কি হয় তার, সুখের সম্ভোগ? ॥
উপায়ে "অপায়" দেখে, হীন হোয়ে রয়।
পুনর্ব্বার প্রতীকার, নাহি আর হয় ॥
"যত্নজল" নাহি দিলে, "কার্য্যতরুতলে"।
সুফলের ফল তায়, কখনো কি ফলে? ॥
উপায়ের কাল যদি, হয় অতিক্রম।
ঘটেই ঘটেই ঘটে, বহু ব্যতিক্রম ॥

ভদ্রাভদ্র বিবেচনা, কখনো না করে।
আপনার বুদ্ধি দোষে, অভিমানে মরে ॥
আহারেতে ভাল, মন্দ, কিছু নাহি বাছে।
শাস্ত্রে হয় পরাজয় সকলের কাছে ॥
কেবল উদর মাত্র, বুঝিয়াছে সার।
উদর ভরণ বিনা, নাহি জানে আর ॥
মানবের দেহ পেয়ে, না হইল হিত।
প্রভেদ কি আছে তার, পশুর সহিত? ॥

কোনোকালে কারো পর, নাহয় বিরূপ।
[illegible] যেমন ভাব, লাভ সেইরূপ ॥
[illegible], সুকর্ম্ম করে, শুভফল পায়।
[illegible] তার, পাছে পাছে ধায় ॥
[illegible], উচ্চ মান, উচ্চ হয় সব।
[illegible] যশ ছুটে, করে উচ্চ রব ॥
[illegible] কুকর্ম্ম করে, ভোগে পাপ ভোগ।
[illegible] হইবে তার, সুখের সংযোগ? ॥

[illegible] করিতে।
ক্রমেতে উপরে উঠে, গাঁথিতে গাঁথিতে ॥
কূপের খননকারী, ঊর্দ্ধ নাহি হয়।
যত খোঁড়ে, তত তার, অধোগতি হয় ॥
"কৃতজ্ঞতা মহাধর্ম্ম", যে করে পালন।
সাধু সাধু, সাধু তার, সফল জীবন ॥

করটক কহিল।

হে ভাই! যদি কৃতকার্য্য হইতে পার, তবে এখনি গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক, জগদীশ্বর তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি করুন।

তাহার পর দমনক করটক উভয়েই সিংহরাজ সমীপে গমন করিয়া ভুমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম পুর্ব্বক নিবেদন করিল। হে মহারাজাধিরাজ! আপনি পিপাসাতুর হইয়া নদীকূলে গমন করিতেছিলেন, জলপান না করিয়া কি জন্য প্রত্যাগত হইলেন, আপনার ভয়ের কারণ কি?

পশুরাজ প্রিয়ভাষে কহিলেন।

এসো বাপু মন্ত্রিকুমার! কেমন তোমাদের মঙ্গল-তো! আমি অদ্য এই বনে জল সমীপে অতি বড় এক ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিয়া ভীত হইয়াছি।

দমনক কহিল।

কোনো বিশেষ কারণ না জানিয়া ও বিশেষ অনুসন্ধান না লইয়া কোনো বিশেষ বস্তু দর্শন মাত্রেই এবং কোনো বিশেষ শব্দ শ্রবণমাত্রেই হঠাৎ ভয় করা কর্ত্তব্য নয়, নিগূঢ় কারণ জানিয়া যদি ভয়ের বিষয় হয়

তবেই তদন্ত করিয়া যাহা করা উচিত শুদ্ধ তাহাই করিবে। যাহার বুদ্ধি আছে ও সাহস আছে, সে ব্যক্তি যুক্তি ও কৌশলে অতি অসাধ্য ও গুরুতর কার্য্য সকল অতি সহজেই সম্পন্ন করে।

পয়ার।

হঠাৎ দেখিয়া কিছু, ভয় করা নয়।
অকস্মাৎ শব্দ শুনে, করিবেনা ভয়॥
ভয়ের কারণ আগে জানিতেতো হবে।
ভয়ানক যদি হয়, ভয় কর তবে॥
যদি নাহি থাকে কিছু ভয়ের ব্যাপার।
মিছে কেন ভয় পেয়ে, কর হাহাকার?॥
ঘটে যার বুদ্ধি আছে, চতুর যে জন।
যুক্তিযোগে জেনে লয়, কার্য্যের কারণ॥
কৌশলে জানিলে পরে বিশেষ কারণ।
সহজেই হয় তার ভয়ের ভঞ্জন॥
সন্ধানেতে যদি জানে, ভয়ের বিষয়।
বিপদের আগে ভাগে, সাবধান হয়॥
এইরূপ করে সেই, বুদ্ধির বিচার।
বিপদ কি কোনোকালে, ছুঁতে পারে তারে?
বুদ্ধি যার, জয় তার, কিছু নাই ভয়।
কোন্ কালে কোথা হয়, অবোধের জয়?॥
উপমার উপন্যাস, করি হ শ্রবণ।
উপদেশ লহ লহ, যত প্রিয়গণ॥

ত্রিপদী।

সমৃদ্ধ এক মহীপতি, মহিমায় মহামতি,
নিবসতি, নলিনী-নগরে।
অপদ বিপদ হত, পরস্পর প্রজা যত,
বহুকাল সুখে বাস করে॥
কালযোগে নিশাভোরে, ঘণ্টা চুরি করি চোরে,
প্রান্ত-পথে করে পলায়ন।
দৈবে তথা ব্যাঘ্র আসি, তস্করের প্রাণনাশি,
করিলেক শোণিত সেবন॥
হইলে প্রভাত কাল, এসে বানরের পাল,
ঘণ্টা নিয়া করিল প্রস্থান।
পোড়ে আছে পথে শব, দেখিল মানব সব,
কেহ কিছু না পায় সন্ধান॥
কৌতুকেতে কপি সব, বনে করে ঘণ্টারব,
নগরেতে ধ্বনি তার ধায়।
সেই রবে পেয়ে ভয়, কত লোকে কত কয়,
সবে ভাবে কি হইল হায়॥
নাগবলা-বাদ্যকর, আসিয়াছে নিশাচর,
দিনে করে বিপিনে বিহার।
হোলে পরে বিভাবরী, গ্রামেতে প্রবেশ করি,
ধোরে করে মানুষ আহার।
করি এই নিরূপণ, সারহীন যত জন,
একে একে ভয়ে পলায়।
প্রজার এরূপ ভ্রমে, রাজধানী ক্রমে ক্রমে,
জনহীন হইতে লাগিল॥
পাত্র মিত্র আদি যত, তাবতেই জ্ঞান হত,
মনে মনে ভাবেন ভূপাল।
বলহারা যত বীর, কিছুই না হয় স্থির,
কি কারণে ঘটিল জঞ্জাল?॥
"বামা" নামা গুণধামা, চতুরা গোপের বামা,
মনে এই করিল বিচার।
কিহেতু এমন হয়, অকারণে কভু নয়,
কারণ অবশ্য আছে তার?॥
যে দিগেতে হয় ধ্বনি, সেই দিগে সেই ধনী,
চুপি চুপি চালায় চরণ।
গোপিনী গোপনে গিয়া, গহনেতে প্রবেশিয়া,
দূরে হোতে কর দরশন॥
চারিদিক্ চেয়ে চেয়ে, দেখিল গোপের মেয়ে,
বানরেতে ঘণ্টারব করে।
হোয়ে সব অবগত, মন্ত্রণা করিয়া কত,
ফিরে আসে সরস অন্তরে॥
কুতুহলে নানা ছলে, নৃপতি নিকটে বলে,
মহারাজ প্রণাম আমার।
অমঙ্গল অতিশয়, অনুমতি যদি হয়,
আমি তার করি প্রতীকার॥

দত্তপ্রতি কিঞ্চিৎ ধন, দেহ মোরে নৃপধন,
আয়োজন করিয়া পূজার ।
কালিকার পূজা দিয়া, রাক্ষসেরে বিনাশিয়া,
পরিশেষ লব পুরস্কার ॥
গোপীর বচনে ভূপ, ধন দিয়া সেইরূপ,
তখনিই দিলেন বিদায় ।
টাকা পেয়ে গোপ্রজিনী, হোয়ে অতি আহ্লা-
দিনী, ঘরেতে আনিল সমুদায় ॥
সম্ভাবিত কড়ি নিয়া, হাটের ভিতরে গিয়া,
আশপাশ, ঘুরিয়া ঘুরিয়া ।
বানরের প্রিয় যাহা, বেছে বেছে নিল তাহা,
আপনার আঁচল পূরিয়া ॥
কলের চেঙারি কাঁকে, চলে রামা ঘোর জাঁকে
নিরূপিত বনের ভিতরে ।
যথা সেই কপিদল, নিয়া কলা, আম্র ফল,
সেই খানে ছড়া ছড়ী করে ॥
পেয়ে আহারের ফল, ঘণ্টা ফেলে কপি দল,
গুপ্ গাপ্, খায়, গ্রাসে গ্রাসে ।
বামা সেই অবসরে, ঘণ্টাটি করিয়া করে,
প্রস্থান করিল রাজ বাসে ॥
রাজার নিকটে এসে, গদগদ ভাবে হেসে,
কথা কয়, হাত মুখ নেড়ে ।
জননী কালীর বরে, জয় করি নিশাচরে,
ঘণ্টা তার আনিয়াছি কেড়ে ॥
শত্রু হোলো পরাজয়, জয় ভূপতির জয়,
কোনো ভয় না রহিল আর ।
যত দিন আমি রব, তত দিন রাজ্যো তব,
সাধ্য কার করে অত্যাচার ॥
বলা কোরে বলা নয়, বলি কিছু মহাশয়,
ধেড়ে ধেড়ে, গোঁপদেড়ে যত ।
পুরুষ দেখিতে পাই, পুরুষার্থ কারো নাই,
ধিক্ ধিক্ কবো আর কত ? ॥
বিধাতা করেছে নারী, উপায় করিতে নারি,
নীচ বোলে সবে করে দ্বেষ ।
মনোদুখে বলি তাই, আমি মেয়ে আছি তাই,
তাইসিন্ রক্ষে হোলো দেশ ॥

মুখে যেন খোই ফোটে, বিষম চোপার চোটে,
চমকিত সভার সবাই ।
এ, যে, বাঘা, রামা নয়, মনে মনে সবে কয়,
কারো মুখে কথা আর নাই ॥
ভূপতি বিস্ময় হোয়ে, মনতোষা কথা কোয়ে,
গোপীরে দিলেন পুরস্কার ।
তদবধি লোকে সব, নাহি শুনে ঘণ্টারব,
হোলো তায় ভয়ের সংহার ॥
হোই হোই কোরে সবে, পালাই পালাই রবে,
গ্রাম-খানি হয়েছিল এলো ।
ভয় পেয়ে যত জন, কোরে ছিল পলায়ন,
পুনরায় ফিরে সবে এলো ॥
ওরে ভাই, বলি তাই, হেতু ছাড়া কর্ম্ম নাই,
কার্য্যের কারণ চাই জান ।
না জেনে যে করে ভয়, তার জয় নাহি হয়,
দুখে রয় কষ্ট পেয়ে নান ॥
শুন শুন প্রিয়গণ, আছে দেহ, আছে মন,
মনে কর বিষয় বিচার ।
হেতু জেনে বুদ্ধি ধরে, বুঝিয়া যে কার্য্য করে,
বিপদের সম্ভব কি তার ? ॥

পয়ার ।

কার্য্য কালে বুদ্ধি যার, নাহি হয় নাশ ।
কুশল আপনি এসে, হয় তার দাস ॥
অমঙ্গল আর তার, নিকটে না চরে ।
বুদ্ধি বলে অনায়াসেই, বিপদে সে তরে ॥
অতিশয়, সহজেতে, উপায়ে যা হয় ।
বলে তাহা কোনোকালে, হইবার নয় ॥
কৌশলে অবলে করে, সবলে সংহার ।
কাক আর কাল সাপ, প্রমাণ তাহার ॥

ত্রিপদী ।

নারায়ণী নদী তটে, কোনো এক বংশীবটে,
বায়স, বায়সী করে বাস ।
এসে এক কালসাপ, প্রতিবর্ষে দেয় তাপ,
কাকীর সন্তানে করে নাশ ॥
হোয়ে শেষ গর্ভবতী, কাকে কহে কাকী সতী
এ বাসায় করিব না বাস ।
ছেলে মেয়ে যত জন্ম, কেহ নাহি বেঁচে রয়,
সাপে খেয়ে করে সর্ব্বনাশ ॥

বার বার এপ্রকার, সন্তানের শোক আর,
কোনোমতে প্রাণে নাহি সয়।
প্রাণনাথ ধরি পায়, কর তার সদুপায়,
এখানেতে থাকা আর নয়॥
কাকীর কাকুতি স্বরে, কাকা কহে হাস্য ভরে,
প্রাণ প্রিয়ে ভেবোনাকো আর।
এবার কে ছাড়ে তারে, বোধে সেই দুরাচারে,
করিব বিশেষ প্রতীকার॥
বায়সী বলিছে তবে, কেমনে উপায় হবে,
তুমি কিছু বলবান্ নও।
প্রবল বিপক্ষ সেটা, তার বলে পারে কেটা,
প্রলাপের কথা কেন কও?॥
কি কহিব হায় হায়, বুড়ো হলে বুদ্ধি যায়,
রঙ্গরস, ভাল নাহি লাগে।
তোমার-তো এই দশা, তুল্য কোথা হাতী, মশা
তুল্য কোথা, শ্যালে আর বাঘে?॥
রাম রাম হরি হরি, দম ফেটে হেসে মরি,
কুকুরে বধিবে হরি নখে।
ঢোঁড়াসাপ ধরি গ্রাস, গরুড়ে করিবে নাশ,
বাসকি বধিতে চায় বকে॥
চুপ্ চুপ্ মরি দুখে, ও কথা এনোনা মুখে,
কে না জানে, তোমার যে, গুণ।
এই বনে চরে যারা, এ কথা শুনিলে তারা,
সকলেই হেসে হবে খুন॥
কাকা কয়, কাকি প্রিয়ে, এখানে তোমায় নিয়ে,
এই ভাবে কাটিব সময়।
অবলা অবোধ নারী, তোমায় বুঝাতে নারি,
বাসস্থান ছাড়া বিধি নয়॥
বিশেষ কি কব আর, বুদ্ধি যার, বল তার,
মিছে কেন কর পরিহাস?।
উপায়েতে সব হয়, মশা করে হাতী জয়,
শশকেতে সিংহ করে নাশ॥
কাকী কয় সে কেমন, এ ঘটনা অঘটন,
সাধে আমি করি উপহাস?।
হেসে পুন কাকা কয়, কৌশলে সকলি হয়,
শুন তার বুলি ইতিহাস॥

পয়ার

কাঞ্চীবন নামে এক, ভীষণ কানন।
নানা জাতি পশু তথা, করে বিচরণ॥
হঠাৎ সে বনে এক, সিংহ বলবান।
বলেতে হইল সব, পশুর প্রধান॥
সম্মুখেতে যারে পায়, বধ করে তাকে
ছেলে বুড়ো আদি করি, কারেও না রাখে
এইরূপ যত তার, বাড়ে অত্যাচার।
ততই ব্যাকুল সব, পশু-পরিবার॥
সর্ব্বক্ষণ সশঙ্কিত, কারো নাহি সুখ।
ভাবতেই শোকে তাপে, ভয়ে ভোগে দুখ॥
এক দিন যত মৃগ, যুক্তি করি স্থির।
কেশরীর কাছে গিয়া, কাঁপায় শরীর॥
পদতলে প্রণাম, করিয়া সবে কয়।
আমাদের নিবেদন, শুন মহাশয়॥
যদ্যপি এরূপে প্রভু, কর অবিচার।
অচিরাৎ বনরাজ্য, হবে ছারখার॥
কেহ আর না রহিবে, অধীন হইয়া
ভয়েতে পলাবে সব, গহন ছাড়িয়া॥
দেখুন বিচার করি, হয় কি না হয়।
এ প্রকার ব্যবহার, রাজধর্ম্ম নয়॥
দয়া করি রক্ষা কর, প্রজাদের অস্তু।
প্রতি দিন সুখে খাও এক এক পশু॥
পালা-মত দিই তার, নিয়ম করিয়া।
একে একে খাদ্য হবো, নিকটে আসিয়া॥
পশুদের শুনে এই, বিনয় বচন।
সম্মত হোলেন তায়, পশুরাজ রাজন॥
পশুপতি হোয়ে এই, পালার অধীন।
এক এক পশু খান, এক এক দিন॥
এইরূপে বহুকাল, কাল হরে হরি।
দৈবের ঘটনা তবে, শুন প্রাণেশ্বরি॥
প্রাচীন শশক এক, বুদ্ধির আধার।
প্রথা-ক্রমে এক দিন, পালা হোলো তার॥
পালায় পালায় পশু, উপায় না পায়।
মৃদুগতি আসিতেছে, ভর করি পায়॥
যাইতে যাইতে পথে, ভাবে এ প্রকার।
নিশ্চয় আমারে আজ, করিবে সংহার।

মরিবার হেতু তবে, দ্রুত কেন যাই?।
ভেবে দেখি যদি কোনো, সদুপায় পাই॥
পড়িলে যমের হাতে, বাঁচিতে কে পারে?।
বেয়ে চেয়ে দেখি তবু, সাধ্য অনুসারে॥
এদিগে কেশরী হোয়ে, ক্ষুধায় কাতর।
আস্ফালন করিতেছে, ভূমে করি ভর॥
ভয়ানক নাদ করি, বদন বিকটে।
এখনো বর্ব্বর ব্যাটা, এলোনা নিকটে?॥
হেনকালে শশক, সমীপে উপনীত।
ক্রোধভরে, কটু কয়, হইয়া কুপিত॥
হাঁরে, ওরে, দুরাচার, এত তোর হেলা?।
করিস্ অমান্য তুই, পেয়েছিস্ খেলা?॥
মৃগ কয়, মহাশয়, মিছে কর রোষ।
বিষম ঘটনা পথে, কিছু নাই দোষ॥
পারীন্দ্র এসেছে এক, অতি দীর্ঘকায়।
আসিবার কালে পথে, ধরিল আমায়॥
কত ছলে বাঁচিয়াছি, বিনত হইয়া।
আসি বোলে আসিয়াছি, শপথ করিয়া॥
কেশরী কহিছে কোথা, আছে সে দুর্জ্জন?।
তাহার রুধিরে আজ, করিব তর্পণ॥
মাথার উপরে আছে, দুটো মাথা কার?।
আমার, এ রাজ্যে এসে,করে অত্যাচার॥
শশ বলে এসো, প্রভু, দেখাইব তায়।
মহানাদে, মহানাদ*, পিছে পিছে ধায়॥
কৌশল করিল মৃগ, অতি অপরূপ।
এই দেখ, বোলে এক, দেখাইল কূপ॥
অনুরূপ দেখে জলে, শত্রু মনে মানি।
মানী হোয়ে সেই জলে, ঝাঁপ দিলে মানী॥
বুদ্ধিদোষে হোয়ে নিজ, অনুরূপে দ্বেষী।
ডুবিয়া মরিল কূপে, মহাবীর কেশী॥
বলহীন শশকের বুদ্ধি, ছিল যাই।
কৌশলে কেশরি মেরে, বেঁচে গেল তাই॥
বুদ্ধি প্রবল শত্রু, ভয় আর কারে।
সকল পশু, পূজা করে তারে॥

* মহানাদ—পারীন্দ্র, মানী, মহাবীর, কেশী, মৃগেন্দ্র, সিংহ।

অতএব শুন ধনি, প্রাণের পুতলি
বুদ্ধি যার বল তার, সাধে আমি বলি?॥
কাকী কহে যা কহিলে, ভাবেতে সম্ভবে।
আমাদের গতি বল, কি হইবে তবে?॥

ত্রিপদী।

কাক কয়, শুন কাকি, এখন কি ক্ষান্ত থাকি,
সবিশেষ সদুপায় হবে?।
সাপের বাপের আর, সাধ্য নাই বাঁচিবার,
প্রতীকার, করি তার তবে॥
কৌশলেতে যুক্তি কই, বিনোদিনি দেখ ওই,
লোয়ে নিজ অনুচর-গণ।
প্রতিদিন কুতূহলে, নারায়ণীনদী জলে,
স্নান করে নৃপতিনন্দন॥
রাখিয়া সোনারসূত্র, যখন রাজার পুত্র,
সলিলেতে দিবেন সাঁতার।
সেইকালে তুমি প্রিয়ে, ঠোঁটে কোরে তুলে,
নিয়ে, নীড়ে গিয়ে, রেখে দেবে হার॥
রাজচর বহু জনে, সেই হার অন্বেষণে,
বৃক্ষেতে করিবে আরোহণ।
কোটরে ভুজঙ্গ হেরে, দেহে তার খোঁচা-মেরে,
তখনিই করিবে নিধন॥
এইরূপে মোলে সাপ, ঘুচিবে সকল পাপ,
মনস্তাপ ঘটিবেনা আর।
সন্তান সন্ততি নিয়ে, সুখের সম্ভোগে প্রিয়ে,
উভয়েতে করিব বিহার॥
বায়স বলিল যাহা, বায়সী করিল তাহা,
মরিল সে কাল বিষধর।
তদবধি অনায়াসে, কাক কাকী, সেই বাসে,
বহুকাল সুখে করে ঘর॥
তাই বলি প্রিয় সবে, যখন বিপদ হবে,
ধৈর্য্য যেন না যায় তখন।
সুজনের যুক্তি লোয়ে,ধীর হোয়ে স্থির হোয়ে,
করিবে উপায় নিরূপণ॥
বুদ্ধির না হোলে ভুল, বিভু হন অনুকূল,
সে বিপদ কখনো না রয়।
বুদ্ধিমানে বুদ্ধি বলে, জয় পায় সব স্থলে,
অমঙ্গল কভু নাহি হয়॥

কিরূপে চলিছে ক্ষিতি, সংসারের রীতি নীতি
সমুদয় হও অবগত।
স্বভাবে যে বুদ্ধি ধরে, সে জন বিপদে তরে,
পুরাণে প্রমাণ শত শত॥
রঘুবর রাম যিনি, বনবাসে গিয়া তিনি,
দেখালেন কৌশল অপার।
সাগর বন্ধন করি, বিবিধ বিপদে তরি,
করিলেন সীতার উদ্ধার
অবিদিত আছে কার, কোরেছিল কতবার,
কুরুপতি রাজা দুর্য্যোধন।
গোপনেতে ষড়যন্ত্র, যতু-গৃহ, আদি মন্ত্র,
পাণ্ডবের নিপাত কারণ॥
জ্ঞান বল ছিল যাই, সে সব বিপদে তাই,
পাঁচ ভাই হোলেন উদ্ধার।
যুদ্ধ করি পরিশেষ, কুরুকুল করি শেষ,
করিলেন প্রভুত্ব প্রচার॥

হে দেব! যদি অনুমতি করেন, তবে আমরা সেই শব্দের কারণানুসন্ধান পূর্ব্বক অবিলম্বেই শ্রীশ্রীযুতের শঙ্কা নিবারণ করি।

পশুরাজ কহিলেন।

বাপু! তোমারদিগের মঙ্গল হউক, তোমরা যদি এবিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া ভয়ভঞ্জন করিতে পার তবে আমি অত্যন্তই সন্তুষ্ট হইব

রাজাজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্রেই উভয়ে প্রণাম করিয়া তৎক্ষণাৎ বিদায় হইল, কিঞ্চিদ্দূরে গিয়াই দেখিতে পাইল, বৃহৎ এক বলীবর্দ্দ তৃণভক্ষণে স্থূলাঙ্গ ও বলিষ্ঠ হইয়া মনের স্ফূর্ত্তিতে এক একবার চীৎকার করিতেছে। তদ্দৃষ্টে "দমনক" কহিল ভাই করটক! আমাদের রাজা এ কটা "এঁড়ে" গোরুর ডাক শুনিয়াই এতদুর পর্য্যন্ত ভীত হইয়াছেন? এ বড় হাসি ও লজ্জার কথা। এসো আমরা ইহাকে ভয় এবং মৈত্রতা দ্বারা হস্তগত করি, আর রাজাকেও নিতান্ত নির্ভয় করা উচিত হয়না, কারণ তাহা হইলে আমারদিগের কর্ত্তৃত্বের ক্ষতি সম্ভাবনা, তাহার পর "সঞ্জীবকের" সমীপস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কোথা হইতে এই বনে আগমন করিয়াছেন? জানেন না, এবনের অধিপতি "সুবোধ" নামক মহাবল পরাক্রান্ত পারীন্দ্র?" বলী সভয়ে কহিল, "মহাশয়! আমি সহায়হীন অতি দীন, আমার নাম "সঞ্জীবক" আপনারদের আশ্রয়ে আসিয়া শরণাগত হইয়াছি।" শৃগালেরা কহিল, ভাল অদ্যাবধি তুমি আমাদের বন্ধু হইলে, চল মহারাজের নিকটে চল, তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক মিত্রতাভাবে রক্ষা করিয়া তোমাকে সুখে প্রতিপালন করিবেন। অনন্তর তিন জনে রাজার নিকট উপস্থিত হইলে দমনক ও করটক কহিল, হে রাজন! ইনি অতি ধার্ম্মিক, অতি বলবান, সজ্জন, শ্রীশ্রীযুতের বন্ধুতারূপ করুণা লাভের প্রত্যাশা করেন। রাজা তচ্ছ্রবণে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সঞ্জীবককে প্রাণের সহিত স্নেহ পূর্ব্বক পালন করিতে লাগিলেন, এমত প্রণয় বন্ধ

হইল, যে, উভয়ের মধ্যে আর কিছু মাত্রই পার্থক্য রহিল না, শৃগালদিগের প্রতি রাজার আর তাদৃশ অনুরাগ রহিলনা।

নৃপতিনন্দনেরা কহিলেন।

হে গুরো! ঐ শৃগাল শঠেরা পশ্চাতে কি প্রকারে সুহৃদ্ভেদ করিল?।

আচার্য্য কহিলেন। শ্রবণকর।

পদ্য।

হিতউপদেশ লেখা, মধুর বচন।
"দমনক" করটক" শৃগাল দুজন॥
করিয়া সুহৃদ্ ভেদ, সিংহ সন্নিধানে।
"সঞ্জীবক" বলদেরে, বধিলেক প্রাণে॥
আগে ছিল মৃগরাজ, অনুকুল যারে।
মন্ত্রণার দোষে শেষে, বিনাশিল তারে॥
মন্ত্রি দোষে রাজগন, হোলে বিঘটিত।
বুদ্ধির নিকটে আর, নাহি আসে হিত॥
হঠাৎ বিরূপ হোয়ে, মন্দ দিগে ধায়।
কেহ তার, কিছু আর, সন্ধান না পায়॥
উভয়ে প্রণয়ে করে, বহুকাল বাস।
উভয়ের মনে নাই, প্রভেদ প্রকাশ॥
শস্যজীবি মুগ্ধ সদা, মাংসজীবি মোহে।
এক মন এক প্রাণ, এক ধ্যান দোঁহে॥
দেখিয়া শৃগাল ধূর্ত্ত, অভেদ প্রণয়।
মনে মনে, এই রূপ, করিল নিশ্চয়॥
এদের প্রণয় যদি, থাকে এ প্রকার।
আমাদের চতুরালী, খাটিবেনা আর॥
বলদে, বলদ ভেবে, রাজা দেন মান।
"এঁড়ে গোরু", এসে হোলো, মন্ত্রির প্রধান॥
রাজার নিকটে এটা, প্রিয় হোয়ে রয়।
কোনোমতে এই দুখ, প্রাণে নাহি সয়॥
"করটক" পানে চেয়ে, "দমনক" কয়।
উভয়ে প্রণয় ছেদ, না করিলে, নয়॥
যত দিন রাজা এরে, না হন বিমুখ।
তত দিন আমাদের, কিছু নাই সুখ॥
চুপি চুপি দুজনেতে, চল তবে যাই।
রাজার নিকটে গিয়া, প্রমাদ ঘটাই॥
"করটক" কহে ভাই, এরূপ কি হয়?।
এদের প্রণয় কভু, ভাঙিবার নয়॥
অভেদে দুজন আছে, প্রেম আলাপনে।
সে ভাবেতে ভাবান্তর, করিবে কেমনে?॥
"দমনক" বলে যদি, না পারি এমন।
তবে কেন "খল" নাম, কোরেছি ধারণ?॥
সকলি করিতে পারি, মনে যাহা লয়।
আমাদের সাধ্য ছাড়া, কিছুইতো নয়॥
একরূপ কৌশলে তার, করিব উপায়।
যেরূপ বলিব আমি, সায় দিয়ো তায়॥
এত বলি রাজার, নিকটে পৌঁছে গিয়া।
বসিল কিঞ্চিৎ দূরে, প্রণাম করিয়া॥
রাজা কন, বল বল, শুভ সমাচার।
কেমন্ তো ভাল আছ, মন্ত্রির কুমার?॥
"কাঁচুমাচু মুখ" কোরে, "দমনক" বলে।
দাসের মঙ্গল সদা, প্রভুর মঙ্গলে॥
অধীন স্বাধীন রূপে, কবে হয় সুখী।
রাজসুখে সুখী হয়, রাজদুখে দুখী॥
আপনি না দিলে মান, কিসে রব মানে?।
চরণের আশীর্ব্বাদে, বেঁচে আছি প্রাণে॥
যাহোক্ তাহোক্, প্রভু, কি কহিব আর?
শুনিলাম বড় এক, মন্দ সমাচার॥
বিশ্বাস হবেনা শুনে, তাই করি ভয়।
বলিবার কথা নয়, না বলিলে নয়॥
পাছে হয় সর্ব্বনাশ, আমরা থাকিতে।
গোপনে আসিয়া তাই, হইল বলিতে॥
যদ্যপি অভয় দেন, সদয় হইয়া।
তবেতো বলিতে পারি, সাহস করিয়া॥
ভাল করিবার আশে, আসিয়াছি হরি।
পাছে তায় মন্দ হয়, এই ভয় করি॥
চিরকাল, আপনার, অন্নেতে পালন।
পাতের প্রসাদ খেয়ে, শরীর ধারণ॥
যে দাস বিপদ জেনে, নাহি কয় হিত।
মরিলে তাহার হয়, নরক নিশ্চিত॥
পশুরাজ কন তবে বল সমাচার।
কিরূপেতে অমঙ্গল, দেখিলে আমার?॥

শ্যাল বলে "সঞ্জীবক" অতি দুরাচার।
কোনোরূপে বিশ্বাস, কোরোনা তারে আর॥
এতদিন ছলেছে, করিয়া উপাসনা।
এখন্ করিছে মনে, রাজ্যের বাসনা॥
ছলে বলে আপনারে, করিয়া বিনাশ।
সিংহাসনে বসিবে সে, বড় অভিলাষ॥
গোপনে জানিয়া তার, এই অভিপ্রায়।
নিবেদন করিলাম, আপনার পায়॥
অকৃতজ্ঞ কেহ নাই তাহার সমান।
এখন্ উচিত যাহা, করুন্ বিধান॥
সিংহ কহে, কি বলিলে, কি বলিলে শ্যাল্?।
অকস্মাৎ কেন হেন, দেখিতেছ খ্যাল্?॥
শস্যভোজী সঞ্জীবক, অতি পুণ্যবান্।
তোমাদের কথা নয়, বিশ্বাসের স্থান॥
হিংসার স্বভাব নয়, নাই কোনো ক্ষোভ।
কি কারণে তার মনে, রাজ্যে হবে লোভ?॥
এই বলি সিংহরাজ, নিজ সিংহাসনে।
রহিল নীরব হোয়ে, মলিনবদনে॥
তখন শৃগাল ধূর্ত্ত, কহে করি ছল।
কিন্ত কোরে হোলো এই, বিপরীত ফল॥
আমাদের বাক্যে যদি, বিশ্বাস না হয়।
এঁড়ে গোরু, নিয়ে তবে, থাকো মহাশয়॥
আমরা বিদায় হোয়ে, অন্য দেশে যাই।
শেষে যদি মন্দ হয়, দোষ তাহে নাই॥
কার্য্যকাল অতিক্রম, অপথে গমন।
যদিস্যাৎ হয় কোনো, বিপদ ঘটন॥
জিজ্ঞাসিত না হইলে, সুহৃৎ যে হয়।
সে সময় যেচে গিয়া, হিত কথা কয়॥
উত্তমের এই এক, উত্তম লক্ষণ।
কখোনো না হয় তার, মন্দ আচরণ॥
দেখে যদি আত্মীয়ের, অশুভ বিশেষ।
গায়ে পোড়ে, যেচে তারে, করে উপদেশ॥
অধমে কি এ প্রকার, গুণ কভু ধরে?।
ভিতরের ভেদ ঢেকে, বিপরীত করে॥
পরের কারণে লোক, করে এইরূপ।
দাস হোয়ে হিত কব, নহে অপরূপ॥

কুরুক্ষেত্রে, যে সময়ে, যুদ্ধ অনুষ্ঠান।
অশেষ অনিষ্ট তায়, করি অনুমান॥
বিনা আবাহনে নিজে, প্রভু ভগবান।
আইলেন দুর্য্যোধন-রাজ সন্নিধান॥
কহিলেন মহারাজ, কর অবধান!।
পাঁচ ভেয়ে পাঁচ খানি, গ্রাম কর দান॥
ঘরে ঘরে কাটাকাটি, না হয় বিধান।
জ্ঞাতিনাশ, কুলনাশ, পাপের নিধান॥
নিদয় সদয় নয়, হৃদয় পাষাণ।
করিল প্রতিজ্ঞা করি, উত্তর প্রদান॥
সূচের আগায় ধরে, ভূমি যে প্রমাণ।
বিনা যুদ্ধে আমি তাহা, করিবনা দান॥
শ্রীহরি শ্রীহরি করি, সে কথা শুনিয়া।
বিদুরের নিবাসেতে, এলেন চলিয়া॥
বিদুর বিনয়ে বলে, শুন প্রভু কথা।
অপমান হোতে কেন, গিয়ে ছিলে তথা?॥
মহিমার নাহি পার, তুমি নারায়ণ।
তোমারে সে কি চিনিবে, পাপী দুর্য্যোধন?
হাসিয়া শ্রীকৃষ্ণ কন, শুন সদাশয়।
কুরুপতি পাপমতি, জানিয়া নিশ্চয়॥
তবে, যে গেলেম যেচে, হেতু আছে তার
লোক অপবাদ হোতে, হোলেম উদ্ধার॥
উপরোধ না শুনিলে, তাহে নাহি রোষ।
পরেতে আমারে কেহ, দেবেনাকো দোষ॥
স্বজন সম্বন্ধে তারা, ভিন্ন কেহ নয়।
কুরু আর পাণ্ডবেরা, সমান উভয়॥
স্বজনে যদ্যপি করে, অনিষ্ট সাধন।
ঘাড়ে ধোরে যেচে তারে, করিবে বারণ॥
আপনার দোষে যেই, যাবে ছারেখারে।
প্রিয়কথা বোলে তারে, কে বাঁচাতে পারে
হিত বোলে হরি যদি, মানিলেন হারি
তোমারে কেমনে হরি, বুঝাইতে পারি?
রাজা যদি কার্য্যদোষে, পরবশ হয়।
তবে আর তার ঘটে, জ্ঞান নাহি রয়॥
মাতাল-মাতঙ্গ মত, করে ব্যবহার।
আপনার শুভাশুভ, থাকেনা বিচার॥

আপনার অপরাধ, দেখিতে না পায়।
আপনার দোষ কভু, মুখে নাহি গায়
যখন বিপদে পোড়ে, হয় অপমান।
তখন দাসের প্রতি, দোষ করে দান॥
কেশরী কহিছে পরে, চমকিত মনে।
সঞ্জীবক, অকৃতজ্ঞ, জানিলে কেমনে?॥
"দমনক" কহে তবে, হাসিতে হাসিতে।
এখনো কি বাকী আছে, বিশেষ জানিতে?॥
অকস্মাৎ আগন্তুকে, যে করে বিশ্বাস।
নিশ্চিত জানিবে তার, হয় সর্ব্বনাশ॥
বিনয়ে প্রণয়ে শঠ, প্রথমে প্রবেশে।
হইয়া পেটের ছুরি, পেট কাটে শেষে॥
অহঙ্কার গর্ব্ব কোরে, কহিল বচন।
সিংহের কেমন বল, দেখিব এখন?॥
এখনি তাহারে আমি, প্রাণেতে বধিব।
বনরাজ্যে রাজা হোয়ে, প্রভুত্ব করিব॥
তোমরা উভয়ে যদি, কর সহকার।
অর্দ্ধেক রাজ্যের ভাগ, দিব পুরস্কার॥
এরূপ দেখায় লোভ, সেজন দুর্জ্জন।
আমরা কি হোতে পারি, কখনো তেমন?॥
আপনার অন্ন খেয়ে, রয়েছি দুজনে।
বিশ্বাসঘাতক বল, হইব কেমনে?॥
হরি কয় হরি হরি, বড় ভয়ানক।
মিত্ররূপী সঞ্জীবক, এত প্রতারক?॥
শস্যভোজী গোরু যদি, এ প্রকার হবে।
কেন তারে ভালো বোলে, এনেছিলে তবে?॥
আমিতো আনিনি ডেকে, করিয়া যতন।
তোমাদের সহকারে, হোয়েছে মিলন॥
দমনক বলে প্রভু, আগে যদি জানি।
তবে কি সে দুরাচারে, এখানেতে আনি?॥
আমরা সরল অতি, মনে নাই দোষ।
সদ্ভাব দেখিলেই, হয় পরিতোষ॥
আমাদের দোষ বটে, কিছু নাই ভুল।
কেমনে জানিব শেষে, এত হবে ভুল?॥
আচড়া প্রথমে যথা, হাতে পায়ে ধোরে।
সকল শরীর বসে, অধিকার কোরে॥

বঞ্চক এ ভাবে আগে, বঞ্চনা করিয়া।
অবশেষে বসে এসে, মাথায় চড়িয়া॥
দেখনা মশার দশা, খলের লক্ষণ।
অনুগত হোয়ে করে, শোণিত শোষণ
পশুপতি কহে শুন, মন্ত্রির কুমার
এখন কি করি বল, উপায় তাহার?॥
বঞ্চক বঞ্চক তবে, ঊর্দ্ধ মুখে কয়।
কখনো এমন শত্রু, রাখা ভাল নয়॥
সিংহ কহে, দেও তারে, বিদায় করিয়া।
থাকুক্ মনের সুখে, অন্য বনে গিয়া॥
শৃগাল বলে, একি কথা, কহ মহাশয়।
তারে আর প্রাণে রাখা, উচিত কি হয়?॥
বিষবৃক্ষ কেটে কেবা, মুল রাখে তার।
রাখিলেই শেষে হয়, কত অপকার॥
তারে যদি ছেড়ে দেও, বিনাশ না কোরে।
অন্যেরে সহায় করি, রাজ্য লবে হোরে॥
অপ্রিয় সুপথ্য এই, ইথে হবে হিত।
পরিণামে সুখকর, জানিবে নিশ্চিত॥
উপযুক্ত বক্তা আর, শ্রোতা থাকে যথা।
স্থানগুণে বিভব, বিহার করে তথা॥
ভুপতি ভোগেরপাত্র, কার্য্যকর নয়।
মন্ত্রির হইলে দোষ, অমঙ্গল হয়॥
অবিশ্বাসী অকৃতজ্ঞ, মন্ত্রী হয় যেই।
রাজদ্বারে থাকিবার, যোগ্য নয় সেই॥
পুরাতন অমাত্যেরে অবজ্ঞা করিয়া।
রাজকর্ম্ম বিধি নয়, নুতন লইয়া॥
নুতন চেলের ভাত, মিষ্ট যদি হয়।
কিন্তু তাহা ভাল নহে, পেটে নাহি সয়॥
পুরাণো চেলের ভাত, পথ্য অতিশয়।
পরিণামে পরিপাকে, গুণকর হয়॥
আমরা পুরাণো পাপি, পায়ে পোড়ে আছি
বাধ্য রব চিরকাল, যত দিন বাঁচি॥
মারুন্, কাটুন্, তায়, নহি অভিমানী।
চরণের ধূলা বিনা, কিছু নাহি জানি॥
সঞ্জীবক, প্রতারক, যেরূপ প্রকার।
এখনি করুন প্রভু, প্রতীকার তার॥
বিষময় অন্ন কভু, রাখিতে না আছে।
যেজন ভোজন করে, সেজন কি বাঁচে?॥

নড়াদাঁত পড়া ভাল, রাখা কভু নয়।
রাখিলেই ক্রমে আরো, কষ্টকর হয়॥
দুরাচারী যদি হয়, নিয়োজিত জন।
অবিলম্বে বিনাশিবে তাহার জীবন॥
এমত করিতে হবে, মূল যাতে যায়।
কিছুমাত্র দয়া মায়া, করিবেনা তায়॥
মৃগেন্দ্র কহেন ওরে, শৃগাল-নন্দন।
কেমনে বধিব আমি, মিত্রের জীবন?॥
আমা বিনা সেতো আর, অন্য নাহি জানে।
পুষেছি তাহারে আমি অভয় প্রদানে॥
কারো নাহি হিংসা করে, খায় তৃণরাশি।
মনে মনে তারে আমি, বড় ভালবাসি॥
ব্যবহারে দোষী কভু, দেখি নাই যারে।
অনর্থের মূল তারে, বলি কি প্রকারে?॥
যদবধি অপরাধ, প্রমাণ না হয়।
তদবধি প্রাণ দণ্ড উচিত-তো নয়॥
পরদোষে পরদণ্ড, পরীবাদ রবে।
এ বড় পাপের কর্ম্ম, ধর্ম্মে নাহি সবে॥
যদিই সে কোরে থাকে, কোনোরূপ দোষ
আমার উচিত নহে, তাহে করি রোষ॥
প্রিয় যেই, চিরকাল, প্রিয় সেই রয়।
করিলে অপ্রিয়-কর্ম্ম, অপ্রিয় না হয়॥
নানারূপে কলেবর, দোষের আধার।
সেই দেহ কবে বল, প্রিয় নয় কার?॥
রসনারে সদা করে, দশন আঘাত।
কোন্‌কালে নোড়া দিয়ে, কে ভেঙেছে দাঁত?
ছারখার করে অগ্নি পোড়াইয়া ঘর।
সে আগুনে, কবে কেবা, করে অনাদর?॥
প্রিয়ভাবে প্রণয়ে, দিয়েছি যারে স্থান।
এখন কিরূপে তার, করি অপমান?॥

ওইতো দারুণ দোষ, দমনক কয়
এখনো কি হয় নাই, মনের প্রত্যয়
সত্য কথা শুনে যদি, বিশ্বাস না হয়।
গঙ্গাজল ছুঁয়ে বলি, মিথ্যা কভু নয়॥
তিনকাল গত হোলো, ধর্ম্মভার বোয়ে।
পরকাল হারাবো কি, মিছে কথা কোয়ে?
চিরকাল ধর্ম্মভীত "গঙ্গাজলে" নই।
মুখে হোক্ কুড়িকুষ্ঠী, মিছে যদি কই॥
মিছে যদি বোলে থাকি, রাজ-সন্নিধানে।
সর্পাঘাতে, বজ্রাঘাতে, মরি যেন প্রাণে॥
আপনি বলেন যাহা, সত্য সমুদয়।
ও সকল, যোগধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম নয়॥
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম-জ্ঞাতা, নৃপতি যেজন।
নিতান্ত না হন যেন, দয়ার ভাজন॥
এই রূপ ক্ষমাশীল, হোলে নৃপধন।
করিতে পারেনা নিজ, রাজ্যের শাসন॥
বিহারে আহারে সদা, ঘটে ঘোর দায়।
করস্থিত অন্ন তার, উদরে না যায়॥
শত্রু, মিত্রে, ক্ষমাগুণ, যতির ভূষণ।
ভূপতির ক্ষমাগুণ, দারুণ দূষণ॥
দুষ্টের দমন আর, শিষ্টের পালন।
এই হয়, সুধার্ম্মিক, রাজার লক্ষণ॥
পরদোষে, পরদণ্ড, বটে অবিচার।
দোষে কিন্তু দণ্ড বিধি, গুণে পুরস্কার॥
অহঙ্কারে হাত দিলে, সাপের বদনে।
নিশ্চয় যাইতে হয়, শমন সদনে॥
সেইরূপ দোষ গুণ, না করি নির্ণয়।
দয়া আর দণ্ড করা, সমুচিত নয়॥
এরূপ যে করে তার, কল্যাণ কোথায়?।
ধন যায়, মান যায়, প্রাণ শেষ যায়॥

উদাসীনে পালিতেছ, করিয়া প্রত্যয়।
দোষে তার দণ্ড কর, তবে যাবে ভয়॥
বরং জীবন যাক্, খেদ নাহি হয়।
বরং সে, ভাল, কেহ, মাথা যদি লয়॥
প্রভুপদ প্রাপণের, প্রত্যাশী যেজন।
করিতে হইবে তার, বিহিত শাসন॥
কোনোরূপে তারে আর, ছেড়ে দেওয়া নয়।
অচিরাৎ, অস্ত্রাঘাত, সুবিধান হয়॥
রাজ্যলোভে এমন, যে, করে অহঙ্কার।
প্রাণত্যাগ প্রায়শ্চিত্ত, বিধি হয় তার॥
মিত্র যদি দোষে দোষী, হয় একবার।
তার সহ সন্ধি কভু, করিবেনা আর॥
আপনার মৃত্যু হবে, মনেতে'না করে।
অশ্বতরী, গর্ভ ধরি, প্রাণে যথা মরে॥
সেইরূপ দুষ্ট দাসে, সন্ধিতে যে রাখে।
আপনার মৃত্যুরে, সে, আপনিই ডাকে।
রাজপিতা, রাজভ্রাতা, রাজপুত্র যারা।
রাজ্যের হরণে যদি, লোভ করে তারা॥
পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, কেহ, না রাখিয়া আর।
রাজা তারে করিবেন, তখনি সংহার॥
রাজধর্ম্মে যদি পাই, এরূপ উপমা।
কোথাকার, কেটা, সেটা, কে করিবে ক্ষমা?।
তখন সিংহের মনে, এরূপ সংশয়।
হোলেওতো, হোতে পারে, অসম্ভব নয়॥
অলোভী এমন কেবা, অবনী ভিতরে।
পাইতে পরের ধন, আশা নাহি করে?॥
রে সুন্দরী নারী, করি দরশন।
বিচলিত হোয়ে থাকে, সকলেরি মন॥

কথা শুনে থাকা নয়, অভয় হইয়া।
ব্যবহারে দেখা যাক্, পরীক্ষা করিয়া॥
সে যদি বিপক্ষ হয়, প্রকাশিব বল।
এরা যদি মিছে বলে, দিব তার ফল॥
ওরে বাপু, দমনক, কহিছে কেশরী।
কিরূপে নিশ্চয় হবে, সঞ্জীবক অরি?॥
ধূর্ত্তরাজ, মৃগরাজে, প্রণমিয়া কয়।
নিগূঢ় মন্ত্রণা তার, শুন মহাশয়॥
যে বীজ ভূমির তলে, গুপ্ত নাহি রয়।
সে বীজে অঙ্কুর আর, কখনো না হয়।
যে বীজ করিবে রক্ষা, গোপন করিয়া।
সে বীজে ফলিবে ফল, অঙ্কুর ধরিয়া॥
মন্ত্রণা গোপন রবে, এরূপ প্রকারে।
কোনোরূপে শত্রু যেন, না জানিতে পারে॥
মন্ত্রণা প্রকাশ হোলে, মিছে হয় সব।
সহজেতে নাহি হয়, শত্রু পরাভব॥
ভয়ানক ভঙ্গীভাব, বিক্রম ধরিয়া।
কোপ করি থাক প্রভু, চক্ষু রাঙাইয়া।
করিয়া সমর সজ্জা, বসুন আপনি।
তাহার ভীষণভাব, দেখাব এখনি॥
সেইমত বেশ করি, পারীন্দ্র রহিল।
সঞ্জীবক সমীপেতে, শৃগাল চলিল॥

ত্রিপদী।

"দমনক হরষনে, অকপটে কুমন্ত্রণে,
বলী বলে, করি সম্বোধন।
সখা হে তোমার সম, প্রাণাধিক প্রিয়তম,
ত্রিভুবনে নাহি কোনো জন॥

আমি কত সাধিলাম, পায়ে ধোরে কাঁদিলাম,
কহিলাম অশেষ প্রকারে।
সঞ্জীবক সদাচার, কিছু দোষ নাহি তার,
বিনাদোষে কেন বধ তারে ॥
নত সদা শ্রীচরণে, আজ্ঞা পালে প্রাণপণে,
খেটে মরে দিনে আর রেতে।
এ কথা শুনিয়া কানে, ঝুঁকিয়া আমার পানে,
হা করিয়া, এসেছিল খেতে ॥
ছুটিয়া এলেম তাই, দেখে আর প্রাণ নাই,
কি করিব, ভাগ্য ভাল নয়।
নষ্টের যে ব্যবহার, এতদিনে আমি তার,
পেলেম বিশেষ পরিচয় ॥
দূর হোতে দেখে যাকে, হাত তুলে ডাকে তাকে,
ছলে করে কত সমাদর!
হেসে হেসে কথা কয়, মুখ খানি মধুময়,
বিষ ভরা পেটের ভিতর ॥
সেইরূপ বাল্যকালে, পদ্মে ভরা পদ্মবনে,
শোভা ধরে অসাধু মরাল।
ব্যভিচার কিবা তার, নারীনেত্রে যে প্রকার,
শোভা পায় মলিন কাজল ॥
বঞ্চক তঞ্চক করি, হরি মন আগে হরি,
বুঝে শেষে ছলেতে ছলিয়া।
মনে রাখি মনোগত, হা, হতাশ, করি কত,
বসিলেন নিশ্বাস ফেলিয়া ॥
বলী বলে আমি বলী*, বলে কভু নই বলী,
বলি † কভু করিনে ভক্ষণ।
হিত কথা সদা বলি, রীতিমত দিই বলি,
নাহি করি বলির বারণ ॥
আমার কি আছে বল*, আমার কি আছে বল,
রাজবলে বলে বল ধরি।
কখন করিনি বল, শুনে বল হোল বল,
কেন হরি বল লবে হরি ॥
ঘাস খাই, জল খাই, রাজার কেবল চাই,
করি আমি কুশল-সাধন।
নাহি জানি কোনো পাপ, কেন তবে হেন তাপ
বাপ্ বাপ্ একি কুলক্ষণ ॥
যদি হয় হেন স্থল, তুল্য ধন তুল্য বল,
বিবাদের সম্ভব সে স্থলে।
বলহীন আমি বলী, মহাবীর † মহাবলী,
তুলনা কোথা অবলে সবলে ॥
সঞ্জীবক ভাবে হায়, এ যে, বড় ঘোর দায়,
কেমনে বা হইবে নিশ্চিত।
শৃগাল কহিল যত, রাজার কি মনোগত,
কিম্বা ইহা খলের চেষ্টিত।
কারণ উদ্দেশ্য ভরে, যেই জন ক্রোধ করে,
সেই ক্রোধ কখনো না রয়।
কারণ জানিলে তার, করি কোপ পরিহার,
তখনিই সে হয় সদয় ॥
হেতু বিনা অকারণ, রুষ্ট হয় যার মন,
অতি ভয়ানক তার ক্রোধ।
কেন সাধ্য কেবা ধরে, তাহারে সন্তুষ্টকরে,
তার মনে কে দেবে প্রবোধ ॥
বিকার-বিশিষ্ট ভূপ, বাড়বা অনল রূপ
সর্ব্বদা করিবে তারে ভয়।
ভূপতির বিঘটিত, অতি বড় বিপরীত,

* বলী।—বৃষ, মহিষ, উষ্ট্র, বলবান।
† বলি।—রাজগ্রাহ্য ভোগ, মাংসাদি, উপহার, পূজার সামগ্রী, চামরদণ্ড।

* বল।—শক্তি, সৈন্য, প্রাণ, বপু, রক্ত।
† মহাবীর—সিংহ।

বজ্রহোতে বিপর্য্যয় হয়॥
কুলিশের গুণ মানি, যেখানেই করে হানি,
যেখানেতে সে হয় পতন।
কিছুই রাখেনা আর, সব করে ছার খার,
সর্ব্বনেশে রাজ্য বিঘটন॥
কুমন্ত্রির মন্ত্র দোষে, রাজমন সন্ধি রোষে,
সন্ধান না হয় নিরূপণ।
দেখ সবে চমকিত, নাহি হয় নিরূপিত,
"স্ফটিকের" বলয় যেমন।
ভয়ে হোয়ে কৃতাঞ্জলি, কাঁপিতে কাঁপিতে বলী
সবিনয়ে শৃগালেরে কয়।
প্রণয়ে পালন করি, আমায় বধিবে হরি
এমন কি সম্ভাবনা হয়?॥
নিতান্ত নিকটে রই, নতহোয়ে কথা কই,
সেবা করি শক্তি অনুসারে।
ইথে যদি প্রাণ যায়, কি করিব [illegible],
বিধি বড় বিমুখ আমারে॥
শ্যাল করে উপদেশ, সময় হয়েছে শেষ
ভেবে আর কি হবে এখন?।
বুদ্ধিমান তুমি বটি, উপায় করিয়া স্থির
কার্য্য কর কালের মতন॥
দুষ্টচিত্ত কি বিচিত্র, উপকার করে মিত্র,
তার প্রতি দ্বেষভাব ধরে।
পরে যদি করে দোষ, তাহে নাই কিছু রোষ,
তারে আরো পুরস্কার করে॥
পাতকির এই কর্ম্ম, নাহি লয় সার মর্ম্ম,
ধর্ম্ম পানে ফিরে নাহি চায়।
দেখ দেখ মহাশয়, অধার্ম্মিক দুরাশয়,
বিনা দোষে বধিবে তোমায়॥
মূর্খজনে জ্ঞানকথা, ধর্ম্মহীনে ধর্ম্ম তথা,
তাহে কিছু নাহি ফলে ফল।
বাক্যহীনে বাক্যবাণ, অচেতনে বুদ্ধি দান,
সর্ব্বকালে, কেবলি বিফল॥
তেজোহীন অস্ত্র যারা, বলবান হোলে তারা,
সব ঠাঁই পরাজয় হয়।
পারিবে কে, কি করিতে, ভস্মেতে চরণ দিতে
কোনোমতে কোরে লোকে ভয়॥
ভরসার ভঙ্গ করে, বিক্রমেতে বল ধরে,
বন্ধু [illegible] কোন বল আর।
প্রমাদি জনের মালা, অধীর [illegible] ছায়া,
তাহে সুখ কবে হয় কার।
কহিতেছে মন্ত্রীবর, ওহে ভাই [illegible],
এ যে বড় বিষম বিষয়।
হোয়েছে বুদ্ধির ভুল, পশুপতি প্রতিকূল,
কেমনেতে পাব নির্ণয়॥
শ্যাল সঙ্গে [illegible], এখনি প্রভাত হবে,
কাক, তুমি, আমি [illegible] প্রহারে।
হতজ্ঞান হও [illegible], [illegible] দেখিবে সবে,
চক্ষু [illegible] সুখের বিদায়ে।
চুপি চুপি [illegible], [illegible] যাহার ভাই
[illegible] প্রচার।
কেবা আর কারে [illegible], [illegible] ভুলিবা [illegible]
দুর্ভাবে [illegible]।
বলী বলে সুনিশ্চিত, দৈব [illegible] নিরূপিত
হোয়ে থাকে এরূপ ঘটনা।
ডুবিয়া এ দুখার্ণবে, মরণ [illegible],
করি তবে মনের বাসনা॥
অকারণে, মিত্র জনে, শত্রুভাবে [illegible],
প্রাণ নিতে হইলে বাধিত।
সে সময়ে যুদ্ধ করা, বিনা যুদ্ধে [illegible]

বিধিলিপি কে ঘুচাতে পারে ॥

শোকাকুল দেখে ভূপে, শঠ কহে চুপে চুপে,
মহারাজ এবড় প্রলাপ।
শত্রু মেরে নিজ করে, কবে কেবা খেদ করে,
ইথে কার হোয়ে থাকে পাপ ॥
অকৃতজ্ঞ দুরাচার, রাজ্য লাভে আশা যার,
তার প্রাণ রাখিতে কি আছে।
মিছে কেন কর তাপ, পুণ্য বিনা নাহি পাপ,
শুনিয়াছি পণ্ডিতের কাছে ॥
সে বাঁচিলে আপনার, রাজ্য কি থাকিত আর,
প্রাণ নিয়া হইত সংশয়।
ধর্ম্ম বল ছিল নাই, বেচে গেলে তুমি তাই,
সর্ব্বকালে ধার্ম্মিকের জয় ॥
আমি নাই সুচতুর, গোপনে জানিয়া ভুর,
ঘুচালাম কীর্ত্তি সম্পদ।
নরক আনাতে [illegible], ভোগ কর ভোগী হোয়ে,
আপনারে ঈশ্বর সদয় ॥
খল-বাক্যে পুনঃ হরি, [illegible],
সুখে করে আহার বিহার।
অতি মনে [illegible] ভূপতির জয়,
শুভ হোক্ জগতে সবার ॥

পয়ার।

শঠ যদি সর্ব্বশাস্ত্রে, সুপণ্ডিত হয়।
সুজনের সমাজেতে, সদাকাল রয় ॥
তথাচ না যায় তার, স্বভাবের দোষ।
সাধু সঙ্গে সদাচারে, নাহি হয় তোষ ॥
মনের সুবুদ্ধি সব, হরিবে হরিবে।
খলতার ধর্ম্ম যত, ধরিবে ধরিবে ॥
পরের অনিষ্ট সদা, করিবে করিবে।
দৈবানলে জ্বোলে পুড়ে, মরিবে মরিবে ॥

যেদিন চাতুরী তার, বিফলেতে যায়।
সেদিন সে কিছুতেই, সুখ নাহি পায় ॥
মনের ভিতরে ঘোরে, কুমারের চাক।
উদরেতে অন্ন তার, নাহি পায় পাক ॥
নিশিতে না নিদ্রা হয়, পেট-ফেঁপে মরে।
বিছানায় পোড়ে শুধু, ছট্‌ফট্ করে ॥
জেগে খল চিতকারী, নাহি হয় কার।
কেবল ঘুমায়ে করে, পর উপকার ॥
সে নিদ্রায় বড় নয়, শুভ সম্ভাবনা।
স্বপনে স্বপনে করে, অনিষ্ট কল্পনা ॥
ঘুমালেও নাহি হয়, রোগ প্রতীকার।
স্বপনের যোগে করে, স্বভাব প্রচার ॥
স্বপ্ন হীন নিদ্রা ভোগ, এ সময়ে হয়।
সে সময়ে সুখ [illegible], সাধু [illegible] রয়।
কোন্ কালে [illegible] মিত্র [illegible] হয়।
দারা, পুত্র [illegible], আপনার নয়!
ছেলে যদি [illegible], ভাল খায় পরে।
খল তবে [illegible], বুক ফেটে মরে ॥
শঠের [illegible], তারে নিশি দিন।
ঘুচুক [illegible] নাড়ু, ক্ষতি তার [illegible] ॥
খলের বিপদে নাহি, কারো মনে দুঃখ।
সে বিপদে ফিরে চাবে, সে দিনেই সুখ।
কাজে কাজে খল [illegible], সকলের [illegible]।
দেশ শুদ্ধ সবে-বাঁচে, একের মরণে।
এ জগতে সকলের শত্রু সেই হয়।
তার প্রতি দয়া করা, বিধি কভু নয় ॥
অসাধু তস্করে যেরে, করিলে প্রহার
আহা-রব মুখে কেহ, নাহি [illegible]
নখে কোরে তুলে নিয়া, মাথার উকুন
উঁহুঁ বোলে বধ কোরে, [illegible]

দাগ দেয়ে পাপ বোধ, কবে কার হয়।
চাপড়ে মারিলে মশা, কত সুখে দেয়॥
খল-ধর্ম্ম লিখি সব, কিন্তু ভয় আছে।
লিখিয়া খলের কথা খল হই পাছে॥
গাঁথিতে অক্ষর মালা, লেখনী না ছাড়ে।
পাছে এসে বসে খল, চেপে তার ঘাড়ে॥
খলের মতন খল, আছে কোন্ খানে।
করিতে পরের মন্দ, নিজে মরে প্রাণে॥
ইহার দৃষ্টান্ত কথা, শুন প্রিয়-গণ।
চমকিত হবে সবে, করিলে শ্রবণ।

উদাহরণ।

ত্রি দী

পদ্মার উত্তর-পারে, নাগর নদের ধারে,
নরনামে নাপিত-নন্দন।
হিতকর কারো নয়, অতিশয় দুরাশয়,
নাহি আর তেমন কুজন॥
দেখে সব ঘরে ঘরে, ভাল খায় ভাল পরে,
পরস্পরে প্রেমালাপে রয়।
শান্তিময় সেই দেশ, কিছু নাই দ্বেষাদ্বেষ
কেহ কারো শত্রু নাহি হয়।
নিয়ে নানা ছল-সূত্র, খল নাপিতের পুত্র,
চেষ্টা করে সাধ্য তার যত।
অপমান যথা তথা, কেহ নাহি শোনে কথা
নষ্ট তার কষ্ট পায় কত॥
দূর ছাই সবে করে, নিরুপায় হোয়ে পরে,
মনে করি যুক্তি নিরূপণ।
লোকালয় ছেড়ে দিয়া, বিরল বিপিনে গিয়া,
তরু তলে করিল শয়ন॥
হরিণাদি অন্বেষণে, সেই কালে সেই বনে,
একাকী দেখিয়া তারে, বলে যাও আরে আরে,
এখানে থেকোনা তুমি আর॥
বাঘ এসে এইখানে, এখনি বধিবে প্রাণে,
মরণের ভাবনা ভাবনা।
শঠ বলে বাঘে খায়, আমারি সে অভিপ্রায়,
বন-ছেড়ে যাবনা যাবনা।
নিষাদ বিষাদ মনে, কহিতেছে সুবচনে,
নিজ প্রাণ কেন কর নাশ।
আত্মঘাতী হোলে ভাই, কখনো নিষ্কৃতি নাই,
চিরকাল নরকে নিবাস॥
খল বলে শুন কই, নরকেতে ডুবে রই,
সে ভাবনা ভাবিনেকো আর।
বেঁচেতো হোলোনা সুখ, ছাপিয়ে করি দুখ,
মোরে করি স্বকার্য্য উদ্ধার॥
শার্দ্দূল আমায় খেয়ে, নর-মাংস স্বাদ পেয়ে,
ভুলিবেনা আর ভার তার।
গ্রামেতে প্রবেশ কোরে, একে একে ধোরে ধোরে,
ক্রমে সব করিবে আহার।
আর কিছু নাহি কোয়ে, বিমন বিস্ময় হোয়ে
ব্যাধ গিয়ে দূরে দাঁড়াইল।
তখনিই বাঘে ধোরে, বদন বিস্তার কোরে,
ঘাড় ভেঙ্গে বিনাশ করিল॥
খলের এ আচরণ, চোখে করি দরশন,
চমকিত কিরাত তনয়।
গ্রামে গিয়া মারে ঢোল, শুনে সেই মহা গোল,
সকলেরি প্রফুল্ল হৃদয়॥
ভুগিতে পাপের ফল, এইরূপে মরে খল,
আত্ম-হিত করে না বিচার।
বিশ্বাসের নহে স্থল, মসিনার পাক জল,
সেইরূপ খলের আচার॥

সিদ্ধান্ত ঃ

দিনকর যদি হয়, পশ্চিমে উদয়।
অমার নিশিতে যদি, শশী দৃশ্য হয়॥
বৃদ্ধের যদ্যপি হয়, যৌবন-সঞ্চার।
মৃত প্রাণী প্রাণ যদি, পায় পুনর্ব্বার॥
শিখরের শিরে যদি, ফুটে শতদল॥
কথনই, খল তবু, হবেনা সরল॥

হরিদ্রা'র চারু-রূপ, যদি হয় কালো।
জোনাকী, যদ্যপি ধরে, চন্দ্রিকার আলো॥
লোনায় যদ্যপি হয়, ফুলের সৌরভ।
কুপুত্রে যদ্যপি হয়, কুলের গৌরব॥
সুধাবৎ যদি হয়, সাপের গরল।
কথনই, খল তবু, হবেনা সরল॥

নয়নের দৃষ্টি গুণ, যদি পায় কাণ।
নয়ন যদ্যপি পায়, নাশিকার ঘ্রাণ
নাশায় যদ্যপি হয়, শ্রাবণের যোগ
চরণে যদ্যপি হয়, রসনার ভোগ॥
অগ্নির দাহক গুণ, যদি পায় জল।
কথনই, খল তবু, হবেনা সরল॥

অবাক্কের মুখ ফুটে, যদি স্বরে কাক।
সুমধুর মিষ্ট রব, যদি পায় বাক॥
পরম বৈষ্ণব ধর্ম্ম, বাঘ যদি ধরে।
ভেক যদি নলিনীর, মন বশ করে॥
যদি হয় জলবৎ, অনল শীতল।
কথনই, খল তবু, হবেনা সরল॥

বানরের ল্যাজ ঘুচে, যদি হয় নর।
মহীলতা যদি হয়, সর্পবিষধর॥
আঙারের কালো ঘুচে, যদি হয় শাদা।
অশ্বসম খরগতি, যদিপায় গাধা॥
অমৃত যদ্যপি হয়, মাখালের ফল।
কথনই, খল তবু, হবেনা সরল॥

চোর যদি সাধু হয়, যুধিষ্ঠির প্রায়।
শূকর ছাড়িয়া বিষ্ঠা, ক্ষীর যদি খায়॥
বার-বধূ, যদি হয়, সাবিত্রী সমান।
শৃগালে ধরিয়া যন্ত্র, যদি করে গান॥
গগনে যদ্যপি উঠে, ভূতল, নিতল।
কথনই, খল তবু, হবেন সরল।

আমির ভক্ষন-রোগ, যদি ছাড়ে বক।
দারুণ ঠকামি-রোগ, যদি ছাড়ে ঠক॥
ভাট যদি শ্রাদ্ধবাড়ী, তুষ্টি নাহি পাড়ে
আমলায়, মামলায়, ঘুস যদি ছাড়ে॥
হাকিম যদ্যপি পারে বিচারের ছল।
কথনই, খল তবু, হবেনা সরল॥

ভিক্ষা রোগ ছাড়ে যদি, ব্রাহ্মণ কাঙাল।
স্বভাবেতে সৎ হয়, যদ্যপি বাঙাল॥
ধনেতে লোভির লোভ, যদি নাহি বাড়ে।
পর রাজ্য হরা লোভ, রাজা যদি ছাড়ে॥
দলচক্রী বাঙালিরা, যদি ছাড়ে দল।
কথনই, খল তবু, হবেনা সরল।

নিশা যদি দিবা হয়, দিবা হয় নিশা।
স্বর্ণ সুবর্ণ সম, যদি হয় সীসা॥
সুমেরু যদ্যপি উড়ে, বায়ুর বাজনে।
সিন্ধু যদি শুষ্ক হয়, কীটের শোষণে।
রবি, শশী, খসি যদি, যায় রসাতল।
কখনই, খল তবু হবেনা সরল।

লবণজলধি যদি, সুধাজল ধরে।
নিম্ব যদি মধুময় ফল দান করে॥
ছাতারিয়া যদি শিখে, ময়ূরের নাচ।
কাষত-কনক কান্তি, যদি ধরে কাচ॥
করি যদি হরি বধে, শুড়ে করে বল।
কখনই, খল তবু হবেনা সরল॥

রাজপুত্রেরা কহিলেন, হে গুরো! খলচরিত্র শুনিয়া আমরা চরিতার্থ হইলাম, এইক্ষণে অপর কোনো সাধু সন্দর্ভের দ্বারা সুখী করুন।

ইতি হিতপ্রভাকর পুস্তকে হিতহার অন্তর্গত "সুহৃদ্ভেদ" নামক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্তঃ।

বিগ্রহ।

নৃপতিনন্দন।

পদ্য।

প্রণিপাত গুরুদেব, চরণে তোমার।
করিলেন বহুরূপে, সংশয় সংহার ॥
“মিত্রলাভ” “সুহৃদ্ভেদ,” কথা-সুধাধার।
পাইলাম উপকার, অশেষ প্রকার ॥
আমরা অধীন শিষ্য, রাজার তনয়।
বিগ্রহ শুনিতে মনে, ইচ্ছা অতিশয় ॥
কৃপা করি উপদেশ, করুন এখন।
শুনিয়া কৃতার্থ হোয়ে, পূজিব চরণ ॥

আচার্য্য।

সাধু সাধু রাজপুত্র, চিরজীবি হও।
সম্রাট ভূপাল হোয়ে, সদা সুখে রও ॥
যখন যাহাতে হবে, বাসনা বিশেষ।
তখন করিব আমি, সেই উপদেশ ॥
স্থির ধীর শাস্ত্রালাপে, অবিরত রত।
প্রিয়শিষ্য কোথা পাব, তোমাদের মত? ॥
বিশেষত আপনারা, ভূপতিকুমার।
শ্রবণ বিহিত বটে, বিগ্রহ-ব্যাপার ॥

রাজপুত্র।

সদয় হৃদয়ে প্রভু, বলুন বিশেষ।
মানস মোহিত করি, শুনে উপদেশ।

গুরু।

তবে শ্রবণ কর।

পদ্য।

মহোদধিদ্বীপে এক, সুখ সরোবর
সুচারু সোপান তার, অতি মনোহর ॥
শীতল সুমিষ্ট শিব*, সর্ব্বহিতকর।
প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়, তাহার ভিতর ॥
কমলে কমল শোভে, গন্ধে আমোদিত
তটেতে শীতল ছায়া, বৃক্ষ বিরাজিত ॥
“স্বর্ণমুখ” নামে এক, রাজহংসবর।
সুধীর সুশীল শান্ত, সর্ব্বগুণাকর ॥
সত্যপ্রিয় সেই সাধু, সরল অন্তরে।
সেই সুখসরোবরে, সুখে বাস করে ॥
সেখানেতে জলচর, পাখি আছে যত।
সদ্ভাবে সকলেতে, হোয়ে অনুগত ॥
আচার বিচার, আর, সাধু-ব্যবহারে।
রাজপদে অভিষিক্ত, করিল তাহারে ॥
দয়া, ধর্ম্ম, বিবেচনা, সত্য-আলাপন।
রাজার মতন তার, সকল লক্ষণ ॥

---

* শিব— জল।

রাজা যদি সুধার্ম্মিক, বিজ্ঞ নাহি হয়।
কোনোরূপে আর তার, রাজ্য নাহি রয়
অবিচারে অত্যাচারে, ঘটে অপযশ।
পরস্পর প্রজাগণ, নাহি থাকে বশ॥
পাইয়া প্রচুর পীড়া, প্রভুভক্তি যায়।
পশ্চাতে প্রমাদি হোয়ে, প্রমাদ ঘটায়॥
কাণ্ডারীবিহীন তরি, জলনিধি জলে।
দেখিতে দেখিতে যথা, যায় রসাতলে
রাজাহীন রাজ্য হয়, সেরূপ প্রকার।
একেবারে সমুদয়, যায় ছারখার॥
প্রজাদের রক্ষা করা, রাজব্যবহার।
প্রজারা করিবে সদা, উন্নতি রাজার॥
আগে চাই প্রজাদের, পালন রক্ষণ।
পরেতে বর্দ্ধন তবে, হয় প্রয়োজন॥
ব্যবহারে সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া।
হংসেরে করিল রাজা, সকলে মিলিয়া॥
রাজসিংহাসনে বসি, মরাল-মহীপ।
সুযশে করিল পূর্ণ, সন্তোষ সন্দ্বীপ॥
কোমল কমলদল, বিমল আসন।
একদিন তাহে বোসে, আছেন রাজন॥
পাত্র মিত্র পারিষদ, পণ্ডিত মণ্ডিত।
পরিজনে পরিপূর্ণ, সভা সুশোভিত॥
শাস্ত্রকথা সদালাপ, সাধু-সম্ভাষণ।
মহানন্দে মুগ্ধ তায়, মহীশের মন॥
হেনকালে হঠাৎ, হইয়া ত্বরান্বিত।
"কলহক" নামে বক, তথা উপনীত॥
বকেরে বলেন রাজা, প্রিয়কথা কোয়ে।
কোথা হোতে এলে বাপু, এত ব্যস্ত হোয়ে॥
কেমন্ তো আছ ভাল, কুশল তোমার?।
বলবল বল শুনি, শুভ সমাচার॥

বক কহিল।

ত্রিপদী

করপুটে লুটে পড়ি, ভূমিতলে গড়াগড়ি,
প্রণিপাত দিয়ে উপহার।
'কলহক' বক কয়, মহীপতি মহাশয়,
আছে এক গুপ্ত সমাচার॥
ঘটনা হয়েছে যাহা, খণ্ডন হবেনা তাহা,
কৃপা করি করুন শ্রবণ।
বিশ্রাম কোরিনি পথে, গতি-অশ্বে, পক্ষ-রথে,
এসেছি করিতে নিবেদন॥
দেশ-দরশন ছলে, কিছুকাল কুতূহলে,
ভ্রমিলাম দিগ্‌দিগন্তর॥
যাইলাম অবশেষে, ময়ূর রাজার দেশে,
দেবীদ্বীপ সুবর্ণশিখর॥
তথায় বিনোদ-বন, রাজ-অনুচরগণ,
বিচরণ করে চরাচরে॥
ক্রমে ক্রমে উত্তরিয়া, সেই বনে আমি গিয়া,
চোরে থাই এক সরোবরে॥
নানাজাতি পাখি যত, জিজ্ঞাসা করিল কত,
আসিয়া আমার সন্নিধানে।
বল বল কিবা 'নাম,' কোথায় তোমার ধাম,
কোথা হোতে আইলে এখানে?॥
জানিতে বাসনা তাই, বিনয়েতে বলি তাই,
কত দেশ করিলে ভ্রমণ?।
আকার প্রকার যত, বিদেশির মত মত,
এদেশেতে কেন আগমন॥
আমি তায় কহিলাম, সন্তোষ সন্দ্বীপে ধাম,
মম নাম সবারি গোচর।
"স্বর্ণগর্ভ" হংসবর, চক্রবর্ত্তী একেশ্বর,
আমি তাঁর প্রিয়-অনুচর॥

আমার একূপ ভাষে, জানিবার অভিলাষে,
তারা কহে, কহ সমাচার।
তোমাদের দেশ সেই, আমাদের দেশ এই,
কোন্ দেশ কিরূপ প্রকার ?॥
আচার বিচার আর, রাজরীতি ব্যবহার,
কিপ্রকার তথাকার হয় ?।
কিবা আছে অপরূপ, কেমন্ ধার্ম্মিক ভূপ,
প্রজাগণ কত সুখে রয় ?॥
আমি কহিলাম তায়, কি কথা বলিছ হায়,
তোমাদের এদেশ কি দেশ ?।
আমরা স্বর্গেতে রই, হংসরাজ বিশ্বজই,
স্বর্গপতি বাসব বিশেষ॥
কিসের সহিত কার, তুল্য করি তুলনার,
মুক্তা আর ঝিনুক যেমন।
কাচ আর স্বর্ণ যথা, সে দেশ, এ দেশ তথা,
উপমায় হইবে তেমন॥
মর্ত্ত্যভূমে সদা চর, পাপ-ভোগ কোরে মর,
সুখভোগে যদি থাকে আশ।
আমাদের দেশে তাই, চল তবে লোয়ে যাই,
পূরাইব প্রচুর প্রয়াস॥
আমার এ উপদেশ, শুনিয়া করিল দ্বেষ,
সবিশেষ না করি বিচার।
মূঢ় যেই এ সংসারে, উপদেশ দিলে তারে,
ঘোটে থাকে একূপ প্রকার॥
ভুজঙ্গেরে দুগ্ধ দিয়া, না হয় কুশল-ক্রিয়া,
মন্দ ঘটে ধরা আছে স্থির।
অবোধে কহিলে হিত, ফল হয় বিপরীত,
বোলেছেন পণ্ডিত সুধীর॥
শুভকর কথা যাহা, সুবোধে কহিলে তাহা,
উভয়ের পূরে অভিলাষ।
অবোধ বানরগণে, হিতকথা বিতরণে,
পাখিদের হোলো সর্ব্বনাশ॥

হংসরাজ কহিলেন।

পদ্য।

মূঢ় জনে উপদেশ, না করিবে দান।
পাত্র-ভেদে ব্যবহার, বিহিত বিধান॥
উপমার স্থল তার, পেয়েছ কেমন ?।
বাপু, বক, বল তবে, শুনি বিবরণ॥
উপদেশ দান করি, যত কপিগণে।
পাখিদের সর্ব্বনাশ, হইল কেমনে ?॥

বক কহিল।

নিরমল নীরময়, নর্ম্মদার তট।
বহুকেলে বৃক্ষ তথা, বড় এক বট॥
সেই গাছে পরিজন, লোয়ে নিজ নিজ।
বাসা বেঁধে বাস করে, নানাজাতি দ্বিজ॥
ফল, রস, জল আদি, স্বভাবে সঞ্চার।
চির সুখে নিত্য করে, আহার বিহার॥
পাল পাল বানর, বানরী, বনে চরে।
উপ্ আপ্, দুপ্ দাপ্, মাতামাতি করে॥
একদিন দিবাভাগে, বরষা সময়।
হইল গগন-দেশে মেঘের উদয়॥
ঘন ঘন ঘন-ঘোর, গভীর গর্জ্জন।
নাদে মনো ভয়ঙ্কর, বাজের তর্জ্জন॥
থেকে থেকে চপলার, চাক্ চিক্ চকি।
বোধ হয়, প্রকৃতি ঢুকিছে, চকু মকি॥
ঝুপাই ঝুপাই ঝুপ্, উপরের ঝাপি।
ঝপাং ঝপাং ঝপ্, বাতাসের ডাক্॥
ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝর্, টুপ্ টুপ্ টাপ্।
ক্রমেতে মুষল-ধার, অনর্গল ঝাপ্।
এক পাল বানর, বসিয়া তরুতলে।
বাত বৃষ্টি সহ্য করি, ভিজিতেছে জলে॥

শাখি হোতে পাখিগণ, হইয়া সদয়।
কপিকুলে কহিতেছে, করিয়া বিনয়॥
"কেন ভাই সকলেতে, ভিজে হও সারা?
শরীরে সহিয়া কষ্ট, যাবে শেষ মারা॥
এসো এসো এসো সব, আমাদের কাছে।
সুখেতে করিবে বাস, ভাল বাসা আছে॥"
একেতো, বানর, তাহে, বুদ্ধি-বিপরীত।
উপদেশে; দ্বেষ করি, কোপেতে কম্পিত॥
মনে মনে সবে করে, এরূপ বিচার।
হুঁ হুঁ, এই পাখিদের, এত অহঙ্কার?॥
আমাদের নিন্দা করে, জলে ভিজি বোলে।
মর্, মর্, এ জলেতো, যাবনাকো গোলে॥
এখন্‌তো তারা নাই, চুপ্‌মেরে থাকি।
কিচ্ মিচ্ করুক্, মরুক্, সব পাখি॥
আগেতে ধরুক্ জল, দেখিব তখন্।
আছেন্ সুখেতে বটে, বাঁচেন্ কেমন?॥
তখনি কিঞ্চিৎ পরে, জল গেল ধোরে।
গাছেতে মারিল লাফ্, দুপ্ দাপ্ কোরে॥
নিবিড়-নির্ম্মিত নীড়, না রাখিল আর:
হাতে, দাঁতে, ছিঁড়ে, কেটে, করে ছার খার॥
যে সব প্রসব করি, ডিম্ব রেখেছিল।
মর্ কট্, ছর্ কট্, সব ফেলে দিল॥
কুশলের কথা কোথা, ফল শেষ তার।
বাসের ব্যাঘাত হোয়ে, প্রাণে বাঁচা ভার॥
নিবেদন করি তাই, নৃপ মহাশয়।
মূঢ়-জনে হিত-কথা, বিহিত না হয়॥

হংসরাজ কহিলেন।

ময়ূর-রাজের যত, অনুচরগণ।
কুপিত হইল শুনে, তোমার বচন॥
পরে তার, কি প্রকার, ব্যাপার ঘটিল?।
রাগবশে ব্যবহার, কিরূপ করিল?॥

কলহক কহিল।

সকলেরি ভাঙা-মন, রাগে রাঙা আঁখি।
ঠাঙা ধোরে এলো যত, ডাঙা-বাসি পাখি॥
কহিল প্রকোপ করি, প্রকাশিয়ে বল।
কোথাকার রাজা "হাঁস" বল্ ব্যাটা বল্?॥
কারে তুই "রাজা" কোস্, এ যে তোর ভ্রম?
কোথা হোতে পেলে সেটা, রাজ-পরাক্রম॥
দেখে শুনে ব্যলীকের, এত আস্ফালন।
আমিও দিলাম তার, মুখের মতন॥
কহিলাম ঠোঁট-নেড়ে, কোরে কত ভূর্।
কোথা হোতে রাজা হোলো তোদের ময়ূর?॥
রাজ-পরাক্রম তার, হোলো কি প্রকারে?।
রাজ-পদে অভিষেক, কে করিল তারে?॥
চাহিল আমায় তারা, করিতে বিনাশ।
আমি করিলাম নিজ, প্রভাব প্রকাশ॥
নারীদের লজ্জা যথা, প্রধান-ভূষণ।
অলাজ তেমনি হয়, দারুণ দূষণ॥
রমণীর এই লাজ, বিধান সদাই।
কিন্তু এক কাল-ভেদে, নিলজ্জতা চাই॥
পতি-সহ রতিরস, আলাপ যখন।
লজ্জাহীনা হোতে হবে, সতীকে তখন॥
সেইরূপ পুরুষের, ক্ষমা অলঙ্কার।
যার চেয়ে মনোহর, ভূষা নাই আর॥
কাল-ভেদে সেই ক্ষমা, সুবিহিত নয়।
সময়েতে বাহুবল, বিস্তারিতে হয়॥
যাবদবধি শত্রু সব, প্রবল না হয়।
তদবধি ক্ষমাগুণ, মনে যেন রয়॥
বিপক্ষের দল-বল, প্রবল যখন।
বিক্রম বিস্তার করা, বিহিত তখন॥

মরাল-মহীপ হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন।

নিজ আর পর-বল, দেখিয়া যে জন।
ভিতরের ভাব নাহি, করে নিরূপণ॥
কথায় কলহ করি, বিবাদ ঘটাবে।
বিপক্ষের বাক্য ব্যথা, পাবেই সে পাবে॥
বাঘ-ছালে গাত্র মোড়া, গাদা যে প্রকার।
আপনার বাক্য-দোষে, হইল সংহার॥
সেইরূপ এজগতে, কটুভাষি যারা।
বচনের দোষে শুধু, মারা পড়ে তারা॥

বক বলিল।

প্রণিপাত করি প্রভু, কমল-চরণে।
বাক্য দোষে সেই গাদা, মরিল কেমনে?॥
কিসেতে হইল তার, মরণ ঘটনা।
বিস্তারিত বিবরণ, শুনিতে বাসনা॥

মহারাজ কহিলেন।

নদী-তীরে, নন্দন-নগরে, নিকেতন।
রাজীব নামেতে এক, রজক-নন্দন॥
প্রাতে উঠে ঘাটে যায়, গাদা এক নিয়া।
সন্ধ্যাকালে ঘরে আসে, কাপড় কাচিয়া॥
কিছু কিছু কড়ি পায়, মনিবের ঘরে।
কোনোরূপে, গোচে গাচে, দিনপাত করে॥
সেই গাদা, রজকের, অধীনেতে রোয়ে।
দিন দিন হয় ক্ষীণ, মোট বোয়ে বোয়ে॥
খেটে খেটে হোলো শেষ, অস্থি চর্ম্ম সার।
উঠিবার শক্তি আর, রহিলনা তার॥
সজীব রাখিতে তারে, রাজীব তখন।
মনেতে করিল এক, যুক্তি নিরূপণ॥
বাঘের চামেতে করি, দেহ আচ্ছাদন।
শস্যময় ক্ষেত্রে গিয়া, করিল স্থাপন॥
দূরে হোতে দৃষ্টি করি, অতিশয় ত্রাসে।
বাঘ বোধে চাসা তার, নিকটে না আসে॥
দিবানিশি ইচ্ছামত, ভোগ পেয়ে পেয়ে।
মরা গাদা বেঁচেগেল, ধান খেয়ে খেয়ে॥
ক্রমেই বাড়িছে বল, নাহি খাটাখোটা।
হোলো সেটা অতিশয়, গাঁটাগোঁটা মোটা॥
চাসার আশার ধন, ভোগ নাহি হয়।
যুক্তিযোগে করে সবে, উপায় নির্ণয়॥
কেশব নামেতে এক, কৃষক-কুমার।
ভাবিতেছে কিসে করি, শার্দ্দূল সংহার॥
গাদীর চামের মত, কম্বল আনিয়া।
তাহাতে কৌশল করি, শরীর ঢাকিয়া॥
রাখিল ধনুক তীর, করিয়া গোপন।
গাদা ব্যাটা কি বুঝিবে, তাহার কারণ॥
দূরে-হোতে সেই মূর্ত্তি, করি দরশন।
গর্দ্দভী হইল জ্ঞান, গাদার তখন॥
ছাড়িয়া ভীষণ রব, রতিভোগ চেয়ে।
ব্যস্ত-হোয়ে মস্তরাম, আইলেন ধেয়ে॥
সে রবে গর্দ্দভ জেনে, করিয়া আঘাত।
তখনি কৃষক তারে, করিল নিপাত॥
কটুভাষ ভাল নয়, বলি আমি তাই।
মুখের দোষের চেয়ে, দোষ আর নাই॥
নীরবে থাকিয়া গাদা, যদি খেতো ধান।
এরূপে কখনো তার, যেতোনাকো প্রাণ॥
এখন এ বাক্যে তার, নাহি প্রয়োজন।
তার পর কি হইল, কহ বিবরণ॥

কলহক বক কহিল।

ত্রিপদী।

পরে সেই পাখি যত, কলরব করে কত,
কোপানলে সকলেই জ্বলে।

বেঁধে সব জোট্‌পাট্‌, চোট্‌পাট্‌ মালসাট্‌,
মার্‌ মার্‌ কাট্‌ কাট্‌ বলে॥
কেহ বলে আমি খাই, ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খাই,
রাখা নয় আর ক্ষণকাল।
কেহ বলে মেরে লাতি, ভাঙ্গিব বুকের ছাতি,
চড় মেরে ভেঙে দিব গাল॥
সে কথায় কেহ কয়, প্রাণে মারা বিধি নয়,
ল্যাজ কেটে কোরে দিই বেঁড়ে।
কেহ কহে ছুরি আন্‌, কেটে নিই নাক্‌ কাণ,
সাজা দিয়ে দিই এরে ছেড়ে॥
খাখাইয়ে চূণ কালী, আগে দিয়ে হাততালি,
কুলার বাতাস দেও শেষে।
মনোহর মূর্ত্তি ধরি, নটবর সজ্জা করি,
কালামুখ নিয়ে যাক্‌ দেশে॥
দেশে নাহি অন্ন পায়, পেটের দারুণ দায়,
কত কষ্টে এখানেতে এসে।
আমাদের চরে চরে, আমাদের খায় পরে,
আমাদেরি নিন্দা করে শেষে॥
ওরে রে, বঞ্চক বক্‌ তুই ব্যাটা হ্যাঁটা ঠক্‌,
প্রতারক পাষণ্ড পামর।
যত-দূর মুখ তোর, তত-দূর কথা জোর,
মর মর আ মর আ মর॥
আমাদের অধিপতি, জ্ঞানকল্পে বৃহস্পতি,
মহামতি ধর্ম্ম অবতার।
যার আছে শুভকর্ম্ম, পূর্ব্বের সঞ্চিত ধর্ম্ম,
সেই এসে পূজা করে তাঁর॥
আমরা সকল পাখি, রত্নময়-দেশে থাকি,
সুখভোগ অশেষ বিশেষে।
কি বলিস্‌ হরি হরি, স্বর্গ-সুখ পরিহরি,
যাব মরে তোদের সে দেশে॥
তোদের যে রাজহংস, স্বভাবে দুর্ব্বল-বংশ,
রাজা হবে কিরূপ প্রকার।
নিতান্ত যে মূঢ় হয়, ভূপতির যোগ্য নয়,
কিসে হবে রাজ্যে অধিকার॥
সহজে দুর্ব্বল যেই, রাখিতে পারেনা সেই,
আপনার করস্থিত ধন।
কার বলে বল লোয়ে, কি সাহসে রাজা হোয়ে
সে করিবে পৃথিবী শাসন॥
তুই নিজে নীচ হোস্‌, তাই তারে বড় কোস্‌,
রোস্‌ রোস্‌ দুষ্ট দুরাচার।
হিক্‌ হিক্‌ থিক্‌ থিক্‌ পিক্‌ পিক্‌ ধিক্‌ ধিক্‌,
অধিক্‌ কি কব তোরে আর?॥
যেমন কূপের ব্যাঙ, কূপেতেই নাড়ে ঠ্যাঙ,
তোর দশা ঘটেছে তেমন।
হীন-দেশে নিয়ে-যেতে, হীন-সেবা করাইতে,
উপদেশ দিস্‌ সে কারণ॥
স্বভাবে যে তরু হয়, ফল আর ছায়াময়,
তার সেবা করাই উচিত।
দৈবাৎ না হোলে ফল, তাহে কিবা ক্ষতি বল,
ছায়া-সুখে কে করে বঞ্চিত॥
মহৎ, যে, গুণনিধি, তাঁর উপাসনা বিধি,
হীন-সেবা বিধি নয় নয়।
শুঁড়ি যদি নিজ করে, গোরস বহন করে,
কেহ তাহা করেনা প্রত্যয়॥
প্রকাশেতে দুগ্ধ বয়, হেসে লোক মদ্য কয়,
নীচ-সঙ্গ দোষের আধার।
গুণবান সাধু যাঁরা, হীন-সঙ্গি হোলে তাঁরা,
গুণ-জ্ঞান না হয় প্রচার॥
গঙ্গার বিমল-বারি, ত্রিকুলপবিত্রকারি,
সেই বারি আনিলে যবন।
সঙ্গ-দোষে নষ্ট হয়, আর কি পবিত্র রয়,
কেহ তাহা করেনা গ্রহণ॥

হাতির প্রকাণ্ড দেহ, সমুখে দর্পণ দেহ,
প্রতিবিম্ব ক্ষুদ্র হবে তার।
আধার আধেয়-ভাব, আছে যার অনুভাব,
সেই জন বুঝে মাত্র সার॥
আশ্রয়-জনের দোষে,আশ্রিতেরদোষঘোষে,
সুনাম সুযশ হয় নাশ।
বড়-গুণে গুণময়, সে গুণ গোপন রয়,
শুধু পায় হীনতা প্রকাশ॥
রাজা হোলে বলবান, অধীনের কত মান,
নামের দোহাই দিয়ে তরে।
শশাঙ্ক সম্বন্ধ-ছল, প্রকাশিয়া চন্দ্র-বল,
শশকেরা সুখে বাস করে॥

হে মহারাজ! এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, শশাঙ্ক-সম্বন্ধরূপ ছলনাদ্বারা কি সূত্রে সেই শশক সমূহ অদ্যাপি সম্মান সহকারে সুখে বাস করিতেছে? আমার এতৎ প্রস্তাবে সেই বিপক্ষ পক্ষিগণ এইরূপ উত্তর করিল।

যথা।

দৈবযোগে একবার, বরষা সময়।
ঘোর রিষ্টি, যায় সৃষ্টি, বৃষ্টি নাহি হয়॥
কাননের জলাশয়, শুখাইল সব।
জলাভাবে পশু পাখি, করে হাহারব॥
যূথ যূথ হস্তি যত, প্রকাণ্ড শরীর।
ছুটে ছুটে বেড়াতেছে, হইয়া অস্থির॥
গজরাজ নিকটেতে, করিয়া গমন।
একে একে সকলেতে, করে নিবেদন॥
জলকষ্টে বাঁচিনে-তো, প্রাণ যায় যায়।
কহ কহ, করিরাজ, করি কি উপায়?॥
আকাশে দেখিনে আর, নীরদের জল।
কিরূপেতে বাঁচে তবে, দ্বিরদের দল॥
প্রজাদের দুখ দেখে, হইয়া কাতর।
যূথপতি করে গতি, বনের ভিতর॥
কিছু দূরে গিয়ে দেখে, রম্য-সরোবর।
তাহাতে অগাধ জল, রয়েছে বিস্তর॥
করিগণে, ডেকে এনে, কহে হাস্য-মুখে।
এই জলে স্নান কর, পান কর সুখে॥
তদবধি কিছুদিন, সেই সরোবরে।
কুঞ্জর কলাপ এসে, স্নান পান করে॥
পুকুরের পাড়ে চরে, শশকের দল।
চিরকাল সুখে তারা, খায় সেই জল॥
ছোটো ছোটো ছানা যত, চরিত তথায়।
হাতির লাতির ঘায়ে, গুঁড়ো হোয়ে যায়॥
পুত্রশোকে নিরন্তর, নেত্রে ঝরে জল।
শোকে তাপে পুড়ে মরে, শশক সকল॥
পরস্পর যুক্তি করে, মলিন হইয়া।
বারণে বারণ করি, কেমন করিয়া?॥
হস্তি-মূর্খ বোলে লোকে, গায় অপযশ।
কখনো হবেনা এরা, বিনয়ের বশ॥
এরূপ করিয়া যদি, নিত্য আসে সবে।
অচিরাৎ বংশ ধ্বংস, হোয়ে যাবে তবে॥
বিজয় নামেতে এক, শশক চতুর।
বলে সবে স্থির হও, দুঃখ কর দূর॥
উপায় থাকিতে কেন, চিন্তা কর ভাই?।
আমি বাঁচাইব কুল, ভয় নাই নাই॥
বুদ্ধি যদি হয় মম, সাহসের সাতি।
ইন্দ্রদেবে বেঁধে আনি, কোন্ তুচ্ছ হাতি।
কুলদেব যিনি তাঁর, দোহাই দোহাই।
আশীর্ব্বাদ কর সবে, আমি তবে যাই॥

যদ্যপি মরিতে হয়, বিপক্ষের হাতে।
যায় যাক্ যাবে প্রাণ, ক্ষোভ নাই তাতে॥
রণে মরি কিম্বা মারি, উভয় ঘটনা।
জগতে রহিবে তায়, যশের রটনা॥
এত-বলি সাহসেতে, বিজয় তখন।
দুর্গা বোলে যাত্রা করি, করিল গমন॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া যায়, বনের ভিতর।
লোকে বলে "কোথা কাণ্ডে" সাহসেতে ভর॥
মনে মনে ভাবিতেছে, কি করি এখন।
রক্ষা কর ভগবান, লজ্জা নিবারণ॥
বিপদের বন্ধু তুমি, শ্রীমধুসূদন।
বিপদ লঙ্ঘন কর, বিপদভঞ্জন॥
পাল পাল যাবে হাতি, এই পথ দিয়া।
নিকটে দাঁড়াব আমি, কেমন করিয়া?॥
লোকমুখে এইরূপ, আছি অবগত।
স্পর্শ করি নাশ করে, করি-কুল যত॥
ভয়ঙ্কর বিষধর, কালসর্প যারা।
আঘ্রাণের ছলযোগে, নষ্ট করে তারা॥
জনমাঝে জনরব, রয়েছে প্রকাশ।
পালনের ছল করি, রাজা করে নাশ॥
আর যত দুরাচার, দুষ্ট দুরাশয়।
হাস্য পরিহাস ছলে, প্রাণ হোরে লয়॥
অতএব এ ভাবেতে, থাকা নয় নয়।
চোখোচোখি, হোলে পরে, কি জানি কি হয়॥
বুদ্ধিবলে করি এক, উপায় নির্ণয়।
শিখরের শেখরেতে, চড়িল বিজয়॥
হস্তিযূথ যে সময়ে, করিছে গমন।
আকাশ-বাণীর মত, কহিছে বচন॥

লঘু-ত্রিপদী।

ওহে গজপতি, তুমি মহামতি,
অতিশয় গুণধর।
বিশেষ বচন, করি নিবেদন,
দাঁড়ায়ে শ্রবণ কর॥
ধার্ম্মিক জানিয়া, গৌরব মানিয়া,
বলিতে এসেছি তাই।
আচার বিচার, দয়া ধর্ম্ম আর,
সাধু-ব্যবহার চাই॥
দয়া আছে যার, সেই হয় সার,
তার যশ গায় সবে।
পরের পীড়ন, না করে যে জন,
সে জন সুজন ভবে॥
এই সব করি, সহচর করি,
তুমি হও করিবর।
হয়েছ প্রধান, পেয়ে প্রতিপান,
অবিধান কেন কর?॥
শশক বচন, করিয়া শ্রবণ,
স্তুতি করি করী কয়।
কি তোমার নাম, কোন্ দেশে ধাম,
বল বল মহাশয়॥
থাকো কোন্ বনে, কিসের কারণে,
এখানে হইল আসা?।
কিসের কারণ, এত সম্ভাষণ,
মনেতে কি আছে আশা?॥
করিয়া বিনয়, কহিছে বিজয়,
নিজ পরিচয় কই।
শশি শশ-স্বামি, সাধুপথ-গামি,
তাঁর দূত আমি হই॥
অনুমতি বোয়ে, উপদেশ লোয়ে,
এসেছি তোমার কাছে।
দূত যেই হয়, তার নাহি ভয়,
অভয় সদাই আছে॥
অতি কোপ-ভরে, দূতের উপরে,
অসি ধোরে যদি রয়।

তথাচ সে দুত, হোয়ে ভয়যুত,
মিছে কথা নাহি কয়॥
এসেছি হেথায়, বলিতে তোমায়,
চাঁদ-বদনের উক্তি।
বুঝিবে যেমন, করিবে তেমন,
বিচারে যে হয় যুক্তি
দেখ করিবর, এই সরোবর,
মনোহর শোভাকর।
এর অধিপতি, সেই জ্যোতিপতি,
যশধর শশধর॥
সকল শশক, ইহার রক্ষক,
এই খানে করি ধাম।
শশকের রাজ, তাই দ্বিজরাজ,
পেলেন শশাঙ্ক নাম॥
তোমরা সকলে, এসে এই জলে,
উঠালে সবার বাস।
বেগে এলো ধেয়ে, লাতি খেয়ে খেয়ে,
শশক হইল নাশ॥
দুধের কুমার, ছিল যে, আমার,
নাশিলে হইয়ে বাদী।
হারায়ে "খুকুয়ে" আসিয়ে পুকুরে,
উকুরে ফুকুরে কাঁদি॥
দেখিয়া তোমার, এরূপ প্রকার,
অন্যায় ব্যাপার যত।
কোপে ক্রোধাকর, হোয়ে নিশাকর,
কহিলেন এই মত॥
এই সরোবরে, গতি নাহি করে,
বল গিয়ে গজবরে।
না শুনে বারণ, বধিব বারণ,
নিবারণ কেবা করে॥
করিবর ভাই, বলি আমি তাই,
যাহাতে সকলি রহে।
তিনি হন চাঁদ, তাঁর সহ বাদ,
উচিত তোমার নহে॥
যদি হে বারণ, না শুন বারণ,
ধর ধর রণবেশ।
কেহ না বাঁচিবে, সকলে মরিবে,
প্রমাদ ঘটিবে শেষ॥
করি যোড়-কর, কহে করিবর,
না জেনে করেছি দোষ।
প্রণাম আমার, ইথে যেন তাঁর,
মনে নাহি হয় রোষ॥
দোহাই দোহাই, জেনে করি নাই,
অনুকুল হোন্ প্রভু।
এরূপ প্রকার, নীচ-ব্যবহার,
করিবনা আর কভু॥

পদ্য।

বারণের বাক্য শুনে, বলিছে বিজয়।
হয়েছে তোমার মনে, বোধের উদয়॥
প্রভুর শ্রীপদে ভবে, প্রণাম করিয়া।
বিদায় হইয়া যাও, প্রসাদ লইয়া॥
নিশাকালে সেই জলে, করিয়া কৌশল।
দেখাইল চঞ্চলিত, চাঁদের মণ্ডল॥
বলে দেখ যূথরাজ, হোয়ে অতি স্থির।
কোপেতে কাঁপিছে ওই, শশির শরীর॥
উর্দ্ধমুখে বলে "নাথ" কর দরশন।
করীন্দ্র করিছে পূজা, তোমার চরণ॥
অপরাধ ক্ষমা "প্রভু" করুন্ এবার।
হেন কর্ম্ম পুনর্ব্বার, করিবেনা আর॥
কিছু মাত্র না বুঝিয়া, শশকের ছল।
ভয় পেয়ে পলাইল, কুঞ্জরের দল॥

তাই বলি, যে, ভূপাল, নিজে বলবান
তাহার অধীনে থাকা, বিহিত বিধান ॥
ওরে দাস, তোর হাঁস, সহজে দুর্ব্বল।
হাঁসের অধীন হোলে, কি হইবে ফল ? ॥
অহঙ্কার কোরে শেষ, কহিলাম আমি।
মহাবল পরাক্রম, আমাদের স্বামি ॥
ত্রিলোকের আধিপত্য, যোগ্য হয় যার।
তার কাছে ক্ষুদ্র এক, রাজ্য কোন্ ছার ॥
পরেতে আমায় তারা, পাশবদ্ধ কোরে।
শিখিরাজ সন্নিধানে, নিয়ে গেল ধোরে ॥
কহিল আমায় দেখে, শিখি-নৃপবর।
কোথা হোতে এলো এই, পাখি-জলচর ? ॥
রাজারে প্রণাম করি, পক্ষিগণ কয়।
দাম্ভিক* দুর্জ্জন এটা, দুষ্ট দুরাশয় ॥
সন্তোষসন্দ্বীপে ধাম, নাম "কলহক"।
মরাল রাজার প্রজা, জলচর বক ॥
এই অধিকারে এসে, করিছে চরণ।
নাহি লয় আপনার, চরণ শরণ
অহঙ্কারে এত মত্ত, নাহি মাত্র ভয়
শ্রীপদের নিন্দা করি, কটু কথা কয় ॥

অপিচ পক্ষিদিগের এই কথা শ্রবণ করিয়া ময়ূর-মহারাজের প্রধান মন্ত্রী "গৃধ্র" আমাকে প্রিয়-বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে বক ! তোমারদিগের সেই হংসরাজের প্রধান কর্ম্মচারি প্রিয়-মন্ত্রী কোন্ ব্যক্তি ? তাঁহার নাম কি ?

এই কথা শুনিয়া আমি কহিলাম।—আমাদিগের রাজমন্ত্রী সর্ব্বজ্ঞ নামক "চক্রবাক" মহাশয়, তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব-শাস্ত্রজ্ঞ মহাবিজ্ঞ, সুনীতিজ্ঞ।

গৃধ্রমন্ত্রী কহিলেন।

হাঁ, জানিলাম, সেব্যক্তি মন্ত্রিপদের যথার্থরূপ যোগ্যপাত্র বটে, যেহেতু স্বদেশজাত।

যে ব্যক্তি সদ্বংশোদ্ভব স্বদেশজাত, সেই ব্যক্তিই মন্ত্রিত্ব-পদের যথার্থরূপ যোগ্যপাত্র।— যে ব্যক্তি লোভশূন্য, সন্তোষচিত্ত উৎকোচ গ্রহণে-বিরত, সেই ব্যক্তিই মন্ত্রিত্ব-পদের যথার্থরূপ যোগ্যপাত্র।— যে ব্যক্তি ব্যভিচাররূপ-দোষবিহীন, ব্যসনহীন, আলস্য রহিত, উদ্যোগী-পুরুষ, সেই ব্যক্তিই মন্ত্রিত্বপদের যথার্থরূপ যোগ্যপাত্র।— যে ব্যক্তি সুপবিত্র মন্ত্রদাতা সুনীতিজ্ঞ ব্যবহারজ্ঞ, সেই ব্যক্তিই মন্ত্রিত্ব-পদের যথার্থরূপ যোগ্যপাত্র।— এবং যে ব্যক্তি সুবিখ্যাত সুপণ্ডিত ও সম্পত্তি-সঞ্চয়ে সংপূর্ণরূপ সামর্থ্যশালী, সেই ব্যক্তিই মন্ত্রিত্ব-পদের যথার্থরূপ যোগ্যপাত্র।

* দাম্ভিক। দম্ভ

পদ্য।

...জন, ধনলোভ, মনে কভু ধরে না।
...র করুণা বিনা, অন্য আশা করে না॥
...-কণ্ঠে কালকুট, কোনোখানে চরে না।
...নো কালে কখনই, শুভ্র-শোভা হরে না।

পরে সেই রাজা কহিলেন।

এই কর্ম্মের উপযুক্ত কেবল শুক-ই দেখিতেছি।— অতএব তাহা-ই প্রেরণ করা যাউক।— ওহে ...! তুমি এই বকের সহিত সেখা- গমন করিয়া আমারদিগের বা-...বিষয় সকল ব্যক্ত করিয়া এসো।

শুক কহিল।

মহারাজের শ্রীমুখের আজ্ঞা শি-...রোভূষণ করিতে হইবে। কখনই ...ঘন করিবার নহে। কিন্তু এই ...ক অতি ধূর্ত্ত, দুষ্ট-লোক, একারণ ...হার সহিত আমি গমন করিবনা। ...নমা সঙ্গদোষ বড় দোষ।

পদ্য।

...ন কুকর্ম্ম দোষে, করে ঘোর পাপ।
...হেতু সুজনের, ঘটে তায় তাপ॥
...মের জানকী হোরে, লইল রাবণ।
...তিবাসি জলধির, হইল বন্ধন॥
...ই বলি শঠ-সঙ্গে, বাস বিধি নয়।
...ন করিলে পরে, সর্ব্বনাশ হয়॥
...ম এক বাস করি, কাক-সন্নিধানে।
হিংস কোরে মারা গেল, পথিকের বাণে॥
বালিহাঁস কাক ..., করিয়া গমন।
বিনা দোষে গোপ-হস্তে, হইল নিধন॥

মহারাজ তবে শ্রবণ করুন!

জয়পুর ক্ষেত্রে এক, জামবৃক্ষ পরে।
কাকের সহিত এক, হাঁস বাস করে॥
একদিন গ্রীষ্মকালে, পান্থ একজন।
কার্য্যবশে সেই পথে, করিছে গমন॥
খরতর রবিকর, সহ্য নাহি হয়।
সেই তরুতলে গিয়া লইল আশ্রয়॥
তীর ধনু ভূমে রেখে, শয়ন করিল।
পাইয়া শীতল ছায়া নিদ্রিত হইল॥
পতি সথা গতি করে, তথা যায় জায়া।
ক্ষণপরে মুখ হোতে, শোরে গেল ছায়া॥
মরাল বিহঙ্গ নিজে, দয়াশীল হয়।
দেখে হোলো তার মনে, দয়ার উদয়॥
তপনের তপ্ত তাপ, করিতে সংহার।
পক্ষ হোয়ে নিজ পক্ষ, করিল বিস্তার॥
পথিকের এইরূপ, দেখে নিদ্রা-সুখ।
বায়সের বুক ফাটে, মনে ঘোর দুখ॥
বলে "বাটা, বড় সুখে, করেছ শয়ন।
এ সুখ কেমন সুখ, দেখাই এখন"॥
এত বলি তার মুখে, ত্যাগ করি মল।
থপ্ কোরে, কিছু দূরে, উড়ে গেল খল॥
ঘুম ভেঙে, উকি মেরে, চেয়ে দেখে গাছে
ডালের উপরে এক, হাঁস বোসে আছে॥
ভাবিলেক, এই কর্ম্ম, করিয়াছে হাঁস।
তীর মেরে তখনি, করিল, তারে নাশ॥
সঙ্গদোষে এইরূপ, সর্ব্বনাশ হয়।
এই বক, অতি ঠক, সঙ্গ যোগ্য নয়॥

পরে শুকপক্ষী কহিলেন।

হে রাজন্! হংসরাজের সেই দ্বীপ অতি সামান্য দ্বীপ, আমারদিগের এই মেবীদ্বীপের ক্ষুদ্র একটী শাখা মাত্র, তথায়ও শ্রীমন্ময়ূররাজের শ্রীপাদপদ্মের পরিপূর্ণরূপ প্রভুত্ব আছে।

অনন্তর শুকের এই বাক্যে শিখিরাজ কহিলেন, ইহাই সম্ভব বটে।

পরে আমি কহিলাম।

পদ্য।

রাজা আর অবিবেকি, মূঢ়-শিশুগণ।
মেদমদে মত্ত, আর, প্রমত্ত যেজন॥
তে এদের কথা, পরাভব ভাষা।
যে ধন পাবার নয়, তারে করে আশা॥
জন্মাবধি হয় নাই, যাতে অধিকার।
যখন তাতেই করে, এত অহঙ্কার॥
তখন-তো কথা নাই, তাদের বচনে।
সকলি করিতে পারে, হস্তগত-ধনে॥
কেবল বচনে যদি, হয় অধিকার।
এর চেয়ে উপহাস, কিছু নাই আর॥
আমাদের রাজ্যে যদি, শিখিরাজ স্বামী।
এদেশের রাজা হংস, বলি তবে আমি॥
আমার বচনে শুক, কহিল তখন।
কি বল এখন তুমি, কি বল এখন॥
শেষ আমি কহিলাম, করি অহঙ্কার।
কি বলিব শুক, তোরে, কি বলিব আর?॥
বচনে যদ্যপি চাও, হইতে প্রবল।
যুদ্ধ করি দেখ তবে, কার কত বল?॥

ময়ূররাজ কহিলেন।

আপন রাজারে বল, হইতে প্রস্তুত।

আমি কহিলাম।

পাঠাও পাঠাও তবে, আপনার দূত॥

পরে শিখিরাজ কহিতেছেন।

হে সভাসদ্গণ! এইক্ষণে যুদ্ধ করাই বিধেয় হইতেছে, দূত পদে নিযুক্ত করিয়া কোন্ ব্যক্তি প্রেরণ করা কর্ত্তব্য, সকলে বিবে[illegible] করিয়া বল দেখি? একর্ম্ম সা[illegible] লোকের কর্ম্ম নহে। বিদ্যা [illegible] বুদ্ধি চাই, সাহস চাই, বক্তৃত[illegible] চাই, ক্ষমতা চাই, বহুদর্শিতা ক্ষমা চাই, ধৈর্য্য চাই, ইত্যাদি প্রকার গুণ চাই। সর্ব্ব-বিষয়ে পূর্ণ হইবে, অনুরক্ত হইবে, শুচি[illegible] বে, পরধর্ম্মবেত্তা হইবে, কল্পনা[illegible] শক্তি-দ্বারা ভবিষ্যৎ হিতাহিত [illegible] করিতে পারিবে, এতাদৃশ ব্যক্তি কেবল দূতের যোগ্য।

শিখীশ্বরের এই বচনে [illegible] কহিলেন। অনেকেই দূত [illegible] বটে, কিন্তু এই কর্ম্মে ব্রাহ্মণকে দূতের পদে অভিষিক্ত করিয়া প্রে[illegible] করা কর্ত্তব্য হইতেছে। যথা—

মহারাজ! সঙ্গদোষের কথা এই তো কহিলাম, পরন্তু শঠ-সঙ্গে গমনের যে দোষ, তাহা নিবেদন করি, অনুকম্পা পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ করুন।

যথা।

পদ্য।

ভগবান গরুড়ের, যাত্রার উৎসব।
সিন্ধুতটে চলিয়াছে, পক্ষিকুল সব॥
দুষ্ট এক দাঁড়কাক, যায় সেই স্থলে।
শিষ্ট এক পাতিহাঁস, সঙ্গে তার চলে॥
কষ্ট করি কাঁকে লোয়ে, দধিভাণ্ড-ভার।
বাজারে বেচিতে যায়, গোপের কুমার॥
বার বার নষ্ট কাক, বাঁকরায় গিয়া।
ঠোঁটে তুলে দই খায়, খাবল পুরিয়া॥
অতি ব্যস্ত হোয়ে গোপ, ভার নামাইল।
কাক আর পাতিহাঁসে দেখিতে পাইল॥
গোপের কোপের ভঙ্গি, করি অনুমান।
ফুস্ কোরে ধূর্ত্ত কাক, করিল প্রস্থান॥
মৃদুগতি পাতিহাঁস, উড়িতে না পারে।
তেড়ে গিয়ে ঢেলা মেরে, বিনাশিল তারে॥
শঠ-সহ বাস হোলে, বিড়ম্বনা আছে।
গমন করিলে সঙ্গে, প্রাণে নাহি বাঁচে॥

তাহার পর বক কহিল।

ভাই শুক! তুমি এ কি কথা কহিতেছ? আমার বিষয়ে শ্রীযুত মহারাজ যেরূপ, তুমিও সেইরূপ।

শুক কহিল।

মরি কি মধুর কথা, আহা মোরে যাই।
বটে বটে, তাই বটে, তাই বটে ভাই॥
খল যদি মনোগত, প্রিয়-কথা কয়।
অকালকুষ্মাণ্ডের ন্যায়, ভয়ানক হয়॥
প্রয়োজন নাহি আর, অন্য উপমার।
আপনার বাক্যে তুমি, সাক্ষ্য দিলে তার॥
দেখ দেখ, এই দেখ, তোমারি কথায়।
অনর্থক যুদ্ধ হয়, রাজায় রাজায়॥
স্থির নাই, কোন্ পক্ষে, জয় পরাজয়।
উভয়েরি সর্ব্বনাশ, নাহিক সংশয়॥
ধন-নাশ, মান-নাশ, আর প্রাণ-নাশ।
হইবে পৃথিবী জুড়ে, কুনাম প্রকাশ॥

পরন্তু শুন।

করিছে সাক্ষাৎকারে, কত অপকার।
যার চেয়ে কষ্টকর, কিছু নাই আর॥
পেলে পরে স্তব স্তুতি, বিশেষ বিনয়।
সহ্য করি দুর্জ্জন, শান্ত হোয়ে রয়॥

রাজা কহিলেন।

সে কি প্রকার?

শুক কহিল। মহারাজ!

তবে শ্রবণ করুন।

ত্রিপদী।

গোপীগঞ্জে বাস করে, গোপীনাথ নাম ধরে
গণ্ড গবা গোপ একজন।
কারো সহ নাহি দ্বন্দ্ব, নাহি জানে ভাল মন্দ
সদানন্দ পূর্ণ তার মন॥

নিজে উপার্জ্জন করে, সুখে খায়, সুখে পরে,
কারো দ্বারে নাহি পাতে পাত।
দুটি কত আছে গাই, দই, দুধ বেচে তাই,
গোচেগাচে করে দিনপাত।
ব্যভিচারিণী দারা তার, কাণাকাণি সমাচার,
ঠারে ঠোরে শোনে দ্বারে দ্বারে।
দেখে নাহি দৃষ্ট হয়, গুমুরে গুমুরে রয়,
হাতে-নোতে ধরিতে না পারে॥
একদিন করি ছল, প্রকাশিয়া বুদ্ধি-বল,
গোয়ালা কহিছে "গোয়ালিনি!।
ভাত দেও তাড়াতাড়ি, গিয়ে মামাদের বাড়ী,
ভাল এক গাই কিনে আনি।
আজ রেতে দেখো দেখো, খুব সাবধানে থেকো,
সকালো সকালো খেয়ো ভাত।
বেলাবেলি পাট সেরে, শুয়ে থেকো চুপ মেরে,
দ্বোর খুলো হইলে প্রভাত॥
কাল বেলা দেড় পরে, ফিরিয়া আসিব ঘরে,
স্থির কথা বোলে এই যাই।
ভাতে-পোড়া জোড়ে যাহা, রাঁধিয়া রাখিবে তাহা, খাবা-কত খেতে যেন পাই"॥
ভাত খেয়ে তার পর, আঁচাতে না সহে তর,
দুর্গা বোলে করিছে প্রস্থান।
মাগী বলে "হোক্ মেনে, এত তাড়াতাড়ি কেনে,
হাত ধুয়ে হাতে দিই পান॥
কাঁটাকুটা নেও সাতে, এরূপে কি শুধুহাতে,
কুটুম্বের বাড়ী আছে যেতে?।
চিঁড়ে গুড় কিনে নিও, মামাদের হাতে দিয়ো,
ছেলে পুলে পায় যেন খেতে"॥

কাঁটাল মাতায় দিয়া, বাটির বাহিরে গিয়া,
একঠাঁই হইল গোপন।
গোপীর বাড়িল ভর, বালাই হইল দূর,
সুখে নিশি করিব যাপন।
ঘাটে যাই, মাঠে যাই, ছল নাই, ছুতো নাই
নাগর কানাই এনে ঘরে।
মাধপুরে খাওয়াইব, এই খাটে শোয়াইব,
ভয়-ভুতো কেবা আর করে।
এত ভেবে গোয়ালিনী, হোয়ে অতি আমো-
দিনী, এদিগে করিছে আয়োজন।
ওদিগে "আয়ান" এসে, খাটতলে ছদ্মবেশে,
আড়ি পেতে করিল শয়ন॥
দিবস না হোতে শেষ, গোয়ালিনী বাঁধে কেশ,
বেশ করি বেশ করি সাজে।
রাখে ছানা, সর, ক্ষীর, কর্পূর-বাসিত-নীর,
তুষিতে রসিক রসরাজে॥
খাটেতে বিছানা কোরে, পান-সেজে বাটা
ভোরে, ঊর্দ্ধে চেয়ে এক এক বার।
বলে "মর পোড়া রবি," এখনো ঢাকেনি
ছবি, সন্ধ্যা কি হবেনা আজ আর?॥
ভিতরে ভিতরে ধ্যান, পলকে প্রলয় জ্ঞান,
দিনে দিনে প্রদীপ জ্বালিয়া।
বাতাসে পাখীর মত, ছটফট অবিরত,
বেড়াতেছে দাপিয়া দাপিয়া॥
সন্ধ্যা হোলে তার পর, আইল নাগর-বর,
ইচ্ছামত খাওয়াইল তায়।
আপনি কিঞ্চিৎ খেয়ে, হাত ধোরে নিয়ে যেয়ে,
শয়ন করিল বিছানায়॥

মিলিত করিয়া অঙ্গ, নানারূপ রসরঙ্গ,
আমোদ প্রমোদ কত করে।
না হোতে আবেশ শেষ, পতির মাতার কেশ,
ঠেকিল সে কামিনীর করে॥
কান্তের কপট-ভাবে, মনে করি অনুভাব,
আড়ষ্ট হইয়া রসবতী।
ভাবে ছল প্রকাশিয়া, একপাশে সোরে
গিয়া, জানাতেছে যেন কত সতী॥
উপপতি বলে তায়, কিসে আজ্ এপ্রকার,
বিপরীত ব্যবহার হেন?।
রসালাপে এত দুখ, মলিন নলিনমুখ,
কোল্ ছেড়ে সোরে গেলে কেন?॥
ঝাড়্ ঝোপ্ বহুতর, মাট, ঘাট, গরুঘর,
আনাচ্ কানাচ্ নাই বাদ।
শুয়ে কাঁটাময়-ভূমি, আমার মিলনে তুমি,
হাতে পাও আকাশের চাঁদ॥
এমন্ সুখের যোগ, এমন্ সুখের ভোগ,
নাথ নাই নিবাসে তোমার।
হেসেখুসে কথা কোয়ে, এই ছিলে আমা
লোয়ে, আচম্বিতে কেন মুখ-ভার?॥
চাতুরী ভুলিয়া ভারি, কহিছে গোপের নারী,
কপালে করিয়া করাঘাত।
শোন্ ওরে জুয়োচোর, প্রাণনাথ আজ্ মোর,
ভাল কোরে খান্ নাই ভাত॥
"ছুদোলো" শঙ্কর ভরে, গেলেন্ মামার ঘরে,
হেঁটে যেতে পেয়েছেন দুখ।
খেতে শুতে কষ্ট হবে, কেবা তাঁর তত্ত্ব লবে,
তাই ভেবে মনে নাই সুখ॥

ভাবিতেছি মনে মনে, কাল্ তিনি কতক্ষণে,
ভালে ভালে আসিবেন ঘরে।
ভাবে হোয়ে গদ্গদ, পূজিয়া পতির পদ,
ভাত্ দিব অতি সমাদরে॥
হেসে কয় উপপতি, তোমার সে "ভেমো" পতি,
এতদূর প্রিয় হোলো কবে?।
এখনিই এইরূপ, এর পরে অপরূপ,
না জানি কতই আরো হবে?॥
গোপী কয় পাপমতি, তুই হোয়ে উপপতি,
কি বলিস্ মোলো মোলো মোলো।
ফুল, পান, যেইরূপ, তোর ভোগ সেইরূপ,
হোলো হোলো, না হোলো, না হোলো॥
কতদূর পাপ তোর, সতীর সতীত্বচোর,
অলিগলি মর ঘুরে ঘুরে।
পাপ ভোগ আছে তাই, তোরে নিয়ে থাকি
তাই, কালে-ভদ্রে অপুরে সপুরে॥
সাধে তারে ভালবাসি, আমি তার কেনাদাসী,
পতি বিনে গতি নাই আর।
বেচিতে বধিতে পারে, দিতে পারে যারে তারে
হর্ত্তা, কর্ত্তা, ভর্ত্তা, সে আমার॥
হৃদয়বল্লভ যিনি, চিরকেলে বন্ধু তিনি,
প্রিয় কেবা তাঁহার মতন।
গৃহে নাই গুণধাম, জনপূর্ণ এই গ্রাম,
দেখি যেন নিবিড়কানন॥
বিধুমুখে মৃদু হাসি, যখন সে গুণরাশি,
আমারে "আমার আমি" কয়;
আদরেতে কোলে যাই, হাতে যেন স্বর্গ পাই,
সে সুখ কি আর কিসে হয়?॥

অভেদে তাঁহার সহ, যোগাযোগ অহরহ,
যে প্রকার ফুল আর বাস।
তিনি তরু, আমি ছায়া, তিনি আত্মা আমি
মায়া, এ মায়ার কে বুঝে আভাস?।
পাপলোক সমুদয়, মিছে জোরে যত কয়,
সে কথা-তো আনেনা বিশ্বাসে।
অকপট আচরণে, সে আমারে মনে মনে,
প্রাণের অধিক ভালবাসে।।
সেই সে প্রাণের প্রাণ, না হোলে প্রাণের
টান, এত কেন পড়িব প্রমাদে?।
ঘরে নাই এক নিশি, নাহি পাই দিশিপিসি,
থেকে থেকে প্রাণ তাই কাঁদে।।
পতি বিনে সতী-বালা, ভিতরে বিরহ জ্বালা,
সহ্য করে কেমন করিয়া?।
সে যদি এখানে রোতো, দেখাবার যদি হোতো,
দেখাতেম্ হৃদয় চিরিয়া।।
এখানে এরূপ আমি, সেখানে আমার স্বামী,
না জানি করিছে কত খেদ।
এ যাতনা নাহি সয়, হায় কেন নাহি হয়,
দেহ হোতে প্রাণের বিচ্ছেদ।।
মুখে বলে সে আমায়, আমি কত বলি তায়,
বাঁধাবাঁধি মনের ভিতর।
যেখানেতে থাকে "অস্থি," সেখানেই থাকে
"লক্ষ্মী," অস্থি হোলে ভেঙে যায় ঘর।।
হাজার রাঙাক্ চোক, হাজার বেজার হোক্
হাজার কুকথা কোক্ মুখে।
চরণে থাকিলে মতি, অনুকূল হোয়ে পতি,
সময়েতে টেনে লয় বুকে।।

যে হয় পতির "সুয়ো," নাহোক্ নাহোক্
"সুয়ো," তাতে কিছু ক্ষতি নাই তার।
পতি-পদধূলি লোয়ে, মরিলে সধবা হোয়ে
করে গিয়ে স্বর্গ অধিকার।।
পতিই সতীর গতি, পরম দেবতা পতি,
পতি হোতে গুরু নাই আর।
পতি যার ভালবাসা, সে পায় কৈলাসে বাসা,
ভাগ্যবতী সম কেবা তার?।।
যাহারে বিমুখ পতি, যেন মদনের রতি,
হেন রূপবতী যদি হয়।
মণিময় অলঙ্কার, সকল শরীরে তার,
সে শোভা-তো শোভা নয় নয়।।
পতি সদা তুষ্ট যারে, মণি-মুক্তা অলঙ্কারে,
কিছু তার নাহি প্রয়োজন।
যেখানে সেখানে রবে, শচী-সম সুখী হবে,
ভূমিতল ইন্দ্রের ভবন।।
পতি যদি মূর্খ হয়, গুণ, জ্ঞান, নাহি রয়,
তবু-তো সে মাতার ভূষণ।
হয় হোক্ দীন-হীন, তথাচ সে চিরদিন,
রমণীর অত্যাজ্য রতন।।
খুটে খুটে সারা হই, পেতে দই খোল মই,
কিছুতে না ভিন্নভাব ধরি।
কচ্‌কচ কত করে, মাঝে মাঝে ঝাঁটা ধরে,
তার লাথি ব্রহ্মজ্ঞান করি।।
তোর সঙ্গে এক্ লেখা, ছমাসে নমাসে দেখা
ইথে কি সতীত্ব হয় নাশ।
সতী কে আমার চেয়ে, আমি যে কেমন মেয়ে
কার্ কাছে করিব প্রকাশ?।।

দ্রৌপদী, গৌতম দারা, মন্দোদরী, কুন্তী, তারা,
পঞ্চ কন্যা সতী যথা বলে।
আমি তার এক নারী, প্রকাশ করিতে নারি,
শাঁপভ্রষ্টা জন্ম ভূমণ্ডলে
পতিই সর্ব্বস্ব-ধন, পতি প্রাণ পতি মন,
পতি ধ্যান শয়নে স্বপনে।
পতি বেঁচে আছে যাই, আমি বেঁচে আছি
তাই, মরিবই পতির মরণে।।
পতি রেখে আগে যাই, মনে মনে ইচ্ছা তাই
কপালে কি ঘটিবে তেমন?।
আমি যদি হই হত, পাড়ার কুলোক যত
শেষকালে করিবে রোদন।।
সখি কোরে ডেকে কই, দিদি নাই যাহা বই
আগে হোলে নাথের মরণ।
আম্র-শাখা করে ধরি, শাঁখা খাড়ু শাড়ী পরি,
সঙ্গে আমি করিব গমন।।
সতী যেই সঙ্গে যায়, লোমকূপ যত গায়,
ততকাল পতিধনে নিয়া।
মনোমত বস্তু যত, সব করি হস্তগত,
সুখে থাকে স্বর্গপুরে গিয়া।।
বাহুবলে আপনার, সাপুড়িয়া যে প্রকার,
গর্ত্ত হোতে নিয়ে যায় সাপ।
সেরূপ করিয়া আমি, স্বর্গে নিয়ে যাব স্বামি
ঘুচাইয়ে নরকের পাপ।।
একথা শুনিয়া গোপ, করে লোপ পূর্ব্ব-কোপ
মনে মনে আনন্দ অপার।
নষ্ট বলে নষ্ট যত, আমার নারীর মত,
ত্রিজগতে সতী নাই আর।।
মরিলে আগুণ খাবে, সঙ্গে যাবে উদ্ধারিবে
ঘুচাইবে পাপ সমুদয়।
ভার্য্যা যার এপ্রকার, তার চেয়ে ভাগ্য আর
সংসার-সদনে কার হয়?।।
মনেতে জানিয়া এই, থেই থেই, থেই থেই
মহানন্দে মাতিয়া উঠিল।
তার সহ জায়া খাটে, মাথায় করিয়া হাটে
নেচে নেচে বেড়াতে লাগিল।।
অতএব মহীপতি, করিলাম অবগতি,
এর চেয়ে প্রমাণ কি আছে?।
দাস বই অন্য নই, যদ্যপি অধিক কই,
অপরাধ ঘটে তায় পাছে।।
সাক্ষাতে করিলে দোষ, মূঢ় জনে ছাড়ে রোষ
যদি পায় বিনয় প্রণয়।
কিন্তু প্রভু নষ্ট খল, মুখে জল পেটে ছল,
কিছুতেই বাধ্য নাহি হয়।।

হংসরাজ কহিলেন।

তাহার পর কিরূপ ঘটনা হইল?

বক বলিতেছে।

তাহার পর সেই ময়ূররাজ রাজকীয় প্রথানুসারে যথা সম্মান পুরঃসর আমার বিদায় প্রদান করিলেন, আমি অগ্রসর হইয়া আগমন করিলাম। শুক আমার পশ্চাতেই আসিতেছে, আগত প্রায়, এখন যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করুন? সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম।

রাজমন্ত্রী চক্রবাক কহিলেন।

হে ধর্ম্মাবতার! এই বক অতি মুর্খ, হিতাহিত বিবেচনা মাত্রই নাই। আপনার ও পরের বল-বিক্রমের ভেদাভেদ বিবেচনা করে নাই। দেশ ভ্রমণে গিয়া কেবল আমোদ প্রমোদ পূর্ব্বক কাল-হরণ করিয়াছে এবং সর্ব্বত্রই শুদ্ধ আত্ম-গরিমা দ্বারা স্বকীয় স্বভাবদোষের পরিচয় প্রকাশ করিয়াছে।— মূঢ়-জনেরদের কার্য্যই এইরূপ।

পদ্য।

পূজ্যপাদ মহারাজ, করুন শ্রবণ।
নীতিশীল পণ্ডিতের, এরূপ বচন॥
শত যদি দিতে হয়, তা করিবে দান।
তথাচ বিবাদ করা, না হয় বিধান॥
কোনোরূপ বিরোধের, নাহিকো সঞ্চার।
কি কারণে যুদ্ধ হবে, করুন্ বিচার?॥
অকারণে যুদ্ধ করে, মূর্খ হয় যেই।
আপনার সর্ব্বনাশ, ডেকে আনে সেই॥

হংসরাজ কহিলেন।

চক্রবাক, তব বাক, বটে নীতিমত।
কিন্তু তাহে কি হইবে, যা হয়েছে গত॥
উপস্থিত যে ঘটনা, হতেছে এখন।
তাহার বিহিত কর, উচিত যেমন॥

রাজার এই বচনে মন্ত্রী কহিলেন।

হে মহারাজ! অতি সংগোপনে সমুদয় নিবেদন করিব, এই বিষয়টি প্রকাশ করিয়া কহিবার নহে।

পদ্য।

শরীরের ভাব-ভঙ্গি, আকার প্রকার।
চোখের বিকার, আর, মুখের বিকার॥
ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি, বর্ণ আর ভাব।
ইঙ্গিত গমন চেষ্টা, করি অনুভাব॥
বুদ্ধিশালী বিচক্ষণ, চতুর যে জন।
ভিতরের ভেদ যত, করে নিরূপণ॥
গোপনে কহিব কথা, বিশেষ সময়।
প্রকাশেতে বলিবার, বিষয় এ নয়॥

অনন্তর কেবল রাজা আর মন্ত্রী সেই স্থানেই রহিলেন, অপরাপর সকলে স্থানান্তরে গমন করিল।

চক্রবাক মন্ত্রী কহিলেন।

এরূপ অনুমান হইতেছে, আমারদিগের কোনো নিয়োগি-লোকের প্রেরণ প্রয়াসেই এই বক এবম্প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। যথা—

পণ্ডিতের জীবন, কেবল মূর্খগণ।
ভদ্রজাতি শুধু হয়, সতের জীবন॥
রোগী হোলে হস্তগত, বৈদ্যের মঙ্গল।
নিয়োগির শুভ হয়, বাসনি সকল॥

রাজা কহিলেন।

ভাল, সে বিবেচনা পরে করা

নিশ্চয় কর?

চক্রবাক কহিলেন।

দূত অগ্রে গমন করুক। পরে বলাবল বিবেচনা পূর্ব্বক উচিত-মত অনুষ্ঠান করা যাইবেক। যথা—

পদ্য।

স্বদেশ বিদেশে হয়, যে সব ব্যাপার।
রীতি নীতি, কার্য্যাকার্য্য, অশেষ প্রকার॥
এসকল বিষয়েতে, থাকিবে দর্শন।
দূতের মতন হয়, দূত সেই জন॥
সেই দূত ভূপতির, নয়ন-স্বরূপ।
যেন দূত নাহি যার, অন্ধ সেই ভূপ॥
যথা যথা তীর্থ আর, দেবতার স্থল।
তথা তথা দূত হবে, বিদ্বান্ সকল॥
তপস্বির ভেক ধরি, করিয়া গমন।
গোপনে হইবে জ্ঞাত, গুপ্ত-বিবরণ॥
সঙ্কেতে পাঠাবে লিখে, সব সমাচার।
অপরেতে ভেদ মাত্র, পাইবেনা তার॥
জল স্থল উভয়, চরের যেই চর।
সেই হয় এককর্ম্মের, উপযুক্ত চর॥
শাস্ত্র আর যুক্তি মত, বলি নৃপবর।
অতএব বক যাক, হোয়ে বার্ত্তাহর॥
দ্বিতীয় বকোট এক, বিশ্বাসী যে হয়।
মনে তার মলিনতা, কিছু নাহি রয়॥
একি, সবে, এক পণে, হোয়ে তার সাথি।
সঙ্গে সঙ্গে চোলে যাক, সেই মীনঘাতি॥
অতিশয় সংগোপনে, পাঠাইব তারে।
তাহার গৃহের লোক, থাক রাজদ্বারে॥
বিশেষ বিরল স্থল, করি বিবেচনা।
উভয়ে একত্র হোয়ে, করিবে মন্ত্রণা॥
এক "তীর্থসেবী,, গিয়া, কেবল ঘুরিবে।
দ্বিতীয় "দাম্ভিক,, শুধু, গোপনে রহিবে॥
তথায় "তাপস,,* করি এরূপ প্রকার।
মাঝে মাঝে এনে দেবে, গুপ্ত সমাচার॥
কিন্তু মহারাজ এই, মন্ত্র সমুদয়।
প্রকাশ না হয় যেন, প্রকাশ না হয়॥
চুপি চুপি, চারি কাণে, গোপন রহিবে।
ছয়-কাণ হোলে পরে, প্রমাদ ঘটিবে॥
কারো কাছে কিছুতে, না, প্রকাশ পাইবে।
রাজা আর মন্ত্রী বিনা, কেহ না জানিবে॥
মন্ত্রণা প্রকাশ পেলে, বিপরীত হয়।
পরে আর, প্রতীকার, হইবার নয়॥

পরে রাজা বিবেচনা করিয়া কহিলেন, আমি এক অতি উত্তম উপযুক্ত চর নিরূপণ করিয়াছি।

তদনন্তর দ্বারপাল আসিয়া নিবেদন করিল। "হে রাজাধিরাজ! দেবীদ্বীপ হইতে ময়ূররাজের দূত শুক আসিয়া সিংহদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন" তচ্ছ্রবণে হংসরাজ মন্ত্রি-

* তাপস, বক, তীর্থ-সেবী, মীনঘাতী, বকোট, কঙ্ক, দাম্ভিক, শুক্লবায়স, চিরবিহঙ্গম, নিশ্চলাঙ্গ, শিখী ইত্যাদি।

র মুখেরদিগে দৃষ্টি করাতে সচীব কহিলেন "আপাততঃ দূতকে বাসা দিয়া যথা সম্মানে স্নান ভোজন করাও, পশ্চাতে সময়ক্রমে রাজসভায় আহ্বান করা যাইবেক"। এই আজ্ঞা পাইয়া দ্বারি তাহাকে সমাদর পূর্ব্বক বাসায় লইয়া গেল।

রাজা কহিলেন যুদ্ধতো উপস্থিত, এইক্ষণে কর্ত্তব্য কি ?

মন্ত্রী কহিলেন।

অগ্রে যুদ্ধ করা কোনোমতেই কল্যাণকর হয়না।—এই বিগ্রহ কেবল বিগ্রহবিনাশক নিগ্রহজনক, অনর্থক কলহ করিলে গ্রহগণ কখনই অনুগ্রহ করেননা, যাহার কুগ্রহ থাকে, সেই ব্যক্তিই বিগ্রহ করিতে বাসনা করে, সন্ধি এবং শান্তিসুখের অপেক্ষা সুখ আর কিছুই নাই, রাজাদিগের মধ্যে পরস্পর একতা ও বন্ধুত্ব

পদ্য

প্রভুর প্রতুল-পথ, যে করে প্রয়াশ।
সুশীল, বিবেচক, সেই দাস, দাস ॥
বিবেচনা না করিয়া, মন্ত্র বলে যেই।
দাস নয়, দাস নয়, দাস নয়, সেই ॥
কিছুই নিশ্চয় নাই, কি ঘটিবে পাছে।
এমন্ প্রবৃত্তি দান, করিতে কি আছে ? ॥
আচম্বিতে ভয় পেয়ে, স্থান-ত্যাগ করা।
অকস্মাৎ রণসাজে, অসি চর্ম্ম ধরা ॥
এমন্ প্রবৃত্তি দান, কোরে বসে যেই।
মন্ত্রী নয়, মন্ত্রী নয়, মন্ত্রী নয়, সেই ॥
জয়লক্ষ্মী লাভ হবে, জানিয়া নিশ্চয়।
তখন্ প্রবৃত্তি-দান, সুবিহিত হয় ॥
সাম, আর, দান, ভেদ, কত সুখ তায়
করিতে বিপক্ষ বশ, এ তিন্ উপায় ॥
একে হয়, দুয়ে হয়, কিম্বা হয় তিনে।
থাকিবে থাকিবে, শত্রু, থাকিবে অধীনে
শুদ্ধ চাই, শত্রু-স্রোত, রুদ্ধ যাহে রয়।
কোনোমতে, ক্রুদ্ধ হোয়ে, যুদ্ধ করা নয় ॥
অস্ত্র ধরি, যুদ্ধ কভু, করে নাই যারা।
মনে মনে আপনারে, বীর ভাবে তারা ॥
যতক্ষণ পর-বল, জানিতে না পারে।
ততক্ষণ গর্ব্ব করি, মরে অহঙ্কারে ॥
পেলে পরে, পর-পরাক্রম-পরিচয়।
থোঁতামুখ ভোঁতা, করি, নত হোয়ে রয় ॥
এখন যে বলী হয়, অতিশয় বলে।
ক্ষণপরে তার বল, যায় রসাতলে ॥
কখন কি ঘোটে উঠে, কে জানে নিশ্চিত।
বলের গৌরব করা, না হয় উচিত ॥
সদাকাল অনিশ্চিত, ধন, জন, বল।
অতএব যুদ্ধ করি, কিছু নাই ফল ॥
আশা নাহি পূর্ণ হয়, প্রকাশিলে বল।
কৌশলে করিতে হয়, মানস-সফল ॥
পাতর চাগাতে গেলে, ঘটে কত দায়।
কাষ্ট যোগে তোলো তারে কষ্ট নাহি তায় ॥
মহৎ, যে, কার্য্য হয়, সহজ কৌশলে।
মন্ত্রের সফল তারে, সকলেই বলে ॥

রণের ঘটনা হবে, নিশ্চয় এখন।
বিধিবৎ ব্যবহার, করিব তখন॥
ধরা কারো ধরা-নয়, কন্যা নয় রণ।
এই হিত উপদেশ, করুন গ্রহণ॥
সময়ে সুফল দেয়, বরষার জল।
নীতি নীর সর্ব্বকালে, দেয় শুভফল॥
নিজ-মান, নিজ-পদ, রক্ষা করা চাই।
তাই বলি নৃপবর, যুদ্ধে কাজ নাই॥

হে রাজন! অবধান করুন।

যদবধি কার্য্য নাহি, সমাধান হয়।
বড় যারা, তদবধি, তারা করে ভয়॥
কার্য্য হোলে সমাধান, বীরত্ব তখন।
মহতের এই দুই, গুণের লক্ষণ॥
বিপদ যখন হবে, ওহে নৃপবর।
সে সময়ে ধৈর্য্যগুণ, অতি শুভকর॥
প্রথমে যে তেতে উঠে, না কোরে বিচার।
সমুদয় কার্য্যে যেন, বিঘ্ন হয় তার॥
স্থির হোয়ে কার্য্য করে, সুবোধ সকল।
যথা, গিরি ভেদ-করে সুশীতল জল॥
মহাবল পরাক্রান্ত, ময়ূর-রাজন।
সহজ ব্যাপার নহে, তার সহ রণ॥
করিলে সমর-সাজ, ঘটিবে কি দশা।
সম-যোদ্ধা কভু নয়, হাতি আর মশা॥
সিংহ সহ করে রণ, শৃগাল হইয়া।
আপনার মৃত্যু আনে, আপনি ডাকিয়া॥
পীপিড়ার পাখা যথা, নাশের কারণ।
কে ঝাঁকে, উড়ে উড়ে, হতেছে নিধন॥
বলি সহ দুর্ব্বলের, যুদ্ধ সেইরূপ।
স্বকরে, খনন করে, মরণের কূপ॥
সময় সুযোগ মত, হোলে সুগোচর।
তখন সতর পেয়ে, করিব সমর॥
প্রহারের পীড়া পেয়ে, বুদ্ধিমান যত।
শরীর-সঙ্কোচ করে, কচ্ছপের মত॥
কিন্তু হোলে সুসময়, দল বল জোড়ে।
ফোঁস্ কোরে, দংশে গিয়া, কাল-সর্প জোড়ে।
দেখ দেখ, মহারাজ, করিয়া বিচার।
বেগবতী, স্রোতস্বতী, যেরূপ প্রকার॥
বরষায় আপনার, প্রভাব প্রকাশে।
ছোটো, বড়, যত তরু, সমভাবে নাশে॥
অবল, সবল, আদি, শত্রু সমুদয়।
সেরূপে নিপাত করে, কৌশলী যে হয়॥
যদবধি নাহি হয়, দুর্গ সজ্জীভূত।
তদবধি বিশ্রাম, করুক, সেই দূত॥
সুখ যেন পায় শুক, বিবিধ প্রকারে।
সাজানো হইলে গড়, ডাকাইব তারে॥
দুর্গ যদি ভালরূপে, দৃঢ় করা যায়।
শত্রুর ঘটাব দুর্গ, সন্দেহ কি তায়?॥
এক বীর, ধনু তীর, করিয়া ধারণ।
দুর্গের প্রাচীরে যদি, করে আরোহণ॥
বিপক্ষের শত যোদ্ধা, আসি দুর্গ দ্বারে।
তার, অগ্রে, কোনোরূপে, তিষ্ঠিতে না পারে
এইরূপে শত যোদ্ধা, অস্ত্র যদি ধরে।
অরিপক্ষ লক্ষ জনে, লক্ষ্য কেবা করে?॥
ঝাড় বেঁধে নীচু-মুখে, সাজাইবে তোপ।
দেখে শুনে, বিপক্ষের, বুদ্ধি হবে লোপ॥
প্রজাপতি, রাজা হোয়ে, দুর্গহীন যিনি।
সমরে শত্রুর হাতে, পরাভব তিনি॥
ধন্ব, ধয়া, নর, তরু, গিরি আর জল।
ছয়রূপ দুর্গ হয়, ভূপতির বল॥
বিশেষত, গিরিদুর্গ, প্রধান সবার।
শত্রু এসে সহজে, না, পায় অধিকার॥

জলে মরে, তরিহীন, মানব যেরূপ।
শত্রু করে মরে তথা, দুর্গহীন ভূপ॥
নদ, গিরি, বন, মাঠ, বিশেষ বিস্তার।
যন্ত্র আর জলযুক্ত, গড় হবে তার॥
মঞ্চ হবে উচ্চতর, অতি বড় খাত
রবে তায়, রীতিমত, বস্তু বহু-জাত॥
প্রশস্ত, বিস্তীর্ণ, আর, বিশেষ বিষম।
ধন, ধান্য, রস, আর, রহিত-নির্গম॥
এই হয়, সপ্তবিধ, দুর্গের সম্পদ।
এরূপ হইলে প্রায়, ঘটেনা বিপদ॥
নির্ম্মাণ করিবে পথ, একত প্রকারে।
শত্রু যেন প্রবেশ, করিতে নাহি পারে॥
যদ্যপি প্রবেশ করে, কোনো কোনো বীর।
শেষ যেন নাহি পারে, হইতে বাহির॥
দুর্গ, সেনা, ধন, প্রজা, পাত্র, মিত্র, ভূপ।
হিতকর সপ্ত-অঙ্গ, রাজ্য এইরূপ॥
দুর্গপতি, সেনাপতি, আর ধনপতি।
দূত, বৈদ্য, পুরোহিত, দৈবজ্ঞ সুমতি॥
সমাদরে সমভাবে, সকলেরে নিয়া।
রাজা করিবেন কার্য্য, মন্ত্রণা করিয়া॥
পরস্পর সকলের, সহায়তা চাই।
আপনেতে, সবিশেষ, ব্যক্ত করি তাই॥
একা কিছু রাজা হোতে, কার্য্য নাহি হয়।
এসব না হোলে পরে, রাজ্য নাহি রয়॥
আয়োজন করি আগে, প্রয়োজন যায়।
পশ্চাতে করিব তার, বিহিত উপায়॥

হংসরাজ কহিলেন।

হে পাত্র! দুর্গের অনুসন্ধানার্থ কোন্ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য? আপনি কাহাকে একর্ম্মের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করেন?

মন্ত্রী কহিতেছেন।

হে রাজন! যে ব্যক্তি যে কর্ম্মে উপযুক্ত ও সুদক্ষ, তাহাকে সেই কর্ম্মেই ব্রতি করিতে হইবে। যিনি কখনই যে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন নাই, তিনি সাতিশয় সুপণ্ডিত হইলেও কদাচই তৎকর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হইতে পারেননা।—অতএব "সারসকেই" আহ্বান করুন, কারণ তাহার তুল্য এই কার্য্যের সুযোগ্য পাত্র দ্বিতীয় আর কাহাকেই দেখিতে পাইনা!

তাহার কিঞ্চিৎ পরেই "সারস" আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহাকে দেখিয়া হংসরাজ কহিলেন, ওহে সারস! তুমি শীঘ্রই গিয়া দুর্গের অনুসন্ধান কর, এবং যুদ্ধের জন্য যাহা যাহা করিতে হয় তাহাই করিয়া আইস।

সারস কহিল,—হে মহারাজ! শ্রীচরণে প্রণাম করি। ভাবনার বিষয় কি? এই সুদীর্ঘ সরোবরে বহুকাল পর্য্যন্তই উত্তম দুর্গ নিরূপিত আছে, কিন্তু ইহার মধ্যবর্ত্তি

দ্বীপ মধ্যে সমর-সম্বন্ধীয়-সামগ্রী সমূহ সঞ্চয় করিতে হইবেক।

যথা।

পদ্য।

এসময় সকলিতো, প্রয়োজন হয়।
বহু পরিমাণে চাই, ধান্যের সঞ্চয়॥
বাঁচিবে সকল সেনা, অন্ন পেয়ে ধানে।
রত্ন-মুখে দিয়া কেহ, বাঁচেনাকো প্রাণে॥
আগেতে সংগ্রহ হোক্, গম আর ধান।
আর আর দ্রব্য যত, যথা পরিমাণ॥
সকল রসের সার, লবণ সুরস।
রসনা রসিক হোয়ে, গায় যার যশ॥
আহার, চলেনা কাবো, বিহনে লবণ।
গোময় সমান হয়, সকল ব্যঞ্জন॥
ঘৃত, তেল, কাষ্ট, চিনি, গম, ডাল, ধান।
কাঁড়ি কোরে লুণ রাখি, পর্ব্বত প্রমাণ॥

দ্বারি পুনর্ব্বার প্রবেশ করিয়া কহিল।—হে রাজাধিরাজ! দণ্ডকারণ্য হইতে মেঘাকার নামে কাক শ্রীশ্রীযুতের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করণের অভিলাষে সপরিবারে আগমন পূর্ব্বক দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

রাজা কহিলেন।

কাকেরা সর্ব্বজ্ঞ বহুদর্শি, অতএব এই কাককে সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য হইতেছে।

চক্রবাক কহিলেন।

কাক সর্ব্বজ্ঞ এবং বহুদর্শি বটে, একথা আমি অবশ্যই স্বীকার করিব, কিন্তু ইহারা স্থলচর, আমরা জলচর, অতএব স্থলচর কখনই আমারদিগের মিত্র হইবেনা. এই চিরশত্রুর প্রতি বিশ্বাস কি? একারণ কোনোমতেই সংগ্রহ করা উচিত হয়না, কেননা পণ্ডিতেরা এরূপ কহিয়াছেন যে মনুষ্য সপক্ষ পরিহার পূর্ব্বক পরপক্ষে প্রেমাসক্ত হয়,সেই মনুষ্য অতি মূঢ়, কখনই তাহার কল্যাণ হয়না, সে ব্যক্তি বোধবিহীন নীলকলেবর শৃগালের ন্যায় পরহস্তে বিনষ্ট হয়।

রাজা কহিলেন, সে, কি প্রকার?।

মন্ত্রী কহিতেছেন।

ত্রিপদী।

বিপিনেতে করে বাস,নাম তার "দুষ্ট দাস,"
বড় এক বঞ্চক শৃগাল।
আহারের অনুরাগে, নগরের প্রান্ত-ভাগে,
ইচ্ছামত, চরে চিরকাল॥
এক দিন বাজারেতে, লম্ফ দিয়া ছুটে যেতে,
নীলকুণ্ডে হইল পতন।
উঠে ছুটে সংগোপনে, আইল বিরল-বনে,
নীলমূর্ত্তি করিয়া ধারণ॥
আপনার নবরূপ, হেরে অতি অপরূপ,
মনে করে মন্ত্রণা এমন।

বন-মাঝে রাজা হোয়ে, পশুরাজ-নাম-লোয়ে,
সুখে করি জীবন যাপন ॥
হেন বুদ্ধি প্রকাশিয়া, স্বজাতির মাঝে গিয়া,
অহঙ্কারে কহিছে বচন।
দেখ দেখ, দেখ সব, আমার এ, অবয়ব,
চারু শোভা হয়েছে কেমন ? ॥
গত নিশি শেষ যামে, আসিয়া আমার ধামে,
কহিলেন বনের ঈশ্বরী।
"এই পুকুরের জলে, স্নান কর কুতুহলে,
তোরে আমি আশীর্ব্বাদ করি ॥
কাননেতে পশু যত, চরিতেছে শত শত,
তোর মত, ভাগ্য কারো নাই।
বরপুত্র তুই মোর, শাপভ্রষ্ট জন্ম তোর,
আয় তোরে রাজা কোরে যাই ॥
হৃষ্টমনে, বোসে বনে, সিংহাসন-সিংহাসনে,
কর্ গিয়ে প্রভুত্ব প্রচার।
ভক্তিভাবে পদ সেবে, যে তোরে না পূজা দেবে
তারে আমি করিব সংহার ॥"
পেয়ে বর, তার পর, নব-নীল-নীরধর,
মনোহর কলেবর তাই।
দেবী-আজ্ঞা শিরে ধরি, আমায় ভূপতি করি,
সুখে থাকো তোমরা সবাই ॥
ফেরুকের হেরে রূপ, মনে মানি অপরূপ,
বোধ করি স্বরূপ-বচন।
রাজা করি যথাচারে, যথাবিধি উপচারে,
সকলেই পূজিল চরণ ॥
দেখে নীল্ কলেবর, বহুতর বনচর,
যত পশু নিকটে আইল।
ভয়ে ভয়ে সযতনে, প্রজাবৎ আচরণে,
একে একে প্রণাম করিল ॥
ছিল শাল চপে চপে,
করে নাই স্বভাব প্রচার।
হরি, করী, আদি যত, সবে হয় সভাগত,
দেখিয়া বাড়িল অহঙ্কার ॥
ভাবে মনে হরি, করী, ফেরুগণে দৃষ্টি করি,
হীন-সঙ্গ জ্ঞান করে পাছে।
এইরূপ অনুভবে, স্বজাতি শৃগাল সবে,
আসিতে না দেয় আর কাছে ॥
কুটুম্বের অপমানে, বড় ব্যথা পেয়ে প্রাণে,
শিবা সব হইল কাতর।
হাস্য নাই কারো মুখে, মলিন মনের দুখে,
পোড়ে আছে বনের ভিতর ॥
বুদ্ধিমান এক শিবা, কহিছে ভাবনা কিবা,
স্থির হও, তোমরা সবাই।
এত বড় অভিমান, আমাদের অপমান,
যমালয়, এখনি পাঠাই ॥
নইলে জ্ঞাতির কোপ, ঝাড়ে বংশে হয় লোপ,
কিছুতেই রক্ষা নাই তার।
অতি নীচ্ ঠেক্‌স্যাটা, যেমন বজ্জাত ব্যাটা
তেমনি করিব প্রতীকার ॥
হইয়াছে সন্ধ্যাকাল, জড় হোয়ে পাল পাল,
এসো সবে "ফেকুই" এখন।
"হুয়ো হুয়ো, হুক্কো হুয়ো, রবে হবে, "আচাভুয়ো"
নীরবেতে রবে কতক্ষণ ? ॥
স্বজাতীয় ধর্ম্ম যাহা, অন্যথা কি হয় তাহা,
সংশয় নাহিকো ইথে আর।
কুকুর হইলে ভূপ, নাহি যায় পূর্ব্বরূপ,
"জুতা, পেলে, করেই আহার ॥
শূকর অমৃত ফেলে, ছুটে গিয়ে বিষ্ঠে খেলে,
পূঁজ পেলে মাছি উড়ে বসে।
স্বভাবের এই ধর্ম্ম, প্রকৃতির এই কর্ম্ম,
গাধা নহে, তৃপ্ত সুধারসে ॥

কেউ কেউ রব শুনে, স্বকীয় স্বভাব-গুণে,
ডাক ছেড়ে ঘটাবে ব্যাঘাত।
"হুয়া" রব শুনে কাণে, সিংহ এসে এইখানে,
নখাঘাতে করিবে নিপাত॥
এত বলি, এড়ে এড়ে, একেবারে গলাছেড়ে,
"হুয়া হুয়া" ডাকিয়া উঠিল।
ধূর্ত্ত শ্যাল নীলাকার, কতক্ষণ থাকে আর,
কেউ বোলে "ক্যেকুভে" লাগিল॥
সেই "কেকুনিতে" তার লাভ হোলো যমাগার,
তাই বলি শুন মহীপাল।
নিজ পক্ষ পরিহরি, বিপক্ষ সপক্ষ করি,
সেইরূপ ঘটিবে জঞ্জাল॥
ছিদ্র আর মর্ম্ম, বল, খুঁজে ছল শত্রু দল,
সবিশেষ হয় অবগত।
ভিতর বাহির-দেশ, কিছু নাহি রাখে শেষ,
দগ্ধ করে, অনলের মত॥
কাষ্ঠ বোলে শুধু নয়, অন্তরের সমুদয়,
অগ্নি যথা করে ছারখার।
খল, দুষ্ট দল, বিশ্বাসের নহে স্থল,
অবিকল সেরূপ প্রকার॥

রাজা কহিলেন।

আপনার এই উক্তি যথার্থই যুক্তিমূলক বটে, কিন্তু এব্যক্তি বহু দূরদেশ হইতে আগমন করিয়াছে, আপাততঃ বিদায় না করিয়া আসিতে বলা যাউক, তাহাকে স্থাপিত করণের বিষয় পরে বিবেচনা করা যাইবেক।

চক্রবাক বলিলেন।

হে প্রভো! "সারস" স্বয় নিয়া সংবাদ করিলেন, দুর্গ উত্তমরূপেই সুসজ্জীভূত হইয়াছে, এবং চরকেও যথারীতিক্রমেই প্রেরণ করা গিয়াছে—অতএব এইক্ষণে শুককে আনিতে অনুমতি করুন।

দূর হইতে সতর্কভাবে দূতের প্রতি দৃষ্টি করিবেন, রাজা চন্দ্রনাথের এক বলবান দূত মহেশ্বর রাজাকে বিনষ্ট করিয়াছিল।

তাহার পর শুক এবং কাকরাজসভায় আগমন করিল।

রাজদত্ত আসনে উপবিষ্ট হইয়া বদন উচ্চ করত শুক কহিল।

"ওহে হংসরাজ! আমারদিগের প্রভু সর্ব্বেশ্বর ময়ূর-মহীপ তোমার প্রতি এরূপ অনুমতি করিয়াছেন, যদি প্রাণের প্রতি প্রীতি ও প্রত্যাশা থাকে, এবং যদি সম্পত্তি সম্ভোগে অভিলাষ থাকে, তবে শীঘ্রই আসিয়া আমার পদে প্রণত হও, নতুবা তোমার কিছুতেই নিস্তার নাই। এই রাজ্য হইতে তোমাকে দূর করিয়া দিব।"

হংসরাজ ক্রোধভরে কম্পিত-

কলেবর হইয়া দ্বারপালকে কহি-লেন।

যথা।

কো-হ্যায়,কো-হ্যায়,আবি,হিঁয়া আও,শালো।
নেকালো নেকালো,এস্কো,জুতি-সে নেকালো॥
গেধড়-হারাম্‌জাদ, কাঁহাকো বজ্জাৎ?।
হামারা সামনে আকে, কহে অ্যাসা বাৎ॥

কাক দণ্ডায়মান হইয়া কহিল।

ত্রিপদী।

কঠোর কর্কশ বাক্, কাকা কাকা ডাকে ডাক্,
উঠে কাক্, করে নিবেদন।
আপনি জগৎস্বামী, চরণের দাস আমি,
অনুমতি করুন্ এখন॥
কোথাকার, ভোমা, ভূত, দুষ্ট, দুরাচার দুত,
যমদণ্ড হাতে কোরে নিই।
লোটায়ে লোটন লয়া, ধাক্কায় পাঠাই অক্কা,
কাশী, মক্কা, ফক্কা কোরে দিই॥

সর্ব্বজ্ঞ মন্ত্রী কহিলেন।

হাঁ, হাঁ, হাঁ, এমন্ কর্ম্ম কি করিতে আছে? রাজার। দুতমুখ, দুত যদি ম্লেচ্ছ হয়, তথাচ সে সর্ব্বত্রই অবধ্য।

পদ্য

যে সভাতে বুদ্ধিমান, বৃদ্ধ নাহি রয়।
সভা নয়, নয়, সে-তো, সভা কভু নয়॥
বৃদ্ধ হোয়ে কখনো, যে, ধর্ম্ম নাহি কয়.
বৃদ্ধ নয়, নয়, সে-তো, বৃদ্ধ কভু নয়॥
হায় হায়, যে ধর্ম্মেতে, সত্য নাহি রয়।
ধর্ম্ম নয়, নয়, সে-তো, ধর্ম্ম কভু নয়॥
হয় হোক্ সত্য, তাহে, ছল যদি রয়।
সত্য নয়, নয়, সে-তো, সত্য কভু নয়॥

হে মহারাজ! দূতের দোষ কি? এ ব্যক্তি আপনার প্রভুর আজ্ঞানুরূপ কথাই কহিতেছে, দূতের বাক্যেই কি আপনি অধম হইবেন? আর আপনার অপেক্ষা অন্য ব্যক্তিই কি উচ্চ হইবে?।

এই বাক্যে রাজা স্থির হইলেন, কাক নীরব হইয়া বসিল।

ত্রিপদী

তার পর মন্ত্রিবর, ধরি কর, সমাদর,
সুধাভাষ, বিস্তর কহিল।
ধন, বস্ত্র, অলঙ্কারে, বহুবিধ পুরস্কারে,
দ্বিজ-দূতে বিদায় করিল॥
সমাদর সহকার, পেয়ে মান-উপহার,
দেবীদ্বীপে উত্তরিল আসি
পুরস্কার দেখাইয়া, শিখীরাজে প্রণমিয়া,
কহে শুক, মুখ-হাসি হাসি॥
সন্তোষনদ্বীপপতি, অতি ধীর, শান্তমতি,
দেবীপুত্র দ্বিতীয় দিনেশ।
মন্ত্রী অতি বিচক্ষণ, সুখে আছে প্রজাগণ,
স্বর্গের সমান তাঁর দেশ॥
শ্রীমুখের আজ্ঞা নিয়া, কহিলাম আমি গিয়া,
হোলো তায় নিরূপণ রণ।
বিলম্ব বিহিত নয়, যেরূপ উচিত হয়,
করুন্ যুদ্ধের আয়োজন॥

শুকের মুখে এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শিখীশ্বর সভাসদ সকলকে লইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, আমার যুদ্ধ করাই নিতান্ত বিবেচনাসিদ্ধ হইয়াছে, অতএব আপনারা সকলে এ বিষয়ে সম্মতি প্রদান করুন। আমি এবম্প্রকারে অলস হইয়া কাল হরণ করাতেই কেবল নষ্ট হইতেছি।

পদ্য।

কুলবতী নারী হোয়ে, লজ্জাহীনা, যেই।
নষ্ট হয়, নষ্ট হয়, নষ্ট হয়, সেই॥
বারবধূ বেশ্যা-হোয়ে, লজ্জাবতী, যেই।
নষ্ট হয়, নষ্ট হয়, নষ্ট হয়, সেই॥
বিজ্ঞ হোয়ে বিষয়েতে, অসন্তুষ্ট, যেই।
নষ্ট হয়, নষ্ট হয়, নষ্ট হয়, সেই॥
রাজা হোয়ে, নিজ ধনে, তুষ্ট থাকে, যেই
নষ্ট হয়, নষ্ট হয়, নষ্ট হয়, সেই॥

দূরদর্শী নামক গৃধ্রমন্ত্রী কহিতেছেন।

হে দেব! যে স্থলে বাসনের বাহুল্য, সে স্থলে যুদ্ধ করা কখনই বিধি হয়না, এখন সংগ্রামের সময় নহে, যৎকালে মন্ত্রী, মিত্র এবং সুহৃৎ সকল যথার্থরূপ মনের সহিত বাধ্য থাকিয়া আনুগত্য-ধর্ম্মধারণ করে, আর বিপক্ষপক্ষে সর্ব্বতোভাবেই তাহার বিপরীত ঘটনা ঘটিয়া উঠে, তৎকালেই তদ্বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য, কারণ তাহাতে নিশ্চয়রূপে মনোরথ-সুসিদ্ধ হইবেই হইবে। ভুমি, বন্ধু এবং সুবর্ণ, সংগ্রামের এই তিনটি ফল। যখন স্থিররূপে এমত নির্দ্ধারিত হইবে, যে, এইক্ষণে শস্ত্রপাণি হইয়া সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে "জয়লক্ষ্মী,, লাভ করিবই করিব, তখন আমি কদাচই নিষেধ করিবনা, যাহারা বিপক্ষব্যূহের বল বিক্রম বিশেষরূপে বিচার না করিয়া সহসা সাহস-সহকারে সমর সজ্জায় সৈন্য সমূহ সঞ্চালন করে, তাহারা কেবল অদৃষ্ট-বৃক্ষের অপকৃষ্ট ফল-সম্ভোগ করিয়া অকালে কালকৃতান্তের করালদন্তে চর্ব্বিত হয়।

শিখীশ্বর কহিলেন।

হে বিজ্ঞোত্তম! অধুনা আমার উৎসাহ ভঙ্গ করা কর্ত্তব্য হয়না, জয়েচ্ছু লোকেরা যে প্রকারে পরস্থান আক্রমণ পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হয়েন, আপনি আমাকে তাহারি উপ-

দেশ করুন। আমার সৈন্যের সংখ্যা কত, তাহারদিগের মধ্যেই বা কাহার কিরূপ পরাক্রম, আর তাহারা এইক্ষণেই বা কি প্রকার অবস্থায় অবস্থান করিতেছে? তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখুন। এবং দৈবজ্ঞকে আহ্বান পূর্ব্বক শুভলগ্ন নির্ণয় করিয়া দিন।

অনন্তর গৃধ্র মন্ত্রী রাজার বদন-বিনির্গত এই বচন শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ম্লানমুখে মনে মনে বিবেচনা করিতেছেন।

পদ্য।

একে-তো যৌবন ঘোর, তাহে ধনমদ।
প্রচুর প্রভুত্ব তায়, পেয়ে রাজপদ॥
তাহাতে বিবেক-বুদ্ধি কিছু মাত্র নাই।
কেমনে বুঝাই এরে কেমনে বুঝাই?॥
একে, যার রক্ষা নাই, চেরে হোলো যোগ।
কাজেই ভুগিতে হয়, অধর্ম্মের ভোগ॥
মরুভূমে জল দিলে, নাহি হয় ফল।
সেরূপ আমার বাক্য, হোতেছে বিফল॥
পণ্ডিতেরা বলেছেন, "মাথাদিব্বি" দিয়া।
থাকা নয়, থাকা নয়, মূর্খ রাজা নিয়া॥
যে রাজার, শাস্ত্রবোধ, নীতি-বোধ নাই।
তার কাছে উপদেশ, ভস্ম আর ছাই॥
রোগী যদি নাহি করে, ঔষধ আহার।
বৈদ্য, তবে, কেমনেতে, করে প্রতীকার?॥
সুপথ-সুপথ্য সেবা, নাহি করে যেই।
কুপথ-কুপথ্য-ভোগে, নষ্ট হয় সেই॥
বিচার-সম্মত নয়, দেশ-পরিহার।
রাজা পরিত্যাগ করা, না হয় বিচার॥
কি করি, উপায় নাই, দুঃখ কোথা রাখি?।
"বেঁধে মারে, সয় ভাল" সহ্য কোরে থাকি॥

হে নরপতে! আপনি যুদ্ধ করিতে নিতান্তই উৎসুক হইয়াছেন, কিন্তু কি করি। বারম্বার এবম্প্রকার নিষেধ করিয়া আপনার আজ্ঞাহেলনরূপ অপরাধ গ্রহণ করা আমার কর্ত্তব্য হয়না, অতএব যেরূপ অবগত আছি তাহাই নিবেদন করি।

যে যে স্থানে গিরি, গহন, নদী এবং দুর্গাদির আশঙ্কা আছে, সেই সেই স্থানে সেনাপতি ব্যূহবদ্ধ পূর্ব্বক সেনার সহিত গমন করিবেন, প্রধান সেনাপতি বড় বড় বীর-পুরুষ লইয়া অগ্রে যাইবেন, আর মধ্যভাগে রাজার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীগণ, ভাণ্ডার এবং সুশিক্ষিত বল সকল গমন করিবে, ইহার দুই পার্শ্বে ঘোটক, ঘোটকের পার্শ্বে রথী, রথের পার্শ্বে হস্তি, এবং হস্তি সকলের পার্শ্বে পদাতিক সেনারা যাইবে। এই সকল সম্প্রদায়ের সেনাপতিগণ

মন্ত্রী এবং বড় বড় যোদ্ধার সহিত সংযুক্ত হইয়া বিদ্যমান নিরুৎসাহি সেনাদিগ্যে সাহস, আশ্বাস ও উৎসাহ প্রদান করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আস্তে আস্তে গমন করিবেন। রাজা জলযুক্ত-পর্ব্বতময় উঁচু নীচু-দেশ মধ্যে হস্তি-সংযোগে, সমভূম-দেশ মধ্যে অশ্বাবলম্বনে, এবং জলপথে নৌকারোহণে সৈন্য সঞ্চালন করিবেন, এবং সর্ব্বত্রই পদাতিকের সহিত গমন করিবেন।

বর্ষাকালে কুঞ্জরারোহি, অন্যকালে অশ্বারোহি এবং সততই পদাতিক সেনার চালন করা বিধেয়।—পর্ব্বতে এবং দুর্গমপথে রাজাকে অতি সাবধান পুর্ব্বক রক্ষা করিতে হইবে। রাজা অতিশয় সুবিশ্বাসি বলবান বীর-কর্ত্তৃক রক্ষিত হউন, কিন্তু তিনি যোগি পুরুষের ন্যায় অতি অল্পকাল মাত্র শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ সম্ভোগ করিবেন, কারণ সাবধানের বিনাশ নাই, সমর সময়ে রাজার দীর্ঘ-নিদ্রা অতিশয় দোষ বলিয়াই কথিত হইয়াছে। অপিচ কণ্টক স্বরূপ সামান্য সামান্য শত্রু দ্বারা বৈরিকে বিনাশ করিবে এবং আকর্ষণ করিবে, যাহাতে বিপক্ষের দুর্গ নষ্ট হয় এমত কৌশল ও উপায় নির্ণয় করিবে, আর পরদেশ প্রবেশ সময়ে বনজ্ঞ ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া অগ্রগামি করিয়া গমন করিতে হইবে।—ভূপতি স্বয়ং যে স্থানে অবস্থান করিবেন, সেই স্থানেই কোষ রাখিতে হইবে, ধন ব্যতীত রাজ্য রক্ষা হয়না, ধন ব্যতীত যুদ্ধে জয় হয়না, সেই ধনাগার হইতে দাসদিগ্যে নিয়মিতরূপে বেতন দান এবং সময়ে সময়ে পারিতোষিক প্রদান করিতে হইবেক।—যোদ্ধারা কেবল ধনের প্রত্যাশাতেই প্রাণের মায়া পরিহার পূর্ব্বক ধনদাতার বাধ্য হইয়া অতি ভয়ঙ্কর নিদারুণ নিষ্ঠুর সামরিক-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।—হে মহারাজ! আপনি নিশ্চয় জানিবেন, মানব সকল কখনই রাজার ভৃত্য নহে, শুদ্ধ ধনের ভৃত্য। দেখুন্ ধনের প্রভাবেই মানুষের মহত্ত্ব, এবং ধনের অভাবেই মানুষের নীচত্ব প্রকাশ পাইতেছে, অতএব দান দ্বারা সেনাপতি এবং সেনাদিগে্য সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট রাখিতে হইবেক।—পরন্তু সৈন্যদিগের মধ্যে

পরস্পর বিশেষ ঐক্য ও প্রণয়-বদ্ধ থাকাই রাজার মঙ্গল, কারণ তাহা হইলে তাহারা তাবতেই সভার সংযোগে ঐক্য হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিবে, রক্ষা করিবে। আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎকৃষ্ট বলের দ্বারা বূহ্-বিন্যাস করিতে হইবে।—সেনার অগ্রে পদাতিক নিযুক্ত হইবে, বৈরিকে বেষ্টন করিয়া তাহার গতি রোধ করিবে, এবং তাহার রাজ্যকে প্রচুররূপে পীড়া প্রদান করিবে।

সমভূমিতে রথ ও অশ্বারোহণে যুদ্ধ করিবে, জলপ্লাবিতদেশে রণতরি এবং হস্তি চড়িয়া যুদ্ধ করিবে। রণতরির প্রধান অস্ত্র তোপ। বৃক্ষলতা-কন্টকাকীর্ণ-দেশে ধনুর্ব্বাণ লইয়া সমর করিবে, অপরঞ্চ স্থলেতে খড়্গ, চর্ম্ম এবং নানাবিধ অস্ত্র দ্বারা সংগ্রাম করিবে। দুর্গের প্রাচীর, তড়াগ ও পরিখাদি আক্রমণ পূর্ব্বক অতিক্রম করিয়া বলের বলে বিপক্ষবৃন্দের অন্ন, জল, তৃণ, কাষ্ট নষ্ট করিতে হইবে।—সমর সময়ে অপর কেহই গজের অপেক্ষা কল্যাণকর নহে, কারণ বারণ বৃহদ্বপু ধারণ করাতেই অষ্টায়ুধের কার্য্য সম্পন্ন করে। আর অশ্ব সকল সজীব সচল দুর্গের ন্যায়। যে রাজার অধীনে অধিক সুশিক্ষিত-অশ্ব থাকে, তিনিই স্থল-যুদ্ধে জয়যুক্ত হয়েন। অশ্বারূঢ় যোদ্ধাগণকে দেবতারাও জয় করিতে পারেননা। কেননা তাহারা অতি-শীঘ্রই অনায়াসে অতি দূরস্থ অরি-কুলকে হস্তগত করে। যুদ্ধের প্রধানাঙ্গ প্রথমে সেনা সকলকে রক্ষা করা, দিগ্ সকল নির্ণয় করা, পথ সকল পরিষ্কার ও প্রশস্ত করা, এবং সেনাপতিদিগের রক্ষা করা, এই কার্য্য পদাতিকের কার্য্য। স্বভাবত অতি বীর, ধীর, উদ্যোগি, সাহসি, পরিশ্রান্ত, অবিরক্ত অনুরক্ত এবং রণবিদ্যাবিশারদ, এই সমস্ত গুণযুক্ত সেনারাই সেনার প্রধান, স্বামি-কর্ত্তৃক সম্ভাবিত সম্মান প্রাপ্ত হইলে যোদ্ধারা যেরূপ যত্ন-যোগে যুদ্ধ করে, প্রচুর ধন প্রাপ্ত হইলেও সেরূপ করেনা, উপযুক্ত উত্তম সেনার সংখ্যা অল্প হওয়াও ভাল, তথাচ বহু-সংখ্যক অনুপযুক্ত অধম সেনা ভাল নহে, কেননা অধম সেনার সংসর্গদোষে উত্তম সেনারাও ভগ্নোদ্যম হয়।—যুদ্ধস্থলে রাজার

অপ্রসন্নতা, ব্যয়কল্পে কৃপণতা, অনর্থক সময় সম্বরণ, অনাগমন, বেতনাদি দানে বিলম্ব করণ, এবং প্রতীকার না করণ, এই সমস্ত ঔদাস্য এবং অমঙ্গলের চিহ্ন। যে রাজা নিতান্তই জয়ের ইচ্ছা করেন, তিনি যে প্রকারে হউক, প্রবল শত্রুর সেনাদিগ্যে সর্ব্বদাই পীড়া প্রদান করিবেন, এবং কৌশল পুর্ব্বক শত্রুর গৃহবিচ্ছেদ করিয়া দিবেন, ভেদকারক যুবরাজ অথবা মন্ত্রির সহিত সন্ধি করিয়া কার্য্যসিদ্ধ করিবেন, মতান্তর জন্য বিপক্ষবর্গের মধ্যে পরস্পর অপ্রণয় হইলেই তৎক্ষণাৎ তাহারদিগের সর্ব্বনাশ হইবে, তখন আর ভাবনার বিষয় কি? অপরন্তু খল মিত্রকে অগ্রেই যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া নষ্ট করিতে হইবে, আর আপনার রাজ্য অগ্রে অতি সদুপায়ে রক্ষা করিয়া পরিশেষ পররাজ্য আক্রমণ করাই কর্ত্তব্য।

রাজা কহিলেন।

আঃ কি পাপ্? তোমার, যে, আপ্নার্ কথাই পাঁচ কাহন্, বুড়ো হোলেই বুদ্ধি যায়, ডাকের কথা মিথ্যা নহে।—এত বকাবকি করিয়া মাথা ধরাইবার আবশ্যক কি? যেটা কাজের কথা তাই বল। যাহারা কৃতি-পুরুষ, তাহারা কেবল বিপক্ষের হানি করিয়া আপনার শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিবে, এইরূপ-জ্ঞানে যে-ব্যক্তি কার্য্য করে, তাহাকেই আমি বৃহস্পতি তুল্য পণ্ডিত বলি।

মন্ত্রি হাস্য পুর্ব্বক কহিলেন।

আমি কাহাকে উপদেশ করিতেছি, একাধারে আলো এবং অন্ধকারের অবস্থান হইতে পারেনা, গোমূত্র পরিপূরিত-পাত্র মধ্যে গোরস রাখা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এই হিত কথা-গুলীন যদিস্যাৎ জলে নিক্ষেপ করিতাম, তবুতো গোটা দুই ভুড়্ভুড়ি উঠিত, সকলি বৃথা হইল, যাহা হউক, কপালে যাহা লেখা আছে, ভবিষ্যতে তাহাই হইবে।

হে রাজন্! আপনার যদি সংগ্রামে নিতান্তই অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে সজ্জা করুন।

পদ্য।

রণকার্য্যে-রত যত, ধীর বীরগণ।
সমাদরে সকলেরে, ডাকুন্ এখন॥

যে কর্ম্মেতে যার [illegible]ার, আছে অ
ভার তার প্রতি দিন, সে কর্ম্মের
মহারথী সেনাপতি, যে হন প্রধান।
প্রথমে ডাকিয়ে তাঁরে, করুন সন্মান ॥
সহকারি শস্ত্রধারি, রণচারি যত
নিজ-বলে, নিজ-বলে, করুক সম্মত ॥
বল বল বাহুবল, বলের সে, বল।
অরি বল, অরিদল, নাশুক্ সকল ॥
ভাল করি, ভাল করি, সজ্জা করি, রাখে।
হত হয়, তত [illegible], যেন লয়, ডাঁকে ॥
লাক্কাক্ বলদ, উট, সকল বাহন।
বিচালি সংগ্রহ হোক্, কাহন কাহন ॥
রথের সুসজ্জা করা, সারথির ভার।
মজুরে করুক গিয়া, পথ-পরিষ্কার ॥
অশ্বারোহি, পদাতিক, গোলন্দাজ যারা।
নিজ নিজ শ্রেণীবদ্ধ, হোক্ সব তারা ॥
করিতে সমর-সজ্জা, যথোচিত রবে।
সেনারে সাহস দিন, সেনাপতি সবে ॥
ডাকাইয়া আমুন্, নাবিক-সেনাপতি।
রণতরি, সাজাতে, করুন্ অনুগতি ॥
গুলি, গোলা, তোপ, আর, বারুদ, বন্দুক।
যত পারে গাড়ি আর, নৌকায় রাখুক্ ॥
জলে, স্থলে, গিরিময়, বনের ভিতর।
যেখানে সেখানে হবে, করিতে সমর ॥
শিবিরাদি শয্যা আর, সজ্জা হয় যত।
সংগ্রহ করুক্ সব, প্রয়োজন মত ॥
সমুদয় খাদ্য দ্রব্য, রাশি রাশি লবে।
অন্নের ভাণ্ডার সদা, সঙ্গে সঙ্গে রবে ॥
[illegible] লইতে হবে, দ্রব্য সমুদয়।
[illegible] খড়িকার, অভাব না হয় ॥
[illegible] অধিকারে, তথা যাক্ দূত।
রাখুক্ সকল দ্রব্য, করিয়া প্রস্তুত ॥
অস্ত্রবৈদ্য কবিরাজে, দিন্ এই ভার।
ঔষধ, অস্ত্রাদি, নিন্, অশেষ প্রকার ॥
ডুলি, খাট, শয্যা, চাই, আঘাতির তরে।
ভিষক রবেন সঙ্গে, সকল সমরে ॥
পাত্র, মিত্র, গণকাদি, বৈদ্য, পুরোহিত।
যুদ্ধকালে, সবে রবে, রাজার সহিত ॥
এই সব, আর যত, সেনাপতি নিয়া।
মন্ত্রণা করিতে হবে, একত্র হইয়া ॥
শঠ-মিত্র সঙ্গে যেন, না থাকিতে পারে।
ক্ষণমাত্র রাখা-নয়, বিনাশিবে তারে
প্রিয়-কথা সহকারে, করি ধন দান।
বাচাবেন্ রাজা, নিজ, ধন আর প্রাণ ॥

প্রাণ-পণে, কোষ, আর, রাজারে বাচায় ॥
ধন, জন, আদি করি, বস্তু সমুদয়।
রাজা না বাঁচিলে পরে, সকলি বৃথায় ॥
এ ভাবে রবেন রাজা, হোয়ে সাবধান।
কোনোমতে শত্রু যেন, না পায় সন্ধান ॥
সদুপায়ে স্বদেশ, রাখিতে হবে আগে।
তার গায়ে যেন কিছু, আঘাত না লাগে ॥
নিজ-দেশ রক্ষা করি, এরূপ প্রকার।
পরে গিয়া, পরদেশ, কর অধিকার ॥
স্থানে স্থানে গুপ্তচর, করিয়া প্রস্থান।
বিপক্ষের ভেদ যত, করুক্ সন্ধান ॥
সন্ধি করি, পারে যদি, ঘর ভেঙে দিতে।
সহজে শত্রুর দেশ, পারিবেন নিতে ॥
যথা শাস্ত্র সমুদয়, করি আয়োজন।
রণবাদ্য বাজাইয়া, করুন গমন ॥

তাহার পর দৈবজ্ঞ আসিয়া কহিলেন, ধর্ম্মাবতার! এই লগ্ন অতি

শুভলগ্নে দেখুন, দক্ষিণভাগে গো, মৃগ, দ্বিজ ও বামভাগে শব এবং শিবা রহিয়াছে। "এই চিহ্ন মঙ্গলের চিহ্ন, শুভস্য শীঘ্রং"—"শুভস্য শীঘ্রং" অতএব শীঘ্রই শুভযাত্রা করুন।—এই সুসময়ে দেবদ্বিজে দান করিলে নিশ্চয়রূপেই মঙ্গল হইয়াথাকে শাস্ত্রে এমত কহিতেছেন। শ্রীশ্রী৺ করুণাময়ী কল্যাণকারিণী কাত্যায়নী কালী আপনার কল্যাণ করিবেন! মহারাজের জয় হউক, জয় হউক, এই লগ্নে যাত্রা করিলে মহারাজ যদি জয়যুক্ত না হয়েন, তবে ধর্ম্ম মিথ্যা, দেবতা মিথ্যা, শাস্ত্র মিথ্যা, ব্রাহ্মণ মিথ্যা, এবং ব্রাহ্মণের বাক্যই মিথ্যা, আমি পাঁজী সমুদয় জলে ফেলিয়া ব্যবসায় ভুলিয়া দিব

অনন্তর ময়ূরমহীপ হংসরাজের অধিকার অধিকার-করণের অভিপ্রায়ে শুভলগ্নে দুর্গা বলিয়া যাত্রা করিলেন।

পদ্য।

মহারোল, হরিবোল, গণ্ডগোল, উঠিছে।
হন্ হন্, দল সব, সেনাগণ্ ছুটিছে॥
যত রথি, সেনাপতি, দ্রুতগতি, সাজিছে।
ঘোর্ হাঁক্, জোর্ ডাক্, রণঢাক্, বাজিছে॥
ছেয়ে পথ, রণরথ, বায়ুবৎ, যেতেছে।
দেশময়, জনচয়, দেখে ভয়, পেতেছে॥
চাপে হত, প্রাণি কত, শতশত, মরিছে।
ধরাতল, দল মল, টল মল, করিছে॥
হুড়া, নব, হয় সব, চিঁহিরব, ছাড়িছে।
গজগুলা, কর্ণকুলা, শুঁড়ে ধূল, ঝাড়িছে॥
বলশালি, যত ঢালি, জয় কালী, বলিছে।
থাপে থাপে, লাপে লাপে, বীরদাপে, চলিছে॥
পেয়ে পদ, ঘোর মদ, জোরে পদ, ফেলিছে।
পদধূলি, শূন্যে তুলি, যেন হুলি, খেলিছে॥
ধূলা বৃষ্টি, করি সৃষ্টি, দিগ্‌দৃষ্টি, হরেছে।
সবাকার, জেল-দ্বার, অন্ধকার, করেছে॥
তাড়াতাড়ি, কাড়াকাড়ি, মাড়ামাড়ি, হতেছে।
নাহে যার, অধিকার, সেই তার, লতেছে॥
ত্বরা করি, খুলে তরি, হরি হরি, করিছে॥
জল-বল, দল দল, রণবল, ধরিছে॥
জয়-রব, করি সব, কলরব, হেঁকেছে
তরি, রথ, জলপথ, স্থলপথ, ছেঁকেছে॥

তদনন্তর প্রেরিত দূত হংসরাজের নিকট আগমন পূর্ব্বক নিবেদন করিল।

হে দেব! ময়ূর-রাজা আগত-প্রায়। সংপ্রতি সুমেরু শিখর সন্নিধানে সমাগত হইয়া নিরন্তর কেবল দুর্গের দ্বার অনুসন্ধান করিতেছেন, তাঁহার অনুচর কোনো ব্যক্তির সহিত কাপট্যরূপে সদালাপ করাতে

সে ব্যক্তি আমার প্রতি বিশ্বাস করিয়া ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে এরূপ আভাষ প্রকাশ করিল, যে, উক্ত বিপক্ষ-রাজা ইতিপূর্ব্বে একজন গুপ্তচর প্রেরণ করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি অতি খল, প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক মিত্রবৎ-আচরণে আমাদিগের দুর্গ মধ্যে অবস্থান করিতেছে।

চক্রবাক কহিলেন।

মহারাজ! একথা যথার্থই বটে, অসম্ভব নহে, ধূর্ত্ত কাকই সেই গুপ্তচর।

রাজা উত্তর করিলেন।

একথা কখনই সত্য নহে, আমি উহাতে বিশ্বাস করিনা, কাক বহুদিন এখানে আসিয়াছে, সে আমাদিগের অত্যন্তই অনুগত অথচ আত্মীয়, সে যদি বিপক্ষ হইবে, তবে শুককে সংহারার্থ যথোচিত যত্ন কেন করিবে? আর দেখ, এই উপস্থিত যুদ্ধে সেই ব্যক্তিই সকলের অপেক্ষা অধিক উৎসাহ প্রকাশ করিতেছে।

মন্ত্রী কহিলেন।

অথাচ আগন্তুককে কদাচই বিশ্বাস করিবেনা।

রাজা কহিলেন।

কোনো কোনো সময়ে আগন্তুককেও অতিশয় উপকারী দেখা যায়।

পদ্য।

শুন শুন, ধীরবর, মন্ত্রি মহাশয়।
আত্ম-পর, ভেদ করা, শক্ত অতিশয়॥
অতি পর, বন্ধুবৎ, আচরণ করে।
বন্ধু হোয়ে কেহ কেহ, শত্রু ভাব ধরে॥
দেহ-জাত রোগ করে, দেহের সংহার।
ঔষধ থাকিয়া বনে, করে প্রতীকার॥
শূদ্রক রাজার দ্বারে, এসে বীরবর।
অল্প কালে করিল কি, কার্য্য মনোহর॥
আপনার পুত্র ধনে, বলিদান দিয়া।
রাখিল রাজার লক্ষ্মী, অচলা করিয়া॥
শূদ্রকের সরোবরে, করিগা বিহার।
নিজ-নেত্রে দেখিয়াছি, বিশেষ ব্যাপার।

মন্ত্রী কহিলেন, সে কি প্রকার?

রাজা কহিতেছেন।

রাজার-নন্দন এক, বহু গুণধাম।
স্বভাবত বীরবর, বীরবর নাম॥
আপনার দারা আর, পুত্রের সহিত।
শূদ্রক রাজার দ্বারে, হোলো উপনীত॥
কহিল দ্বারির প্রতি, থাকিয়া এখানে।
বেতনের বাঞ্ছা করি, রাজ-সন্নিধানে॥
রত্নাসনে বোসে রাজা, পণ্ডিত-মণ্ডিত।
দ্বারি তারে, তথায়, করিল উপনীত॥

বীরবরে তুষ্টি করি, নৃপবর কন।
নিরূপিত কত টাকা, লইবে বেতন॥
বীরবর বলে প্রভু, অধিক কি কব।
প্রতি দিন পাঁচশত, স্বর্ণমুদ্রা লব॥
এত টাকা দিতে হবে, কহিলেন ভূপ।
তোমা হোতে কি হইবে, কার্য্য অপরূপ?॥
অসি আর, বাহুবল, বীরবর কয়।
ইথেই করিতে পারি, কার্য্য সমুদয়॥
সেই দিন পাঁচশত, স্বর্ণমুদ্রা দিয়া।
রাখিলেন রাজা তারে, আশ্বাস করিয়া॥
ধন পেয়ে তখনিই, বীর বলবান।
দেব দ্বিজে, অর্দ্ধ ভাগ, করিল প্রদান॥
তার অর্দ্ধ দীনজনে, করি বিতরণ।
কিছু ভাগে, পরিবার, করিল পালন॥
পর দিন কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশী, নিশামানে।
রোদনের রব গেল, নৃপতির কাণে॥
রাজা কন, বীরবর, করহ শ্রবণ।
অঘোর রজনী-কালে, কে করে রোদন?॥
কোনোমতে নহে আর, বিলম্ব-বিধান।
এখনিই কর গিয়া, বিশেষ সন্ধান॥
তখনি, যে আজ্ঞা বলি, সেই মহাবীর।
অসি আর চর্ম্ম লোয়ে, হইল বাহির॥
নৃপতি ভাবেন মনে, নিশা-অন্ধকারে।
একাকি করিবে কর্ম্ম, কিরূপ প্রকারে?।
প্রতিদিন পাঁচশত, সুবর্ণ লইবে।
কত বল, কত বুদ্ধি, দেখিতে হইবে॥
এতবলি শস্ত্রপাণি, হইয়া রাজন।
গোপনে পশ্চাতে তার, করেন গমন॥
কিছু দূরে গিয়া বীর, করে দরশন।
স্বরূপসী, যুবতী, রমণী, এক জন॥
মণিময়-অলঙ্কারে, মনোহর-বেশ।
ডাক ছেড়ে কাঁদিতেছে, এলাইয়া কেশ॥
বিনয়ে কহিল তাঁরে, এরূপ বচন।
কেগো, মাগো, একাকিনি, করিছ রোদন?॥
দেবী, কহিলেন বাপু, কি কহিব আর।
"রাজলক্ষ্মী", আমি এই, শূদ্রক রাজার॥
এতকাল বাস কোরে, হোলো শেষ দায়।
ডাক্ ছেড়ে কেঁদে তাই, হোতেছি বিদায়॥
বীরবর কেঁদে বলে, ধোরে দুটি পায়।
কি হোলে থাকেন মাগো, করি সে, উপায়॥
কমলা কহেন, বাছা, শুন বীরবর।
বহুগুণযুক্ত তব, পুত্র শক্তিধর॥
কালীর নিকটে তারে, দেহ বলিদান।
এখানে আমার তবে, হয় অবস্থান॥
একথা শুনিয়া বীর, গিয়া নিজ-বাস।
দারা সুতে, সমুদয়, করিল প্রকাশ॥
পুত্র বলে এর চেয়ে, ভাগ্য কিবা আর।
প্রভুর কার্য্যেতে হোলে, প্রাণের সংহার॥
সুনাম ঘোষণা হবে, কৃতজ্ঞ বলিয়া।
বিহিত না হয় আর, বিলম্ব করিয়া॥
চিরজীবি কেহ নয়, আসিয়া সংসারে।
ধন, প্রাণ, দিতে হয়, পর উপকারে॥
প্রাণ দিলে, রাজার, রাজত্ব যদি রয়।
অতি বড় বেতনের, ঋণ শোধ হয়॥
শোক তাপ, না করিয়া, পরে তিন জন।
মঙ্গলার মন্দিরে, করিল আগমন॥
মঙ্গল-মানস করি, শূদ্রক রাজার।
বীরবর পূজা দিয়া, সর্ব্বমঙ্গলার॥
নিজ হস্তে সন্তানের, মস্তক কাটিল।
রাজলক্ষ্মী জননীরে, সদয়া করিল॥
তার পরে, মনে করে, এরূপ বিচার।
বেতনের ঋণশোধ, হইল আমার॥

পুত্রহীন হোয়ে ধরি, বৃথায় জীবন।
এত বলি নিজ খড়্গ, করিল ক্ষেপন॥
পুত্রনাশ, পতিনাশ, দেখিয়া তখন।
ত্যজিল বীরের দারা, আপন জীবন॥
অপরূপ, দেখে ভূপ, করেন বিচার।
এমন ধার্ম্মিক লোক, দেখিনাই আর॥
দুই দিন পেয়ে মাত্র, কিঞ্চিৎ বেতন।
জীবন ত্যজিল সবে, আমার কারণ॥
আমার মতন নীচ, কত শত জন।
দুরবার জন্ম লোয়ে, হোতেছে নিধন॥
হারাইয়া এপ্রকার, পরম সুজন।
অনর্থক রাজ্য ভোগে, নাহি প্রয়োজন॥
মঙ্গলারে প্রণমিয়া, পরে নৃপরায়।
নিজ করে, নিজ-নাশ, করিবারে চায়॥
তখন করেন দেবী, অভয় প্রদান।
ত্যজনা ত্যজনা পুত্র, ত্যজনারে প্রাণ॥
হোলেম্ সদয়া আমি, ভাবনা কি আর।
চিরকাল রাজলক্ষ্মী, থাকিবে তোমার॥
দাস প্রতি দয়া, ধর্ম্ম, দেখিয়া তোমার।
সন্তুষ্ট হইল আজ, হৃদয় আমার॥
ভূপতি বলেন তবে, করিয়া প্রণতি।
সদয়া হোয়েছ যদি, দেবি ভগবতি॥
কৃপা করি দয়াময়ি, দেও এই বর।
দারা-পুত্র সহিত, বাঁচুক বীরবর॥
নতুবা রাখিনে মায়া, জীবনের প্রতি।
তাদের, যে, গতি, মাগো, আমারো সেগতি॥
প্রসন্না হোলেন মাতা, "তথাস্তু" বলিয়া।
একেবারে তিনজনে, উঠিল বাঁচিয়া॥
চুপি চুপি এলো রাজা, আপন ভবনে।
গমন করিল গৃহে, তারা তিনজনে॥
প্রাতে তারে ডাকাইয়া, কহেন রাজন।
গত নিশি কি হইল, বল বিবরণ?॥
বীরবর বলে প্রভু, আমায় দেখিয়া।
সেই নারী কোথা গেল, অদৃশ্য হইয়া॥
সাধুবাদ প্রদান, করিয়া, মহীপাল।
মনে মনে বলিতেছে, ভাল্ ভাল্ ভাল্?॥
কৃপণতাহীন হবে, প্রিয় কহিবারে।
সাধুজন কটু-ভাষা, কহিবেনা কারে॥
অপাত্রে, না, ধন দিবে, দাতা যেই জন।
বীর নাহি প্রকাশিবে, বলের বচন॥
তারপর নৃপবর, সভায় ডাকিয়া।
বীরবরে, তুষিলেন, রাজ্য এক দিয়া॥
তাই বলি বায়সেরে, কোরোনা সংশয়।
আগন্তুক সময়েতে, উপকারী হয়॥
হিতকারী জেনে তারে, রাখিয়াছি কাছে।
জাতি মাত্রে অবিশ্বাস, করিতে কি আছে?॥

চক্রবাক কহিতেছেন।

অকার্য্য হইলে কার্য্য, রাজার ইচ্ছায়।
কোনোমতে, রাজ্যের, মঙ্গল নাহি তায়॥
রাজ-মনে দুঃখ দেয়া, বরণ বিহিত।
অন্যায়েরে, ন্যায় করা, না হয় উচিত॥
কহিতে উচিত-কথা, করে যেই ভয়।
সেজন অপাত্র অতি, পাত্র কভু নয়॥
যে রাজার বৈদ্য, গুরু, মন্ত্রী, প্রিয়ম্বদ।
সে রাজার নাহি থাকে, ধন, ধর্ম্ম, পদ॥
পুণ্য-বলে একজন, যদি পায় ধন।
সকলেরি কপালে কি, হইবে তেমন?॥
পরের সৌভাগ্য দেখে, ক্রোধ করে যেই।
নষ্ট হয়, নষ্ট হয়, নষ্ট হয়, সেই॥
অতিশয় লোভ করি, নাপিত-রাজন।
যেরূপে হইল নষ্ট, করুন শ্রবণ।

শিবপুরে, অতি দীন, দ্বিজ একজন।
ধন-আশে নিত্য করে, শিব-আরাধনা॥
শিবদাত-শিব তারে, সদয় হইয়া।
ধনপতি কুবেরে, দিলেন, পাঠাইয়া॥
কুবের কহিল আসি, শুন দ্বিজবর।
মহেশ্বর হর এই, দিয়েছেন বর॥
প্রথম প্রহরে অদ্য, মাথা কামাইয়া।
বাটি গিয়া বোসে থাকো, লাঠি হাতে নিয়া॥
আসিবে ভিক্ষুক এক, ভিক্ষা করিবারে।
গুরুতর প্রহারেতে, বিনাশিবে তারে॥
কক্ষের কলস তার, সুবর্ণ হইবে।
তাই নিয়ে চিরকাল, সুখেতে রহিবে॥
কুবেরের আজ্ঞা-মত, কল্লি ব্যবহার।
সোণার কলস পেলে, বিপ্রের-কুমার॥
তাই দেখে স্থির করে, নাপিত-তনয়।
ধন-লাভ করিবার, উপায় এ হয়॥
এত ভেবে বাড়ী এসে, বাড়ি করি ঘাড়ে।
রহিল পাতিয়া আড়ি, প্রাচীরের আড়ে॥
ভিক্ষারি আইল এক, গৃহেতে তাহার।
কোঁতকা মেরে, হোঁতকা তারে, করিল সংহার॥
হত্যাকরা অপরাধে, রাজদূত আসি।
রাজদ্বারে ধোরে নিয়া, দিলে তারে ফাঁসি॥
তাই বলি নৃপধন, নাজেনে নির্যাণ।
অকস্মাৎ আগন্তুকে, কোরোনা বিশ্বাস॥
শূদ্রক রাজার ছিল, পুণ্যের সঞ্চার।
এই হেতু বীরবর, দাস হোলো তার॥
স্বভাবত ধূর্ত্ত কাক, বিপক্ষের দল।
সে কেমনে মিত্র হবে, নিজে যেই খল?॥

রাজা কহিলেন।

পূর্ব্বোক্ত কথার প্রসঙ্গ করণের প্রয়োজন করেনা। এই স্থলে এই দৃষ্টান্ত দ্বারা আত্ম-পর নির্ণয় হইতে পারেনা, যাও উপস্থিত বিষয়ের অনুসন্ধান কর, বিপক্ষেরা যদি সু-মেরু-শিখরে আগমন করিয়া থাকে, তবে এইক্ষণে কিরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য?।

চক্রবাক, বক্র-বাক, শুনিয়া রাজার।
তথাচ করিছে অতি, সাধু ব্যবহার॥

হে ধরণীশ্বর! আমি শ্রবণ করিলাম, সেই শিখীশ্বর অতি মূঢ়, অবোধ, আপনার মহামন্ত্রী সুপণ্ডিত গৃধ্রের উপদেশে অনাদর করিয়াছে, অতএব তাহাকে জয় করা বড় কঠিন ব্যাপার নহে। যাহারা লোভি, খল, অলস, মিথ্যাবাদি, অনবধান, মূঢ় এবং যাহারা বীরপুরুষদিগে তাচ্ছিল্য করে, তাহারদিগ্যে অনায়াসেই নষ্ট করা যাইতে পারে, অতএব শত্রুগণ যে পর্য্যন্ত এখানে আসিয়া আমারদিগের দুর্গের দ্বার অবরুদ্ধ না করে, সে পর্য্যন্ত "সারস" প্রভৃতি মহাবল-পরাক্রান্ত সেনাপতি সকল পর্ব্বত এবং বনপথ বেষ্টন পূর্ব্বক নানাপ্রকারেই তাহারদিগের অনিষ্ট করুক, বিপক্ষ-সেনারা সং-

শক্তি হুয়েছে আমাদের অত্যন্ত শ্রান্ত, ক্লান্ত, পীড়িত, অলস, অবশ, ক্ষুধিত, তৃষিত, নদী নদ অরণ্য অতিক্রমণে আকুল, বায়ু বৃষ্টিতে ব্যাকুল, নিদ্রাকুল এবং অত্যন্ত ভীত ও চঞ্চল হইয়াছে, এই সময় তাহারদের বিনাশ করণের অতি সুসময়, এতৎ উপায়ে ঐ পদ্মাদি রাজা এখনিই প্রচুর-প্রমাদে পতিত হইবে। তদনন্তর সারসাদি সেনাপতি সকল গমন করিয়া ময়ূররাজের বিস্তর সেনাপতি এবং সেনা সংহার করিল, বহু প্রকার দ্রব্যাদি হরণ করিয়া লইল।

তাহার পর ময়ূরমহীপ অত্যন্ত তাপিত ও ব্যথিত হইয়া বিশেষরূপ বিনয় পূর্ব্বক গৃধ্র মন্ত্রির প্রতি কহিতেছেন।

হে পিতঃ! আমার এতই কি অপরাধ হইয়াছে? আপনি কি হেতু আমার প্রতি এতদ্রূপ দুঃখিত ও কুপিত হইয়াছেন?।

চিত্ররেখা চৌপদী।

অহঙ্কার করিয়াছি, সবিপাক হইয়াছি,
তাই অভিমান মনে, কেহ যেন দেখেনা।
অভিমান, অহঙ্কার, সব করে ছারখার,
ধন, জন, দেহ, প্রাণ, চিরকাল থাকেনা॥
অবিনয়ী হোলে পরে, কষ্ট হয় ঘরে পরে,
ভাই বন্ধু কেহ তারে, সমাদরে ডাকেনা।
অবিনয়ে একবার, অপযশ হয় যার,
কিছুতেই তার আর, সে কলঙ্ক ঢাকেনা॥

পয়ার।

বৃদ্ধদশা যে প্রকার, দেহশোভা হরে।
অবিনয়ে সে প্রকার, রাজ্যনাশ করে॥
অবিনয়ে দারা-সুত, বশে নাহি রয়।
বিনয়েতে দেবগণ, বাধ্য এসে হয়॥
বিনয়েতে যোগ্য যেই, বুদ্ধি আছে যার।
সম্পদ আপনি এসে, ভোগ্য হয় তার॥
যেজন সুপথ্যসেবী, কষ্ট কোথা তার?।
সদা স্বাস্থ্য, শিব, সুখ, করে অধিকার॥
উদ্যোগী পুরুষ পায়, বিদ্যা-সুধারস।
ধন, ধর্ম্ম, যশ, হয়, বিনয়ির বশ॥

দূরদর্শী গৃধ্রমন্ত্রী কহিতেছেন।

হে দেব!—শ্রবণ কর।

যে সকল তরু থাকে, জল-সন্নিধান।
বলবান হোয়ে তারা, হয় ফলবান॥
আপন সমীপে রেখে, পায় গুণবান।
অজ্ঞ-ভূপ, সেইরূপ, হয় বর্দ্ধমান॥
হানিকর মাদকীয়, দ্রব্য-ব্যবহার।
নিরন্তর নারী-সঙ্গ, বিলাস, বিহার॥
মিছে-খেলা, গাল্পগল্প, মৃগয়া-গমন।
বিনা-দোষে দণ্ড করা, পরস্ব-হরণ॥

দানপাত্রে কৃপণতা, করণ্ হরণ।
ভূপতির এই সব, বিষম ব্যসন ॥
কেবল সাহস মাত্রে, কি হইতে পারে? ।
উপায় করিতে হয়, অশেষ প্রকারে ॥
ন্যায়-মত কার্য্য চাই, আর চাই বল।
তবেই হইতে পারে, মানস সকল ॥
উপায় না জানে কিছু, সহে শুভমতি।
সে, কেমনে হোতে পারে, সম্পদের পতি? ।
আপনি হোয়েছ তুমি, অনুরাগী রণে।
করেছ সাহস দান, সেনাদের মনে ॥
কাণ্‌পেতে শুন নাই, আমার মন্ত্রণা।
নিজ-দোষে ভুগিতেছ, এসব যন্ত্রণা ॥
নীতি-বোধ নাহি যার, মানুষ, সে, নয়।
কুমন্ত্রণা-দোষে কষ্ট, নষ্ট শেষে হয় ॥
না শুনে বৈদ্যের কথা, কুপথ্য যে করে।
সুখ তার কিসে হবে, দুঃখ পেয়ে মরে ॥
পেয়ে ধন, কোন্ জন, না হয় গর্ব্বিত? ।
নারী-লোক কবে কারে, না করে তাপিত
এজগতে চিরজীবি আছে, কোন্ জন? ।
কোন্‌কালে যম কারে, না করে হরণ? ॥
সংসারের এই ভাব, দেখিয়া শুনিয়া।
করিবে সকল কার্য্য, বিচার করিয়া ॥
অনিন্দ বিনাশ করে, নিরানন্দ আসি।
কণা-মাত্র অনলেতে, নাশে তুলা রাশি ॥
শিশির আসিয়া করে, শরৎ সংহার
প্রকাশিত হোলে রবি, নাশে অন্ধকার ॥
কৃতঘ্নতা নাশ করে, পুণ্যরূপ ধন।
শোকের সংহার করে, মিত্র-দরশন ॥

নয়ের নাশে, আপদ, বিপদ সমুদয়।
অন্যায়েতে একেবারে, সর্ব্বনাশ হয় ॥
সুনীতির শিক্ষা হোলে, থাকে পরিতোষে।
রাজলক্ষ্মী উড়ে যায়, দুর্নীতির দোষে ॥

তাহার পর গৃধ্রমন্ত্রী মনে মনে
এরূপ বিবেচনা করিতেছেন।

যথা

এ রাজা অবোধমতি, সন্দেহ কি তায়।
নতুবা কি, কর্ম্ম করে, আপন ইচ্ছায় ॥
মিছে যাক—উল্কাপাতে, অন্ধকার করে।
নীতি-শাস্ত্র চন্দ্রিকায়, চারুশোভা হরে ॥
অন্ধেরে দর্পণ দান, সে, যে, ঘোর জ্বালা।
মূর্খজনে শাস্ত্র কথা, ভস্মে ঘৃত ঢালা ॥
প্রমাদির কার্য্য-দোষে হোলো, যা, হবার
কি হবে, এখন্ আর, উপায় কি তার? ॥
দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু, গোরু, আর ভূপ।
আতুর, বালক, বৃদ্ধ, হয় সমরূপ ॥
এদের উপরে ক্রোধ, নহেতো উচিত।
এখন উপায় করি, যে হয় বিহিত ॥

রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া ক্ষোভন-
বদনে কহিলেন।

তুমি পিতা, আমি পুত্র, তাই জানি মনে।
এ সময়ে রক্ষা কর, যুক্তি বিতরণে ॥
মরিয়াছে প্রায় সব, সেনা, সেনাপতি।
ঘুচিয়াছে, প্রায় সব, সমর-সঙ্গতি ॥

অতি অল্প [illegible] সেনা, সহকারি।
আছে, [illegible] তাই দিয়ে, কেবল বেড়ে পুরি
বাঁচাও [illegible] প্রাণে, ধরি শ্রী[illegible]।
[illegible] নাই [illegible]॥

মন্ত্রী হাস্য পূর্ব্বক কহিতেছেন।

হে মহারাজ। আর ভয় করিবেননা, আমি এই অল্প সংখ্যক সেনার দ্বারাই আপনাকে জয়যুক্ত করিব।

মন্ত্রির পরীক্ষা হয়, ভেদ জ্ঞান-যোগে।
বৈদ্যের পরীক্ষা হয়, সন্নিপাত রোগে॥
কার্য্য-ভেদে পরীক্ষায়, বুদ্ধি জানা চাই।
বিনা কার্য্যে, ঘরে ঘরে, পণ্ডিত সবাই॥
বুদ্ধিহীন জন যত, অল্প কাজ করে।
তথাপিও, সদাকাল, ব্যস্ত হোয়ে মরে॥
বুদ্ধিমানে কর্ম্ম করে, বড় অতিশয়।
[illegible] ক্ষণকাল, ব্যাকুল না হয়॥
[illegible] করিব সেই, দুর্গ-অধিকার।
[illegible] আমি, সদুপায়, করিয়াছি তার॥
[illegible] যত সেনা, প্রকাশিয়ে ক্রোধ।
[illegible] করুক দিয়ে দুর্গদ্বারে রোধ॥
[illegible] করিলে দুর্গ, আর কারে ভয়।
[illegible] হোলেই, জয়-লাভ, নিশ্চয়, নিশ্চয়॥

অনন্তর হংসরাজের চর বক আ[illegible] নিবেদন করিল।

হে নরসিংহ! দূরদর্শি নামক [illegible] পরামর্শক্রমে সেই শিখীশ্বর অবশিষ্ট অত্যল্প সেনা লইয়াই আমারদিগের দুর্গ রোধ করণার্থ আগমন করিতেছেন।

হংসরাজ কহিলেন।

হে সর্ব্বজ্ঞ! এক্ষণকার উপায় কি?

সর্ব্বজ্ঞ চক্রবাক বলিতেছেন।

নিজ-চিহ্নিত-সেনাগণকে রত্ন এবং বস্ত্রাদি পারিতোষিক প্রদান পূর্ব্বক পরিতুষ্ট করিয়া দুর্গ-রক্ষার অনুমতি করুন। সময়ক্রমে অতি অপবিত্র স্থান হইতেও এক কড়াকড়ি তুলিয়া সঞ্চয় করিবে, এবং সময় বিশেষে মুক্তহস্ত হইয়া কোটি মুদ্রাও অকাতরে ব্যয় করিতে হইবে। যে রাজা এবম্প্রকার নীতিশাস্ত্রের ব্যবহার করেন, চঞ্চলা কমলা সেই নীতিজ্ঞ নৃপতির নিকেতনে অচলা হইয়া বাস করেন, তিনি কখনই চঞ্চলা হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করেননা। হে নৃপ! যেব্যক্তি যজ্ঞ করিবে, সে যেন ব্যয়-বিষয়ে কাতর না হয়। যেব্যক্তি বিবাহকর্ম্ম সম্পন্ন করিবে, সে যেন ব্যয় করিতে ব্যথিত না হয়। যেব্যক্তি বিপদে পড়িবে, সে যেন বিপদ উদ্ধারের জন্য

বিত্ত-ব্যয়ে মুদ্রিতহস্ত [illegible] যে ব্যক্তি কোনো এক [illegible]-কর্ম্ম করিবে, সে যেন ব্যয়-বিধানে কুণ্ঠিত নাহয়। যে ব্যক্তি [illegible] লাভের বাসনা করে, সে যেন [illegible] ব্যাকুল নাহয়। যেব্যক্তি মনুষ্যলোকের উপকারে অনুরক্ত হয়, সে যেন ধনক্ষয়ে তাপিত নাহয়। যেব্যক্তি প্রিয়া স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখিবার প্রার্থনা করে, সে যেন সেই প্রণয়িনীর প্রার্থনা পরিপূর্ণ-করণে অর্থদানে কৃপণ নাহয়। এবং যেব্যক্তি শত্রুক্ষয়ে উদ্যত হয়, সে যেন ধনের মায়া করিয়া ব্যয়ের ব্যাপারে কথনই কৃপণ নাহয়। এই অষ্টবিধ বিষয়ে বিশেষ ব্যয়ের আবশ্যক করে। যেব্যক্তি অতি নির্ব্বোধ, সে ব্যক্তি অতি অল্প-ব্যয়ের ভয়ে ভীত হইয়া কৃপণতা-পূর্ব্বক আপনিই আপনার সর্ব্বনাশ করে। যে স্থলে দুই সহস্র ব্যয় করিলে অনায়াসেই দুই কোটি মুদ্রার সম্পত্তি রক্ষা পায়, সে স্থলে অগ্রেই তাহা কর্ত্তব্য, নচেৎ কিছুই থাকেনা, যাহারা সুবোধ, তাহারা কি শুল্ক-দানের শঙ্কায় [illegible] মোট পরিত্যাগ করিয়া থাকে? যদিও [illegible] ভেদে অতিরিক্ত ব্যয় বিধেয় নহে, কারণ বিপদ-বিনাশের নিমিত্ত ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হয়, কিন্তু বিবেচনা করিতে হইবে, সময় বিশেষে আবার সঞ্চিত সম্পত্তিও বিনষ্ট হয়, লক্ষ্মীও বিদায় হয়েন। ফলে ধনবানের কখনই আপদ নাই, ধনের বাধ্য হইয়া সকলেই সাধ্যমত কার্য্য সাধনে ত্রুটি করেনা। অতএব আপনি কার্পণ্যশূন্য হইয়া যথা-বিহিত দান ও সম্মান দ্বারা সদলবলকে পুরস্কৃত করুন। সেনাপতি, সেনা অমাত্য প্রভৃতি সমাদৃত ও পুরস্কৃত হইলেই অতি হর্ষে অতি সাহসে আপনাপন প্রাণ দিয়াও সমরে বৈরি-মর্দ্দন করিয়াথাকে। সত্ত্ব, শৌর্য্য, দয়া এবং দান, এই কয়েকটি রাজার বিশেষ-ভূষণ-স্বরূপ হইয়াছে। ইহার অভাব হইলেই রাজারা নিন্দিত এবং অবসন্ন হয়েন। আপনি যাহারদিগের দ্বারা উন্নত হইয়াছেন, এই সময়ে তাহারদিগ্যে উন্নত করুন। জ্ঞানহীন, ক্রোধি, কৃতঘ্ন, এবং আড়ম্বরিদিগ্যে পরিত্যাগ করিয়া এইক্ষণে কেবল বিশ্বাস পাত্রের হস্তে ধনভাণ্ডার ও আয়

অনন্তর এক দিক হইতেই বকেরা হুলকারি কাকেরা দুর্গমধ্যস্থ গৃহে অগ্নিসংলগ্ন করিয়া "প্রভুর কর্ত্তৃক দুর্গ অধিকার করিয়াছি, দুর্গ অধিকার করিয়াছি" এইরূপ ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিল, তাহার সঙ্গে স্থলচর পক্ষি সকলেই উচ্চৈঃস্বরে কোলাহল করিয়া উঠিল, সেই চীৎকার শ্রবণে এবং প্রজ্বলিত অনল-দর্শনে রাজহংসের সৈন্যেরা এবং দুর্গবাসি লোকেরা অতি-শীঘ্র হ্রদের মধ্যে প্রবেশ করিল। ইহার কারণ, যুদ্ধকালে যখন যেরূপ ঘটনা হইবে, তখন অবস্থানুসারে সেইরূপ কার্য্যই করিতে হইবে। মন্ত্রণা দ্বারা কোনোরূপ সদুপায় করিতে পারে; তাহাই করিবে। বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ পুর্ব্বক যুদ্ধ করিতে পারে, তাহাই করিবে। নচেৎ অতি সুকৌশলে আত্মরক্ষা করিয়া পলায়ন করিতে পারে, তাহাই করিবে, তখন আর অপর কোনো বিচার বিতর্ক করিবেনা।

রাজহংস স্বভাবতই মন্দগতি, এজন্য তাহাকে এবং তাহার রক্ষক সেনাপতি সারসকে শত্রু-সেনাপতি কুক্কুট আসিয়া বেষ্টন করিল।

রাজা রাজহংস সারস সেনাপতিকে যা কহিতেছেন।

পদ্য।

ওহে ভাই, সেনাপতি, সারস সুজন।
নিজে কেন, নষ্ট হও, আমার কারণ॥
যা, আছে, আমার ভাগ্যে, তাই হবে শেষ
ত্বরা করে কর তুমি, সলিলে প্রবেশ॥
সেরূপ উপায় কর, যাহে বাঁচে প্রাণ।
আপনারে রক্ষা করা, শাস্ত্রের বিধান॥
"চূড়ামণি" নামে পুত্র, রহিল আমার।
চক্রবাকে বোলে তারে, দিও রাজ্যভার॥
সারস কহিছে প্রভু, প্রাণে আমার।
এমন্ দারুণ কথা, বোলোনাকো আর॥
যদবধি রবি-শশি, রহিবে গগনে।
তদবধি রাজ্য কর, বোসে সিংহাসনে॥
যদবধি আমার, এ, দেহে প্রাণ রয়।
তদবধি আপনার, কিছু নাই ভয়।
এদুর্গের অধিকারী, হয়েছি যখন।
তখন তো করিয়াছি, নিজ-প্রাণ-পণ॥
যতক্ষণ রক্ত আর মাংস আছে গায়।
ততক্ষণ কার সাধ্য, সমুখে দাঁড়ায়॥
যখন এ সমুদয়, হোলো যাবে শেষ।
তখন আসিয়া শত্রু করিবে প্রবেশ।
ক্ষমবান, দাতা তুমি, গুণের আধার।
তোমার মতন প্রভু, কোথা পাব আর॥
রাজা কন প্রাণাধিক, তুমি প্রিয়ধন।
মহামতি সেনাপতি, সুপবিত্র মন॥
অনুরক্ত প্রভুভক্ত, হে সুদক্ষ জন।
কোথা আর পাব আমি তোমার মতন॥
তুমি যদি বেঁচে থাকো, বাঁচিতে সবে।
তাহি ক্ষীণ, আমার জীবনে কি হবে॥

আচার্য্যের মুখে বুলি বিগ্রহ-বিবরণ শ্রবণ পূর্ব্বক নৃপতি-নন্দনগণ কহিলেন, হে গুরো! এই সংগ্রামে সেনাপতি ও সৈন্যসমূহের মধ্যে আমরা সেই 'সারস'কেই সর্ব্বাতিশয় সাধুবাদ প্রদান করিব। যেহেতু ইহার ন্যায় পুণ্যবান্ ধর্ম্মশীল সাহসী শূর দ্বিতীয় আর দেখিতে পাই না। ধন্য ধন্য! যাঁহারা ঐ ব্যক্তি আপনার প্রাণের প্রতি মায়া আকাঙ্ক্ষা না করিয়া প্রভুর প্রাণরক্ষা করিয়াছে। গাভিগণ গবাকৃতি সমুদয় সন্তানকেই প্রসব করে বটে, কিন্তু তন্মধ্যে সুশোভিত-শৃঙ্গবিশিষ্ট সর্ব্বগুণান্বিত গোস্বামিকে প্রায় কেহই প্রসব করেনা।

সিদ্ধান্তশেখর ভট্টাচার্য্য কহিলেন, হে বৎস! সেই সুবিখ্যাত মহাবীর পুরুষ সারস অধুনা বিদ্যাধরী-পরিবৃত হইয়া স্বর্গ-সুখ সম্ভোগ করিতেছে। যে সকল প্রভুভক্ত কৃতজ্ঞ বীরবর স্বদেশ এবং প্রভুর রক্ষার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা অক্ষয়-স্বর্গ ভোগ করিয়া থাকেন, শত্রু-যন্ত্রজালে-আচ্ছন্ন যোদ্ধা সকল ক্ষুব্ধ, ভীত ও কাতর না হইয়া যেখানে সেখানে কৃতান্ত-গ্রাসে পতিত হউন, তাঁহারদিগের চিরস্বর্গ-ভোগ হইবেই হইবে।

বাপু! তোমাদের যেন অশ্ব গজ ও পদাতি দ্বারা যুদ্ধ করিয়া বিপক্ষ বিনাশ না করিতে হয়, নীতি মন্ত্রণারূপ পরম-প্রহারে প্রহারিত হইয়া বৈরিব্যূহ গিরিগহ্বরে প্রচ্ছন্ন হউক।

ইতি হিতপ্রভাকর পুস্তকে হিতহার নামক
তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ।

সন্ধি

নৃপতিনন্দন।

হে গুরুদেব!—আপনার শ্রীচরণের কৃপায় আমরা মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, এবং বিগ্রহ-বিবরণ শ্রবণ করিয়া বিবিধ-বিষয়ের সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি।—যাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহাও শিক্ষা করিয়াছি, অধুনা সন্ধির বিষয় শুনিবার নিমিত্ত অত্যন্ত লোলুপ হইয়াছি, অনুকম্পা-পূর্ব্বক তদ্বিষয় প্রকাশ করিয়া কৃতার্থ করুন, তাহা হইলেই আমরা সর্ব্ব-বিষয়েই [illegible] হইয়া অতি সুনিয়মে রাজকার্য্য করিতে পারিব।

গুরু।

হে বাপু! সাধু সাধু! তোমরা চিরজীবী হও।—এতদিনের পর আমার উপদেশের সার্থকতা হইল। তোমরা রাজপুত্র, তোমাদিগের সন্ধির বিষয় অবগত হওয়া সর্ব্বাগ্রেই কর্ত্তব্য হইতেছে, তবে শ্রবণ কর।

ঘোরতর যুদ্ধদ্বারা ময়ূর এবং মরাল-মহীপের বহুসংখ্যক সেনা বিনষ্ট হইয়া অবশিষ্ট যাহা রহিল, তাহাই উপলক্ষ করিয়া সুধীর সুবিজ্ঞ সুনীতিজ্ঞ গৃধ্র এবং চক্রবাক্ মন্ত্রী অতি সংক্ষেপ-সময়ের মধ্যেই সদালাপ ও সদ্ভাবদ্বারা সন্ধি সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

রাজপুত্র।

হে প্রভো! সে কি প্রকার?

আচার্য্য।

ময়ূররাজ হংসরাজের দুর্গস্থ সমস্ত সামগ্রী লুণ্ঠন পূর্ব্বক গমন করিলে-পর রাজহংস জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার এই দুর্গমধ্যে কোন্ ব্যক্তি অগ্নি প্রদান করিল? স্বকীয় কোনো

বিশ্বাসঘাতকি মহাপাতকি লোকের দ্বারা এই সর্ব্বনাশ হইল? অথবা বৈরি-প্রেরিত কোনো-বিশ্ববঞ্চক বিষম-ব্যক্তি কপটভাবে আগমন পূর্ব্বক এতদ্রূপ অনিষ্ট উৎপাদন করিয়াছে?।

চক্রবাক-মন্ত্রী কহিতেছেন।

হে ভূপাল! আপনার সেই নিষ্প্রয়োজনীয় অনর্থকর মিত্র-মেঘাকার নামক দুরাচার কাক এবং তাহার পরিবার আর কাহাকেই দুর্গ-মধ্যে দেখিতে পাইনা।—ইহাতেই বিবেচনা করিয়া দেখুন, একর্ম্ম কাহার কর্ম্ম, স্বভাবধূর্ত্ত-অপরিচিত-অজ্ঞাতকুলশীল বিপক্ষ-পক্ষকে আশ্রয় প্রদান করিলেই এতদ্রূপ অনিষ্ট ঘটনা ঘটিয়াথাকে।

হংসরাজ কহিতেছেন।

হাঁ—ইহাই সম্ভবপর বটে। বিশ্বাসঘাতকিকে আশ্বাস দিয়া বিশ্বাস করাতেই এইক্ষণে নিশ্বাস ফেলিতে হইল। অধুনা দুর্দ্দৈব ভিন্ন অন্য কথা কি আর উল্লেখ করিব।—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হইয়াছে, আপনার অবিবেচনারূপ-বিষবৃক্ষের বিষময়ফল আপনিই ভোগ করি।—পণ্ডিতেরা কহেন "রাজারা যদি বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কোনোপ্রকার দোষের কার্য্য করেন, তাহাতে মন্ত্রির কোনো অপরাধ নাই।"

মন্ত্রী বলিলেন

পদ্য।

মূঢ়-জন আপনার, কার্য্যদোষ জানেনা।
কোনোরূপে কিছুতেই, উপদেশ মানেনা॥
হিতকর কার্য্য যাহা, ধ্যানে কভু আনেনা।
সুযশ সুরীতি রূপ-রথ-রজ্জু টানেনা॥
স্বভাবের দোষে ঢেঁকি, ধান বই ভানেনা।
"ভোঁতা-অস্ত্র" শাণ দিলে, কখনই শানেনা॥

পয়ার।

কোথা তার পরিতোষ, মরে রোষে রোষে?
দুঃখ পেয়ে মূর্খ-লোক, দেবতারে দোষে॥
ভাল, মন্দ, না জানিয়া, ফেরে যথা তথা।
কেবল প্রবল করে, আপনার কথা॥
নাহি শুনে সুজনের, উপদেশ যত।
নষ্ট হয় কাষ্ঠচ্যুত, কচ্ছপের মত॥

রাজহংস কহিলেন, সে কিরূপ?

চক্রবাক কহিতেছেন।

দ্রাবিড় দেশেতে, গ্রাম শ্রীরাজনগর।
সেই গ্রামে, "শান্তি নামে" এক সরোবর॥
বিমল, বিনোদ, নামে, দুই রাজ হাঁস।
বহুকালাবধি তথা, সুখে করে বাস॥
"কুম্ব" নামেতে এক, "কমঠ" আসিয়া।
রহিল তাদের সহ, প্রণয় করিয়া॥

[illegible]-প্রেমপাশে, বদ্ধ পরস্পরে।
[illegible] করে, সেই সরোবরে॥
[illegible] এক দিন, দিবা অবসানে।
[illegible] দুই জেলে, আইল সেখানে॥
[illegible] দেখে তারা, সুখি অতিশয়।
[illegible] জাল ফেলে, উভয়েই কয়॥
[illegible] এই স্থানে, যাপন করিব।
কূর্ম্ম, মীন, যাহা পাই, প্রভাতে ধরিব॥
কচ্ছপ জেলের কথা, করিয়া শ্রবণ।
হাঁসের নিকটে আসি, কহিছে বচন॥
ওহে ভাই, শুনিলেতো, রজনী প্রভাতে।
জালে পোড়ে মারা যাব, ধীবরের হাতে॥
[illegible], বদ্ধ হোলে পরে, নিশ্চয় মরণ।
[illegible] বল বল, উপায় এখন॥
[illegible]সেরা কহিছে ভাই, এ তোমার ভুল।
এখনিই এত কেন, হোতেছ ব্যাকুল?॥
রজনী-প্রভাত হোলে, গতিক, যা, হয়।
[illegible] করিব তার, উপায় নির্ণয়॥
[illegible] কমঠ কহে, হইল বিষম।
[illegible] সরোবরে, দেখি ব্যতিক্রম॥
এখনি বিহিত হোলে, বিপদ রবেনা।
প্রভাত হইলে আর, উপায় হবেনা॥
[illegible] আছে এক, বড় জলাশয়।
প্রবীণ প্রবীণ তিন, মীন তাহে রয়॥
[illegible] প্রকারে এক দিন, সেই জলাশয়ে।
এসেছিল, দুই জেলে, মাচ ধরিবারে॥
জেলেদের দেখে তার, দুই মাচ কয়।
[illegible] এ জলে আর, থাকা নয়॥
উপায় থাকিতে কেন, জীবন হারাই?।
এই বেলা চল চল, অন্য জলে যাই॥
[illegible] মাচ বলে ভাই, এ কথা কেমন?।
[illegible] তোমরা দুজন॥
মৃত্যু থাকে, [illegible] যাব, এই সরোবরে।
কপালে বিধিরলিপি, খণ্ডন কে করে?॥
এত বলি সেই মাচ, রহিল সেখানে।
জেলের জালেতে পোড়ে, মারা গেল প্রাণে॥
দুই মাচ, সেইক্ষণে, বুদ্ধি প্রকাশিয়া।
প্রাণে প্রাণে বেঁচে গেল, অন্য হ্রদে গিয়া॥
দেহ পেয়ে বুদ্ধি বল, [illegible] যেই।
বিপদের সমাধান, আগে করে সেই॥
বিপদে ধরিয়া বুদ্ধি, [illegible] প্রকাশিয়া।
অসতী হইল সতী, পতি ভুলাইয়া॥

হংসেরা কহিল, সেই অসতী কি প্রকারে পতির নিকট সতী হইল?।

কচ্ছপ কহিতেছে।

শান্তিপুরে, ছিল এক, বণিক্ কুমার।
যুবতী সুন্দরী অতি, প্রণয়িনী তার॥
পতি প্রতি প্রীতি তার, ছিলনা বিশেষ।
নামে মাত্র কুলকন্যা, কুলটার শেষ॥
বেশের বনিতা বালা, বারবিলাসিনী।
কামকেলী-কামাসক্তা, কুলকলঙ্কিনী॥
স্বভাবত নারী, বারি, নীচগামী হয়।
বিশ্বাসের ধন এরা, কোনোমতে নয়॥
নিজে যেই সুপুরুষ, রমণীরমণ।
সে কখনো নাহি পায়, রমণীর মন।
প্রায় নারী নাশ করে, কুলের গৌরব।
রাখিতে পারেনা প্রায়, সতীত্ব-সৌরভ॥
গাভী যথা দৃষ্টি করি, নব নব ঘাস।
তখনি ভক্ষণ করে, বিস্তারিয়ে গ্রাস॥
নারী মত সেই মত, ভোগে রত হয়।
পুরুষ দেখিলে পরে, স্থির নাহি রয়॥

নারীর অসাধ্য কিছু, নাহি এ সংসারে।
সকলি করিতে পারে, ইচ্ছা অনুসারে॥
দয়া, লজ্জা, ধর্ম্ম, ভয়, বিসর্জ্জন দিয়া।
প্রকৃতি প্রকৃতি বলে, সিদ্ধ করে ক্রিয়া॥
যদ্যপি নিয়ত রাখ, নয়নে নয়নে।
পলকে প্রলয় তবু, ভয় ক্ষণে ক্ষণে॥
এত কোরে রাখিলেও, বশে নাহি থাকে।
চক্ষের আড়াল্ হোলে, রক্ষা আর রাখে?॥
স্থান নাই, ক্ষণ নাই, নাই প্রার্থি-জন।
যারে পায়, সুখে তার, তুষ্ট করে মন॥
পাত্রাপাত্র, প্রিয়াপ্রিয়, করেনা বিচার।
যার তার, সঙ্গে রঙ্গে, বিলাস, বিহার॥
ছলনার কার্য্যে নারী, নিতান্ত-নিপুণ।
আহার দ্বিগুণ, আর, বুদ্ধি চতুর্গুণ॥
এক দিন, সেই বালা, বণিকের বধূ।
দিতে ছিল, নিজ-দাসে, মুখপদ্মমধু॥
নিজ-নেত্রে বেণে, তাহা দেখিতে পাইল।
রমণী অমনি এক, ছলনা করিল॥
" বলে, নাথ! এ দাসের, অতি কুলক্ষণ।
চুরি কোরে, নিত্য করে, কর্পূর-ভোজন॥
মুখ্ শুঁকে দেখিলাম, এখনি খেয়েছে।
এই দেখ, ভর্ ভর্, গন্ধ ছুটিতেছে॥
এই জন, অভাজন, প্রিয়জন নয়।
এমনে করিলে চুরি, পুরি কিসে রয়?॥
সেবকে যদ্যপি করে, চুরি এই মত।
তিন দিনে ভুট্ হবে, পুঁজি পাটা যত॥
সেইক্ষণে সেই দাস, সে কথা শুনিয়া।
কহিছে কপট-ক্রোধে, বুদ্ধি প্রকাশিয়া॥
" আমায় বেতন দিয়া, করুন্ বিদায়।
দাস হোয়ে এখানেতে, বাস করা দায়॥
চুরি কোরে নাহি খাই, হইয়া চাকর।
ঈশ্বর জানেন শুধু, আমার অন্তর॥
ভৃত্য হোয়ে নিত্য আনি, মরি মনোদুখে।
গৃহিণী বেড়ান্, সদা মুখ্ শুঁকে শুঁকে॥
কর্পূর কোথায় পাব, দোহাই দোহাই।
হাতে কোরে পান্ সেজে, আপনি কি খাই?
গৃহিণী আপনি দিলে, তবেইতো পাই।
হরণ করিনে কভু, কড়ি এক পাই॥
রাত্রি দিন, খিটিমিটি ছল ছুতো ধরা।
ভাল নয়, এ প্রকারে, শোঁকাশুঁকি করা।
এত বোলে যায় চোলে, পুঁটুলি লইয়া।
বণিক প্রবোধ দিয়া, রাখিল ধরিয়া॥
ওরে ভাই, বলি তাই, কোরে প্রণিধান।
উপস্থিত বিপদের, কর সমাধান॥
কাতরে বিনয় করি, হোয়ে নিরুপায়।
বাঁচাও বাঁচাও, দেব হে, বাঁচাও আমায়॥

হে ভাই! মনুষ্য অগ্রে আত্মরক্ষা করিয়া পরে যথা রীতিক্রমে অন্যকে রক্ষা করিবে, যে ব্যক্তি অযতনে আপনার প্রাণ নষ্ট করে, সে সমুদয় নষ্ট করে।

পদ্য।

আপনার হিত কর, যথা অনুরাগে।
আপনারে রক্ষা কর, সকলের আগে॥
আগে করে, আত্মরক্ষা, সুবোধ যে হয়।
পরে তারে, রক্ষা করে, আশ্রয়, যে, লয়॥
বিপদ উদ্ধার হেতু, ধনের সঞ্চার।
ধনেতে করিবে রক্ষা, দারা-পরিবার॥
নীতিমত সার, ভাব-স্থির রাখি মনে।
করহ আপন রক্ষা, ধনে আর জনে॥

যবধি এই দেহে থাকিবে জীবন।
তবধি থাকিবেক, সুখের সাধন॥
প্রাণের প্রসাদে যদি, দেহ থাকে বলে।
ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম, পাবে করতলে॥
যতদিন থাকে দেহ, ততদিন সব।
সমুদয় মিছে হয়, দেহ হোলে শব॥
অযতনে নিজপ্রাণ, নষ্ট করে যেই।
ধরণীতে তার চেয়ে, পাপী আর নেই।
মরণের কালে সেই, কত কষ্ট পায়।
ইহকাল পরকাল, দুই কাল যায়॥
আপনার প্রাণ রক্ষা, করে যেইজন।
করতলে ধরে সেই, চতুর্ব্বর্গ ধন॥
সাধু সাধু, সাধু, সেই, সুবোধ সুধীর।
সফল শরীর তার, সফল শরীর॥

হংসদ্বয় কহিতেছে।

পরমায়ু-পরমরত্ন, তাহার অপেক্ষা মহারত্ন আর কিছুই নাই, যাবৎ পর্য্যন্ত এই দেহে আয়ুর সঞ্চার থাকে, তাবৎ পর্য্যন্ত কোনোরূপেই তাহার ধ্বংস হয়না। যখন যে জীবের আয়ুর শেষ হয়, তখন সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং আসিয়া অশেষবিধ যত্ন করিলেও কোনোপ্রকারেই তাহাকে রক্ষা করিতে পারেননা, কেননা কালপ্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ পরমায়ু যদি না থাকে, তবে স্বর্ণময়-পুরীমধ্যে স্থাপিত করিয়া রক্ষার নিমিত্ত যত প্রকার চেষ্টা করিবে সকলি ব্যর্থ হইবে। অপিচ যাহার আয়ু থাকে তাহাকে কেহই নষ্ট করিতে পারেনা, অকালে কেহই কালের-গ্রাসে পতিত হয়না, তাহাকে দৈব আপনি রক্ষা করেন, তজ্জন্য কোনোরূপ যত্ন, চেষ্টা, আনুকূল্য এবং অর্থাদি সাহায্যের আবশ্যক করেনা। সে ব্যক্তি সীমাশূন্য-সমুদ্র-সলিলে মগ্ন হইলে, অতি উচ্চ পর্ব্বত হইতে পতিত হইলে, দাবানলে পরিবেষ্টিত হইলে, ভয়ঙ্কর অতি-নিবিড়-বিরল-বিপিনে তক্ষক-কর্ত্তৃক দংশিত হইলে, এবং ব্যাঘ্রের মুখে পতিত হইলে অনায়াসেই প্রাণ-প্রাপ্ত হইবে, তাহার শরীরে কিছু-মাত্রই ব্যাঘাত হইবেনা।-শত শত শরে বিদ্ধ হইলেও প্রাণে মরিবেনা, আয়ুর কৃপায় সজীব থাকিয়া স্বচ্ছন্দে সানন্দে বিশ্ববাসে বিচরণ করিবে। আর যখন কাল নিকটস্থ হইবে তখন কুশের অগ্রভাগের আঘাত মাত্রের অপেক্ষা করিবেনা, তৎক্ষণাৎ অমনি প্রাণ বিয়োগ হইবে। হে প্রিয়তম! তুমি এতদ্রূপ কালের

বিচিত্র-গতি দৃষ্টি করিয়া সৃষ্টির কৌশল বিবেচনা পূর্ব্বক সৃষ্টিকর্ত্তাকে স্মরণ কর। পরমায়ুরূপ পরম-রত্ন যতক্ষণ ক্ষয় না হইবে, ততক্ষণ তোমার কিছুমাত্রই ভয় নাই।

পয়ার।

যতদিন আয়ু-বায়ু, না হইবে নাশ।
ততদিন সুখে কর, জগতে বিলাস॥
কালের কুটিল গতি, দেখ দেখ জীব।
সাধ্যমতে, সিদ্ধ কর, নিজ নিজ শিব॥
যদবধি পরমায়ু, দেহমধ্যে রবে।
তদবধি কিছুতেই, মরণ না হবে॥
বিজন-বিরল-বনে, করিলে প্রবেশ।
বাঘ আদি জন্তুগণ, করিবেনা দ্বেষ॥
তক্ষক আসিয়া ক্রোধে, দংশে যদি গায়।
রক্ষক হইয়া বিভু, বাঁচাবেন তায়॥
পর্ব্বতের চূড়া হোতে, হইলে পতন।
যাতনা হবেনা দেহে, যাবেনা জীবন॥
গভীর-জলধি-জলে, মগ্ন যদি হয়।
অনায়াসেই পাবে প্রাণ, নাহিক সংশয়॥
দাবানলে বেষ্টিত, যদ্যপি করে তায়।
অনলের তাপ তার, লাগিবেনা গায়॥
পারিবেনা পোড়াইতে, প্রবল অনল।
আয়ু তারে বাঁচাইবে, করিয়া শীতল॥
দৈববলে কোনোরূপ, না হয় ব্যাঘাত।
প্রবেশ করেনা দেহে, অস্ত্রের আঘাত॥
তখনি মরিবে হোলে, জীবন অতীত।
অকালে কালের করে, কে হয় পতিত?॥
পরমায়ু মহাধন, স্থির থাকে যার।
কে পারে অকালে তারে, করিতে সংহার?
শত শত শরাঘাতে, স্থির হোয়ে রয়।
উদরে ঢুকিয়ে বিষ, সুধা-সম হয়॥
সময় হইয়া শেষ, আয়ু যায় যার।
কিছুতেই কোনোরূপে, রক্ষা নাই তার॥
সদুপায় যত সব, বিফল হইবে।
তৃণের আঘাত পেয়ে, তখনি মরিবে॥
ঈশ্বর আপনি আসি, করেতে লইয়া।
যদ্যপি ঔষধ দেন, ভিষক হইয়া॥
তথাচ হবেনা তায়, কিছু প্রতীকার।
আয়ুর অন্যথা করে, সাধ্য আছে কার?॥
কনক-কুটির-কায়, আঁধার করিয়া।
প্রাণের প্রদীপ যায়, আপনি নিবিয়া॥
হোয়ে শব, যায় সব, পড়ে ধরাতলে।
সে দীপ কি কোনোকালে, পুনর্ব্বার জ্বলে?॥
এইরূপে চলিতেছে, অখিল-সংসার।
এই দেখি, এই আছে, এই নাই আর॥
এই এই, সেই সেই, করিতে করিতে।
এইরূপে এক দিন, হইবে মরিতে॥
চিরকাল এই ভাবে, কেহ নাহি রবে।
এই রূপে হয় আর, লয় পায় সবে॥
কাল কাল মহাকাল, মহেশ্বর যিনি।
সদাকাল সমভাবে, স্থির মাত্র তিনি॥
কালের অতীত সেই, কালের ঈশ্বর।
সকলি নশ্বর আর, সকলি নশ্বর॥
চিরকাল স্থিরকাল, কালে কাল ভেদ।
বুঝিয়ে কালের মর্ম্ম, দূর কর খেদ॥

কালে হয় রেণু [illegible] পর্ব্বত সৃজন ।
কালে হয় [illegible] গিরি, ভূতলে পতন ॥
কালে হয় মহাবন, নগর প্রধান ।
কালেতে নগর হয়, বনের সমান ॥
কালেতে গোষ্পদ হয়, সাগর-অপার ।
কালেতে সাগরে হয়, দ্বীপের সঞ্চার ॥
অতিশয় দীন আজি, অধীন স্বাধীন ।
কালের অধীন-সব, কালের অধীন ॥
পরিপূর্ণ হোলে কাল, কেহ নাহি রয় ।
কালের বিচিত্র খেলা, বুঝিবার নয় ॥
কাল প্রাপ্ত হোলে পরে, প্রকাশিয়া গ্রাস ।
রাহু আর কেতু করে, রবি, শশি গ্রাস ॥
[illegible] নিকট হোলে, নাহি রয় কেহ ।
ভস্মেতে [illegible] করে, অঙ্গারের দেহ ॥
কালেতে বানর, নর, একত্র হইয়া ।
সবংশে রাবণে দিল, নিপাত করিয়া ॥
কালেতে রাক্ষসকুল, না রহিল আর ।
[illegible]-লঙ্কাপুরী, হোলো ছারখার ॥
অতএব প্রিয়তম, সাবধান হও ।
কালের নিকটে সব, উপদেশ লও ॥
এই কাল হইতেছে, যাহাতে সঞ্চার ।
সর্ব্বকাল, প্রেমফুলে, পূজা কর তাঁর ॥
যতক্ষণ দেহে আছে, আয়ুর নিবাস ।
ততক্ষণ কিছুতেই, হবেনা বিনাশ ॥

কচ্ছপ কহিছে ।

ভাই, তোমাদের কথা সত্য বটে, কিন্তু যদি আয়ু থাকিতে মৃত্যু হয়না, তবে তৈল থাকিতে প্রদীপ কেন নির্ব্বাণ হয় ? অতএব আমাকে স্থানান্তরে লইয়া চল ।

হংসেরা কহিতেছে ।

পয়ার ।

কহিছে মরাল দ্বয়, মধু স্বরে ভাই ।
কেমনে তোমায় ছেড়ে, অন্য জলে যাই ? ॥
গেলে পরে বাঁচ বটে, কল্যাণ তোমার ।
কিন্তু ভয়, পাছে হয়, পথেই সংহার ? ॥
কমঠ কহিছে আর, কি কহিব ভাই ।
যাতে আমি যেতে পারি, কর কর তাই ॥
উভয়ের পক্ষ বল, সকলই আমার ।
শূন্যপথে গেলে পরে, ভয় নাই আর ।
ঠোঁটে কোরে লহ ধোরে, কাট এক খান ।
তাই আমি দন্তে ধরি, করিব প্রস্থান ॥
হেসে হাঁস, কহে ইহা, সদুপায় বটে ।
অপায় না ভাব যদি, বিপরীত ঘটে ॥
উপায় নির্ণয় যথা, বিহিত বিচার ।
অপায় ভাবিতে হবে, সেরূপ প্রকার ॥
অপায় না ভেবে কর, উপায় বিধান ।
ঘটিবে দারুণ-দশা, বকের সমান ॥
কূর্ম্ম কহে, কি প্রকারে, হোলো, সে ঘটন ?
হাঁসেরা কহিছে তবে, শুন বিবরণ ॥

দীর্ঘ-ত্রিপদী ।

অপ্রদীপ-পুণ্যধাম, [illegible] গণ্ডগ্রাম,
গোপীনাথ বিরাজিত যথা ।
গঙ্গার উপরচরে, [illegible]ক্ষের পরে,
বকাবকী বাস করে তথা ॥

অতি-বড় ভয়ঙ্কর, কাল এক বিষধর,
গায়ে আঁচ্ ঠিক্ যেন পানা।
ডালে ডালে ছুটে ছুটে, বকের বাসায় উঠে,
ধোরে ধোরে খায় সব ছানা॥
সাপেতে শাবক খায়, উপায় না পায় তায়,
হায় হায়, করিছে সকলে।
বকা-বকী শোকে দুখে, করাঘাত করি বুকে,
ভাসিতেছে নয়নের জলে॥
মালা করি ঠক্ ঠক্, বলে এক বুড়ো-বক্,
কেন আর কর, হা, হুতাস?।
শোক, তাপ, পরিহরি, থাক সবে ধৈর্য্য-ধরি,
আমি করি, বিপদ বিনাশ॥
সারিগেঁথে মাচ নিয়া, সাপের বিবরে দিয়া,
নিয়ে যাও, বেজির-বাসায়।
বেজি তার ঘ্রাণ-পেয়ে, এখনি আসিবে ধেয়ে,
পেটপুরে খাবার আশায়॥
নকুল দেখিলে পর, যেরূপভাবে বিষধর,
ফণাধরি, হবে খুব্ তেজি।
সাপের সে তেজ হেরে, ঘাড়ে এক ঝাঁক্ মেরে,
তখনি বধিবে তারে বেজি॥
সে উপায়ে মোলো সাপ, কিন্তু হোলো মনস্তাপ
"খাল্‌কেটে" কোণ্ডজল আনা।
গাছে হোতে শব্দ পেয়ে, সেই বেজি গেল
খেয়ে, অবশিষ্ট যত ছিল ছানা॥
অতএব বলি ভাই, পরিণাম রক্ষা চাই,
একে যেন নাহি হয় আর।
তুমি যাহে ভাব-হিত, হোলে তায় বিপরীত,
তবে আর হবেনা নিস্তার॥

তাগোতে করিয়া ভর, এখানেই বাস কর,
ভাগা-ছাড়া কিছু নাহি হয়।
উপায় করিয়া হেন, মরিতে যাইবে কেন,
পথে গেলে মরণ নিশ্চয়?।
তোমায় লইয়া ভাই, যদ্যপি উড়িয়া যাই,
দেখে লোক কত কথা কবে?।
উত্তর করিলে তার, বাঁচিবেনা তুমি আর,
ভূমে পোড়ে প্রাণনাশ হবে॥
হাসিয়া কাছিম কয়, আমিতো তেমন নয়,
কিছুতেই কথা নাহি কব।
কারো কথা পথে-যেতে, শুনিবনা কাণ্‌পেতে
মুখবুজে বোবা হোয়ে রব॥
তার পরে দুই হাঁসে, কচ্ছপেরে কাষ্ঠ বাঁশে,
তুলে নিয়ে গগনে উঠিল।
তাই দেখে শত শত, লোক-বংশে লোক
পাছে পাছে, বেগেতে ছুটিল॥
কেহ কয়, হায় হায়, যদি এটা পোড়ে যায়,
এখনিই মারি ঘাড় ধোরে।
কেটে-কুটে পোড়াইয়া, তেল, নুন, ঝাল দিয়া,
খাই বোসে ভাগাভাগি কোরে॥
কেহ বলে বাড়ি নিয়া, সুখে আমি খাই গিয়া,
ভাল কোরে করিয়া রন্ধন।
আমোদে উল্লাস মনে, প্রতিবাসি বন্ধুগণে,
ভোজনে করিব নিমন্ত্রণ॥
কেহ কহে, ভাজা ভাজা, ছাঁকাতেলে মাংস
ভাজা, মজা কোরে, খাই আমি সুখে।
কেহ বলে হাঁড়ি ভোরে, ভিন ভিন বালিকোরে,
কিছু কিছু, খাই আমি সুখে॥

[illegible] লোপ,
[illegible] পূর্ব্বের বচন।
[illegible] কোথা-যাবি, ছাই খাবি, কলা,
"[illegible]" এই কথা বলিল যেমন॥
[illegible] দোষে, দৈর্ঘ্য দোষে, কাট হোতে মুখ
খোলে, ভূমিতলে পড়িল অমনি।
ঘোরতর কলরবে, ছুটে গিয়া লোক সবে,
ধোরে তারে, বধিল তখনি॥

হে দেব! যে ব্যক্তি হিতাভিলাষি-মিত্রের শুভকর-বাক্য অবহেলন করে, সে ব্যক্তি অচিরাৎ যন্ত্রণা-জালে জড়িত হয়।—গতায়ু-লোকেরা সুহৃদ্জনের বাক্য গ্রহণ করেনা, অরুন্ধতীনক্ষত্র দেখিতে পায়না, এবং প্রদীপনির্ব্বাণের গন্ধ পায়না।

পদ্য।

অতিশয় হিতকর, বন্ধু যেই হয়।
[illegible] বাক্য তার, যে জন না লয়॥
অচিরাৎ হয় তার, বিপদ বিশেষ।
[illegible] জালে পোড়ে, পায় কত ক্লেশ॥
[illegible] নিকটে যার, প্রকাশে প্রকোপ।
[illegible] বল, বুদ্ধি, হয় তার লোপ॥
[illegible] না পারে কিছু, নিগূঢ়-বচন।
[illegible] উপদেশ, করেনা গ্রহণ॥
[illegible] কার্য্যদোষে, করে হায় হায়।
[illegible] রিলে তার, গন্ধ নাহি পায়॥
[illegible] দেখিতে পায়, অরুন্ধতী-তারা।
পৃথিবী [illegible] কেবল নেত্রধারা॥
ন্যায়মত উপদেশ, বাক্য যেই ধরে।
[illegible] কি আর পরে কভু, হাহাকার করে?॥
মঙ্গলার বরে তার, মঙ্গল সদাই।
কিছুতেই অমঙ্গল, নাই, নাই, নাই॥

তদনন্তর হংসরাজের অনুচর বক আসিয়া নিবেদন করিল।

হে মহারাজ! আমি দুর্গ-শোধনার্থ পূর্ব্বেই পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়াছিলাম, তৎকালে আপনি এই অধীন ভৃত্যের বাক্যে একটিবারো কর্ণপাত্ত করিলেননা, সেই অনবধানতা জনাই এই অমঙ্গলের ঘটনা হইল। "মেঘাকার" নামক দুষ্ট বায়স ময়ূররাজের মন্ত্রি দূরদর্শি গৃধ্র-কর্ত্তৃক অতি গোপনে প্রেরিত হইয়া সপরিবারে আগমন করিয়াছিল, তাহারাই এই দুর্গ দাহ করিয়াছে।

এই কথা শ্রবণে রাজহংস এক দীর্ঘনিশ্বাস নিক্ষেপপূর্ব্বক গালে হাত দিয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিলেন।

পদ্য।

গাছের আগায় গিয়া, করিয়া শয়ন।
একজন নিদ্রিত হয়, মুদিয়া নয়ন॥
যতক্ষণ, সেই জন, না হয় [illegible]।
ততক্ষণ সমভাবে, থাকে [illegible]॥

কে তারে, জাগাতে পারে, গাছেতে চড়িয়া।
পড়িলেই জেগে উঠে, চেতন পাইয়া॥
বিপক্ষে বিশ্বাস করি, সেরূপ প্রকার।
বিপদে চেতন হোলো, এখন আমার॥
ঘোরতর নিদ্রায়, ছিলেম অচেতন।
ঠিক্ যেন ঘুম ভেঙে, পেলেম চেতন॥
উপকার লাভ হবে, এই ভেবে মনে।
পালিলাম পাপি-জনে, প্রেম-বিতরণে॥
না শুনিয়া সুজনের, সার উপদেশ।
কুজনে পোষণ করি, অপমান শেষ॥
পণ্ডিতের কথা যেই, শ্রবণ না করে।
সেজন আপন পাপে, অনুতাপে মরে॥
আগে যদি শুনিতাম, মন্ত্রির বচন।
তবে-তো হোতো না আর, বিপদ এমন॥

বক কহিতেছে।

হে প্রভো! সেই ক্রূর-কাক দুর্গ-দগ্ধ করিয়া এই স্থান হইতে গমন করিলেপর শিখাশ্বর তাহাকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে পুনঃপুনঃ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, এই মেঘাকার কাকই সর্ব্বাপেক্ষা আমার পরম-সুহৃদ্ ভৃত্য, কারণ কেবল ইহারি দ্বারা আমরা কৃতকার্য্য হইয়াছি, অতএব ইহাকেই সন্তোষসন্দ্বীপের রাজপদে অভিষিক্ত করা কর্ত্তব্য হইতেছে।—এ ব্যক্তি আপনার বুদ্ধি-কৌশল এবং চাতুর্য্য প্রকাশে সবিশ্বাসে বিপক্ষবাসে বাস করিয়া দুর্গ-দাহ না করিলে আমরা কখনই জয়-লাভ করিতে পারিতামনা।—পণ্ডিতেরা কহেন "কৃতকৃত্য-ভৃত্যকে সমুচিত সম্মান-সহকারে প্রকৃতরূপ পুরস্কার প্রদানপূর্ব্বক পুরস্কৃত এবং পরিতুষ্ট করিবে"।

চক্রবাক-মন্ত্রী কহিলেন।

বল বল, তার পর, তার পর।

বক কহিল।

ময়ূর-রাজের এই উক্তি শ্রবণ করিয়া বিজ্ঞবর গৃধ্র মন্ত্রী উত্তর করিলেন, "হে মহারাজ! এমন কর্ম্ম কি করিতে আছে? মহতের স্থানে নীচ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা উপযুক্ত হয়না, কাককে পারিতোষিক-স্বরূপ অপর কোনো বস্তু দান করুন। নীচ কখনই রাজত্ব পাইবার পাত্র নহে।—অধমের উপকার করা আর বালুকাতে প্রস্রাব-পরিত্যাগ করা, এই দুই তুল্য জানিবেন।— নীচলোক প্রশংসার-পদ প্রাপ্ত হইলে মুনি-কর্ত্তৃক-বর্দ্ধিত-ইন্দুরের ন্যায় আপনার প্রভুকে বিনাশ করণের বাসনা করে"।

অমুক-মহীপ কহিলেন।

সে কিরূপ ?।

গৃধ্র কহিতেছেন।

হে ভূপ ! তবে শ্রবণ করুন।

যথা।—মহাভারতীয় রাজধর্ম্মে “পুনর্মূষিকোভব” এই উপাখ্যানটি বর্ণিত আছে, এই স্থলে তাহাই উল্লেখ করি।

ত্রিপদী।

পূর্ব্বকালে এক জন, মহামুনি-তপোধন,
তপস্যা করেন মহাবনে।
জ্যোতির্ম্ময় কলেবর, দয়াশীল ঋষিবর,
পরম-আনন্দ সদা মনে॥
এক দিন ঋষিরাজ, স্নান, পূজা, নিত্যকাজ,
সাঙ্গ করি আশ্রমে আগত।
বিড়ালে দিয়েছে তেড়ে, একটি ইঁদুর ধেড়ে,
ভয়ে এসে হোলো পদানত॥
হেসে কন জটাধারী, তুমি-তো অনিষ্টকারী,
খল বোলে সকলেই জানে।
আয়ুষ তোমার শেষ, এখনি নাশিবে ধরি,
কি সাহসে আইলে এখানে?॥
কাঁদিয়া মূষিক কয়, দয়াময় মহাশয়,
পদদ্বয়, করেছি আশ্রয়।
প্রভুর আশ্রমে রোয়ে, নিবাসে নিবাস হোয়ে,
প্রাণ লোয়ে পলাতে বা হয়॥
শ্রীপদের কৃপাবলে, চিরকাল এই স্থলে,
সুখে করি আহার বিহার।
দাঁতের উচ্ছিষ্ট খাই, হৃষ্ট, পুষ্ট, তুষ্ট তাই,
দুষ্ট ভয় ছিলনা আমার॥
বিধাতার মনে রোষ, আমার ভাগ্যের দোষ,
কোথা হোতে এসেছে বিড়াল।
“মেও মেও” শব্দ কোরে, আমায় খাইবে
ধোরে, প্রকাশিয়ে বিক্রম-বিশাল॥
প্রভু-হে বিপদধারি, আমার বিপদ ভারি,
শ্রীপদ করেছি শুধু সার।
বাস ছেড়ে কোথা যাই, কোথা গেলে রক্ষা পাই,
বল নাথ! কি হবে আমার?॥
বিনয়-বচন শুনি, কহিছেন মহামুনি,
অনুগত তুমি প্রাণাধিক।
হিঁদুর ইঁদুর হও, সিঁদুরবরণ রও,
গণেশের বাহন-মূষিক॥
বাপুরে কোরোনা ভয়, তপোবল যদি রয়,
“বাঁচাইব” অভয় করিয়া॥
“মেও মেও” ডেকে সুখে, নিত্য থাক চক্ত-
সুখে, বলবান্ বিড়াল হইয়া॥
তাপসের বর লোয়ে, তখনি মার্জ্জার হোয়ে,
খেয়ে দেয়ে বিপিনে বেড়ায়।
দেখিয়া বিড়াল-বেশ, শৃগাল করিয়া দ্বেষ,
“ফেকুরিয়ে” ধরিবারে ধায়॥
ঋষি-বরে, তার পরে, শ্যাল হোয়ে বনে চরে,
শুনি করে তাহারে তাড়না।
যথা তথা ছুটে যায়, কুকুর পশ্চাতে ধায়,
হোলো তায় প্রমাদ ঘটনা॥
ভীরু ফেরু ভয় পেয়ে, ঋষির নিকটে যেয়ে,
করিল বিশেষ নিবেদন।
তাপস দিলেন কোয়ে, এখনি কুকুর হোয়ে,
কর গিয়ে শৃগাল-শাসন॥
কুকুরের দেহ ধরি, “ঘেউ ঘেউ” শব্দ করি,
তাড়ায় বনের শ্যাল যত।
শুনি-স্বরে করি রাগ, বড় এক-কেঁদো বাঘ,
সমুখে হইল সমাগত॥

"কেঁউ কেঁউ" ডাক দিয়া, মুখে ল্যাজ্ গুড়া-
ইয়া, ব্যাঘ্র ভয়ে ব্যাগ্র অতিশয়।
ছুটে এলো তপোবন, কহিলেন তপোধন,
হও গিয়ে শার্দ্দূল প্রলয়॥
শার্দ্দূল-শরীর ধরি, ভয়ঙ্করী দৃষ্টি করি,
ভয় পেয়ে ভেগে পলাইল।
জয় করি মুনিবর, তখনি দিলেন বর,
পশুরাজ-কেশরী হইল॥
করি-অরি-দেহ ধরি, সেই করী নাশ করি,
বনরাজ্যে রাজা হোয়ে রয়।
যত পশু পালে পালে, সবে এসে আজ্ঞা পালে,
কারে আর নাহি করে ভয়॥
তার পরে অষ্টপদ, পশু মাঝে শ্রেষ্ঠপদ,
"সরভ" করিল আগমন।
পোড়ে না আছাড় খায়, বুকে পিঠে চোলে
যায়, দুদিগেই রয়েছে চরণ॥
তার কাছে পেয়ে ভয়, রণে হোয়ে পরাজয়,
আসিয়া মুনির সন্নিধানে।
ব্যক্ত করি সমুদয়, চরণে ধরিয়া কয়,
বাঁচাও বাঁচাও, প্রভু প্রাণে॥
আটপেয়ে এক পশু, নাশিতে আমার অসু,
করেছে কানন অধিকার।
ভয়ানক শক্তি ধরে, দুদিগেই গতি করে,
তার হাতে নাহিক নিস্তার॥
শেষের বিনয় শুনি, সদয়হৃদয়-মুনি,
কহিলেন, সরভ হইয়া।
সর্ব্বজয়ী হোয়ে রণে, অদ্যাবধি রবে বনে,
তারে তুমি বধ কর গিয়া॥
পূজিয়া ঋষির পদ, ভয়ঙ্কর অষ্টপদ,
হোয়ে বনে বিনাশিল তারে।
তদবধি একেশ্বর, না রহিল কারো ডর,
রাজ্য করে ইচ্ছা অনুসারে॥
বনে ছিল পশু যত, ক্রমেতে করিল হত,
অন্তরে বাড়িল অহঙ্কার।
ভাবে বনে সমুদয়, মুনির ইঁদুর কয়,
এর চেয়ে কলঙ্ক কি আর?॥
ঋষিরে করিয়ে গ্রাস, এ কলঙ্ক করি নাশ,
অভিলাষ পূর্ণ হয় তবে।
তাহা হোলে এজগতে, আমা হোতে কোনো-
মতে, বড় আর কেহ নাহি রবে॥
মনে এই করি ছল, আশ্রমেতে গিয়া খল,
ওঁৎ করি রহিল বসিয়া।
বুঝিয়া তাহার মন, ত্রিকালজ্ঞ তপোধন,
কহিছেন হাসিয়া হাসিয়া॥
হাঁরে ওরে, দুরাচার, এই তোর ব্যবহার,
কিসে হোলো এত অহঙ্কার?।
আমারি প্রসাদ লোয়ে, আমা হোতে বড় হোয়ে
শ্রেষ্ঠ তুই, হলি সবাকার॥
প্রথমে ইঁদুর ছিলি, বিড়ালের বপু নিলি,
পরে হলি শৃগাল, কুকুর।
ছিলি বাঘ, হলি হরি, শেষে অষ্টপদ ধরি,
হোয়েছিস পশুর ঠাকুর॥
মুনির পালিত কয়, তাহা নাহি সহ্য হয়,
করিতে সে কলঙ্ক মোচন।
বসিয়াছ ওঁৎ পেতে, এসেছ আমারে খেতে,
খাও তবে, খাও, বাপ্ধন॥
অধমে বাড়ালে পরে, প্রভুর প্রভুত্ব হরে,
ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছু তার নাই।
কি আর অধিক কব, "পুনশ্চ-মুষিকোভব,"
যাহা ছিলে, পুন হও তাই॥
চরণ-শরণ লোয়ে, বরেতে প্রবল হোয়ে,
ক্রমে হোলো বনের ঠাকুর।

প্রভু নাশ ইচ্ছা-পাপে, পোড়ে কোপে ব্রহ্ম-
শাপে, হোলো শেষে নেঙ্গুটে ইঁদুর ॥
তাই বলি মহাশয়, অধমে বাড়ানো নয়,
বাড়ালেই বাড়ে তায় দায়।
মাথার ভূষণ যাহা, মাথায় পরিবে তাহা,
নূপুর পরিতে হয় পায় ॥
পায়েতেই জুতো পায়, জুতো কি মাথায় ধরে
জুতো হোতে নীচ হয় নীচ।
তাহা কি যায় মোচন, "ছাতারে" গরুড়
হোলে, বিষ্ঠা খেয়ে করে কিচ্ মিচ্ ॥

হে নৃপ। অসার কখনই সার হয়না, নীচ কখনই মহৎ হয়না।

অসারে পড়িলে বীজ, না হয় অঙ্কুর।
পর্ব্বতে পড়িলে হীরা, ভেঙে হয় চূর ॥
বিষধরে ক্ষীর দিলে, বিষ বাড়ে তার।
উপকার নাহি তায়, ঘটে অপকার ॥
বিদ্যাহীন অতি-মূঢ়, নীচ যেই হয়।
তারে উপদেশ দান, বিধি কভু নয় ॥
বোধ নাই, কিসে হয়, উপদেশ ধরে।
দোষ ভেবে রোষ করি, বিপরীত করে ॥
আদরে পুষিয়া বক, খাদ্য কর দান।
কখনই হবেনা সে, শুকের সমান ॥
নিয়ত পড়াও তারে, বিশেষ যতনে।
কৃষ্ণনাম স্ফুরিবেনা, বকের বদনে ॥
স্বভাবত কটুভাষি, বিষ্ঠাভোজি কাক।
কাণ হয় ঝালাপালা, শুনে যার ডাক ॥
উপকারে অপকার, যে করিতে পারে।
রাজপদে অভিষেক, কোরোনাকো তারে ॥

হে নরাধীশ্বর! মূর্খ-জনেরা কেবল অনর্থক আমোদ প্রমোদে কালক্ষয় করে।—উপযাচক হইয়া লোকের সহিত বিবাদ করিয়া প্রমাদ ঘটায়, অতএব অতি অবোধ তুচ্ছ লোককে উচ্চপদে অভিষিক্ত করা কোনো-মতেই কর্ত্তব্য হয়না।—সাধুজনেরা শুদ্ধ সদালাপে সাধু-ব্যবহারে সময়ের সার্থকতা করিয়াথাকেন, এ কারণ সাধুসুজনকেই প্রধানের পদে নিযুক্ত করিতে হইবে।

পদ্য।

অতি ক্ষীণ, বোধহীন, মূর্খ যেই হয়।
প্রধানের যোগ্য সেই, নয়, নয়, নয় ॥
নাহি করে সাধু-কর্ম্ম, সত্যের সাধন।
কেবল অনিষ্ট ক্রিয়া, মূঢ়ের লক্ষণ ॥
নিয়তই নারীসেবা, মৃগয়াগমন।
মিছে গল্প, মিছে গান, মিছে পর্য্যটন ॥
অনিয়মে আহার, দিবসে, নিদ্রা যায়।
গায়ে পোড়ে দ্বন্দ্ব করে, কথায় কথায় ॥
ক্ষণমাত্র, নাহি হয়, হিতকর্ম্মে রত।
এইরূপে কাল হরে, মূঢ়-লোক যত ॥
মূঢ়-জনে গূঢ়-মর্ম্ম, কিছুই না পায়।
অকস্মাৎ রূঢ় কোয়ে, প্রমাদ ঘটায় ॥
সকলেই শত্রু তার, মিত্র কেহ নয়।
দারা, সুত, আদি কেহ, বাধ্য নাহি রয় ॥
অতি নীচ, নরাধম, এমন যে জন।
কেমনে করিবে সেই, পৃথিবী-শাসন ? ॥
সাধু-সহ সম্ভাষণে, সুধীর সকল।
সতত করেন সুখে, সময় সুফল ॥

যদি যায় আপনার, প্রাণ আর ধন।
পরের অনিষ্ট তবু, করেনা সুজন॥
সত্য বিনা নাহি জানে, মিথ্যা-ব্যবহার।
সদালাপ সহকার, সদা সদাচার॥
এমন সুজন যেই, ধোরে তার পদে।
নিয়োগ করিতে হয়, প্রধানের পদে॥

শিখীশ্বর কহিতেছেন।

হে তাত! এই কাক যে কর্ম্ম করিয়াছে, ইহাতে রাজ্য-দান কোন্ তুচ্ছ, প্রাণ দান করিলেও ইহার ঋণ-পরিশোধ, হইবার নহে।--- আমি আপনার কথা লঙ্ঘন করিতে পারি-না, বলিতে ভয় করে, কাক যদিও নীচ বটে, কিন্তু উচ্চপদ প্রাপ্ত হই-লেই মহতের ন্যায় কার্য্য সাধন করি-তে পারিবে। লোক, পদেই মহৎ হই-য়াথাকে, বিনা-পদে কোন্ ব্যক্তি কোন্ কালে মহৎ হইয়াছে? রাখা লেরা গোচারণে গমনপূর্ব্বক গোষ্ঠে বসিয়া যৎকালে ক্রীড়াচ্ছলে আপ-নারা কল্পিতরূপে রাজা হয়, তৎ-কালে তাহারা প্রকৃতরূপ রাজার ন্যায় সুবিচার করিয়াথাকে।

গৃধ্রমন্ত্রী (হাস্যপূর্ব্বক) কহিতেছেন।

কখনই একপ সম্ভব হইতে পারে-না, সে ব্যক্তি কি কখনো সে বিষয়ের যোগ্য হইতেপারে? অজ কখনই গজের ভার-বহন করিতে পারেনা, অতএব যোগ্য-জনকেই যোগ্যপদে নিযুক্ত করিতে হয়।

পদ্য।

পাত্র-ভেদে, পদ-দান, বিহিত বিধান।
অপদে আপদ নানা, নাহি সুখ, মান॥
নীচেরে প্রধান-পদ, উচিত না হয়।
কোথায় সে পাবে গুণ, গুণী যেই নয়?॥
যার যাহা গুণ আছে, তাতেই সম্ভবে।
বিপরীত যদি কর, বিপরীত হবে॥
তাঁতি, যদি তিলি হয়, কে কাটিবে সুতো?।
চামারে, কামার হোলে, কে গড়িবে জুতো?॥
কাটুরে, পূজারি হোলে, কে কাটিবে গাচ?।
জেলে, হোলে, কবিরাজ, কে ধরিবে মাচ?॥
ঘেসুড়ে ঘরামি হোলে, কে ছুলিবে ঘাস?।
চাসায়, আচার্য্য হোলে, কে করিবে চাস?॥
সারথি, হইলে রথি, কে চালাবে রথ?।
বাহকে হইলে বাবু, কে চলিবে পথ?॥
শুঁড়ি, যদি সুর হয়, কে চোঁয়াবে ধানি?।
কলুতে, কায়েৎ হোলে, কে ঘোরাবে ঘানি?॥
কুমারে, মোদক হোলে, কে গড়িবে হাঁড়ি?।
বৈদ্য, যদি বিপ্র হয়, কে টিপিবে নাড়ী?॥
অপটু কেমন কোরে, পটু হবে কাজে?।
যার যাহা ব্যবসায়, তারে তাহা সাজে॥
ধান বিনা কখনো কি, ঘাসে হয় ভাত?।
নাসিকার গুণ কভু, নাহি ধরে দাঁত॥
শ্রবণের গুণ কভু, না পায় নয়ন।
বদনের গুণ কভু, না পায় চরণ॥

চরণে অলক্ত-আভা, শোভার কারণ।
নয়নে অঞ্জন হয়, নয়ন-রঞ্জন ॥
নয়নে আলতা দিলে, না হয় স্বরূপ।
অঞ্জন মাখিলে গায়, দেখিতে কুরূপ ॥
গলাতেই শোভা পায়, গলার ভূষণ।
মাথায় সাজেনা কভু, কটির বসন ॥
যার যাহা সম্ভাবিত, তার তাই বিধি।
পুকুরে কি হয় কভু, সাগরের নিধি ?॥
পরিহাস হয়, যদি, দাস হয় প্রভু।
কাঙালেরে ঘোড়ারোগ, সাজেনাকো কভু ॥
ভোগী যদি যোগী হোয়ে, যোগে করে আশ।
কাজে কাজে, সকলেই, করে উপহাস।
মহারাজ, কার ভার, দিতে চাও কারে ?॥
শৃগাল কি কোনোকালে, সিংহ হোতে পারে ?॥
অজেরে গজের ভার, সম্ভাবিত নয়।
গাদারে পিটুলে কভু, ঘোড়া নাহি হয় ॥
মেষেরে হাতির ভার, অসম্ভব যথা।
ছাগলে গাড়িবে যব, পাগলের কথা ॥
এর চেয়ে আর কিছু, নাহি উপহাস।
কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম, "মরুভূমে চাস" ॥
কার রাজ্যে রাজা করি, কাহারে বসাবে ?।
কাক যদি রাজা হয়, বিষ্ঠা কেটা খাবে ?॥

হে নৃপতে। আপনি যে মনে মনে লঙ্কা-ভাগ করিয়া কাককে সপ্তদ্বীপের অধিপতি-করণের অনুমতি করিতেছেন, সংপ্রতি ইহা কিরূপেইবা সম্ভব হইতে পারে ? আপনি কি এমত নিশ্চয় করিয়াছেন, যে, এই যুদ্ধেই আপনার জয়লাভ হইয়াছে ? তাহা-তো হয়নাই।—ক্রমশঃ অনেক কাল-পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া পরিশেষ কি হইবে অদ্যাপি তাহার নিশ্চয়তা কিছুই নাই।—যেমন এক বঞ্চক-বক বঞ্চনা পূর্ব্বক বহু প্রকার মৎস্য ভক্ষণ করিয়া পরে এক কর্কটের দন্তের আঘাতে কৃতান্তের কুটীরে নীত হইয়াছিল, আমারদিগের ভাগ্যে অবশেষে তাহা না হইলেই রক্ষা পাই।

ময়ূর কহিতেছেন, সে কি রূপ ?

গৃধ্র কহিলেন, শ্রবণ করুন।

ত্রিপদী।

পুরাতন যশোহরে, "সত্য" নামে সরোবরে,
শক্তিহীন বুড়ো এক বক।
পেটে পেটে ছল ধরি, মলিন-বদন করি,
বোসে আছে বিষম বঞ্চক ॥
কাঁকড়া মধুর-স্বরে, বকেরে জিজ্ঞাসা করে,
দেখে আজ হোলেম তাপিত।
কেন ভাই এ প্রকারে, বোসে আছ অনাহারে,
মুখখানি ভাবিত ভাবিত ?॥
বক বলে, আর ভাই, বলিবার শক্তি নাই,
পুড়িয়াছে কপাল আমার।
অবিলম্বে এসে জেলে, সরোবরে জাল ফেলে,
সব মীন, করিবে সংহার ॥
কেবল আমিষ খাই, মাচ বিনে গতি নাই,
এই মাচ করিলে হরণ ?॥

তখন কোথায় যাব, কি আর ধরিয়া খাব,
অনাহারে হইবে মরণ ॥
মাচেরা আমার প্রাণ, নিত্য করে প্রাণ-দান,
তারা গেলে মরিতে-তো হবে।
মরণ বারণ নাই, দু-দিনের তরে ভাই,
কেন আর হিংসা করি তবে? ॥
পূর্ব্বে পাপ ছিল ভাই, পাখি-জন্ম হোলো তাই,
কর্ম্মভোগ খণ্ডন না হয়।
তাই ভেবে ধ্যান ধরি, চিন্তামণি চিন্তা করি,
পরকালে ভাল যেন হয় ॥
শুনিয়া বকের বাণী, মনে মনে ভয় মানি,
মীন সব করে আন্দোলন।
নিকট বিকট কাল, জেলেতে ফেলিবে জাল,
কি হইবে, উপায় এখন? ॥
এই বক এ সময়, উপকারী যদি হয়,
হোলেও-তো, হোতে তাহা পারে।
ঘটেছে দারুণ দায়, কি উপায়, করা যায়
জিজ্ঞাসা করহ সবে তারে ॥
যে,না করে উপকার, "মিত্র নাম" মিছে তার,
মিছে ভাব, তাহার সহিত।
শত্রু হোলে উপকারী,সেধে হোয়ে আজ্ঞাকারী,
সন্ধি করি, তাহার সহিত ॥
নামে মিত্র, মিত্র নয়, কাজেতেই মিত্র হয়,
পরীক্ষায় প্রমাণ এমন।
উপকার, অপকার, এই দুই ব্যবহার,
মিত্র আর শত্রুর লক্ষণ ॥
হোয়ে শেষে এক মত, ছোটো বড়, মীন যত,
মুখ তুলে বকেরে সুধায়।
রক্ষা নাই জেলে এলে,বিনাশিবে জাল ফেলে,
কি হইবে প্রাণের উপায়? ॥
দিব্বি কোরে বক কয়, এখনি উপায় হয়,
কোনো ভয় তাহে আর নাই।
তোমাদের খোরে খোরে, একে একে মুখে
কোরে, অন্য সরোবরে নিয়ে যাই ॥
মাচেরা কহিল ভাই, যদি ইথে রক্ষা পাই,
কর তবে মিত্র-ব্যবহার।
সেই ছল প্রকাশিয়া, বক, একে একে নিয়া,
দূরে গিয়া করিল আহার ॥
'কুলীর' বকেরে বলে, আমি যাব সেই জলে,
যেখানেতে গিয়েছে সকলে।
মীনঘাতি হৃষ্ট হোয়ে, ঠোঁটে কোরে তারে
লোয়ে, দূরে গিয়ে রেখে দিলে স্থলে ॥
মনে মনে হোয়ে তুষ্ট, এরূপ ভাবিছে দুষ্ট,
হব পুষ্ট কাঁকড়া ভক্ষণে।
দশ-পায়ে আছে খাড়া, ভয়ানক দুই দাড়া,
উদরেতে গিলিব কেমনে?।
মাচের কাঁটায় পথ, পূর্ণ দেখি দশরথ,
ভয় পেয়ে করিছে বিচার।
মোলো ঠক প্রতারক, বঞ্চনা করিয়া বক,
আমারেও করিবে আহার ॥
যেজন ভক্ষক হয়, সে কভু রক্ষক নয়,
সাক্ষাৎ, সে, তক্ষক সমান।
সময় আসন্ন হোলে, হিতবুদ্ধি যায় চোলে
এই তার প্রবল প্রমাণ ॥
যাবৎ আসিয়া ভয়, উপস্থিত নাহি হয়
তাবৎ করিতে হবে ভয়।
ঘটনা হইলে তার, ভয় করিবেনা আর
সাহস করিবে সে সময় ॥
প্রাণ রবে যতক্ষণ, ততক্ষণ, এই প
করি রণ, মারি কিম্বা মরি।
কালের উচিত যাহা, এখন করিব তাহ
দেখি শেষ কি করেন হরি ॥

তার পরে বক তারে, যেই গেল ধরিবারে,
অমনি, সে, কেটে নিল গলা।
[illegible]তে পাপ,পাপে নাশ কাঁকড়া করিতে গ্রাস,
আপনি খেলেন শেষ কলা॥
তাই বলি হিত-কথা, মাচ খেয়ে বক যথা,
মারা গেল কর্কটের কাছে।
পররাজ্যে লোভ করি, সমরেতে অস্ত্র-ধরি,
সেইরূপ দশা হয় পাছে॥

একাবলী।

নৃপতি বিনতি, করিহে আমি।
হয়েছ প্রধান,ভুবনস্বামী॥
প্রধান হইয়া, মহান হবে।
তবে-তো মহীতে, মহিমা রবে?॥
সুজন সহিত,সুভাবে রহ।
আমোদ কোরোনা, কুজন সহ॥
কুজন কুটিল, কন্টক প্রায়।
ছুটিবে শোণিত, ফুটিবে পায়॥
যেজন সুজন, নহে ব্যাভারে।
কোরোনা, কোরোনা, প্রধান তারে॥
সদা সদাচারে, হইয়া রত।
কর ব্যবহার, রাজার মত॥
প্রধানে রাখিলে প্রধান-পদে।
তবেতো আপনি, থাকিবে পদে॥
কুকাজ করিলে, কুরব রটে।
হইলে, প্রমাদি ঘটে॥
মানি জনে সদা, রাখিলে মানে।
মানি বোলে তকে সকলে মানে॥
যদ্যপি তুমি না, মানিরে মান,
তোমারে কেহ-তো, দিবেনা মান॥
মানির মর্য্যাদা, অধমে দিলে।
জগতে সুযশ, নাহিকো মিলে॥
প্রধান করিলে অধম দাসে।
অধম বলিয়া, সকলে হাসে॥
স্বরূপে বিরূপ, হইলে পরে।
কিরূপ করিয়া, যাইবে ঘরে॥
গমন হবেনা, আপন দেশে।
ঈশ্বর বিরূপ, হবেন শেষে॥

ময়ূররাজ কহিলেন।

ওহে মন্ত্রি! আমি নিতান্তই অজ্ঞান নহি।—আমাকে এত করিয়া উপদেশ দিতে হইবেনা।—তোমার ও সকল কথার আলোচনা পরে করা যাইবেক, ভাল জিজ্ঞাসা করি, প্রিয়তম মেঘাকার কাক, সন্তোষসন্দ্বীপ হইতে যে সমস্ত অতি উপাদেয় সুন্দর সুন্দর সামগ্রী-সংগ্রহ করিয়াছে, তৎ সমুদয় ব্যবহার পূর্ব্বক আমরা স্বচ্ছন্দে মহানন্দে দেবীদ্বীপে সুখি হইতে পারিব।—অতএব তাহা লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য কি না?।

গৃধ্র পুনর্ব্বার হাস্য করিয়া কহিলেন।

আপনি এখনো যে বালকের মত কথা কহিতেছেন। সেই সমুদয় কি আপনার হস্তগত হইয়াছে? তাহাতে

কি আর. কোনোরূপ বিড়ম্বনা ঘটনার সম্ভাবনাই নাই? যে ব্যক্তি অনুপস্থিত বিষয়ের আন্দোলন করিয়া হর্ষ প্রকাশ করে, সে ব্যক্তি ভগ্নভাণ্ড ব্রাহ্মণের ন্যায় পরিশেষ পরকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হয়।

হে ভূপ! তবে শ্রবণ কর।

পদ্য।

"বলদেব" নামে এক, বিপ্রের তনয়।
বংশবাটী গ্রামে বাস, দুঃখী অতিশয়॥
এক দিন শ্রাদ্ধ-বাড়ী, করিয়া গমন।
পেট-পূরে লুচি, চিনি, করিল ভোজন॥
মণ্ডা-মেরে গণ্ডাকত, কড়ি পেয়ে দান।
মণ্ডা দ্বিজ তথা হোতে, করিয়া প্রস্থান॥
খরতর রবি-তাপে, হইয়া তাপিত।
কুমারের বাড়ী এসে, হোলো উপনীত॥
যে ঘরেতে শরা, ভাঁড়, মাটির বাসন।
এক পাশে গিয়া তার, করিল শয়ন॥
শুয়ে আছে. কিন্তু মনে, করিতেছে ভয়।
পাছে কেহ, কড়ি গুলি, চুরি কোরে লয়॥
ধড় ফড় কোরে দ্বিজ, তখনি উঠিল।
লাঠি এক হাতে কোরে, বসিয়া রহিল॥
মনে মনে, মনোরাজ্য, করিছে তখন।
কিরূপেতে পাব আমি. উপযুক্ত ধন?॥
এই কড়ি নিয়ে যদি, শরা কেনা যায়।
বাজারে দ্বিগুণ মুল, হোতে পারে তায়॥
বারবার এ রূপেতে, কড়ি যাহা হয়।
নারিকেল, সুপারি, তাহাতে, করি ক্রয়॥
হাটে হাটে, বেচে কিনে, পেয়ে কিছু ধন।
তাঁতির বাড়ীতে গিয়ে, কিনিব বসন॥
কাপড় বেচিলে হবে, অধিক বিষয়।
তখন হইবে ভাল, সুখের সময়॥
মনোমত বাড়ী ঘর, শয্যা আদি করি।
বিবাহ করিব চারি, পরমাসুন্দরী॥
যখন যাহাতে ইচ্ছা, হইবে আমার।
তখনি তাহারে নিয়া, করিব বিহার॥
মনোহর খাটে আমি, করিব শয়ন।
একে একে এসে সবে, সেবিবে চরণ॥
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভাত, প্রস্তুত করিয়া।
বাড়িয়া সোণার থালে, গলে বস্ত্র দিয়া॥
"এসো এসো, খাও নাথ", বলিবে রমণী।
"নেহি খাঙ্গা, নেহি খাঙ্গা," বলিব অমনি॥
সতীনে সতীনে দ্বন্দ্ব, করিবে যখন।
লাটি মেরে. এই রূপে, করিব শাসন॥
যেমন মাটিতে লাটি, করিল প্রহার।
ভাড় কোঁড়, ভেঙে গিয়ে, হোলো চুরমার॥
ভাঁড় ভাঙা শব্দ গেল, কুমারের কাণে।
তখনি অমনি ছুটে, আইল সেখানে॥
বল-দেব. কি করিলে, চেঁচায়ে কহিল?।
বলদেব ঘাড় গুঁজে, নীরব রহিল॥
ক্ষতিগ্রস্ত কুম্ভকার. মুখে হায় হায়।
তিরস্কার করি কত. করিল বিদায়॥
তাই বলি মহীপাল. নিশ্চিত যা নয়।
তাহাতে আমোদ করা. উচিত কি হয়?॥
আপনার বস্তু যাহা, তাই কর ভোগ।
পরধনে লোভ করা, সে, যে, ঘোর রোগ॥

ময়ূররাজ মন্ত্রির কাণে কাণে কহিলেন।

হে মহাশয়! এইক্ষণকার

কর্ত্তব্য? অতি গোপনে আমাকে তাহার উপদেশ করুন।

দূরদর্শী কহিলেন।

বিপথগামি-মাতাল-মাতঙ্গের মাহুত যেরূপ সেই বারণের মত্ততা বারণ করিয়া বশে আনিতে না পারিলে অত্যন্তই নিন্দিত হয়, সেইরূপ উন্মার্গগামি-জ্ঞানহীন-মদান্ধ রাজার অমাত্যগণ সদুপদেশ দ্বারা সেই রাজাকে সুপথে আনিতে না পারিলে সর্ব্বত্রই নিন্দাভাজন হইয়া থাকেন।—ভাল আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, আমারদিগের বাহুবলের দ্বারা কি হংসরাজের দুর্গ ভঙ্গ করা হইয়াছে, তাহাতো হয় নাই, তবে আপনার পুণ্য-প্রতাপে যে এক সদুপায় নির্ণয় করা হইয়াছিল, তদ্দারাই কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে।

মন্ত্রী কহিলেন।

সেই সদুপায় কেবল আপনার কৃপাবলে ও বুদ্ধিকৌশলেই হইয়াছে।

গৃধ্র কহিতেছেন।

যদি আমার পরামর্শ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য বোধ করেন, তবে এই দণ্ডেই স্বদেশে গমন করুন।—দুর্গ ভগ্ন করা গিয়াছে, ইহাতে সুখ্যাতি-সঞ্চয় হইল, এইক্ষণে সন্ধি করিয়া দেশে চলুন, তাহাতে সুখ-সম্পদের সীমা থাকিবেকনা, সুনাম হইবে, সুযশ হইবে, সম্মান বাড়িবে, সকলি শোভার নিমিত্ত হইবে, আমার এই অভিপ্রায় সদভিপ্রায়, আপনি বিশেষরূপে বিবেচনা করুন।—যে ব্যক্তি ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখে সেই ব্যক্তি প্রভুর মন-রক্ষার নিমিত্ত কখনই অন্যায়কে ন্যায় করিয়া প্রিয় হয়েননা, প্রভু বিরক্ত হউন, আর দূরীভব করুন, ধার্ম্মিক মন্ত্রী তথাচ সত্য কহিতে পরাঙ্মুখ নহেন। কারণ তাহা অপ্রিয় হইলেও সুপথ্য-স্বরূপ হইতেছে, যে রাজা অনুরাগী হইয়া সেই সুপথ্য সেবন করেন, তিনি সুমন্ত্রির সহায়তায় সর্ব্বত্রই জয়-লাভ করিয়া থাকেন।

মহারাজ প্রণিধান করুন।—সুহৃৎ, সৈন্য, রাজ্য, আত্মা, এবং কীর্ত্তি, সংগ্রামস্থলে এই সমুদয় যেপ্রকারে সংশয়রূপ-দোলে দোদুল্যমান হইতে থাকে, তাহাতে কখন কি হইবে ইহার স্থিরতা কি? ক্ষণ-

কালের মধ্যেই এই সমুদয় বিনষ্ট হইতে পারে। যেস্থলে উভয় পক্ষেই তুল্যরূপ-পরাক্রান্ত সেস্থলে জয়ের নিশ্চয়তা নাই, অতএব সন্ধি করাই কর্ত্তব্য। কারণ সুন্দ এবং উপসুন্দ, দুই সহোদর সমতুল্য বলবান হইয়া সমর-সূত্রে উভয়েই উভয়ের প্রহারে এককালেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

শিখীশ্বর কহিলেন।

সে কি রূপ?।

দূরদর্শী মন্ত্রী কহিতেছেন।

পদ্য।

"সুন্দ" আর "উপসুন্দ," দুজন দানব।
যাদের নামেতে কাঁপে, দেবতা, মানব॥
তুল্য বল-পরাক্রম, সমান দুভাই।
কোনোদিগে কিছুমাত্র, ভেদাভেদ নাই॥
ত্রিসংসার, অধিকার, পাইবার তরে।
বহুকাল হরের, অর্চ্চনা দোঁহে করে॥
ক্রমেতে বাড়িল তপ, পর পর পর।
কঠোর-তপস্যা আর, নাহি যায় পর॥
সদয় হইয়া শেষে, ভোলা-মহেশ্বর।
কহিলেন "ওরে বাপু, লও লও বর"॥
চাপিল তাদের ঘাড়ে, দুষ্টসরস্বতী।
অন্তরে উদয় হোলো, তখনি কুমতি॥
বিস্মৃত হইয়া গেল, বাঞ্ছিত বিষয়।
বিপরীত বর চায়, দুষ্ট দৈত্য দ্বয়॥
বলে হর, কৃপাকর, এই বর চাই।
পার্ব্বতী প্রদান কর, গৃহে নিয়ে যাই॥
জগতের কিছুতেই, আশা নাই আর।
ভবানী ভবনে রেখে, করিব বিহার॥
শিবের হৃদয়ে হোলো, ক্রোধের উদয়।
ভিতরে ভিতরে রাগ, প্রকাশিত নয়॥
হর, কন, বরদান, সুবিধান বটে।
হেন বর দিই যাতে, সর্ব্বনাশ ঘটে॥
তার পর ভেবে ভেবে, ভব ভগবান।
নির্ম্মাণ করিয়া নারী, উমার সমান॥
"ঘরে নিয়ে যাও" বোলে, দিলেন দুজনে
নারী লোয়ে উভয়েতে, যায় হৃষ্টমনে॥
যেতে যেতে পথে রামা, সহাস্যবয়ানে।
সমান কটাক্ষ করে, দুজনের পানে॥
উভয়েই মনে মনে, ভাবিছে এমন।
আমাতেই মজিয়াছে, রমণীর মন॥
না হবে এমন যদি, না হবে এমন।
আমা-পানে চেয়ে কেন, ঠারিবে নয়ন?॥
আমি হই রূপবান, তাহে অতিকৃতী।
প্রকৃতির গুণে হবে, আমারি প্রকৃতি॥
রূপে-গুণে, ও কিছু, আমার মত নয়।
রমণীর ওতে কেন, হইবে প্রণয়?॥
আমিই করিব ভোগ, ঘরে আগে যাই।
ফাকি দিয়ে, ওরে দিব, ভস্ম আর ছাই"
চলিতেছে করিয়া, এরূপ আন্দোলন।
মাঝখানে রামা চলে, দুপাশে দুজন॥
ক্রমেতে কামিনী আরো, কপটতা করে।
উভয়ের জ্ঞান হরে, নয়নের ঠারে॥

দুজনে দৃষ্টি করি, এক এক বার ।
হেসে হেসে পায়ে গিয়ে, ঢোলে পড়ে তার ॥
যখন যেদিকে চলে, তার মনে ক্ষোভ ।
তা দেখিয়া অপরের, মনে হয় রোষ ॥
বাড়াবাড়ি হোয়ে ক্রমে, ধৈর্য্য নাই আর ।
ও বলে, আমারি ধন, ও বলে, আমার ॥
এক গাভী দুই ষাঁড়, বিরাজিত যথা ।
সেইরূপ ছড়াছড়ি, গুতোগুতি তথা ॥
জগতে অনর্থকরী, শুধুমাত্র নারী ।
হায়রে "অনঙ্গ" তোরে, যাই বলিহারি ।
ভক্তি-ভাব হোতে হোতে, এরূপপ্রকার ।
বাড়িল দোঁহার মনে, বিষম-বিকার ॥
"সুন্দ" বলে, প্রিয়ে কেন, ওর কাছে যাও ? ।
আমার নিকটে থাকো, মাথা খাও খাও ।
সুপুরুষ নহে ওটা, আমার মতন ।
পেট মোটা বুদ্ধি-মোটা, চটা চটা মন ॥
কাক সম কটুভাষি, মিষ্ট নয় বাক ।
ঐ দেখ, বোজা-চোক, খাঁদা খাঁদা-নাক ॥
গড়ন্ পাড়ন্ দেখ, মন্দ অতিশয় ।
চলন্ বলন্ ওর, কিছু ভাল নয় ॥
যেরূপ দেখিছ ধনি, আকার প্রকার ।
ভিতরে দেখিতে পাবে, সেরূপ ব্যাপার ॥
হোক্ হোক্ হোলো হোলো, হোলো যেন ভাই
অতিশয় অরসিক, রস-বোধ নাই ॥
ষণ্ডা হোয়ে চিরকাল, ফেরে দেশে দেশে ।
বিবাহ করেনি কভু, বাপের বয়েসে ॥
ওকে তুমি প্রেম পাবে, প্রেম নাই যাতে ? ।
[illegible] আম্রগ্রাস, রাখালের হাতে ॥

অধর বিহনে প্রিয়ে, সুখ কোথা ঘটে ? ।
নলিনী কি প্রেম পায়, ভেকের নিকটে ? ॥
রাখিব মাথায় তুলে, কোথাও না যাবে ।
আমার প্রেয়সী হোলে, কত সুখ পাবে ॥
আগা-গোড়া সাজাইব, রত্ন-অলঙ্কারে ।
যোগি-ঋষি মুগ্ধ হবে, হেরিলে তোমারে ॥
যখন যা ইচ্ছা হবে, দিব আমি তাই ।
ত্রিভুবনে আমার অসাধ্য কিছু নাই ॥
ওর পানে আর তুমি, চেওনা চেওনা ।
ওর দিগে আর ধনি, যেওনা যেওনা ॥
চরণ-কোমল তব, সুললিত কায় ।
আহা মরি হেঁটে যেতে, বাজিতেছে পায় ॥
দোলে যেতে দোলে যাও, ননির পুতুলি ।
এসো এসো এসো প্রিয়ে, কাঁধে আমি তুলি ॥
চরণের পানে ধনি, চাহিয়া তোমার ।
হৃদয়েতে শেল যেন, ফুটিছে আমার ॥
"উপসুন্দ" কহে প্রিয়ে, কি কহিব আর ।
এজগতে কেহ নাই, সমান আমার ॥
রূপে-গুণে আমার মতন, আর নাই ।
যেখানে সেখানে, চলে আমার দোহাই ॥
যখন যা মনে করি, তা করিতে পারি ।
স্বর্গের দেবতা যত, সবে আজ্ঞাকারি ।
এখনি দেখাব হোতে, রাজ্যে অভিষেক ।
স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, করিব সব এক ॥
সাক্ষী তার দেখিলে-ত, তোমারি শঙ্কর ।
আমারেই আগে ডেকে, দিয়েছেন বর ॥
আমারি তপস্যা-বলে [illegible] গোঁসাই ।
একবারো ওর সঙ্গে, কথা কন নাই ॥
ওর কথা কাণপেতে, শুননা শুননা ।
মানুষ বলিয়া ওরে, গুণনা গুণনা ॥

একেতো কুরূপ, তায়, অতি কটুভাষা।
অরসিক, অপ্রেমিক, চাষা ওটা চাসা॥
"কাপুরুষ" এর কাছে, ছাই নয় ছাই।
পুরুষার্থ নাই, ওর, পুরুষার্থ নাই॥
কেন ওরে জন্ম-দান, করেছেন পিতে?।
লজ্জা হয় "ভাই" বোলে, পরিচয় দিতে॥
গুণ নাই, জ্ঞান নাই, অতিশয় হীন।
বাহুবলে যদি, জোঝে, তাতে হবে ক্ষীণ॥
ওতে মোতে ভেদাভেদ, হাতি আর মশা।
না হোলে আমার ভাই, কি হইত দশা?॥
অহঙ্কার করিতেছে, ও আমার দাদা।
ছোটো হোলে, ঘোড়া আমি, ও হইবে গাধা॥
নিজ-মুখে নিজগুণ, বলা ভাল নয়।
নিজ-গুণ প্রকাশিলে, অহঙ্কারী কয়॥
যে হয় ব্যথার ব্যথী, তারে বলা চাই।
তোমারে সকল কথা, কহিলাম তাই॥
বস্তু আর কিছু নাই, তোমার মতন।
অতুল অমূল তুমি, রমণীরতন॥
প্রকাশ, যা, করিলাম, নিজ-পরিচয়।
মিছে কিছু নয়, এর, মিছে কিছু নয়॥
বিশ্বাস না হয় যদি, বিশ্বাস না হয়।
শপথ করিলে পরে, ঘুচিবে সংশয়॥
এখুনি প্রত্যয় হবে, সন্দেহ না রবে।
তোমারি চরণ ছুঁয়ে, বলি আমি তবে॥
রতিরস-রঙ্গ আমি, ইচ্ছা যদি করি।
স্বর্গ ছেড়ে ছুটে এসে, স্বর্গবিদ্যাধরী॥
যদ্যপি জানিতে পারে, আমি অনুরত
এখনি আসিয়া রতি, হয় পদানত॥
গভীর স্বভাব ধরি, এলোমেলো নই।
প্রায় আমি একরূপ, জিতেন্দ্রিয় হই॥
আমার ইন্দ্রিয় কভু, বিচলিত নয়।
এই হেতু যারে তারে, ইচ্ছা নাহি হয়॥
হাড়ি নই, মুচি নই, আমি অতি শুচি।
এঁটো খেতে, কোনোমতে, নাহি হয় রুচি
প্রাণপ্রিয়ে এঁটো করা, তারা সমুদয়।
পরবধূ মধুপানে, প্রবৃত্তি কি হয়?॥
তবে যে তোমার প্রেমে, মজিয়াছে মন।
ইহার ভিতরে আছে, বিশেষ কারণ॥
রমণী-রতন হেন, কোথা আর পাই।
তোমার তুলনা তুমি, তুল্য আর নাই॥
শিবের সর্ব্বস্বধন, শিবা তুমি হও।
সদাকাল সুপবিত্র, এঁটো কভু নও॥
আমিও সাক্ষাৎ সেই, শিবের সমান।
সদানন্দ সমভাব, মান অপমান॥
অন্তর বাহির সদা, সমান আমার।
মনে নাই অভিমান, নাহি অহঙ্কার॥
আমায় 'আমার, বোলে, যে করে ব্যাভার।
প্রাণ দিয়ে, আমি দিয়ে, কেনা হই তার॥
প্রেমিক কেমন আমি, পুরুষ কেমন?।
দেখিবে তখন প্রিয়ে, দেখিবে তখন॥
তোমায় আমায় হবে, মিলন এমন।
পুরঞ্জন * পুরঞ্জনী†. অভেদ যেমন॥
পুরুষ, প্রকৃতি, হব, এরূপ প্রকার।
"তুমি", আমি, ভেদ মাত্র, না রহিবে আর॥
তোমার নিকটে পাব, প্রণয়ের সুখ।
একেবারে দূর হবে, সমুদয় দুখ॥
চড়িবেনা কারো মনে, কোনোরূপ দাগ।
হইবেনা কারো সহ, প্রণয়ের ভাগ॥
রাগারাগি দাগাদাগি, ভাগাভাগি, যাবে
একেশ্বরী হোয়ে তুমি, কত সুখ পাবে॥

---

* পুরঞ্জন।—জীব।
† পুরঞ্জনী।—সাত্ত্বিকী-বুদ্ধি।

আড়াআড়ি, কাড়াকাড়ি, ছাড়াছাড়ি নাই।
...পাবেনা কাছে, বসতির ঠাঁই॥
...শিরে, কলঙ্কের ডালা।
...ভোগ, বিরহের জ্বালা॥
...আর, 'তুমি' 'আমি' বোলে।
...প্রেম-রসে, দোঁহে যাব গোলে॥
...কের জীবনে রবে, দোঁহার জীবন।
...কের মরণে হবে, দোঁহার মরণ॥
...কধ্যান, এক জ্ঞান, সকলি সমান।
...এক, একে দুই, এক মন, প্রাণ॥
...লাভ হবে, মনের মতন।
...আমি করিতেছি, তোমায় যতন॥
...সহ, প্রেমালাপ, তোমার কি খাটে?।
...কি বসিতে পারে, দেবতা...পাটে?॥
...পতি প্রিয়া তুমি, ...।
...তোমার পদধূলি, তুল্য নয় নয়॥
...বলে "উপসুন্দ" ওরে দুরাচার।
...মত ..., নাহি দেখি আর॥
...য়েছেলি, হোয়ে তুই, ক্ষত্রির সন্তান।
...গুরু, বোধ নাই, এমনি অজ্ঞান॥
...মি তোর জ্যেষ্ঠ হই, মিছে কিছু নয়।
...জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা-সম-পিতা" শাস্ত্রে এই কয়॥
...কি বলিতে হয়, হোলোনা গোচর।
...অহঙ্কার আমার উপর?॥
...হোয়ে বড়কে কি, বড় কথা কয়?।
...তোর অহঙ্কার, ভাল নয় নয়॥
...কথা বোল্ যাহে, মর্ম্মভেদ হয়।
...পারে, ধর্ম্মে নাহি সয়॥
...আপন প্রভাবে।
...একেবারে, ছারেখারে যাবে॥
...কর্ম্মাজোর জোর।

"এই নারী,, মাতৃসম "বড় ভাজ্" তোর॥
এখনি জননী বোলে, কর্ কর্ গড়্।
কোরেছিস্ অপরাধ, পায়ে পড়্ পড়্॥
নতুবা, এ পাপে তোর, নিস্তার-তো নাই।
স্নেহ কোরে কথা কই, বোলে ছোটোভাই॥
"প্রেয়সি! এ, উপসুন্দ, "দেওর" তোমার।
এর্ প্রতি, পুত্রবৎ, কর ব্যবহার॥
ধরেছে বিরূপ-ভাব, অজ্ঞান হইয়া।
অপরাধ, ক্ষমা কর, বালক বলিয়া॥
পড়িবে প্রণত হোয়ে, চরণে তোমার।
এ প্রকার পাপ কথা, কহিবেনা আর॥
"উপসুন্দ,, কহিতেছে, জোরে ছেড়ে গলা।
"কাণী বগী,, ... নয়, সাঁপ দেবে কলা?॥
বড় ভাই বটে তুমি, সংশয় কি তার।
ব্যবহার কই দাদা, সেরূপ প্রকার?॥
ভেবে দেখ, এখনি যে, কথাগুলি কোলে।
ঠিক্ যেন "চাটুর্য্যে,, 'বড় ভাই, হোলে॥
এ-রাগ কখনো কারো, নাহি যায় মোলে।
সহ্য আমি করিলাম, "বড়ভাই,, বোলে॥
এখন আপনি রাখ, আপনার মান।
কর্ম্ম-দোষে কেন আর, হও অপমান?॥
ধর্ম্মমতে "ভাত্রবধূ,, এ "নারী,, তোমার।
ছুঁওনা, ছুঁওনা, এরে, ছুঁওনাকো আর॥
কাছ থেকে, সোরে যাও, সোরে যাও আগে।
কি জানি হঠাৎ পাছে, গায়ে গায়ে লাগে॥
"ভাত্রবউ" পরশেতে, ঘোরতর পাপ।
কিছুতেই, নাহি ঘোচে, নরকের তাপ॥
পই পই বলিতেছি, হও সাবধান।
এঁর্ প্রতি দৃষ্টি কর, কন্যার সমান॥
"প্রাণপ্রিয়ে" ইনি হন, "ভাসুর" তোমার।
মাথার আঁচল তুমি, খলোনাকো আর॥

দুরহোতে "গড়" করি, পুজিল চরণ।
মনে মনে, ভক্তি কয়, পিতার মতন॥
কুহকী কামিনী ধনি, কুহক করিয়া।
কহিছেন, উভয়েরে, হাসিয়া হাসিয়া॥
মনে যত সাধ আছে, করিবে বিহার।
আমিই তোমার, নাথ, আমিই তোমার॥
এদিগেতে দুই ভাই, রেগে হয় খুন।
ধূঁয়ে ধূঁয়ে, পুড়িতেছে, তুঁষের আগুন॥
এ, বলে, আমার নারী, ও, বলে, আমার।
না পায় মধ্যস্থ পথে, কে করে বিচার॥
এমন সময় প্রভু, দেব-পঞ্চানন।
প্রাচীন ব্রাহ্মণরূপ, করিয়া ধারণ॥
কোমর পড়েছে নুয়ে, কাঁপিতেছে ঘাড়।
ঝুলেছে সকল মাংস, দেখা যায় হাড়॥
কাণ দুটি কালা কালা, পাকিয়াছে কেশ।
মলিন-বসন-পরা, ভিখারির বেশ॥
চোখে ঠুলি, কাঁকে ঝুলি, গালে ঝরে রস।
ঠেঙা হাতে, যান পথে, ঠেঙস্ ঠেঙস্॥
দুরে হোতে দেখে তাঁরে, দুজনেই কয়।
এদিগেতে আসুন, ঠাকুর মহাশয়॥
হাত্‌নেড়ে ডাকিতেছে, এসো এসো বোলে।
ঠাকুর, ও, ঠাকুর, শুনাকো চোলে॥
ছলনা করিয়া প্রভু, আরো হন কালা।
দোঁহে বলে, আরে মোলো, একি হোলো জ্বালা॥
চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে, তখনি ধরিল।
ব্রাহ্মণ মেলিয়া আঁখি, শিহরে উঠিল॥
কাঁপিতে কাঁপিতে বুড়ো, কহিছে তখন।
কে বাপু, কে বাপু, বল, তোমরা দুজন?॥
মনে করি, হবে বুঝি, রাজার নন্দন।
সঙ্গেতে রূপসী রামা, উমার মতন॥
কাণে কিছু খাটো খাটো, শুনিতে না পাই।
বল বাবা, কি বলিবে, শুনি আমি তাই॥
এই দেখ, বাপু আমি, দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
চলিয়াছি, নগরেতে, ভিক্ষার কারণ॥
একেতো প্রাচীন দীন, তাহাতে অচল।
প্রতিদিন নাহি জোড়ে, অন্ন আর জল॥
ঝুলি এই, খালি দেখ, কড়া-কড়ি নাই।
পরিয়াছি ছেঁড়া ধুতি, নুতন না পাই॥
তোমাদের দেখে বাপু, ভয়ে ভয়ে মরি।
আমায় বোলোনা কিছু, আশীর্ব্বাদ করি॥
হরিবোল্, হরিবোল্, হরেরাম হরে।
দুখিনী ব্রাহ্মণী বুড়ী, একা আছে ঘরে॥
কাল্ রেতে দুজনেতে, আছি অনাহারে।
আজ গিয়ে কতক্ষণে, খেতে দিব তারে॥
দুঃখ নাই, অনাহারে, আমি মোরে গেলে।
ত্রিভুবন শূন্য দেখি ব্রাহ্মণী, না খেলে॥
গৃহস্থের বাড়ী গেলে, কিছু দিতে পারে।
রাম রাম, হরে হরে, শ্রীহরে, মুরারে॥
প্রণাম করিয়া দৈত্য, দুজনেই কয়।
প্রাচীণ ব্রাহ্মণ তুমি, কিছু নাই ভয়॥
আমাদের বিচার, করিয়া সমাপন।
যেখানেতে, ইচ্ছা হয়, করুন্ গমন॥
দেখুন্, রমণী এই, সুরূপসী-ধন।
আমাদের দিয়েছেন, দেব ত্রিলোচন॥
আমরা পুরুষ দুই, নারী একাকিনী।
আমাদের মাঝে হবে, কার বিলাসিনী?॥
ব্রাহ্মণ, কহেন বাপু, সংশয় কি আর।
এখনি করিয়া দিই, অতি সুবিচার॥
যেখানে আছেন যত, পণ্ডিত ব্রাহ্মণ।
জ্ঞানবলে, তাঁহারাই, পুজনীয় হন॥
বাহুবলে করিয়া, অবনী অধিকার।
বলবান ক্ষত্রি হন, পুজ্য সবাকার॥

...-তরা এখন, যাঁর ব্যবসায় যুদ্ধ।
...রূপ হইবে সেব্য, পূজনীয় হয়॥
...ব্রাহ্মণ-সেবা, ভক্তি অনুসারে।
...শূদ্র, বোলে সবে, মান্য করে তারে॥
আমরা ক্ষত্রিয় জাতি, অতি বলবান্।
অতএব যুদ্ধ করা বিহিত-বিধান॥
রীতিমত রণ করি, জয় হবে যার।
...সুখে এই নারী, ভোগ্যা হবে তার॥
এখন প্রফুল্ল হোয়ে, কহে পরস্পরে।
...ণ্ডিত না হোলে পরে, বিচার কে করে?॥
...কামর বাঁধিয়া শেষ, উঠিল দুজনে।
মার মার শব্দ করি, প্রবেশিল রণে॥

সুন্দ আস্ফালন পূর্ব্বক
কহিতেছে।

...আর কেন মত্ত হোস্ রূপবতী হেরে?।
মর্ মর্, হতভাগা, কেরে? তুই কেরে?॥
সমরেতে এখনিই; যাবি শেষ হেরে।
দেব দেব, দেব তোরে, একেবারে মেরে॥
...মরণ নিকট তোর, রহিয়াছে ঘোর।
পড়িবি কালের হাতে, পলাতে না পেরে॥
...পায়ে-ধোরে এই নারী, আমারেই দেরে।
বিষয় বিভব যত, তুই নিয়ে নেরে॥
...কেন, যদি কথা কোস্, আঁখি-ঠেরে ঠেরে।
পাঠাইব, যমালয়, এক্ চড় মেরে॥
কোন্ মুখে; কুলাঙ্গার, নিতে চাস্ এরে?
মর্ মর্ হতভাগা, কেরে? তুই কেরে?॥

উপসুন্দ ক্রোধভরে বাহুবিস্তার
পূর্ব্বক উত্তর করিতেছে।

...তে দুখে দেখ, কালামুখো কালা।
...করিস্ কেন, মিছে ঝালাপালা?॥
আমারে দিলেন শিব, নারী কণ্ঠমালা।
তুই তার পতি হবি, এ, যে, ঘোর জ্বালা॥
ভাল চাস, প্রাণ নিয়ে, পালা, পালা, পালা;
নহে তোর, দেহ চিরে, করি ফালা ফালা॥
তুই নিবি, প্রিয়তমা, এরূপসী বালা।
নে, তবে, কেমনে নিবি, আয় দেখি শা-লা॥

এইরূপ গুঁতাগুঁতি, হাতাহাতি কোরে।
মুখ্ ফুটে রক্ত-উঠে, গেল দোঁহে মোরে॥
তাই বলি, যেখানেতে, তুল্য বল হয়।
সেখানেতে যুদ্ধ করা, যুক্তি কভু নয়॥
দুই রাজা পরস্পর, হোলে একমত।
সেখানেতে সন্ধি হোলে, সুখ ... কত॥

এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া
ময়ূররাজ কহিলেন।

আপনারা পূর্ব্বে আমাকে এ-কথা কেন বিশেষ করিয়া কহেন-নাই? তাহা হইলে আমি এতপ্রকার কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক সমর-সজ্জা করিয়া কখনই আগমন করিতামনা, অনর্থক অর্থনাশ, সৈন্যনাশ এবং সুহৃৎনাশে মনস্তাপ ভোগ করিতে হইতনা।

মন্ত্রী কহিতেছেন।

আপনিতো তৎকালে আমার কথায় কর্ণপাত করেন নাই, আমি সমস্ত বিষয় নিবেদন করিতেছিলাম,

তাহাতে শেষ-পর্য্যন্ত না শুনিয়া আমার উপর বিরক্ত হইলেন, আমি এই যুদ্ধ-কার্য্যে সম্মত হই নাই, বার-ম্বার কেবল নিষেধ করিয়াছি।—কারণ আমি বিশিষ্টরূপেই অবগত আছি, হংসরাজ অতিপ্রধান, অতি-মহৎ এবং সর্ব্বগুণশালী, এজন্য তাঁ-হার সহিত কলহ করিয়া বিগ্রহ করা কোনোমতেই কর্ত্তব্য হয়না। হে ভূপাল! নীতিজ্ঞ মহাত্মারা এরূপ কহেন, যে, যেব্যক্তি সত্যবাদী, তাঁ-হার সহিত কখনই যুদ্ধ করিবেনা, প্রণয়ভাবে সন্ধি করিতে হইবে, কে-ননা সত্যবাদি-লোক শুদ্ধ সত্য-পা-লন করিয়াথাকেন, প্রাণান্তেও মি-থ্যার বাতাস স্পর্শ করেননা, সুত-রাং এতদ্রূপ সতের সহিত বিবাদ করাই অসতের কর্ম্ম।—যে ব্যক্তি পুজ্য, সকলেই তাঁহার পূজা করিয়া থাকে, এমত পূজ্য ব্যক্তিকে অপূজ্য করিয়া তাঁহার সহিত অপ্রণয় করি-লে ভগবান কখনই সহ্য করেননা। যে পুজ্য তাহার পূজা করিতেই হই-বে।—যে রাজা ধর্ম্মশীল, তিনি প্রা-ণান্তেও রাজধর্ম্মের অন্যথাচরণ করি-য়া অন্যায়-কার্য্য করেননা, প্রজাবৎ-সল হইয়া অতি সুনিয়মে শাসন এবং পালন করেন, ইহাতে প্রজা-রাও কৃতজ্ঞতাধর্ম্ম প্রতিপালন পুর্ব্বক যথার্থরূপ রাজানুগত্য ব্যবহার-দ্বারা সেই রাজার এবং রাজ্যের মঙ্গলার্থ ধন, প্রাণ যথা-সর্ব্বস্বই সমর্পণ করেন, ধার্ম্মিক রাজার প্রজা এবং সৈন্য স-কল কখনই অবাধ্য হইয়া বিদ্রোহি হয়না, এই প্রযুক্ত উক্ত ধর্ম্মিষ্ঠ রা-জার সহিত কলহ না করিয়া সদ্ভাব করাই বিধেয়,—যে রাজার প্রজা ও সৈন্য সকল রাজভক্ত, সেই রাজার শত্রুর নিকট ভয় মাত্রই নাই।—রাজা স্বয়ং সুধার্ম্মিক হইয়া প্রজাপুঞ্জের স্ব স্ব জাতীয় ধর্ম্ম সমানরূপে প্রতি-পালন করিলে তাঁহার আর বিপদ্ হয়না।—যে সময়ে ঘোরতর বিপদ অর্থাৎ মৃত্যু সম্ভাবনা এমত বোধ হইবে, সেই সময়ে নীচ-ব্যক্তির সঙ্গেও সন্ধি করিবে, সদ্ভাব দ্বারা তাহাকে আত্মীয় করিয়া রাখিতে-হইবেক, তদ্ভিন্ন তাহার সহিত অন্য প্রকার ব্যবহার করা উচিত হয়না, কেননা তদ্দ্বারা অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট লাভের উপায় মাত্রই নাই।—যে রাজা ভ্রাতৃ ও বন্ধু বান্ধবে পরিবে-

ষ্ঠিত, তাঁহার সহিত অগ্রেই সন্ধি করিতে হইবে, তাঁহার সঙ্গে বিরোধ করা, আর আপদকে আকর্ষণ করা এই দুই তুল্য জানিবেন,—যে বংশ ঘোর-ঘন-নিবিড়-কণ্টকে আবৃত থাকে, তাহার কাঁটা অগ্রে দূর করিতে না পারিলে যেমন সেই বাঁশকে কখনই ছেদন করা যাইতে পারেনা, সেইরূপ ঐ ভ্রাতা জ্ঞাতি, কুটুম্ব এবং বন্ধুবিশিষ্ট রাজার ঐ সমস্ত ভাই, বন্ধু, জ্ঞাতি, কুটুম্বাদিকে অগ্রে বিনষ্ট করিতে না পারিলেতো তাঁহাকে সংহার করণের সম্ভাবনাই নাই।

যে রাজা বলবান, অতি যত্ন-পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সৌহৃদ্য করিবে, বলির প্রতি বল প্রকাশ করিলে আপনাকে আপনিই বলি হইতে হয়, বলবানের সহিত যুদ্ধ, ইহার নিদর্শন প্রদর্শন হয়না, দেখুন্ মেঘ সকল কখনই বিলোম-বায়ুতে গতি করেনা।—আর যে রাজা বহু-যুদ্ধ জয় করিয়াছেন, তিনি পরশুরামের ন্যায় বিশ্বমান্য হইয়া এক স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক সমস্ত স্থানের সমস্ত সম্পত্তিই স্বয়ং-সুখে-সম্ভোগ করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহার সহিত সন্ধি সংস্থাপন করা সর্ব্বাগ্রেই প্রার্থনীয়, কারণ ঐ বহুযুদ্ধ-জেতার সহিত প্রণয় হইলে বিপক্ষ সকলে ভয়ে ভয়ে শীঘ্রই আসিয়া বশীভূত হয়।

হে রাজন্! এই সপ্তবিধ লোকের সহিত সন্ধি করা সর্ব্বথাই রাজনীতি-সম্মত।

সর্ব্বজ্ঞ চক্রবাক মন্ত্রী কহিলেন।

ওহে দূত! তুমি পুনর্ব্বার সর্ব্বত্রই গমন করিয়া সমুদয় অনুসন্ধান লইয়া শীঘ্রই আগমন কর।

রাজহংস কহিলেন।

হে সুহৃৎ! কত প্রকার লোকের সহিত সন্ধি করা কর্ত্তব্য হয়না, তাহা অবগত হইতে অভিলাষ করি।

চক্রবাক কহিতেছেন।

বালক ১। বৃদ্ধ ২। চিররোগী ৩। জাতিবহিস্কৃত ৪। ভীত ৫। ভীরু-সৈন্যবিশিষ্ট ৬। লোভী ৭। লুব্ধ-সংসর্গাধীন-পুরুষ ৮। বিরক্ত স্বভাব ৯। বিশেষরূপ-বিষয়াসক্ত ১ অনবস্থিত ১১। দেব-দ্বিজ-নিন্দক ১ দৈবোপহত ১৩। দৈবপরায়ণ ১৪ দুর্ভিক্ষরূপ বিপদাকুল ১৫। ব্যসনী সৈন্যযুক্ত ১৬। বিদেশস্থ ১৭। বি

ধ-বৈরিবিশিষ্ট ১৮। অকালযোদ্ধা ১৯। এবং সত্যধর্ম্মচ্যুত ২০। এই বিংশতি-প্রকার লোকের সহিত সন্ধি করা উচিত নহে, কারণ ইহারা অসন্ধেয়।—ইহারদিগের সঙ্গে কেবল যুদ্ধ করিতেই হইবে। যেহেতু ইহারা অসমর্থ-প্রযুক্ত যুদ্ধে পরাজয় হইয়া শীঘ্রই শত্রুর অধীনতা স্বীকার করে।

বয়োধর্ম্ম-প্রযুক্ত দুর্ব্বলতা-জন্য বালক যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেনা, কেননা, শিশু যুদ্ধাযুদ্ধের ফল বিবেচনা করিতে সমর্থ হয়না।—বৃদ্ধ ব্যক্তি প্রায় চিররোগী হয়, একারণ উৎসাহ, সাহস এবং সামর্থ্যশূন্য-জন্য ভয়ে আপনিই পরাজয় হয়।

জাতি এবং জ্ঞাতির সহিত যাহার বিরোধ, সে ব্যক্তি পরাভবের পদতলেই পতিত রহিয়াছে, সেই সকল জ্ঞাতি কুটুম্বেরাই প্রতিকূল হইয়া তাহাকে বিনষ্ট করে।

ভীরু ব্যক্তি স্বকীয় স্বভাব-ধর্ম্মে সমরে বিরত হইয়া আপনিই দুর্ব্বল ও পরাজয় হয়।—আর ভীরু-সৈন্যের অধিপতি রাজাও সৈন্যের দোষে ঐ প্রকারে অবসন্ন হইয়াথাকেন।

লোভি-রাজা সমীপস্থ সমস্ত সম্পত্তি স্বয়ং সংগ্রহ করেন, এজন্য তাঁহার অনুচর-গণ অত্যন্ত অবাধ্য হইয়া যুদ্ধে অনুরাগ প্রকাশ করেনা, এবং যে রাজার অধীনে লোভশীল-মনুষ্য থাকে সেই লুব্ধ-দাস বিপক্ষ-কর্ত্তৃক স্বর্ণাদি উৎকোচ গ্রহণ করিয়া অনায়াসেই স্বীয় স্বামিকে সংহার করিতে পারে, অতএব এই দুইজন সহজেই পরাভব হয়।

যে ব্যক্তি স্বভাবত বিরক্ত, তাঁহার সৈন্য সামন্ত কেহই রাজভক্ত ও অনুরক্ত হয়না, অনর্থক বাক্-কলহ সহ্য করিতে না পারিয়া সকলে সমরসময়ে তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করেন।

বিশেষরূপ বিষয়াসক্ত-ব্যক্তিকে অনায়াসেই অধীনতাপাশে বদ্ধ করা যায়। আর যে রাজা অনবস্থিত অর্থাৎ সমরসমাজে স্বয়ং সমাগত না হয়েন, মন্ত্রিগণ তাঁহার সহিত মন্ত্রণাদি কোনোরূপ কার্য্যের সম্বন্ধ-গন্ধ রাখেননা।

যে রাজা এমত বিবেচনা করেন, যে, সম্পদ এবং বিপদ, এই উভয়ের কারণ মাত্রই কেবল এক দৈব,

তিনি দৈবপরায়ণ হইয়া দৈবের উপর নির্ভর পূর্ব্বক সমস্ত বিষয়ে চেষ্টাশূন্য হওয়াতে আপনাকে আপনিই বিনষ্ট করেন।

দুর্ভিক্ষরূপ বিপদাকুল-রাজা খাদ্যাদি বহুবিধ বস্তু-বিরহে আপনিই অবসন্ন হয়েন।—আর ব্যসনি-সৈন্য--সমভিব্যাহারি--ভূপতির ব্যূহ-রচনাদি অতি-কর্ত্তব্য-কার্য্য সকল সম্পন্ন হয়না, একারণ তাঁহাকে পরাক্রমের অধীন করিতে অধিক আয়াস প্রকাশ করিতে হয়না।

দেবতা ব্রাহ্মণের দ্বেষি,ধর্ম্ম-কর্ম্ম-বিহীন এবং দৈবোপহত ব্যক্তিরা পাপপ্রযুক্ত আপনারাই কাতর ও ব্যাকুল হইতে থাকে।

যেমন জল-মধ্যে অতি-বৃহৎ হস্তিকেও ক্ষুদ্র এক কুম্ভীরে ধৃত করিতে পারে, সেইরূপ স্বদেশবাসী এক দুর্ব্বল রাজা অতি অল্প সংখ্যক সৈন্যের সহায়তাক্রমে বিদেশস্থ এক মহাবল মহীপালকে স্বল্প-সাধ্যেই সংহার করিতে পারেন।

যে রাজার বহু শত্রু, তিনি চতুর্দিগ্ হইতেই বিপদ্জালে আচ্ছন্ন হইয়া থাকেন, যেমন শ্যেন-পক্ষির মধ্যস্থিত কপোতগণ ভীত হইয়া যে পথে গমন করে, সেই পথেই মারা-পড়ে, সেই প্রকার ইনি শত্রু-ষড়-জালে আচ্ছন্ন হইয়া সকল দিগ্ হইতেই বিনষ্ট হয়েন।

যে রাজা "অকালযোদ্ধা" তাঁ-হার পক্ষে কিছুতেই মঙ্গল নাই, যেমন কৈশিক অর্থাৎ কাকডিম্ববৎ জ্যোৎস্নাময়ী--রজনীর মধ্যভাগে কাক সকল দৃষ্টিদোষে পেচক-কর্ত্তৃক নিহত হয়, সেইরূপ অকালযোদ্ধা রাজা কালযোদ্ধা রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া অবিলম্বেই ইহলোক হইতে অবসৃত হয়েন। অপিচ যে রাজা সত্যধর্ম্মচ্যুত, তাহারতো আর কো-নো কথাই নাই, সে মনুষ্যই নহে, তাহার সহিত কখনই সন্ধি করিবেনা, কেননা অসত্যপরায়ণ অসচ্চরিত্র ব্যক্তি নিয়তই মিথ্যার মোহে মুগ্ধ. ইহাতে সত্য এবং প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ থাকিতে না পারিয়া অতি শীঘ্রই সন্ধির সূত্র সংচ্ছেদন করে।

হে ধর্ম্মাবতার! আরো নিবেদন করি, সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন. সংশ্রয়, এবং দ্বৈধীভাব, এই ছয় প্রকার গুণ কর্ম্মারম্ভের উপায়রূপে নির্ণীত আছে।

যথা।

"সন্ধি" অর্থাৎ পরস্পর বিরোধ না করিয়া মিলন ও একতা পূর্ব্বক প্রণয় ভাবে অবস্থান।

"বিগ্রহ" অর্থাৎ পরদেশ-দাহকরণ এবং অত্যাচার পূর্ব্বক লুণ্ঠনাদি, এবং পরস্পর বিরোধ ও যুদ্ধ।—

"যান" অর্থাৎ বিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাত্রা।

"আসন" অর্থাৎ বিগ্রহাদি বিদ্রোহিতার নিবৃত্তির অবস্থা। অপিচ আমি এইক্ষণে যুদ্ধ করিতে পারিবনা, ইত্যাদিছলে সেনা এবং দুর্গাদি বৃদ্ধিকরণ

"সংশ্রয়" অর্থাৎ বলবান শত্রুর শাসনে অক্ষম হইয়া অপর এক ধার্ম্মিক রাজার আশ্রয় গ্রহণ, অথবা সেবা কিম্বা ধনাদি দানদ্বারা পূর্ব্বোক্ত বলিষ্ঠ বিপক্ষের আশ্রিত হইয়া অবস্থান-করণ।

"দ্বৈধীভাব" অর্থাৎ একের সহিত সদ্ভাব পূর্ব্বক অপরের সহিত বিবাদ।—

মহারাজ, মন্ত্রণা পাঁচ প্রকার।

যথা।

পুরুষার্থ। দ্রব্যসম্পত্তি। দেশ-কাল বিবেচনা। বৈরিমর্দ্দনের প্রতীকার এবং কর্ম্মসিদ্ধি।

"পুরুষার্থ" বীরত্ব প্রকাশ এবং মনোরথ পূর্ণ করণের মন্ত্রণা।

"দ্রব্যসম্পত্তি"—দ্রব্যাদির সঞ্চয় করণ।

"দেশ-কাল-বিবেচনা" দেশ-কাল বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য সাধন।

"বৈরিমর্দ্দনের প্রতীকার" শত্রু শাসনের উপায় নিরূপণ।

"কর্ম্মসিদ্ধি" যাহাতে কর্ম্মসিদ্ধি হয় এমত পরামর্শ।

উপায় চারিপ্রকার।

যথা।

সাম, দান, ভেদ, এবং দণ্ড।—

"সাম" প্রিয়বাক্য এবং আত্মীয়তা দ্বারা ক্রোধ নিবারণ পূর্ব্বক শমতা করিয়া প্রণয় স্থাপন।

হে রাজন্! শত্রু ধার্ম্মিক এবং আপনার ন্যায় তুল্য পরাক্রান্ত হইলেই "সাম" উপায়ের দ্বারা তাহার সহিত প্রণয় করিতে হইবে, অন্যের সহিত নহে।

"দান" পরস্পর বিরোধের পর যদি শমতা না হয়, তবে যৎকিঞ্চিৎ

বস্তু-দান দ্বারা বিবাদ-ভঞ্জন।-যে বিপক্ষ অধিক বলশালী অথচ লোভী, শুদ্ধ সেই শত্রুর প্রতি "দান" উপায় অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য।

"ভেদ" সুকৌশলে বিপক্ষের গৃহবিচ্ছেদ করিয়া দিয়া তৎপক্ষীয় ব্যক্তি বিশেষকে স্বপক্ষ করণ। যে শত্রু অত্যন্ত বলবান অথচ অলোভী, "সুহৃদ্ভেদ" রূপ উপায় দ্বারাই শুদ্ধ তাহাকে পরাজয় করা কর্ত্তব্য।

"দণ্ড" যুদ্ধ দ্বারা শত্রু-শাসন। যে স্থলে উক্ত তিন প্রকার উপায় অসিদ্ধ হয়, সে স্থলে এমত উপায়ে সংগ্রাম করা উচিত, যাহাতে বিপক্ষ ব্যক্তি বিশিষ্টরূপেই সুশাসিত হয়।

হে ভূপ! যে বিপক্ষ রাজা পাপকারি, দুরাচারি, সর্ব্বভূতের উদ্বেগকারি অধার্ম্মিক, কেবল সেই ব্যক্তিই দণ্ডের যোগ্য, "দণ্ডরূপ" উপায় দ্বারা তাহাকেই শাসন করিতে হইবে।

শক্তি তিন প্রকার।

যথা।

উৎসাহশক্তি, মন্ত্রণাশক্তি এবং প্রভাবশক্তি।

"উৎসাহশক্তি" আপন উৎসাহে প্রভুত্ব প্রকাশ।

"মন্ত্রণাশক্তি"—সন্ধি প্রভৃতি কার্য্যে যথা স্থান ও নিয়মাদি নির্দ্দেশ।

"প্রভাবশক্তি" কোষ, দণ্ড, এবং প্রভুত্বাদি।

বর্গ আট প্রকার।

কৃষক ১। বণিক ২। পথ ৩। দুর্গ ৪। সেতু ৫। হস্তি ও অশ্বশালা ৬। খননযন্ত্র ও অস্ত্রাদি ৭। এবং শিবির ৮।

ইহার অন্তর্গত তিনবর্গ।

ক্ষয় ১। স্থান ২। বৃদ্ধি ৩।—উক্ত অষ্ট বর্গের হানির নাম "ক্ষয়" উপচয়ের নাম "বৃদ্ধি" এবং যাহাতে হানি অথবা বৃদ্ধি না হয়, তাহার নাম "স্থান"

প্রধান প্রধান মহাত্মা লোকেরা এই সমস্ত বিষয়ের পর্য্যালোচন পূর্ব্বক দ্বেষ হিংসাদি পরিহার করিয়া জীবনের সার্থকতা করেন।

প্রাণদান-রূপ মহামূল্যের বিনিময়ে যে সমুদয় সুখের সম্পত্তি সঞ্চয় করিতে না পারা যায়, সেই সমস্ত

সুখের সামগ্রী নীতিনিপুণ ব্যক্তি ব্যূহের গৃহে আপনিই আগমন করিয়া নিয়তই নিশ্চলা হইয়া অবস্থান করে

পদ্য।

চিত্তরূপ বিত্ত যার, না হয় চঞ্চল।
অন্তর বাহির সদা, স্বভাবে সরল॥
দূত যার অতিশয়, সুবিশ্বাসি হয়।
মন্ত্রণা যাহার গৃহে, গোপনেতে রয়॥
রসনা পবিত্র যার, সদা সুধাময়।
প্রিয় বিনা, ভ্রমে নাহি, কটু কথা কয়॥
সম গরা বসুমতী, সে করে শাসন।
কিছুতেই, তার আর, না হয় পতন॥
সকলেই বাধ্য হয়, অবাধ্য-বা কেবা।
সাধ্যমত, সমাদরে, সবে করে সেবা॥

হে নরপতে!—যদিস্যাৎ সেই মহামন্ত্রী গৃধ্র অধুনা সন্ধি সহকারে সম্ভাবে সংযত্নশীল হইয়া প্রণয়-প্রস্থাপনের প্রস্তাব-প্রসঙ্গ প্রকাশ করিয়া থাকেন, সে ভালই বটে, ময়ূররাজ সেই প্রসঙ্গে কথনই অসম্মত হইবেন-না। কেননা তাঁহার মনে এতদ্রূপ অহঙ্কার জন্মিয়াছে, যে, আমরা যুদ্ধে জয়ী হইয়াছি।—একারণ সন্ধি করা সঙ্গত বটে, এতদ্দ্বারা নৈপুণ্য, বৈচক্ষণ্য, কারুণ্য, এবং সৌজন্য জন্য সর্ব্বত্র মান্য হইয়া অগণ্য ধন্যধ্বনি লাভ করা যাইবেক।—এক্ষণে এতদ্রূপ অবস্থায় সহসা সন্ধি-করা আমার বিবেচনায় কর্ত্তব্য হয়না। কেননা তাহা হইলে লোকে আমারদিগ্যে ভীরু এবং দুর্ব্বল কহিবে, অতএব সর্ব্বসিদ্ধিদাতা জগদীশ্বরকে স্মরণ পূর্ব্বক আমি এক বিশেষ সদুপায় দ্বারা অগ্রে ঐ শত্রু পক্ষের সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব করি, পশ্চাতে তখন প্রণয়ের প্রসঙ্গ বিবেচনা করা যাইবেক।

রাজহংস অতিশয় ব্যস্ত হইয়া কহিতেছেন।

হে মহাশয়! সে কিরূপ উপায়? বলুন্ বলুন্, শুনিবার জন্য আমার চিত্ত অত্যন্তই চঞ্চল হইয়াছে।

চক্রবাক কহিলেন।

ব্রহ্মদেশে "মহাবল" নামে সারস রাজা আছেন, তিনি আমারদিগের পরম-হিতাভিলাষি—বন্ধু, ঐ মহাবল মহাবল, অর্থে সামর্থ্যে সর্ব্ব বিষয়েই প্রধান।—সম্প্রতি ক্ষণকাল বিলম্ব মাত্র না করিয়া তাঁহার নিকট পত্র লিখিয়া "গুপ্তচর" প্রেরণ করা যাউক।—এই পত্রখানি পাঠ করিবা-মাত্রই তিনি সসজ্জা ও

সসৈন্যে সমাগত হইয়া দেবীদ্বীপ আক্রমণ পূর্ব্বক ময়ূর রাজার রাজ্যে আঘাত করিবেন, সেই বিষমাঘাতে বিপক্ষেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া মাথার ঘায়ে ছট্ ফট্ করিবে, ব্যাকুল ও ব্যথিত হইয়া আপনারাই মেল করিবার পথ পাইবেনা, বিনত হইয়াই ভয়ে ভয়ে আসিয়া প্রণয়বদ্ধ করিবে, আর যদিস্যাৎ দুর্ব্বুদ্ধিবশত সন্ধি না করিয়াই পুনর্ব্বার অস্ত্র ধরিয়া সংগ্রাম করণে উদ্যত হয়, তবে আমরা দুই পক্ষ দুই দিগ্ হইতে পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক ছিন্ন ভিন্ন করিয়া উচ্ছিন্ন দিব।—সারসরাজ সম্মুখ হইতে সংহার করিতে থাকিবেন, আর আমরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া যমদণ্ড প্রহারে খণ্ড খণ্ড করিয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া দিব।

হংসরাজ কহিলেন।

ও মহাশয়! আর বিলম্ব করিবেননা, আর বিলম্ব করিবেননা, এখনই পত্র লিখিয়া বিশ্বাসি এক দূতকে প্রেরণ করুন।

তাহার পর চক্রবাক-মন্ত্রী "বিচিত্র" নামক বিশ্বাসি-দূত বকের হস্তে "সুগুপ্ত লিপি" প্রদান পূর্ব্বক সারস-সম্রাটের নিকট ব্রহ্মদেশে প্রেরণ করিলেন।

অনন্তর হংসরাজের চর আসিয়া কহিল।

হে দেব! বিপক্ষ বর্গের বৃত্তান্ত শুনুন।

সেখানে গৃধ্রমন্ত্রি এইরূপ কহিয়াছেন। "হে রাজন! মেঘাকার বহুদিন-পর্য্যন্ত হংসরাজের অধীনে বাস করিয়াছে, অতএব তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করুন, সেই রাজা কিরূপ মহৎ ও কিরূপ গুণশালী?।"

ময়ূররাজ কাককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। ওহে কাক! রাজহংস কেমন রাজা?—এবং সেই চক্রবাক মন্ত্রিইবা কেমন মন্ত্রী?।

কাক কহিল।

হে প্রভো!—রাজা রাজহংস যুধিষ্ঠির তুল্য মহাশয় ব্যক্তি, এবং চক্রবাকের ন্যায় সর্ব্বগুণজ্ঞ অমাত্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয়না।

ময়ূর কহিলেন।

যে স্থলে এরূপ ব্যাপার, সে স্থলে তুমি কি প্রকারে তাহারদিগে বঞ্চনা করিলে?।

কাক হাস্য করিয়া কহিল।

পদ্য।

করুণা প্রকাশ করি, যে দেয় আশ্রয়।
বিশ্বাস করিয়া যেই, কোলে টেনে লয়॥
তাহারে বঞ্চনা করা, সহজেই হয়।
পুরুষার্থ নয়, এতো, পুরুষার্থ নয়॥
সুজন, আশ্রয় যারে, দেয় একবার।
দেখে যদি শত শত, মন্দরীতি তার॥
সমুদয় সহ্য করে, ভিতরে ভিতরে।
তবু তারে কোনোমতে, নষ্ট নাহি করে॥
আমাকে দেখিবা মাত্র, সেই চক্রবাক।
হংসরাজে কহিলেন, দুষ্ট এই কাক॥
আসিয়াছে " গুপ্তচর, ময়ূরের দাস।
কোরোনা বিশ্বাস, এরে, কোরোনা বিশ্বাস॥
রাজা অতি মহাশয়, না শুনে সে কথা।
গড়ে নিয়ে রাখিলেন, নিজ-দাস যথা॥
বিশ্বাসেতে প্রবঞ্চনা, এরূপ প্রকারে।
আমি বোলে, শুধু নয়, সকলেই পারে॥

হে ধরণীশ্বর! যে সাধু ব্যক্তি খলকে আপনার ন্যায় সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করেন, তিনি সেই প্রকারে বঞ্চিত হয়েন, যেমন এক সত্যভাবি ব্রাহ্মণনন্দন একটা ছাগের জন্য তিন জন প্রতারক ধূর্ত্তক-র্ত্তৃক প্রতারিত হইয়াছিলেন।

শিখীরাজ কহিলেন, সে কিরূপ?।

কাক কহিতেছে।

পদ্য।

বর্দ্ধমানে, কোনো এক, ব্রাহ্মণনন্দন।
মঙ্গলার মন্দিরেতে, বলির কারণ॥
কোমোর বাঁধিয়া দ্বিজ, দ্রুতগতি ঘোরে।
মান এক, মিশ্‌কালো ছাগ ঘাড়ে কোরে॥
তিনজন দুষ্ট তাহা, করি দরশন।
পরস্পর বলাবলি, করিছে এমন॥
ফাকি দিয়ে, খেতে যদি, পারি, এ, ছাগল।
বুদ্ধির কৌশল, তবে, বুদ্ধির কৌশল॥
তিনজন, যুক্তি করি, এইরূপ ছলে।
বসিয়া রহিল গিয়া, তিন তরুতলে॥
প্রথম গাছের কাছে, আইলে ব্রাহ্মণ।
হাসিয়া কহিল ডেকে, ধূর্ত্ত একজন॥
একি একি, খেপেছেন্, বামুণ্ ঠাকুর।
ছিছি, ছিছি, বামুণের, ঘাড়েতে কুকুর॥
দ্বিজ কন্, মর ব্যাটা, ব্যলীক পাগল।
কুকুর কোথায়, এ, যে, দেবীর ছাগল॥
দ্বিতীয় তরুর তলে, করিলে গমন।
দ্বিতীয় বঞ্চক হেসে, কহিছে বচন॥
হ্যাদে দেখ, হ্যাদে দেখ, সকলে আসিয়া।
যান দ্বিজ, কাঁদে কোরে, কুকুর লইয়া॥
এমন অজ্ঞান, হোয়ে, ব্রাহ্মণ-সন্তান।
যদ্যপি কামড়্ মারে, হারাবেন্ প্রাণ॥
যে কুকুর ছুঁলে, মুচি, স্নান গিয়ে করে।
তাই দেখি, ঠাকুরের, মাথার উপরে॥
যে কথায় ভূমিতলে, ছাগ নামাইল।
বারবার ভালকোরে, দেখিতে লাগিল॥
শুনি নয়, ছাগল, এ, জানিয়া নিশ্চয়।
ঘাড়ে কোরে নিয়েগেল, ব্রাহ্মণতনয়॥
তৃতীয় তরুর তলে, গেলেন যখন।
তৃতীয় বঞ্চক তাঁরে, কহিল তখন॥
শুন শুন, শুন ওহে, ঠাকুর, ঠাকুর।
তোমার মাথায় ওটা, কুকুর, কুকুর॥

বারবার তিনবারে, হইয়া পাগল।
স্নান করি গেল দ্বিজ, ফেলিয়া ছাগল ॥
বঞ্চকেরা সেই পাঁটা, করিয়া রন্ধন।
অনায়াসে রজনীতে, করিল ভোজন ॥
তাই বলি, সত্যবাদি, সাধু, পুণ্যবান।
খলেরে ভাবিয়া সাধু, আপন সমান ॥
অকপট-ভাব ধরি, করেন প্রণয়।
সে প্রণয়ে শেষে তাঁর, সর্ব্বনাশ হয় ॥

হে নরেশ্বর!—মনুষ্য যত বুদ্ধি-বান হউন, কিন্তু শঠের শঠতা-জালে আচ্ছন্ন হইয়া তাঁহার চিত্তে চাপল্য জন্মেই জন্মে।—ইহার নিদর্শন "হর" নামক এক হরিণ, শঠ-মিত্র শার্দ্দূল, শৃগাল, এবং বায়সের বঞ্চনা-বাক্যে বিশ্বাস করিয়া শমনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল।

শিখী কহিলেন, সে কিরূপ?

কাক কহিতেছে।

পদ্য।

পশুপতিপর্ব্বতে, পারীন্দ্র-পশুপতি।
সুধীর, সুজন, সাধু, অতি মহামতি ॥
"সিংহাসন" সিংহাসন, তাহে সুখে বাস।
শার্দ্দুল, শৃগাল, কাক, এই তিন দাস ॥
ভালরূপে খায়, পরে, রাজার প্রসাদে।
তিন অনুচরে তারা, থাকে অবিবাদে ॥
প্রভুর প্রশ্রয় পেয়ে, প্রভাব ধরিয়া।
প্রবল প্রতাপে ফেরে, প্রধান হইয়া ॥
শার্দ্দিকের কাছে কাছে, রাজ-সন্নিধানে।
এদিগেতে, পীড়া দেয়, প্রজাদের প্রাণে ॥
রাজার ভয়েতে কেহ, ফুটে নাহি কয়।
হাটে ঘাটে, ছুটে ছুটে, লুটেপুটে লয় ॥
একদিন তিনজনে, ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
"হর" নামে হরিণেরে, পাইল দেখিতে ॥
মিষ্টভাষে, তুষ্ট করি, কুরঙ্গের মন।
রাজার নিকটে গিয়া, করিল অর্পণ ॥
মৃগপতি মৃগেরে, অভয় করি দান।
প্রণয়ে পালন করে, প্রাণের সমান ॥
একদিন, দৈবাধীন, বরষা সময়।
অবিশ্রাম পড়ে জল, বিশ্রাম, না, হয় ॥
একে বৃষ্টি, তাহে ঝড়, প্রলয় লক্ষণ।
সমুদয় জলময়, জলে ভাসে বন ॥
ঘরেতে কাপড় গায়, শীত শীত করে।
বাহির হইলে পরে, কেঁপে সবে মরে ॥
সে দিন দুর্দ্দিন হেতু, না হয় শিকার।
আহরণ হইলনা, রাজার আহার ॥
বিষম ব্যাকুল শেষ, হইয়া অস্থির।
চুপি চুপি, কাক এই, যুক্তি করে স্থির ॥
আজ এই হরিণেরে, সংহার করিয়া।
প্রসাদ পাইব সুখে, রাজভোগ দিয়া ॥
তৃণ খায়, পাতা খায়, মৃদু, এই জন।
আমাদের মৃগ নিয়া, কিবা প্রয়োজন? ॥
ব্যাঘ্র বলে, কেমনে এ, সম্ভাবনা হয়?।
বধিবার নয়, এতো, বধিবার নয় ॥
রাজা যারে, করেছেন, অভয় প্রদান।
কিরূপে আমরা তার, বিনাশিব প্রাণ?
কাক কয়, অতি ক্ষুধাতুর, পশুপতি।
এসময়ে পাপ-কর্ম্মে, করিবেন মতি ॥
ক্ষুধার সময় ভাই, ক্ষুধার সময়।
আহারের দ্রব্য যদি, নিকটে না রয় ॥

সে সময়ে কারো নাহি, থাকে ধর্ম্ম ভয়।
সকলি করিতে পারে, হইয়া নির্দ্দয়॥
প্রাণ যায়, যায়, ভাই, নাপেয়ে আহার।
কেমনে থাকিবে আর, ধর্ম্মের বিচার?॥
জঠরের যাতনায়, জ্বালাতন যারা।
নিজ নিজ দারা, সুত, ত্যাগ করে তারা॥
দেখনা ক্ষুধার কালে, সাপিনী যেমন।
আপনার অণ্ড করে, আপনি ভোজন॥
ক্ষুধিতে, কি, দ্রব্যভেদ, পাত্রভেদ করে?।
ক্ষুধার চোটেতে, দাঁতে, পাট্‌কেল ধরে॥
যেজন মদিরা পানে, মত্ত হোয়ে রয়।
সে সময়ে কোথা তার, থাকে ধর্ম্ম ভয়?॥
যেজন প্রমত্ত হয়, তত্ত্ব কোথা তার?।
সেপারে করিতে সব, ইচ্ছা যে প্রকার॥
যেজন পাগল হয়, সকলি, সে, করে।
তার আর, দোষ, গুণ, কেহ নাহি ধরে॥
শ্রান্তজন ভ্রান্ত সদা, ধর্ম্মশীল নয়।
লোভি, ভীরু, রুষ্ট জন, সেইরূপ হয়॥
এখনি না হোলে নয়, এখনিই চাই।
এমন যে জন, তার, ধর্ম্মবোধ নাই॥
বাচস্পতি সম. লোকে, বিজ্ঞ বলে যাকে।
কামাতুর হোলে তার, ধর্ম্ম নাহি থাকে॥
সেইরূপ ক্ষুধানলে, পোড়ে যেই জন।
কি প্রকারে, ধর্ম্মপথে, থাকে তার মন?॥
বিচারেতে এইরূপ, করি নিরূপণ।
সিংহের নিকটে সবে, করিল গমন॥
পারীন্দ্র তাদের দেখে, কহে প্রিয়স্বরে।
করেছ উপায় কিছু, আহারের তরে?॥
শুনিয়া রাজার কথা, কহিল সবাই।
প্রাণপণে যত্ন কোরে, কিছু পাই নাই॥
"পঞ্চানন" সে কথায় বলেন তখন।
কেমনে হইবে আজ, জীবন ধারণ?॥
কাক কহে "মহাবীর", কি কহিব আর।
আপনার অধীনেই, রয়েছে আহার॥
যেতে আর হইবেনা, দূর দূরান্তরে।
এখনিই বলি দিই, আজ্ঞা হোলে পরে॥
"বলী" বলে, "বলি" যদি, নিকটেই থাকে।
এতক্ষণ খেতে কেন, দেওনি আমাকে?॥
কাক গিয়ে, চুপি চুপি, কাণে কাণে কয়।
এইতো রয়েছে মৃগ, দেখ মহাশয়॥
বলে হরি, হরি হরি, রাম রাম, শিব।
দুইকাণে হাত দিয়া, দাঁতে কাটে জিব॥
পৃথিবীতে দান আছে, যে সব প্রকার।
অভয় দানের চেয়ে, দান, নাই আর॥
ভূমি, গাভী, স্বর্ণ-দান, আর অন্ন-দান।
এই দান, মহাদান, সবার প্রধান॥
যত কিছু দান বল, দান মাত্র কয়।
মহাদান নয়, সেতো, মহাদান নয়॥
সব আশা পূর্ণ হয়, অশ্বমেধ যাগে।
তার ফল, কখনো, না, লাগে এর আগে॥
যেজন শরণ লয়, রক্ষা কর তারে।
তার চেয়ে ধর্ম্ম আর, হইতে কি পারে?॥
কাক কয়, আপনার, আশ্রিত যে দাস।
করিবেনা, তারে তুমি, আপনি বিনাশ॥
করি তবে এ প্রকার, কৌশল এখন।
যেচে এসে দেয় যাতে, আপন জীবন॥
সে কথা শুনিয়া "মানী" রহিল নীরবে।
বায়স বঞ্চনা করি, নিয়ে এলো সবে॥
প্রথমেতে নষ্ট কাক, কহে তার কাছে।
মরি মরি, অনাহারে, মুখ শুখায়াছে
এখনিই, এত কৃশ, সন্ধ্যা এই সবে।
না জানি, নিশিতে আরো, কত কষ্ট হবে॥

অতএব কোরে আজ, আমায় ভোজন।
বাঁচান্ বাঁচান্, প্রভু, রাখুন্ জীবন॥
আপনি পাইলে রক্ষা, রক্ষা পায় সব।
নতুবা বৃথায় এই, বিষয় বিভব॥
স্বামী হন, পাত্র আদি, সকলের মূল।
কিছু নাই ভুল, তায়, কিছু নাই ভুল॥
স্বভাবত যেই তরু, ফুল-ফলময়।
বিশেষ যতনে তারে, বাঁচাতেই হয়॥
মরি মরি, অনাহারে, "মহানাদ" কয়।
মন্ প্রবৃত্তি যেন, কাহারো নাহি হয়॥
... বলে, আমারেই, করুন্ ভোজন।
কেশরী কয়, ছিছি, ছিছি, বোলোনা এমন॥
"বাঘ" বলে কর তবে, আমায় আহার।
অনায়াসে পূর্ণ হবে, উদর তোমার॥
"হরি" বলে হইয়াছে, ক্ষুধার নিবৃত্তি।
কেন সবে দেহ আজ, এমন প্রবৃত্তি?॥
মনের বিশ্বাসে মৃগ, কহিল সেরূপ।
আমায় ভক্ষণ আজ, কর তবে ভূপ॥
বাঘ শুনে হরিণের, এরূপ বচন।
অমনি করিল তার, বক্ষ-বিদারণ॥
অতএব মহারাজ, প্রণাম আমার।
শঠের অসাধ্য কোনো, কর্ম্ম নাই আর॥
... আত্ম সম, বিশ্বাস সে করে।
অবশেষ অকালেতে, এইরূপে মরে॥

ময়ূরমহীশ্বর কহিলেন।

ওহে মেঘাকার! তুমি এতদিন কি প্রকারে সেই বিপক্ষদিগের মধ্যে বাস করিয়াছিলে,? এবং কি প্রকারেই বা কপট-ভক্তি-দ্বারা তাহাদিগ্যে

মেঘাকার কহিল।

হে নাথ! প্রভুর এবং আপনার কার্য্য উদ্ধারের নিমিত্ত লোকে সকলি করিতে পারে। দেখুন্, যে কাষ্ঠ জাল্ দিয়া অন্ন ব্যঞ্জনাদি পাক করিতে হয়, সেই কাষ্ঠকে অগ্রেই মাথায় করিয়া বহন করা যাইতেছে। আর দেখুন্, নদীকূল তরুমূলকে ক্ষালন করিয়া উৎপাটন করে। পণ্ডিতেরা এরূপ কহেন, যে, সুবোধ জনেরা কার্য্য-সাধনের জন্য শত্রুকে মস্তকে তুলিয়া বহন করিবেন, ইহার দৃষ্টান্ত এক প্রাচীন-সর্প এবং বিশ্বাসপ্রাপ্ত মণ্ডূকগণ।

ময়ূর কহিলেন সে কিপ্রকার?।

কাক কহিতেছে, তবে শ্রবণ করুন।

ত্রিপদী।

উড়িষ্যায় বালেশ্বরে, ... সাপ্ এক বাস করে,
হয়েছে, সে বৃদ্ধ অতিশয়।
নাহিপারে চোরেখেতে, নাহিপারেসোরেযেতে
পুকুরের পাড়ে পোড়ে রয়॥
কাছে দেখে, এক হরি*, আহারের চেষ্টা হরি†,
কেন হরি! হয়েছ এমন?।
রাগ ছেড়ে, নাগ কয়, ... আর তুমি মহাশয়,
কিসুধাও আমায় এখন?॥

* হরি।—ভেক।
† হরি। সর্প।

কপাল ভাঙিলে পরে, কেবা আর রক্ষা করে,
কিছুতেই বাঁচেনা জীবন।
করিয়াছি ঘোর পাপ, কর্ম্মফলে ভুগি তাপ,
বলিবার নাহি প্রয়োজন॥
মণ্ডূক কহিছে ফিরে, সহস্র মাথার কিরে,
নিতান্ত শুনিতে আমি চাই।
কেন হোলে এপ্রকার, গোপন রেখনা আর,
বল বল, না ভাই, না ভাই॥
ফণি কয়, শুন "ভেক" "সাধুসঙ্গ" গ্রামে এক,
শুদ্ধ সাধু কুলীন ব্রাহ্মণ।
একমাত্র পুত্র তাঁর, দ্বিতীয় নাহিক আর,
সুকুমার, সর্ব্ব-সুলক্ষণ॥
সেই গ্রামে আমি গিয়া, খলধর্ম্ম প্রকাশিয়া,
সেই সুতে করেছি দংশন।
বিষের জ্বালায় জোরে, ছট্‌ফট্ কোরে কোরে,
গেল মোরে ব্রাহ্মণ নন্দন॥
সুতশোকে বিপ্রমণি, করি হাহাকার-ধ্বনি,
মূর্চ্ছাগত পড়ে ধরাতলে।
চেতন করিলে তায়, মুখে মাত্র হায় হায়,
ভেসে যায় নয়নের জলে॥
গ্রামবাসি লোক যত, আত্মীয় কুটুম্ব কত,
আসিয়া হইল উপনীত।
বালকেরে মনে করে, সকলেই কেঁদেমরে,
পরস্পরে সবাই তাপিত॥
উৎসবে, বিপদে, রণে, উপদ্রব-বিঘটনে,
দুর্ভিক্ষে, শ্মশানে, রাজদ্বারে।
যেজন সমান রয়, সুখে, দুখে, অংশ লয়,
প্রাণাধিক মিত্র বলি তারে॥
এইরূপ জনে জনে, অতিশয় ক্ষুব্ধমনে,
মিত্রবৎ করে ব্যবহার।
কেহ কয় স্থির হও, তুমিতো অবোধ নও,
কেঁদোনা কেঁদোনা, ভাই আর॥

পদ্য।

"কপিল" নামেতে এক, জ্ঞানি বিপ্রবর।
সুপণ্ডিত, অমায়িক, নাহি যার পর॥
কহিলেন, পুত্রহীনে, প্রবোধ-বচন।
"শোকাকুল হোয়ে কেন, করিছ রোদন?॥
শোকে তাপে, দুঃখ পায়, মূর্খ যেই জন।
তুমি কেন মুগ্ধ হও, পুত্রের কারণ?॥
সকলি অনিত্য, মিছে, মায়ার ব্যাপার।
অনিত্যসংসার, এই, অনিত্যসংসার॥
মিছে এই ধন জন, মিছে পরিবার।
কেবা কার পিতা,মাতা,পুত্র কেবা কার?।
যখন ভূমিষ্ঠ হয়, প্রথমে তনয়।
"অনিত্য" আসিয়া আগে,কোলে করি লয়
তার পরে, কোলে কোরে,লয় তারে ধাই
অবশেষে খায় শিশু, জননীর মাই॥
যদ্যপি এমন, ভাই, যদ্যপি এমন।
মিছে কেন হাহাকার, কর অকারণ?॥
তুমি কেবা যদি তাহা, না হয় নিশ্চয়।
তোমার ত-নয়, তবে, তোমার তনয়॥
ধন, জন, সেনা, মন্ত্রী, যান শত শত।
সসাগরা পৃথিবীর, অধিপতি যত॥
কোথায় গেলেন তাঁরা, চিহ্ন নাহি আর
কেবল পৃথিবী একা, সাক্ষী আছে তার॥
জন্মিলেই, মৃত্যু আছে, সংশয় কি তার।
সম্পদ কেবল হয়, বিপদের দ্বার॥
হোলে ধন, উপার্জ্জন, ব্যয়ে পায় ক্ষয়।
এ জগতে কোনো কিছু, চিরস্থায়ী নয়॥

যতই নিকট হয়, মরণের দিন।
ততই ক্রমেতে দেহ, হোতে থাকে ক্ষীণ ॥

কাঁচাকলসির মাঝে, সলিল যেমন।
সেইরূপ দেহঘটে, জীবন-জীবন ॥

ভিতরেতে ক্ষয় পায়, কিরূপপ্রকারে।
কে বলিতে পারে, ভাই, কে বলিতে পারে ?॥

যে সকল পশু থাকে, বলির কারণ।
নিকট যেমন হয়, তাদের ছেদন ॥

পদে পদে, অবিকল, সেরূপ প্রকার।
শমনের পদ হয়, নিকট সবার ॥

জীবন, যৌবন, রূপ, মিত্রের প্রণয়।
ধন আদি যত কিছু, চিরধন নয় ।

সংসারের এই সব, হোয়ে অবগত।
আকুল না হন কভু, জ্ঞানবান যত ॥

সিন্ধু-জলে দুই কাষ্ঠ, পড়িলে যেমন।
নানা দেশে গতি করে, করিয়া মিলন ॥

প্রাণিদের সমাগম, সেরূপ প্রকার।
এই দেখি, যোগাযোগ, পরে নাই আর ॥

তরুতলে, পথিকের, ছায়াভোগ যথা।
আমাদের বার বার, যাতায়াত তথা।

পঞ্চভূতে অভীভূত, এই দেহ হয়।
পুনরায় সেই ভূত, ভূতে পায় লয় ॥

বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, যে হয় পণ্ডিত।
করেনা বিশেষ প্রেম, পরের সহিত ॥

[illegible] অনিত্য, মনে, করিয়া নির্ণয়।
[illegible] দেহের স্নেহে, মোহিত না হয় ॥

[illegible] প্রকার জন্ম আর, মৃত্যু পরিচ্ছেদ।
[illegible] প্রকার, পুত্র, মিত্র, প্রণয়, বিচ্ছেদ ॥

প্রণয়িনী সহ প্রেম, আশু সুখকর।
পরিণামে হয় তায়, কষ্ট বহুতর ॥

করিলে কুপথ্য-সেবা, খেতে খেতে সুখ।
নাহি হয় পরিপাক, শেষে কত দুখ ॥

যেমন নদীর স্রোত, ভাঁটিপথে যায়।
প্রবাহিত হোলে নাহি, আসে পুনরায় ॥

হরণ করিয়া যত জীবের জীবন।
সেইরূপ দিবা নিশি, করিছে গমন ॥

যে যায়, সে যায়, আর, ফিরে নাহি আসে।
তথাচ মোহিত লোক, কালের আশ্বাসে ॥

সাধুসঙ্গ, যার ছেয়ে, সুখ নাহি আর।
পরিশেষ হয় তাহা, দুখের আধার ॥

যখনি মিলন হয়, তখনিই সুখ।
বিচ্ছেদ হইলে শেষ, ঘোরতর দুখ ॥

লোকে তাই "সাধুসঙ্গ" নাহি করে আশ।
বিচ্ছেদের অসি যার, মন করে নাশ ॥

সুজনের বিচ্ছেদে, যে, পীড়া হয় ভাই।
তাহার ঔষধ আর, ত্রিভুবনে নাই ॥

"সগর" প্রভৃতি রাজা, হইয়া প্রধান।
করেছেন কতরূপ, ক্রিয়ার বিধান ॥

সে সকল ক্রিয়া নাই, দেহ নাই তাঁরা।
চিরকাল এইরূপ, সংসারের ধারা ॥

বরষার বারি পেয়ে, শরীরে যেমন।
শিথিল হইয়া যায়, চর্ম্মের বন্ধন ॥

যমেরে স্মরণ করি, মনে পেয়ে ত্রাস।
শিথিল হতেছে ক্রমে, সকল প্রয়াস ॥

প্রথমে জঠরজ্বালা, ভুগিয়া বিশেষ।
প্রতিদিন, মৃত্যু সম, দুঃখভোগ শেষ ॥

অতএব শান্ত হও, প্রবোধ বাক্যে।
সংসারেতে শোক করা, অজ্ঞানের ক্রিয়া॥
বিয়োগেতে, এত কেন, হোলে অচেতন? ।
অজ্ঞানতা শুধু হয়, শোকের কারণ॥
প্রথমেতে যত হয়, শোকের উদয়।
পুরাতন, হোলে কিছু, তত নাহি রয়॥
যতই প্রবোধে হয়, ধীরতা সঞ্চার।
ক্রমেতে ততই হয়; শোকের সংহার॥
হাহাকার, করা আর, না হয় বিধান।
এখন্ আপনি কর; আপন-সন্ধান॥
না করিবে যত তুমি; শোকের চালনা।
ততই বিনাশ হবে, মনের যাতনা॥
কপিলের মুখে শুনি, এ সব বচন।
জ্ঞান পেয়ে উঠিলেন, তাপিত ব্রাহ্মণ॥
তখন দেহের ভাব, হইল এমন।
নিদ্রা হোতে যেন এই, পেলেন চেতন॥
ব্রাহ্মণ উঠিয়া কন, দাদা মহাশয়।
তোমার বচনে হোলো, বোধের উদয়॥
সংসার-নরকভোগে, নাহি প্রয়োজন।
অনুমতি কর, করি, অরণ্যে গমন॥
কপিল কহেন ভাই, রাগি যেই হয়।
বনবাস করা তার, বিধি কভু নয়॥
ঘরে বোসে কর তুমি, ইন্দ্রিয় সংহার।
তার চেয়ে তপস্যার, কর্ম্ম নাহি আর॥
করিয়া পবিত্র ক্রিয়া, বিরাগী যে জন।
আপন ভবন তার, হয় তপোবন॥
কি ফল বিফল, তব, কাননে গমন?।
কোনোরূপ ভেক ধোরে, নাহি প্রয়োজন॥
রক্তবাস পরিলে কি, পুণ্যশীল হয়?।
পরিচ্ছদ পুণ্যের, আধার নয় নয়॥

সর্ব্বজীবে সমভাব, করিয়া ধারণ।
মনের সুখেতে কর, ধর্ম্ম-আচরণ॥
শরীর ধারণ-হেতু, আহার যাহার।
সন্তানের হেতু মাত্র, দারা-পরিবার॥
সত্যের কারণে শুধু, বাক্য ব্যবহার।
সদাকাল সুখী সেই, বিপদ কি তার?॥
আত্মা-নদী, তীর্থ তায়, ইন্দ্রিয়-দমন।
সত্য-জল, শীল-তট, সদা সুশোভন॥
করুণা-তরঙ্গ সদা, খেলিছে লহরী।
শুদ্ধ হও, এই জলে, নিমজ্জন করি॥
রহিবেনা কোনো জ্বালা, এই ধরাতলে।
মন কি শীতল হয়, অন্য কোনো জলে?॥
জন্ম, জরা, মৃত্যু, ভয়, রোগ, শোক, তাপ।
সংসারেতে, এই সব, ঘোরতর পাপ॥
ব্যথিত না হয় যেই, এ সব ব্যাপারে।
সাধু সাধু, সাধু সেই, সুখী বলি তারে॥
সংসারের যাতনায়, যে নয় কাতর।
তারে বলি সাধু সাধু, সাধু সেই নর॥
বৃথায় সন্ন্যাস তব, বৃথা বনবাস।
তাই তুমি সাধু সঙ্গে, সুখে কর বাস॥
যদ্যপি নিতান্ত হয়, মনেতে বিকার।
কেবল ভার্য্যার সহ, করিবে বিহার॥
ব্রাহ্মণ তখন ভুলে, সন্তান-সন্তাপ।
ক্রোধভরে, আমারে, দিলেন এই সাঁপ॥
অদ্যাবধি বিষহীন, হইয়া এখন।
মণ্ডূক মাথায় করি, করহ ভ্রমণ॥
আর ভাই, বিষ নাই, নাই সেই দিন।
একেবারে হইলাম, ভেকের অধীন॥
ব্রাহ্মণের বাক্য কভু, লঙ্ঘিবার নয়।
তাই এসে তোমাদের, লয়েছি আশ্রয়॥

আমার মস্তকে সবে, করি আরোহণ।
যেখানে সেখানে ইচ্ছা, করহ গমন॥
সে, ভেক, বিশ্বাস করি, বচনে তাহার।
ছুটে গিয়া ভেকরাজে, দিলে সমাচার॥
ভেকরাজ বলে এসে, প্রফুল্ল হইয়া।
আমায় বহন কর, মস্তকে তুলিয়া॥
তখনি ভুজঙ্গ তারে, মাথায় তুলিয়া।
ভ্রমিল নগরময়, নাচিয়া নাচিয়া॥
সাপের মাথায় পদ, নহে, যা, হবার।
মণ্ডুকের আহ্লাদের, সীমা নাই আর॥
পরদিন সেই খল, ছল প্রকাশিয়া।
বাক্য নাই, পোড়ে আছে, অচল হইয়া॥
ব্যাঙরাজ দেখে তারে, কহিছে তখন।
কেন ভাই আজ তুমি, হয়েছ এমন?॥
সর্প কয়, আর প্রভু, মরি মনোদুঃখে।
অনাহারে প্রাণ যায়, বাক্য নাই মুখে॥
রাজা কন, হোয়েছ মম, আজ্ঞার অধীন।
এক এক, ভেক খাও, এক এক দিন॥
রাজ-আজ্ঞা পেয়ে নাগ, ভাগ্ কোরে কোরে।
যত পায়, তত খায়, ব্যাঙ ধোরে ধোরে॥
এইরূপে যত ব্যাঙ, হইলে নিধন।
ভেকরাজে ধোরে পরে, করিল ভক্ষণ॥
অতএব মহারাজ, বলি আমি তাই।
খলের অসাধ্য আর, কোনো কর্ম্ম নাই॥
[illegible] কুহকে পোড়ে, [illegible] হয় আপিত।
কোথাও কি আছে হেন, চতুর পণ্ডিত?॥
আপনার কার্য্য হেতু, সব করা যায়।
[illegible]নাচাতে হয়, তুলিয়া মাথায়॥

হে মহারাজ! আর অধিক গল্প-করণের প্রয়োজন করেনা. এইক্ষণে রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা করাই কর্ত্তব্য হইতেছে।—হংসরাজ সর্ব্ব-প্রকারেই প্রধান, অতএব এতদ্রূপ মহাত্মা-মনুষ্যের সহিত সন্ধি করাই উচিত।

ময়ূররাজ কহিতেছেন।

তোমারো কি এই অভিমত?—দূরদর্শি-মন্ত্রী এবং তোমরা সকলেই যদি সন্ধি করিতে অনুরোধ কর, তবে আমি তোমাদের কথার নিতান্ত অবাধ্য হইতে পারিনা। আচ্ছা, তাহাই কর, কিন্তু সে ব্যক্তি পরাভব হইয়াছে, আমরা তাহাকে জয় করিয়াছি, অতএব অধুনা হংস যদি নম্র ভাবে আনুগত্য প্রকাশপূর্ব্বক আমাদিগের নিকট অধীনতা স্বীকার করে, তবেই তাহার পক্ষে মঙ্গল।—আমরা অনুগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইয়া তাহার রাজ্য তাহাকেই দিয়া স্বরাজ্যে গমন করিব, নতুবা তাহার যত সাধ্য, যত সাহস ও যত শক্তি থাকে, তাহাই অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করুক।

এমত সময়ে ময়ূররাজের দূত শুক আসিয়া নিবেদন করিল।

হে ধর্ম্মাবতার! এখানে নিশ্চিন্ত হইয়া কি করিতেছেন? সেখানে

যে, সর্ব্বনাশ উপস্থিত। ব্রহ্মদেশ হইতে সারস-রাজা আগমন পূর্ব্বক আমারদিগের "দেবীদ্বীপে" আক্রমণ করিয়াছেন, তাঁহার সহিত অগণ্য সৈন্য আসিয়াছে এবং সম্যক্ প্রকার সমরসামগ্রী, যে, কত, তাহার সংখ্যা হয়না। হস্তি, অশ্ব, উষ্ট্র, গো, রথ, শকট, শিবির এবং খাদ্য-দ্রব্যাদিতে একটা দেশ আচ্ছন্ন করিয়াছে, সেনারা সিংহনাদ ছাড়িয়া প্রবল-পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক দেশটা তোল্‌পাড়্ করিতেছে, রণতরিতে নদী সকল পূর্ণ হইয়াছে। প্রজা সকল ভয়াকুল হইয়া গৃহাদি সমুদয় বিষয়বিভব পরিহার পুরঃসর পলায়ন করিতেছে। অধিকার মধ্যে নদ-নদীর ঘাট, বাট, বাজার হাট, দোকান পাট, সকল বন্ধ হইয়াছে, একেবারে পারাবার রহিত। "খেয়া" আর চলেনা, সাধ্য কি,এ গাঁয়ের লোক ও গাঁয়ে যায়। লোকের স্নানাহার রহিত। চারিদিগে কেবল "হৈ হৈ" রব উঠিয়াছে। সকলেই "পালাই পালাই" ডাক ছাড়িতেছে। তাবতেই গেলেম্ গেলেম্ মলেম্ মলেম্ করিতেছে।—মহারাজ সংপ্রতি এদিগ্ ওদিগ্ কোন্‌দিগ্ রক্ষা করিবেন?।

ময়ূর অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন।

কি! কি! কি বলিলে! কি বলিলে!

গৃধ্র মন্ত্রী (মনে মনে)।

সাধুরে, সর্ব্বজ্ঞ মন্ত্রি! চক্রবাক তুমিই যথার্থ অমাত্য, সাধু সাধু। আহা! কি অত্যাশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিয়াছ; তোমার এই অভিসন্ধিরূপ ফন্দিদ্বারা আমরাই অগ্রে সন্ধির সূত্রে বদ্ধ হইলাম। ধন্য ধন্য, সাবাস্ সাবাস্, আমি "মেঘাকার" কাককে গোপনে গোপনে তোমার দুর্গে প্রেরণ পূর্ব্বক যে প্রকার চতুরতা প্রকাশ করিয়াছিলাম; তুমি আপনার স্থানেই অবস্থান পূর্ব্বক সারস রাজকে সংগ্রামে সম্মত করিয়া তাহার অপেক্ষা সহস্রগুণেই বুদ্ধিকৌশল প্রকাশ করিলে, অতএব হে ভাই। আমি মনে মনে তোমার চরণে প্রণাম করি, এমন মন্ত্রী না হইলে কি রাজার রাজ্য রক্ষা পায়! এবং রাজার সম্পদ ও মহিমা বৃদ্ধি হয়?

[illegible]রাজ পুনর্ব্বার রাগান্ধ হইয়া কহিলেন।

কি শুক!—কি শুক!—সারস, সে—কে!—তাহার বুঝি মরণকুবুদ্ধি ঘুনিয়াছে?

শুক পুনর্ব্বার পূর্ব্বকথা নিবেদন করিলে পর রাজা ক্রোধ ভরে কহিলেন।

এখন রাজহংস থাকুক, চল আমরা অগ্রেই গিয়া সেই সারসের মাংস পারশ করিয়া কুলদেবতা-কুলকে ভোজন করাই। উঠ উঠ, এখনিই সেই দুরাত্মাদিগ্যে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া সকলে গিয়া শোণিতের সমুদ্রে সাঁতার পাড়ি।

বীররঞ্জিনী ছন্দঃ।

কেটা, সে, সারস, কি, তার সাহস,
কোথা হোতে এলো ভণ্ড?।
সম্পদ হরিব, প্রহার করিব,
ধরিব দারুণ-দণ্ড॥
বড়, যে, বেড়েছে, বড়, যে, এড়েছে,
বড়, যে, গেড়েছে আড্ডা।
চল চল যাই, ঘুচাই বালাই,
ভেঙে খাই, তার ঘাড্ডা॥
হোলে পরে রণ, স্থির হোয়ে রন,
দেখিব কেমন শক্ত?।
[illegible]
[illegible] পারে খাক্ রক্ত॥
ওরে [illegible] ডাক্, বীর ডাক্ ডাক্,
[illegible] হাঁক্ হাঁক্, ক্রুদ্ধে।
প্রকা[illegible] বল, লোয়ে দল্ বল,
[illegible] চল্ চল্, যুদ্ধে॥
ওরে [illegible] সব, কোরে কলরব
ছুটে [illegible] তারে ধোর্গে।
ঘটায়ে ব্যাঘাৎ, করিয়ে আঘাৎ,
সমূলে নিপাৎ কোর্গে॥
রুকে রুকে রুকে, ঝুঁকে ঝুঁকে ঝুঁকে,
ঠুকে ঠুকে, কোসে মার্ব্বি।
শরণ যাচিলে, তবু না বাঁচিবে,
একেবারে সব মার্ব্বি॥
এমনি কসাবি, ভূতলে বসাবি,
খসাবি সবারি মুণ্ড।
প্রহারে প্রহারে, নাড়িতে না পারে,
নাড়িতে না পারে মুণ্ড॥
বুকেতে দাঁড়ায়ে, দুপায়ে মাড়ায়ে,
আখ্ মাড়া যেন মাড়্‌বে।
চেপে বোসে ঘাড়ে, খুরে হাড়ে হাড়ে,
এক্ গাড়ে সব গাড়্‌বে॥
হোয়ে পদানত, কুকুরের মত,
শুয়ে শুয়ে ল্যাজ্ নাড়্‌বে।
দেখিয়ে প্রতাপ, পেয়ে পরিতাপ,
বাপ্ বাপ্-ডাক্ ছাড়্‌বে॥
দেখিবে যখনি, পলাবে তখনি,
পারিবেনা কিছু কোর্ত্তে।
পীপিড়া হইয়া, পালক লইয়া,
আপনি [illegible] মোর্ত্তে॥
থাকুক মরাল, [illegible]
শেষে এসে, এরে ধোর্ব্বো।

সারসে এখন, করিয়ে নিধন,
ব্রহ্মদেশ গিয়ে হোক্কো॥
রাজ্য অধিকার, আছে যত যার,
অধিকার সব লোক্কো।
হব একেশ্বর, সবে দেবে কর,
সুখেতে ভাণ্ডার ভোর্ব্ব॥
আমার দেশেতে, এসেছে রেষেতে,
মনেতে না করে শঙ্কা।
দিই গিয়ে সাজা, হবে সাজা সাজা,
বাজাবাজা, রণডঙ্কা॥

দূরদর্শিমন্ত্রী হাস্য পূর্ব্বক
কহিতেছেন।

পদ্য।

ওহে ভূপ, শরদের, মেঘের মতন।
কোরোনা, কোরোনা, আর, বৃথায় গর্জ্জন॥
মহৎ যে হয়, ভূপ, মহৎ যে হয়।
তাহার স্বভাব কভু এপ্রকার নয়॥
ভাল মন্দ, যত কিছু, পরের ব্যাপার।
কখনই নাহি করে, আলোচনা তার॥
শত্রুর অধিক সংখ্যা, হয় যে সময়।
তখন সমর করা, সুবিহিত নয়॥
যদি তুমি বহু অংশে, বলবান্ হও।
সবার সহিত রণে, যোগ্য তবু নও॥
বহুতর কীট হোলে, ঐক্য একেবারে।
বলবান এক সাপে, কি করিতে পারে?॥
করিলে সকল কীট, প্রতাপ প্রকাশ।
হবেই হবেই সাপ, হবেই বিনাশ॥

হে ভূপাল! মরালরাজের সহিত সন্ধি-সংস্থাপন না করিয়া আপনি কি প্রকারে গমন করিতে পারেন? এইক্ষণে যদি আমরা ওদিগে যাত্রা করি, তবে এদিগে হংসরাজের সেনারা সংপূর্ণরূপ সমর-সজ্জায় আমাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইবে, তখন আর চোখে কাণে দেখিতে শুনিতে পাইবেননা, একেবারে সমুদয় অন্ধকার দেখিতে হইবে, যেমন দৈবযোগে দাবানল প্রবলরূপে প্রজ্বলিত হইলে হরিণাদি পশু সকল নিরুপায়ে দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হয়, সেইরূপ চতুর্দ্দিগ হইতে শত্রু সমূহের সমরানল প্রজ্বলিত হইলে তখন আর কোনোদিগেই নিস্তারের পথ দেখিতে পাইবনা, সকলেই বেড়া-আগুণে পুড়িয়া ভস্ম হইব।—আপনি কি সেই সারস-রাজকে অবগত নহেন? তিনি এই রাজহংসের পরমাত্মীয় বন্ধু, অতি প্রধান, অদ্বিতীয় বীরপুরুষ। এই যে, উপস্থিত ঘটনা, ইহা কেবল সেই সর্ব্বজ্ঞ মন্ত্রির কার্য্য-কৌশল মাত্র। অতএব এই কাণ্ড অতি প্রকাণ্ড হইয়াছে ইহাকে সামান্য জ্ঞান করিবেননা যে ব্যক্তি যথার্থরূপ কারণ নির্ণয় না করিয়া সহসা কোপের বশীভূত হয়

সে ব্যক্তি নকুলনিপাতকারি ব্যাকুল ব্রাহ্মণের ন্যায় ব্যথিত হইয়া পরিশেষে আপনার দোষে, আপনিই হাহাকার করিতে থাকে।

ময়ূর কহিলেন, সে কিরূপ?।

গৃধ্র কহিলেন, তবে শ্রবণ করুন।

পদ্য।

দেবগ্রামে দেবীবর, নামে দ্বিজবর।
ঘরে তাঁর এক মাত্র, শিশু বংশধর॥
দারা তাঁর, শিশুটিরে, রাখিয়া নিকটে।
গেলেন করিতে স্নান, জাহ্নবীর তটে॥
হেনকালে আসিয়া, কহিল একজন।
রাজার পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধে, কর-সে ভোজন॥
একেতো ব্রাহ্মণ-জাতি, তাহে অতি দীন;
"কলারের" গন্ধে হোলো, লোভের অধীন॥
ভাবে মনে, বালকেরে, কাছে কেহ নাই।
কেমনে রাখিয়া একা, রাজগৃহে যাই?॥
"দলপত" কোরে যদি, না যাই এখন।
অপরে এখনি গিয়ে, করিবে ভোজন॥
সকলি প্রস্তুত আছে, যাব আর খাব।
আহারের পরে শেষ, দক্ষিণাও পাব॥
বিলম্ব করিলে পর, কোকে যেতে হবে।
কিছুই, না, রবে শেষ, কিছুই না রবে॥
নেউলটিরে, পুষিতেছি; পুত্রের সমান।
কাছে রেখে যাই, প্রাণের সন্তান॥
[illegible] সেইখানে, নকুল রাখিয়া।
ভোজন করিতে দ্বিজ, গেলেন চলিয়া॥
কালে এক কাল সর্প, বালকের কাছে।
[illegible] করিবে বোলে, ফণা ধোরে আছে॥
নকুল [illegible] করি দরশন।
খণ্ড খণ্ড করি সাপে, করিল ভোজন॥
তার পরে, ব্রাহ্মণ আসিয়া উপনীত।
নকুল ব্যাকুল অতি, হোয়ে ত্বরান্বিত॥
মুখেতে লেগেছে রক্ত, ভুজঙ্গ ভক্ষণে।
লুটায়ে পড়িল গিয়া, বিপ্রের চরণে॥
রক্তরেখা দেখে মুখে, কুপিত হইল
শিশুরে খেয়েছে, বোলে, সংহার করিল॥
পরেতে দেখিল গিয়ে, শিশু বেঁচে আছে।
মৃত-সাপ খান্ খান, পোড়ে তার কাছে॥
তখন জানিতে পেরে, কাঁদিতে লাগিল।
নকুলের শোকে শেষ, ব্যাকুল হইল॥
তাই বলি মহারাজ, কর অবধান।
হঠাৎ, যে, করে ক্রোধ, না জেনে সন্ধান॥
নকুল নিপাতকারী, ব্রাহ্মণের মত।
ততই ব্যাকুল হয়, পাপ করে যত॥

হে নৃপতে!

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ আর মান।
শত্রু আর কেহ নাই, এদের সমান॥
যেজন, এ ছয়-বর্গ, করে পরিহার।
সশরীরে, করে সেই, স্বর্গে অধিকার॥
বিশেষত রাজা হোলে, রিপুর অধীন।
বিষয়েতে সুখ নাহি, পান এক দিন॥
রাজা হোয়ে যদি করে, রিপুর শাসন।
সুখী আর কেবা আছে, তাহার মতন॥
হবেন্ ভূপতি নিজে, ধর্ম-অবতার।
নিরপেক্ষ নীতিশালী, মন্ত্রী হবে তাঁর।
উভয়ে সমান হোলে, তবেই মঙ্গল।
অনায়াসে কেটে যায়, বিপদ সকল॥

াল ভাল যত কিছু, রাখিবে স্মরণ।
বিশেষ বিতর্ক করি, কার্য্য-আলোচন॥
হিতাহিত কার্য্য যত, করি নিরূপণ।
মন্ত্রণা করিবে সদা, হইয়া গোপন॥
এগুণ, পরমগুণ, নীতিশাস্ত্রে কয়।
এই সব গুণে মন্ত্রী, হয় গুণময়॥
কর্ম্মের আগেতে বাপু, বিবেচনা চাই
হঠাৎ করিলে কর্ম্ম, শুভ তায় নাই॥
আগে, না, মন্ত্রণা করি, কার্য্য করে যেই
পদে পদে, বিপদের, পদে পড়ে সেই॥
যুক্তি করি করে যেই, কার্য্য সমুদয়।
সম্পদ, আসিয়া তার, পদানত হয়॥
ভূমি, রত্ন, আদি করি, বিভব বিপুল।
গুণের লোভেতে তারা, সদাই ব্যাকুল॥
ধন, পদ, যেচে লয়, গুণির আশ্রয়।
বিনা-গুণে, ধনে, জনে, মান্য কেবা হয়?॥
যদ্যপি শুনিতে চাও, আমার বচন।
কোরোনা, কোরোনা, তবে, কোরোনাকো রণ॥
চিরকাল সম-সুখে, রাজ্যভোগ হবে।
প্রণয় করিয়া চল, দেশে যাই তবে॥
চতুর্ব্বিধ উপায়, নির্ণীত, আছে বটে।
সাধ্যের সাধনা হোলে, শুভ তায় ঘটে॥
সাধনা সমাধা হোলে, সমরূপ ফল্।
বল্ বল্, সর্ব্বল্, মন্ত্রণাই বল্॥

সংগীত।

রতন রাখিয়া দেহরূপ কোষে,
থাক থাক থাক, থাক পরিতোষে,
আপনা আপনি আপনার দোষে,
মোরোনা, মরোনা, মোরোনা রে।
মানে মানে রহ নিজ-মানভরে,
অপমান যেন কেহ নাহি করে,
মানে তুমি আর অভিমান-জ্বরে,
জ্বোরোনা, জ্বোরোনা, জ্বোরোনা রে॥
সাধুভাব ধর সকলেরি সহ,
সাধু-সহবাসে সাধু কথা কহ,
কাহারো সহিত যাচিয়া কলহ,
কোরোনা, কোরোনা, কোরোনা রে।
ন্যায়েতে যে ধন উপার্জ্জন হবে,
সেই ধন সুখে ভোগ কর সবে,
ন্যায়াতীতধনউপার্জ্জনপথে,
চোরোনা, চোরোনা, চোরোনা রে॥
ধর ধর ধর, উপদেশ ধর,
হর হর হর, লোভ-পরিহর,
লোভের সলিলে মন-সরোবর,
ভোরোনা, ভোরোনা, ভোরোনা রে।
যে সব বিভব স্বভাবে সম্ভব,
পুলক-পূরিত সে সব প্রভব,
বিষম-বিষয়-বাঞ্ছারূপ-ধব,
পারোনো, পোরোনা, পোরোনা রে॥
যদি চাও তুমি আপনার হিত,
হও তবে নিজে অহিতরহিত,
দ্বেষভাব কভু কাহারো সহিত,
ধোরোনা, ধোরোনা, ধোরোনা রে।
রাখ রাখ রাখ পদে রাখ পদ,
খেওনা খেওনা মদরূপ-মদ,
করি পরিবাদ পরের সম্পদ,
হোরোনা, হোরোনা, হোরোনা রে॥

লবঙ্গলতা চৌপদী।

অবসান হয় বেলা, সুকর্ম্মে করিয়া হেলা,
দিছে আর ছেলেখেলা, খেলোনারে, খেলো

কানে ছাড়িয়ে হাল্,হবে "ম্যাং" আজ্ কাল্,
এ সময়ে বাজে চাল্, চেলোনারে, চেলোনা ॥
চাকো "তরি", সাধুসঙ্গ, দিওনা তাহে ভঙ্গ,
... দেখে লৌতে অঙ্গ, চেলোনারে,চেলোনা।
... রয়েছে "দাবা" তখন কি ভয় "বাবা",
... হোয়ে 'হাবা" এলোনারে,এলোনা ॥
প্রকাশিয়ে নিজ বল, নাশো, বিপক্ষের বল,
...-হাতের বল, ফেলোনারে, ফেলোনা।
... আগে কর, নিজে নিজতত্ত্ব ধর,
...জনের বাক্য কভু, ঠেলোনারে, ঠেলোনা ॥
...হিবে বিষম তাপ্, প্রাণ যাবে বাপ্ বাপ্,
... দিয়ে কাল-সাপ্, পেলোনারে,পেলোনা।
...পাত্র দেখ যারে, দান কর একেবারে,
... কথা কোয়ে তারে,টেলোনারে টেলোনা ॥
... কপাল্ পোড়া, হেলায় হারালে গোড়া,
... বিষ-ফোঁড়া, গেলোনারে, গেলোনা।
...প্রয়া ... নিশাচরী, প্রবৃত্তি-প্রম দকরী,
... পানে পাপ্ আঁখি,মেলোনারে,মেলোনা ॥
... করি পরিহার, শান্তিজল, কর সার,
...র আগুণ আর, জেলোনারে, জেলোনা।
স্থির থাক এক মতে, গতি কর এক পথে,
...নোরূপে কারোমতে,হেলোনারে,হেলোনা।

...সে থাকো,চুপে চুপে, দিন যাবে ভালরূপে,
...র গভীর-কুপে, উলোনারে, উলোনা।
...রিলে পরম-ভাব, স্বভাবে সন্তোষ-লাভ,
...র নিগূঢ় ভাব, খুলোনারে, খুলোনা ॥
... -গোলে,কর্ম্মিতে কি কর্ম্মতোলে,
...-আশা-দোলে, দুলোনারে,দুলোনা।
...নাহি,কর্ম্মনাশে, আশা করি যায় আসে
এমন্ আশার পাশে, ঝুলোনারে, ঝুলোনা॥

নিন্দাকারি ... নিন্দা করে বার বার,
নিন্দামদে তুমি ..., ঢুলোনারে, ঢুলোনা।
রিপুরে রাখিয়া ... তুচ্ছ কর নিন্দা, যশে,
তোমায় যদি বাকা..., ফুলোনারে, ফুলোনা ॥
হোলে পরে অ...র, সমুদয় ফক্কিকার,
মোহের নিশান ..., তুলোনারে, তুলোনা।
নাহি জেনে সা... করিতেছ কার তত্ত্ব,
মত্ত হোয়ে ..., ভুলোনারে, ভুলোনা ॥

চম্পকলতিকা চৌপদী।

হে ভূপ! মানস রায়, স্থির রাখ অভিপ্রায়,
সোহাগের সোহাগায়,সোনা হোয়ে গোলোনা।
পদে রাখ নিজ-পদ, কভু বাহারাবে পদ,
ইচ্ছা হয় খাও মদ, মদে যেন টোলোনা ॥
বপুবাসে রিপুদলে, পরম-রতন দলে,
মিশিয়া তাদের দলে, মহাধন দোলোনা।
কত লোক কত ছলে, তোমায় যদ্যপি ছলে,
তুমি মন ছল কোরে, কারো মন ছোলোনা ॥
বলুক যে, যত বলে, সকলেই বলে বলে,
বল কোরে তুমি কারে, কোনো কথা বোলোনা।
তৃপ্ত কর রসনায়, ... যেন গায়,
কুজনের কুকথায়, কোপানলে জ্বোলোনা ॥
ধর্ম্মপথ সোজা অতি, ... পথেই কর গতি,
সোজাপথ ছেড়ে কভু,বাঁকাপথে চোলোনা।
যে, তোমার, তুমি তার, এই মাত্র ব্যবহার,
ঢলাঢলি কোরে আর, কারো ভাবে ঢোলোনা।
গত হয় যত দিন, ... হোতেছ দীন,
তোমার সুখের দিন, ... হোলোনা।
পরমপদার্থনাশা, হৃদয়ে কয়েছ বাসা,
হায় হায়,-পাপ্ আশা,হোয়ে কেন মোলোনা ॥

ময়ূর রাজ কহিলেন।

কি উপায়ে এই সন্ধি নির্দ্ধারিত হইবে?।

দূরদর্শি-মন্ত্রী কহিতেছেন।

হে মহীপাল! অতি সদুপায়ে অতি সহজে অতিশীঘ্রই এই সন্ধি-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিব।—বিশ্বাস-পাত্রকেই বিশ্বাস করিবে, অবিশ্বাসিকে বিশ্বাস করা কোনোমতেই কর্ত্তব্য হয়না, খল-শত্রুকে আশ্রয় দেওয়া ও তাহার আশ্রয় লওয়া এই উভয়-পক্ষই অমঙ্গের কারণ।—কেনন৷ মণিভুষিত ফণি কি প্রাণনাশক হয়না? অপিচ দুষ্টলোকেরা মৃদ্ভাণ্ডের ন্যায় অসার। সাধু লোক স্বর্ণপাত্রের ন্যায় সার। অতএব যে যে ব্যক্তির সহিত প্রণয় ও সন্ধি-করা কর্ত্তব্য এবং যাহারদিগের সহিত সদ্ভাব এবং মিলন করা অকর্ত্তব্য, তদ্বিশেষ বিস্তারিতরূপে নিবেদন করি, অবধান করুন।

পয়ার।

মার্জ্জার, মহিষ মেষ, তিন স্থলচর।
কটুভাষি, কাক আর, কাপুরুষ-নর॥
আদর করিলে পরে, প্রভু-সম হয়।
এদের বিশ্বাস করা, বিধি কভু নয়॥
স্থির, ধীর, স্বভাবত, সরল যে হয়।
তার সহ, চপলের, কোথায় প্রণয়?॥
সন্ধির বিধান নয়, শঠের সহিত।
হিত তাহে নাহি হয়, ঘটে বিপরীত॥
দাবানল যোগে যদি, জ্বাল দেও জল।
সে জল করিবে তবু, নির্ব্বাণ অনল॥
স্বভাবে দুর্জ্জন যেই, দুষ্টভাব ধরে।
সে যদি সকল শাস্ত্র, অধ্যয়ন করে॥
তবু সেই কভু নয়, বিশ্বাসের স্থল।
স্বভাবের দোষে হবে, কেমনে সরল?॥
মণিতে ভূষিত-ফণি, দৃশ্য মনোহর।
তথাচ সে বিষধর, অতি ভয়ঙ্কর॥
কার সাধ্য, তাহার, খোবোলে দেয় কর।
ছোবোলে বধিবে প্রাণ, মনে এই ডর॥
খল-শত্রু ধনী হয়, কিম্বা হয় দীন।
অধীন কোরোনা তারে, হয়োনা অধীন॥
কোনোমতে ভাল নহে, তাহার নিশ্বাস
কোরোনা কোরোনা কভু, কোরোনা বিশ্বা
অধীন হইলে তার, কত অপমান।
অধীন করিলে তারে, কবে যাবে প্রাণ॥
স্বামিতে-বিরক্তা-নারী, ভয়ঙ্করী হয়।
কখনো উচিত নহে, তাহারে প্রত্যয়॥
সকলি করিতে পারে, কুলটা-কামিনী।
পরপ্রেমপরায়ণা, প্রত্যয়ঘাতিনী॥
যার যাহা যোগ্য হয়, তাই বিধি বটে।
বিপরীত হোলে শেষ, বিপরীত ঘটে॥
মনেতে বুঝিয়া দেখ, বিবেচনা করি।
জলেতে কি গাড়ি চলে, স্থলে চলে তরি

হীনজন মৃত্তিকার, কলসির প্রায়।
ভেঙে তাকে জুড়নায়, গড়া নাহি যায়॥
সুজন সুবর্ণঘট, গুণের আধার।
অনায়াসে ভেঙে তারে, গড় পুনর্ব্বার॥
দুর্জ্জনের ভক্তিভাবে, কিছুই না করে।
সুজনের সার থাকে, মনের ভিতরে॥
উত্তম যে হয়, হয়, সহজে সরল।
নারিকেল-ফল সম, অন্তর শীতল॥
কুলফল, সম, নীচ, দেখিতে সুন্দর।
বাহিরে কোমল কিন্তু, কঠিন-অন্তর॥
অসতের খল কভু, না হয় প্রচার।
মুখে বলে একরূপ, কাজে করে আর॥
সতের সতের কভু, ভেদাভেদ নাই।
মুখে যাহা, মনে তাহা, কাজে করে তাই॥
খল জন, কথায়, কৌশল করে নানা।
সত্য আর মিথ্যা যায়, ব্যবহারে জানা॥
সদাই সন্তোষ মনে, স্থিরভাবে আছে।
ছল নাই, মিথ্যা নাই, উত্তমের কাছে॥
অগ্নিযোগে দ্রব হয়, ধাতু সমুদয়।
[illegible] সবে তাই, মিলনেতে রয়॥
তৃণে আর বৃক্ষে দেখ, পশু পক্ষিগণে।
পরস্পর মিল হয়, বিশেষ কারণে॥
মূর্খে আর লোকে হয়, মূর্খের মিলন।
উত্তমে উত্তমে মিলে, হোলে দরশন॥
[illegible], সদালাপী, সদা সদাচারী।
জগতের অনুরাগী, সর্ব্বহিতকারী॥
দুঃখে সুখে সমভাব, বিষয়ে নিপুণ।
সুজন মিত্রের হয়, এই সব গুণ॥

উভয়ত একভাবে, একরূপ বোধ।
ছলনা, চাতুরী নাই, নাই হিংসা, ক্রোধ॥
আপনার প্রাণ সম, ভাবে আপনারে।
স্বপনেও নাহি জানে, মিছে ব্যবহার॥
খলের ছলের প্রেম, জলের লিখন।
কলের সহিত তার, না হয় মিলন॥
অধমের সহ যেন, ঘটেনা প্রণয়।
তারে তুমি মিত্র বল, উত্তম যে হয়॥
অমৃত নিঃসৃত হয়, সাধুর বদনে।
পাষাণেরে, দ্রব করে, মধুর বচনে॥
খরতর রবিকরে, হোয়ে জ্বালাতন।
স্নান করি খায় লোকে, শীতল জীবন॥
নীহার বিহার করে, যে ফুলের দলে।
তাহাতে শয়ন করে, সুশীতল স্থলে॥
চন্দনে চর্চ্চিত করে, অঙ্গ অনিবার।
গলায় ধারণ করে, মুকুতার হার॥
তাহাতে কি হয় তার, সুখের ঘটনা।
কখনো না দূর হয়, মনের যাতনা॥
ধার্ম্মিকের "বদন নীরদগত" নীর।
একেবারে স্নিগ্ধ করে, অন্তর-বাহির॥
আকর্ষণী মন্ত্র সম, করি আকর্ষণ।
মধুদানে মুগ্ধ করে, সকলের মন॥
রসভরে, বশ করে, হরে সব দুখ।
বাল, বৃদ্ধ, সকলের, সমভাবে সুখ॥
সুজনের হোলে পরে, প্রেমের বিচ্ছেদ।
তথাচ না হয় তার, অন্তরে প্রভেদ॥
স্বভাবের সরলতা, স্থির হোয়ে রয়।
কোনোমতে অন্তরেতে, বিকার না হয়॥

পদ্মের মৃণাল যথা, ছেঁড়ে ভেঙ্গে পর।
দুই ভাগে সূত্রের, সংযোগ পরস্পর॥
তদ্রূপ যোগের ছেদ, না হয় যেমন।
সতে, সতে, সেইরূপ, মনের মিলন॥

সাধুব্যক্তির সহিত প্রণয় করাই কর্ত্তব্য, যেহেতু সুজনের মনে কিছুতেই বিকার জন্মেনা।—সদাশয় মহাশয় ব্যক্তি কোনো কারণে ক্রুদ্ধ হইলেও সেই ক্রোধে কখনই অনিষ্ট জন্মেনা। যেমন তৃণের অনল কোনো কালেই সমুদ্রের জলকে তপ্ত করিতে পারেনা, সেইরূপ চণ্ডাল-ক্রোধ কস্মিন্‌কালেই সুলোকের চিত্তকে চঞ্চল করিতে পারেনা।

পদ্য

বিশেষ কারণে সাধু, যদি করে ক্রোধ।
তবু তার মন হোতে, নাহি যায় বোধ॥
সে রাগ, সুরাগ, তায়, নাহি কিছু ভয়।
বোধের উদয় থাকে, ক্রোধের সময়॥
হিতকর ক্রোধ সেই, স্বভাবে সঞ্চার।
কদাচ না হয় তায়, মনের বিকার॥
যদ্যপি জ্বলিয়া উঠে, তৃণের অনল।
তাহাতে কি তপ্ত হয়, জলধির জল?
অতএব থাকো সদা, সাধু-সন্নিধান।
রাগ আর তুষ্টি যার, উভয় সমান॥
সুজনের প্রেমে কভু, নাহি অপকার।
রোষে, তোষে, উপদেশে, কত উপকার॥

সাধু-সঙ্গ নাহি যার, মিছে সেই নর।
মিছে তার জন্ম-লাভ, মিছে কলেবর॥
জীবন সফল তার, হবে আর কবে?।
মিছে খায়, মিছে পরে, মিছে চরে ভবে॥

যেমন কুসুম-স্তবক আপনার সাধু স্বভাব কখনই পরিত্যাগ করেনা, হয়, মনুষ্যকর্ত্তৃক সমাদরে গৃহীত হইয়া দেবার্চ্চনায় ব্যবহৃত হয়, নয়, বনেতেই বিশীর্ণ হইয়া লয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মহন্মনুষ্য, হয়তো সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া সকলের উপরেই কর্ত্তৃত্ব করেন, নয়তো গোপনে গোপনে আপনার ভাবে আপনিই থাকেন।

পদ্য।

ফুলের স্তবক তার, যেরূপ প্রকার।
অবিকল সেরূপ, সন্তের ব্যবহার॥
হয় গিয়া চড়ে ফুল, মাথার উপর
নতুবা বিলয় হয়, বনের ভিতর॥
হয়, হয় নরশ্রেষ্ঠ, মহৎ যে হয়
নতুবা বিজন বনে, দেহ করে লয়॥

সংসার বিষের তরু, সহজে সরল।
তাহাতে ফলেছে দুই, সুরসাল ফল॥
এক ফল "কাব্য সুধারস-আস্বাদন"।
আর ফল, "সুজনের-সহিত মিলন"॥
হবেনা বিফল, কভু, হবেনা বিফল।
যাহে যার অভিরুচি, লহ সেই ফল॥
প্রথম ফলের স্বাদে, তৃপ্ত হয় মন।

দ্বিতীয় ফলের স্বাদে, সফল জীবন॥
তাই বলি মহারাজ, স্থির রেখে মন।
[illegible] ফলের রস, কর আস্বাদন॥
[illegible] বিবাদ, দ্বেষ, করি পরিহার।
[illegible] বোসে রাজপাটে, করহ বিহার॥
পরস্পর প্রেমভাবে, ভ্রাতৃ ব্যবহার।
তার চেয়ে কিছুমাত্র, সুখ নাই আর॥

যে ব্যক্তি অজ্ঞানী, সে ব্যক্তি সুখেতেই উপাস্য হয়। বিষয়জ্ঞ লোক অতিশয় সুখেতেই আরাধ্য হয়। যাহার বুদ্ধির লেশমাত্রই নাই, ব্রহ্মা স্বয়ং আগমন পূর্ব্বক উপাসনা করিলেও তাহাকে অনুরক্ত করিতে পারেননা। হংসরাজ সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠির, তাঁহার মন্ত্রী চক্রবাক সর্ব্বজ্ঞ। অতএব তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে আর যেন বিলম্ব না হয়, যত বিলম্ব করিবেন, ততই বিপদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা, আমরা এখানে যদি সন্ধি না করি তবে কি আর রক্ষা থাকিবে? আমি পূর্ব্বেইতো সমুদয় নিবেদন করিয়াছি, যে রাজা আপন রাজ্যরক্ষা না করিয়া পরের রাজ্য আক্রমণ করেন, তিনি আপনার পূর্ব্ব-সঞ্চিত [illegible] বিপত্তিসাগরে বিসর্জ্জন করেন।—পররাজ্য ও পরধন-[illegible] কর্ম্ম, ইহার অপেক্ষা অধর্ম্ম আর কিছুই নাই। লঙ্কেশ্বর-দশানন যদ্যপি সাধ্বী সীতাকে হরণ না করিতেন, আর তিনি যদি সন্ধি করিয়া শ্রীরামকে সীতা প্রদান করিতেন, তবে কখনই সবংশে নির্ব্বংশ হইতেননা।—রাজা দুর্য্যোধন যদ্যপি পঞ্চপাণ্ডবকে পাঁচখানি গ্রাম প্রদান করিয়া সদ্ভাব রক্ষা করিতেন, তবে কুরুকুল এককোলে সমূলে নির্ম্মূল কেনই হইবে? এই যুদ্ধের অপেক্ষা অধিক অনিষ্টকর পাপের কর্ম্ম আর কি আছে? ইহাতে অতি ধার্ম্মিক জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদি জনেরাও চিত্তের চাপল্য নিবারণ করিতে পারেননা, যুদ্ধকালে জয়েচ্ছায় বোধান্ধ ও ক্রোধান্ধ-হইয়া অনায়াসে প্রতারণাপরতন্ত্র হয়েন, দেখুন, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির "অশ্বত্থামার" বিষয়ে কৌশলে মিথ্যা কথা কহিয়া গুরু-দ্রোণাচার্য্য-বধের পাপভাগী হইয়া নরক-দর্শন করেন, ঐ যুদ্ধে আরো কত প্রবঞ্চনা হইয়াছে। পতিতপাবন শ্রীরামচন্দ্র বিনা-দোষে বালিরাজাকে বিনাশ করেন, এইরূপ যে যে স্থানে, রাজায় রাজায়

যুদ্ধ হইয়াছে, সেই সেই স্থানেই ছলনা, চাতুরী ও আর আর প্রকার অনর্থকর মিথ্যা-ব্যবহারের ত্রুটি হয় নাই, অতএব রাজাদিগের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃভাবে প্রণয়পাশে আবদ্ধ থাকাই বিধেয় হইতেছে, কারণ ইহাতে পুণ্য হয়, প্রতিষ্ঠা হয়, আর ধর্ম্ম এবং পুরুষার্থ রক্ষা পায়।

শিখীশ্বর কহিলেন।

আর অধিক বাক্য-ব্যয়ের আবশ্যক করেনা, হংসরাজ যে অতি মহাত্মা ব্যক্তি, কাকের দ্বারাই আমি তাহার প্রমাণ পাইয়াছি, এইক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য তাহাই কর।

এই রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া গৃধ্র-মন্ত্রী যথারীতিক্রমে দুর্গমধ্যে গমন করিলেন।

রাজহংসের দূত বক আসিয়া নিবেদন করিল।

হে মহারাজ! মহামন্ত্রী দূরদর্শি-গৃধ্র সন্ধি-করণের অভিপ্রায়ে শ্রীশ্রীযুতের শ্রীচরণের নিকট আগমন করিয়াছেন।

তচ্ছ্রবণে রাজহংস কহিলেন।— ওরে দেখ্ দেখ্, পুনর্ব্বার কোন্ ধূর্ত্ত-ব্যক্তি সন্ধান লইতে আসিয়াছে?

সর্ব্বজ্ঞ-মন্ত্রী হাস্য করিয়া কহিলেন।

ও মহারাজ! ইহাতে শঙ্কার বিষয় কিছুই নাই, ইনি মহাত্মা দূরদর্শী মহাশয়। বঞ্চক নহেন, সন্ধি-করণের মানসে আগমন করিয়া দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন।

পদ্য।

বঞ্চনায় বঞ্চিত, যে, হয় একবার।
তার মনে ভয় বটে, এরূপ প্রকার॥
বুদ্ধিমান-রাজহংস, নিশা আগমনে।
সরোবরে কুমুদ-মৃণাল-অন্বেষণে॥
তারাপ্রতিবিম্ব-জলে, দরশন করি।
আহারে বঞ্চিত হয়, মনে ভয় ধরি॥
সেই ভয় মনে তার, জাগে সর্ব্বক্ষণ।
দিবসেও শ্বেতপদ্মে, করেনা দংশন॥
কুজনের কুহকেতে, যে ফেলে নিশ্বাস।
সুজনেও তার মনে, না হয় বিশ্বাস॥
যে শিশুর, পায়সেতে, মুখপুড়ে যায়।
সেই শিশু, "ফুঁ,, পাড়িয়া, দধি তবে খায়॥

হে দেব! এইক্ষণে গৃধ্রমন্ত্রির সম্মানের জন্য যথাসম্ভব রত্ন-উপহার প্রভৃতি সামগ্রী সকল প্রস্তুত করুন।

অনন্তর উপহার প্রস্তুত হইলে সর্ব্বজ্ঞ-মন্ত্রী অগ্রসর হইয়া দুর্গদ্বার হইতে দূরদর্শি-মন্ত্রিকে যথা সমাদরে রাজার নিকট আনয়ন পূর্ব্বক সাক্ষাৎ করাইলেন। গৃধ্র অমাত্য,

রাজ-প্রদত্ত আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

চক্রবাক কহিলেন।

হে মহানুভব! এই সমস্ত সম্পত্তিই আপনারদিগের আয়ত্তাধীন, অতএব যথেচ্ছাক্রমে এই রাজ্য উপভোগ কর।

গৃধ্র কহিলেন।

যদিও সাধুজনের বাক্যই এইরূপ বটে, কিন্তু সংপ্রতি মিথ্যা-বাক্যালাপের প্রয়োজন করেনা, কারণ লোভিলোককে ধনের দ্বারা বশ করিবে, দাম্ভিক-লোককে করযোড় করিয়া বশ করিবে, মূর্খলোককে ছল-দ্বারা বশ করিবে, পণ্ডিত ব্যক্তিকে সত্যের দ্বারা বশ করিবে। মিত্রকে প্রীতি দ্বারা বশ করিবে, বান্ধবকে সম্মানের দ্বারা বশ করিবে, ভার্য্যা ও ভৃত্যকে দান ও মান দ্বারা বশ করিবে, এবং ইতর-লোককে সরল-ব্যবহারদ্বারা বশ করিবে, এই নিমিত্তই প্রস্তাব করিতেছি, ময়ূর-মহারাজ পরাক্রমী, অতএব তাঁহার সহিত সন্ধি করাই

চক্রবাক কহিলেন।

সন্ধি-বিষয়ে আপনার কিরূপ অভিপ্রায় তাহা ব্যক্ত করুন?

রাজহংস কহিলেন।

সন্ধি কত প্রকার?

গৃধ্র কহিতেছেন।

সন্ধি ষোড়শ প্রকার।

যথা।

কপাল ১। উপহার ২। সন্তান ৩। সঙ্গত ৪। উপন্যাস ৫। প্রতীকার ৬। সংযোগ ৭। পুরুষান্তর ৮। অদৃষ্টনর ৯। আদিষ্ট ১০। আত্মাদিষ্ট ১১। উপগ্রহ ১২। পরিক্রম ১৩। উচ্ছন্ন ১৪। পরভূষণ ১৫ এবং স্কন্ধোপনেয় ১৬।

শুদ্ধ সমতাতে যে, সন্ধি হয়, তাহার নাম "কপাল" সন্ধি। —ধনাদি দ্বারা যে সন্ধি হয়, তাহার নাম "উপহার"।—দাসী-দেশাদি দান দ্বারা যে সন্ধি হয় তাহার নাম "সন্তান"।—মিত্রতাদ্বারা যে সন্ধি হয় তাহার নাম "সঙ্গত"।—যাবজ্জীবন উভয়েরি এক বিষয়, এক প্রয়োজন,-সকলি সমান, সম্পদে বিপদে কিছুতেই বিচ্ছেদ হয়না এই প্রযুক্ত এই "সঙ্গত সন্ধি" সর্ব্বা

-পেক্ষাই উৎকৃষ্ট, সন্ধিজ্ঞ বিজ্ঞ জনে-রা ইহাকে "কাঞ্চন-সন্ধি" বলিয়া থাকেন।—ধন ও কার্য্যের নিষ্পত্তি, এতদ্রূপ উদ্দেশ করিয়া যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহার নাম "উপ-ন্যাস"। আমি ইহার উপকার করিয়াছি, এ ব্যক্তিও আমার উপকার করিবে, এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া যে সন্ধি হয়, তাহার নাম "প্রতীকার"। —এই সন্ধি শ্রীরাম সুগ্রীবের সন্ধির ন্যায়।—একমাত্র উদ্দেশে কার্য্যের প্রমাণ করিয়া যে সন্ধি করা যায়, সেই সন্ধির নাম "সংযোগ"।—

যে স্থলে পরস্পর তিন বিরোধি শত্রু উপস্থিত, তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে এরূপ কহে, যে, তোমার এবং আমার উভয় পক্ষের সেনাপতি ও সেনার দ্বারা ঐ তৃতীয় ব্যক্তিকে পরাজয়-করণের যে প্রয়োজন, সেই কার্য্য-সাধন হউক, এমত পণ করিয়া যে সন্ধি হয়, তাহার নাম "পুরুষান্তর।

কেবল তোমার দ্বারাই আমার এই কার্য্য সুসাধ্য হইবে, শত্রু এবম্প্রকার পণ করিয়া যে সন্ধি করে, সেই সন্ধির নাম "অদৃষ্টনর"। বিবাদ-স্থলে ভূমির একদেশ-পণে শত্রুর সহিত যে সন্ধি হয়, তাহার নাম "আদিষ্ট"।—

পর-কর্ত্তৃক-পীড়িত শত্রুর উপকারার্থ সসৈন্যে গমন পূর্ব্বক তাহার সহিত সংযোগ-করণ, এই সন্ধির নাম।—"আত্মাদিষ্ট"—

আপনার প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বস্ব দান দ্বারা যে সন্ধি হয়, তাহার নাম।—"উপগ্রহ"—

বলবান বিপক্ষ আসিয়া রাজ্যের কিয়দংশ হরণ করিয়াছে, তৎকালে আপনার ভাণ্ডারস্থ যৎকিঞ্চিৎ ধন, কিম্বা অর্দ্ধাংশ ধন, অথবা সমস্ত অর্থ দিয়া অবশিষ্ট ভূমি গ্রামাদি রক্ষার নিমিত্ত যে সন্ধি হয়, তাহার নাম—"পরিক্রম"—

উত্তম ভূমির দ্বারা যে মিলন হয়, তাহার নাম—"উচ্ছন্ন-সন্ধি"—

ভূমি-জাত শস্যাদি দান-দ্বারা যে সন্ধি হয় তাহার নাম—"পরভূষণ"।

এবং ভূমির উৎপাদিত শস্যাদি আপন ভৃত্যের দ্বারা বিপক্ষের নিকট প্রেরণ-করণের পণে যে সন্ধি হয় সেই সন্ধির নাম—"স্কন্ধোপনেয়"।

পরন্তু পরস্পর উপকার, মিত্রতা, সম্বন্ধক, এবং উপহার, এই চারি প্রকার বিশেষ সন্ধি।

আমার বিবেচনায় "উপহার" সন্ধিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কারণ, কেবল এই এক উপহার ব্যতীত অপর কোনো-প্রকার সন্ধিতে মিত্রতা সম্বন্ধ নাই।

যে স্থলে বিপক্ষ ব্যক্তি বল প্রযুক্ত রাজ্য-গ্রহণ না করিয়া অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তিগুণ ধারণ করেনা, সে স্থলে "উপহার" ব্যতীত অপর কোনো সন্ধি, সন্ধি বলিয়াই গণ্য হইতে পারেনা।

চক্রবাক কহিলেন।

পদ্য।

আমার আত্মীয় ইনি, উনি হন পর।
এরূপ যে ভেদ করে, নীচ সেই নর॥
নিজে সেই অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র মন তার।
স্বভাবের দোষে করে, ক্ষুদ্র ব্যবহার॥
স্বভাবে সরল, ধীর, মহৎ, যে, হয়।
তার কাছে, আত্মপর, ভেদ নাহি রয়॥
সমভাবে, সবে ভাবে, আমার আমার।
পৃথিবীর, সকলেই; অন্তরঙ্গ তার॥

পরনারী, জ্ঞান করে, জননীর প্রায়।
[illegible] পানে, ফিরেও না চায়॥
কেবল আপন ধনে, যে রাখে প্রয়াস।
পরধন জ্ঞান করে, ধূলা আর পাঁশ॥
সর্ব্বভূতে আত্ম-বোধ, যে করে ধারণ।
সাধু সাধু, সাধু সেই, পণ্ডিত সুজন॥

হংসরাজ কহিলেন।

আপনারা উভয়েই প্রধান এবং পণ্ডিত, অতএব যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করুন।

[illegible] কহিলেন।

[illegible] এ, কি কহিতেছ?

পদ্য।

শারীরিক, মানসিক, পীড়ার কারণ।
কলেবর, জরজর, সদা সর্ব্বক্ষণ॥
এমন অনিত্য-দেহ, করিয়া ধারণ।
কোন্ লোক কোরে থাকে, পাপ আচরণ॥
জলমাঝে চাঁদ হয়, যেরূপ চঞ্চল।
সকল প্রাণির প্রাণ, সেরূপ চপল॥
এরূপ নিশ্চয় জেনে, সাধুজন যত।
পুন পুন, পুণ্যকর, কর্ম্মে হন রত॥
মৃগতৃষ্ণা সম এই, অসার সংসার।
কখন্ সংহার হবে, স্থির নাই তার॥
এইহেতু ধর্ম্ম আর, সুখের কারণ॥
সাধুসহ, বাস করে, সকল সুজন॥
তাই বলি স্থির-রেখে, সত্য-অতি প্রায়।
[illegible] পাশে বদ্ধ হও, উভয় রাজায়॥
পুণ্যের প্রধান হয়, "অশ্বমেধ যাগ"।
জগতে সবাই করে, যার অনুরাগ॥

শত শত "অশ্বমেধ" তুলায় তুলিয়া।
এক "সত্যকথ," তার, এক পাশে দিয়া॥
ওজনে হইল গুরু, "সত্য সুধাভাষ,"।
লঘু হোয়ে "অশ্বমেধ" হোলো তার দাস।
করিলে সুবর্ণ-সন্ধি, সত্য প্রতিজ্ঞায়।
উভয়ের চিরসুখ, ভোগ হবে তায়॥

সর্ব্বজ্ঞ কহিলেন।

এইস্থলে সুবর্ণসন্ধিই বিধেয় হইতেছে।

এইরূপ স্থির হইলে দূরদর্শী অমাত্য মরাল-মহীপ কর্ত্তৃক যথাযোগ্য বসন ভূষণে সম্মানিত হইয়া সর্ব্বজ্ঞ চক্রবাক-মন্ত্রিকে সমভিব্যাহারে লইয়া ময়ূর মহারাজের সমীপে সমাগত হইলেন. শিখীশ্বর সেই সুবর্ণ-সন্ধিতে সম্মত হইয়া বিশেষরূপ দান সমাদর পূর্ব্বক সর্ব্বজ্ঞকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন।

দূরদর্শী কহিলেন।

হে মহারাজ! যুদ্ধান্তে সন্ধি-সংস্থাপন হইবার মনোরথ পরিপূর্ণ হইল, এইক্ষণে স্বরাজ্য-দেবীদ্বীপে গমন করুন।

সেই বাক্যে ময়ূর রাজ স্বদল-বল সমভিব্যাহারে স্বরাজ্যে পুনরাগমন পূর্ব্বক পরম-সুখে বাস করিতে লাগিলেন!

সিদ্ধান্ত শেখর ভট্টাচার্য্য কহিলেন।

হে বাপু! "মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ এবং সন্ধি" এই চারি প্রকার রাজব্যবহার বিস্তারিতরূপে ব্যাখ্যা করিলাম,এইক্ষণে আর কোন্ বিষয় শুনিতে অভিলাষ হয়?।

নৃপতিনন্দনগণ কহিলেন।

হে গুরো! আপনার শ্রীপাদ-পদ্মের প্রসাদে আমরা রাজকীয় ব্যবহার বিশেষরূপে অবগত হইয়া কৃতার্থ হইলাম, অধুনা এতদ্বিষয়াধীন যে কোনো প্রসঙ্গ অথবা অপর যে কোনো বিষয় আমারদিগের পক্ষে কল্যাণকর হয়, প্রসন্ন হইয়া তাহাই প্রকাশ করুন।

আচার্য্য।

হে শিষ্য! সাধু সাধু, সর্ব্ব-মঙ্গলময় মহাদেব তোমাদের সর্ব্ব প্রকারেই মঙ্গল করুন, এখনো অনেক বিষয়ের উপদেশ প্রদানের আবশ্যক করে, আমি ক্রমে ক্রমে তৎ-সমুদয় উপদেশ করিতে ক্ষণমাত্রই আলস্য করিবনা।

শান্তি।

একপতে বিরাজিত, যত মহীপতি।
সবারি মহৎ, হোন্, হোন্ মহামতি॥
পরস্পর, সহোদর, হেন ভাব হবে।
পরস্পর প্রেম-পাশে, বদ্ধ হোয়ে রবে॥
পরস্পর, রাজা যদি, দ্বেষভাব হরে।
পরস্পর, রাজা যদি, প্রেমভাব ধরে॥
পরস্পর রাজা যদি, বিবাদ না করে।
পরস্পর যুদ্ধ করি, যদি নাহি মরে॥
প্রেম-হিংসা, ঘুচে যায়, যায় সব পাপ।
সবার কল্যাণ পায়, সবারি প্রতাপ॥
সবে সহ সদালাপে, থাকিলে সবাই।
তার চেয়ে সুখ আর, কিছুইতো নাই।
ওহেরে, [illegible] অপচয়েতে রহ।
কাহারো সহিত কেহ, কোরোনা কলহ।
অনিত্য বিষয় এই, স্থির জেনে মনে।
ধর্ম্ম-পথে দৃঢ়[illegible], পালো প্রজাগণে॥
বিনয়ি যে সব লোক, আছেন এভবে।
আমোদ প্রমোদে সদা, সুখি হোন্ সবে॥
সুকৃতি সুজন আর, যত যত নর।
সবারি কুশল হোক্, উত্তর উত্তর।
সচিবের হৃদয়েতে, সদাকাল নীতি।
বেশ্যার সমান ধরি, সকল প্রকৃতি॥
প্রতিক্ষণ আলিঙ্গন, করিয়া প্রদান।
করুক "চুম্বন" করি, মুখ-সুধাপান॥
প্রতিদিন বৃদ্ধি হোক্, মহা মহোৎসব।
দূর-যাক্, নিরানন্দ, হাহাকার রব॥

ইতি হিতপ্রভাকর পুস্তকে হিতহার অন্তর্গত
"সন্ধি" নামক চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।